দিনলিপি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রচ্ছদপট
শিল্পী অতুল বসুর অঙ্কিত চিত্র থেকে গৃহীত
পিছনে—ভবানীপুরের মুখোপাধ্যায় বাড়ির আলোকচিত্র
বিন্যাস—পূর্ণেন্দু রায়
আলোকচিত্র ঃ প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য
শ্রীহিমাদ্রি ভট্টাচার্য

Sri Ashutosh Mookerjee
Translated from English to Bengali
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10. Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

গঙ্গাপ্রসাদ

জগত্তারিণী দেবী

আশুতোষের দিনলিপি প্রসঙ্গে
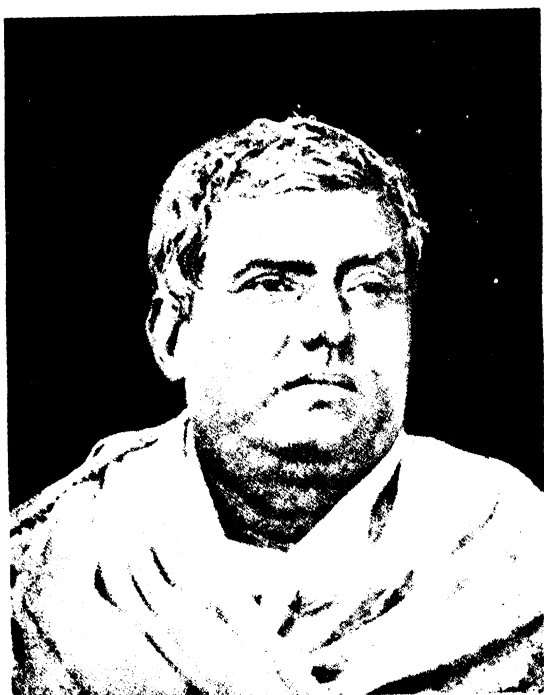
মৃত্যুর বহু বছর পরে পুরনো কাগজপত্রের মাঝে আশুতোষের দিনলিপি খুঁজে পাওয়া এক চমকপ্রদ আবিষ্কার বিশেষ। মহৎ ব্যক্তিদের দিনলিপি, বিশেষ করে ছাত্রজীবনের, অনেক কৌতূহল মেটায়, অনেক জিজ্ঞাসার জবাব দেয়। কারণ, তাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মমুখর জীবনের ভিত গঠনের খাঁটি মালমশলার সন্ধান মেলে। যাঁরা কর্মজীবনান্তে অবসর সময়ে ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা লেখেন, তাঁরা অনেকেই ফেলে আসা জীবনের অনেক কথাকাহিনীই ঝেড়েমুছে পরিশীলিত করার সুযোগ পান; কিন্তু দিনলিপি যদি যথাযথভাবে লিখিত ও রক্ষিত হয়, তবে তা থেকে একজন সংগ্রামী ও সফলকাম ব্যক্তির অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত হবার গোপন সূত্রটির হদিস পাওয়া যায় সহজে। ভোরে শয্যাত্যাগ থেকে রাতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত দিনের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকলে, তা সেই ব্যক্তির মানসিকতা, অভিরুচি, পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, পড়াশোনায় নিষ্ঠা, বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, লেখাপড়া বহির্ভূত বিষয়ে আসক্তি ও অনুরাগ ইত্যাদি ব্যাপারে এক নিখাদ তথ্যসূত্র বলে গণ্য হতে পারে।

আশুতোষের দিনলিপি এ বিষয়ে এক মূল্যবান তথ্যের আকর বিশেষ। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবনের অতি সামান্য কালের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই দিনলিপি। প্রথম পর্যায়ে এই দিনলিপির সময়সীমা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল থেকে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

তখন আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ বি. এ. কোর্সে পাঠরত, আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং পরে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান লাভ করেন।

দিনলিপির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু প্রায় দু'বছর পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ ১ জানুয়ারী থেকে। ঐ তারিখ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নিয়মিতভাবে এবং পরে ১০ মার্চ থেকে ১৮ মে'র মধ্যে ৬ দিন খাপছাড়া ও বিক্ষিপ্তভাবে এই দিনলিপি লিখিত। সময়ের হিসেবে খুবই সংক্ষিপ্ত কাল বলা যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু নথিভুক্ত ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তিতে দুই পর্যায়ের দিনলিপি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। আশুতোষ যে একদিন 'আশুতোষ' হবেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে এই স্বল্পকালীন দিনলিপিতে।

এই দিনলিপিতে মিলবে আশুতোষের অসীম পাঠ্যানুরাগ এবং পড়াশোনার ব্যাপ্তির বহর। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এবং পরীক্ষা-বহির্ভূত বিষয়ে কেমন পড়াশোনা করতেন তা তাঁর দৈনন্দিন পাঠ্যবস্তু ও পাঠ্য-বিষয়ের উল্লেখই বলে দেবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিশাল লাইব্রেরী ছাড়াও তিনি Thacker Spink, Macmillan, আড্ডি, গুরুদাস ইত্যাদি দেশী-

বিদেশী পুস্তক সরবরাহকারীদের মাধ্যমে তাঁর অধীতব্য বিষয়ে নতুন পুস্তক প্রকাশিত হলেই আনাবার ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের কাউন্টারে ছিল তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। দোকানে না পাওয়া গেলে বিলাত থেকে বই আনিয়ে দেবার ভার দিতেন তাঁদের উপর।

দৈনন্দিন পড়াশোনা, সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতি আলোচনা, সাময়িক মতান্তর মনান্তর, শারীরিক পীড়া, পারিবারিক এবং সামাজিক বিষয়াদির উল্লেখ ছাড়া যে সমস্ত বৃহত্তর প্রশ্নে তিনি চিন্তিত ও বিচলিত বোধ করতেন, যে সমস্ত ঘটনায় আবেগে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হতেন, এমন বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় দিনলিপিতে—যা আজ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যে সব ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে গতি পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী, তারও আভাস মেলে কোন কোন দিনের দিনলিপিতে। তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় মেলে বন্ধু ও সহপাঠীদের পড়াশোনায় সাহায্য করা, কোনও বন্ধুকে অসৎসঙ্গ পরিহার করতে পরামর্শ দান, বন্ধুর বোনের অসুস্থতার খবর পেয়ে চিকিৎসক-পিতাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখতে যাওয়ার আত্যন্তিক তাগিদ থেকে।

ইংলন্ডের সুযোগ্য জ্যোতির্বিদের মৃত্যুতে তিনি যেমন দুঃখবোধ করতেন, তেমনি ট্রাম্-কনডাকটরদের সঙ্গে বচসার পরিণতিতে ছাত্রদের সুলভে ট্রাম ব্যবহারের সুযোগ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত পাঠগ্রহণে তাঁর যেমন অসীম নিষ্ঠা, কলেজ শিক্ষকদের উপযুক্তভাবে তৈরী না হয়ে ক্লাসে আসায়ও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি—তা হোন না তাঁরা ইউরোপীয়। আশুতোষ প্রচণ্ড পড়াশোনা করতেন; তা বলে তিনি বই-এর পোকা ছিলেন না। তিনি প্রত্যেকটি বই খুঁটিয়ে পড়তেন—তার উপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক 'নোট' তৈরী করতেন নিজে নিজে। আত্মীয়স্বজন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি তিনি যেমন শ্রদ্ধাশীল, ছোট ভাইবোনের প্রতিও তিনি স্নেহপরায়ণ। তাদের পড়া দেখিয়ে দেওয়া, তাদের নিয়ে দ্রষ্টব্যস্থানে বেড়াতে যেতে দেখা যায় তাঁকে। তবে অকারণ আড্ডা ও খোশগল্পে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। সকল কাজে নির্দিষ্ট 'রুটিন' মেনে চলতেন বলেই পড়াশোনায় সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকতেন সবসময়। বি. এ. পড়তে পড়তে যে তিনি এম. এ'র প্রশ্নপত্রের সমাধান করছেন তার উল্লেখ দিনলিপিতেই দেখা যায়। এমন কি বি এ. পাঠরত অবস্থাতেই কোনও কলেজ শিক্ষককে তিনি যে অঙ্কের সমাধান করে পাঠাচ্ছেন, তারও উল্লেখ দেখা যায়।

আর যে বিষয়টির প্রতি দিনলিপি পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবে, তা হল—সমসাময়িক রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আশুতোষের আন্তরিক আগ্রহ। শাসন ও বিচারব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্পর্কেও মাঝে মাঝে কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পাঠরত, তখন তিনি ঘটনাচক্রে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ঐটিই সরকার-বিরোধী প্রথম প্রত্যক্ষ আন্দোলন; তাও আবার হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের

বিরুদ্ধে। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাতদানের প্রতিবাদে 'The Bengalee'-তে সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ) আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে জনসাধারণ - বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ ফুঁসে ওঠে। সরকারের সুয়োরাণী তুল্য প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাতে নেয় মুখ্য ভূমিকা। কলেজ থেকে সোজাসুজি হাইকোর্টে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন যুবক আশুতোষ এবং বেশ সোচ্চারেই যে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার উল্লেখ না থাকলেও ছাত্র বিক্ষোভ যে বেশ সহিংস রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেমন—"১০টা নাগাদ কলেজে পেঁাছে দেখি সব ঘর প্রায় খালি; বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পত্রিকা 'The Bengalee'-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার অপরাধে মামলার রায় শুনতে সকলে হাইকোর্টে গিয়েছেন। এত বিরাট সংখ্যায় জনসমাবেশ হয়েছিল যে আমরা হল-এ প্রবেশ করতেই পারছিলাম না; যা আশংকা ছিল তাই হল, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো এবং তারা খুব মার খেলো। অবশ্য চারজন ছাত্রও ধরা পড়লো।"

আর স্বয়ং স্যার সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে—'A Nation in Making' গ্রন্থে এই ঘটনার নিম্নরূপ বর্ণনা দেন—

"In the demonstration that followed the passing of the sentence, the students took a leading part, common among the youngmen all over the world, smashing windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Asutosh Mukherjee, subsequently so well-known as a Judge of the High Court and as a Vice-Chancellor of the Calcutta University."

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশুতোষের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে দিনলিপি থেকে: "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিচার ও দমনপীড়নের আসল রূপ দেখে উত্ত্যক্ত বোধ করছি।"

যা হোক, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশুতোষ কিছু দিনের মধ্যে খুদে জননেতা হয়ে পড়েন, তিনি বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা লিখে ফেলেন। এ ব্যাপারে তাঁর পিতা এবং খুল্লতাত তাঁকে উৎসাহ দেন। এখানে ওখানে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর ডাক পড়তে থাকে। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েও তিনি বক্তৃতা করেন। পত্রপত্রিকায় এবং মৌখিকভাবেও তিনি সেজন্যে অভিনন্দিত হন। তবে কয়েকদিন এভাবে কাটার পর মনে হয় আশুতোষ থমকে দাঁড়ান। এতে যে পড়াশোনার ক্ষতি হয় তা তিনি বুঝতে পারেন। ফলে পরবর্তীকালেও তিনি পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ বারংবার দিয়েছেন।

তবে এর পরেও তিনি জনস্বার্থ ও জনশিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি মারফৎ যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি তা নয়। বিশেষতঃ

বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের স্বদেশী পরিচালনায় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এক ভাষণের উপর আশুতোষের সুচিন্তিত অভিমত 'The Statesman' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর যে একটা নিজস্ব ধ্যানধারণা গড়ে উঠছে তখন থেকে, তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই চিঠিপত্রে। ভারতীয় আই. সি. এস-দের মধ্যে অন্যতম প্রবীণ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের বক্তব্য খণ্ডন করা বিশ বছরের এক যুবকের পক্ষে যে নিতান্তই দুঃসাহস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু লেখক নবীন হলে কি হবে, প্রবীণের অজ্ঞতাকে তিনি বিনাবিচারে মেনে নিতে পারেননি। তবে তা অবশ্যই গায়ের জোরে নয়; তথ্য-সমৃদ্ধ যুক্তি ও গভীর চিন্তাভাবনার ভিত্তিতেই তিনি প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন। দিনলিপিতে এ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আশুতোষ যে বিচলিত বোধ করতেন তারও একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ জাতির প্রতি তাঁর যে বিশেষ কোন দুর্বলতা ছিল তার তেমন কোন ইঙ্গিত মেলে না। বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা বার্মার (অধুনা মায়ানমার) স্বাধীনতা হরণ করলে আশুতোষ তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন—"বার্মা অধিকৃত হয়েছে। এই লজ্জাজনক অপকর্মকে যথেষ্ট নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অপরাধের জন্য লর্ড ডাফরিনের ফাঁসী হওয়া উচিত; আবার একটি দেশকে দাসত্বের অবস্থায় নামিয়ে আনা হল।...এই পদক্ষেপ শুধু সাংঘাতিক ভুল নয়, এটি একটি অপরাধ।"

নবীন যুবক আশুতোষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় এ কটি কথার মাঝে আর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার জন্য তিনি যে কি মর্মবেদনা অনুভব করতেন, তাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন দিনলিপির পাতায়—"তথাকথিত ইলবার্ট বিল শুক্রবার কাউন্সিলে আনা হবে, কোন সন্দেহ নেই সেই প্রস্তাব পাশও হয়ে যাবে। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ! আমার মাতৃভূমি, স্বদেশ! অত্যাচারী শাসকের দ্বারা পদদলিত। জঘন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক। তারা যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনরীতি শুরু করেছে তা অত্যন্ত অন্যায় রীতি।" এই ইলবার্ট বিলের ইতিহাস সবারই জানা আছে আশা করি। রোমান রাজনীতিবিদ Rienzi-র জীবনকাহিনী থেকে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, "শুধু একজন ব্যক্তিত্ব একটি দেশকে স্বাধীন করতে পারে না, যতক্ষণ না সেই দেশের জনসাধারণ পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশিষ্টভাবে যোগ্য হয়ে ওঠে।"

যথাসময়ে সসম্মানে বি. এ., এম. এ., আইন পরীক্ষা পাস এবং পি. আর. এস. স্কলারশিপ লাভ করেন আশুতোষ। অঙ্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। অঙ্কের বই হাতের কাছে পেলে তাঁর আহারনিদ্রা ঘুচে যেত। অঙ্কের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ ইউরোপের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেছেন তিনি। তাতে যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইউরোপীয় শিক্ষকদের একাংশ বেশ ঈর্ষান্বিত, তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে অঙ্কের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন, তাও মনে মনে

স্থির করে ফেলেছেন : "আমার একান্ত ইচ্ছা, বি এ'র পাঠ্য পুস্তক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনপ্রাণ অঙ্কশাস্ত্রে যেন নিয়োগ করতে পারি।"

কিন্তু বিধি বিমুখ, কিংবা ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতায় আহ্বান পেলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয় অধ্যাপকদের সমতুল্য বেতন পাবেন না। সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বছরে চার হাজার টাকার একটা 'রিসার্চ-প্রফেসর' পদ পেলেও কোনোভাবে সংসার খরচ চালিয়ে অঙ্কের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবেন—এই আশা; কিন্তু সে আশাও বিলীন। বস্তুতপক্ষে এ সময়টা তাঁর স্বপ্নদেখা ও স্বপ্নভঙ্গের কাল। অবশেষে হতাশ হয়ে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ—শুরু করলেন আইন বিশারদ রাসবিহারী ঘোষের তত্ত্বাবধানে আইন ব্যবসা। সেই সূত্রেই রাসবিহারী, তারকনাথ পালিত প্রমুখ আইন জগতের দিকপালদের সাহচর্যে এলেন। এই মণিকাঞ্চন যোগাযোগই যে অদূর ভবিষ্যতে দেশের এতদঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

নিজের অভীপ্সা মতো অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারেননি বলে আশুতোষ সারাজীবন মনে ক্ষোভ পোষণ করে গেছেন এবং ভবিষ্যতে কোনও প্রতিশ্রুতিবান গবেষককে যাতে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গবেষণা-ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য জীবিকা অন্বেষণ করতে না হয়, সে ব্যবস্থা করার এক দৃঢ় সংকল্প মনে মনে গ্রহণ করলেন। তারকনাথ-রাসবিহারীর সাহচর্য ও সাহায্য তাঁর সে সংকল্প পূরণে সহায়তা করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জজিয়তি গ্রহণ করেন এবং অনতিকাল মধ্যে ভাইস চ্যানসেলার পদ গ্রহণে আহ্বান পেলেন। এক সেনেটসভায় তিনি তাঁর গোপন সংকল্প পূরণের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন—

"I began life as a research student in Mathematics, when research was practically unknown in this country and I hoped that the mission of my life was to be a Research Professor in my University. Mr. Justice Banerjee, who was then the Vice-Chancellor, made desperate attempt to create a Chair for me, but such were the times that he failed to collect even such sum as would give a modest income of Rs 4000 a year which was all that he and I thought would be sufficient to maintain me as a Research Professor. The consequence was that I drifted into Law, but I made a determination at that time that, Heaven willing, I would devote myself to the service of the University so that in the next generation any aspiring scholars in my position might not drift into Law and might have adequate opportunities to

devote themselves into the cause of Letters and Science."

আশুতোষের এই ভীষ্মপণের ফসল হল মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ও তাদের উত্তরসূরীগণ।

আশুতোষ অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ছেড়ে আইনের জগতে প্রবেশ করার ফলে অঙ্কের ক্ষেত্রে যে বিরাট সম্ভাবনার অংকুরে বিনাশ ঘটেছে তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন স্যার সি. ভি. রামন—

"Bengal in gaining a distinguished Judge and a great Vice-Chancellor lost in him a still greater mathematician."

প্রেসিডেন্সীর শিক্ষকদের সংগে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় দিনলিপিতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভের উল্লেখও রয়েছে। কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সভায়, ডিবেটিং ক্লাবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। বক্তৃতা দিতেন, সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভা পরিচালনা করতেন। তৎকালীন খ্যাতনামা বাগ্মীদের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায় তাঁর মধ্যে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকজন সহপাঠীও সহযাত্রী হতেন মাঝে মাঝে। ভবানীপুর থেকে হেঁটে কলেজ স্ট্রীট আসা বা হাইকোর্ট যাওয়া তেমন কোন ব্যাপারই ছিল না সেকালে। তবে ভবানীপুরের লোকজন গড়ের মাঠ ডিঙিয়ে কোথাও যেতে হলেই 'কলকাতা যাচ্ছি' বলতেন দেখা যায়।

আমাদের দেশে 'প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে আশুতোষ ও তাঁর পিতা গঙ্গাপ্রসাদের আচরণে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। সত্যিই সে সময় পিতার সংগে তাঁর মিত্রসুলভ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তখনো পড়াশোনা সম্পর্কে আশুতোষ পিতার সংগে আলোচনা করছেন, তাঁর পরামর্শ মতো নিজের বক্তব্য সংশোধন করছেন সংযোজন করছেন। সকাল সন্ধ্যায় পিতার সংগে ভ্রমণে বের হচ্ছেন। ঐ বয়সে পিতা যেন এক কথায় আশুতোষের 'Friend Philosopher and Guide'-এর পর্যায়ে এসেছেন। বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তৃতা শুনতে যাওয়াতে তিনি পিতার উৎসাহ পেতেন, যেতে অবহেলা করলে তিরস্কৃতও হতেন। এসব ব্যাপারে খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদেরও খুব উৎসাহ ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন বলে তাঁর কাছে প্রেরিত Minutes, Calender ইত্যাদি পাঠ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম ও কার্যধারা সম্পর্কে ঐ বয়সেই আশুতোষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পিতা ও খুল্লতাতের (একজন ডাক্তার, আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার) উদার ও সংস্কারমুক্ত ধ্যানধারণার প্রভাব আশুতোষের জীবনে গভীর ছাপ ফেলে। ফলে তিনি যেমন শঙ্করাচার্যের উপর বক্তৃতা শুনতেন, তেমনি 'থিয়োসোফিস্ট' আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর জানবার ইচ্ছা কম ছিল না। এক মুক্ত ও উদার পারিবারিক পরিবেশে পিতার সযত্ন পরিচালনায় আশুতোষের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনগঠনের উপযুক্ত মালমশলার সন্ধান অন্যত্র করতে হয়নি। মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে কত সংস্কারমুক্ত হলে আজ থেকে একশ দশ বৎসরাধিক

কালপূর্বে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে রোগীকে মুরগীর সুরুয়া পথ্য দেওয়া হয় তা ভেবে দেখার মতো, বিদেশী চিত্রকরের নিকট ছবি তুলতে যাওয়া, ইংরেজি নাটক দর্শন ইত্যাদি ব্যাপারেও মুখার্জী পরিবারে কোন গোঁড়ামি ছিল না তা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে প্রবল সামাজিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে আশুতোষ যে তাঁর অকালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন, তার পেছনেও কাজ করেছিল মুখার্জী পরিবারের সংস্কারমুক্ত উদার পারিবারিক ঐতিহ্য। আশুতোষের জীবনে ও কর্মে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের আদর্শ জীবন ও প্রবল চারিত্রিক প্রভাব সম্পর্কে পরবর্তীকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "তাঁর এক প্রধান কামনা ছিল নিজের ছেলেকে মানুষ করা। অতি অল্প বয়সকাল থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে যা ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে তিনি দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানব হয়ে উঠবেন। শুধু লেখাপড়ার দিক থেকে নয়। মানুষ হতে হলে যেসব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেগুলিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, নেতৃত্ব, সময় মতো কাজ করা, প্রত্যুষে ওঠা, সাদাসিধে জীবনযাপন করা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা দেখানো, কর্ম-কুশলতা, কর্মপ্রেরণা, ত্যাগের মহিমা,—এই সব গুণই গঙ্গাপ্রসাদের দানরূপে আশুতোষের ভিতরে প্রবেশ করেছিল।" (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ: উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) এই সকল সদ্‌গুণের স্ফুরণ এই স্বল্পকালীন দিনলিপির মধ্যেই দেখা যায়। বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ও সেবায় আশুতোষ অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রেও পিতার বাংলাভাষা প্রীতি তাঁর উপর ছায়াপাত করেছিল। যে সময় সমগ্র দেশ ইংরেজি ভাষানুরাগে মোহাচ্ছন্ন, তখন গঙ্গাপ্রসাদ বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেন, মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণের পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন।

পাঠ-পর্ব সমাপনান্তে তাঁর বিবাহ স্থির হলো। গায়ে হলুদ থেকে বাসর জাগা, ফুলশয্যা, বৌ-ভাত, দ্বিরাগমন ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অল্পকথায় সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। বিবাহোত্তর প্রেমপ্রণয় ও সাময়িক বিচ্ছেদের কাতরতার সংক্ষিপ্ত অথচ প্রেমঘন বর্ণনা থেকে প্রেমিক আশুতোষের কুসুম-কোমল কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয়ও পাওয়া যায়। দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তিনি দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে কৃষ্ণনগর কলেজ দেখতে গিয়েছিলেন। তখন কি বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে মুখ টিপে হাসেননি যে আর কুড়ি বছর পরেই তিনি সমগ্র বাংলা-বিহার উড়িষ্যা-আসামের সকল স্কুল কলেজেরই ভাগ্যনিয়ন্তার পদে অধীরূঢ় হবেন!

দিনলিপি লেখার অভ্যাসটি ত্যাগ করার জন্য যেমন অনুশোচনা করেছেন, তেমনি সে অভ্যাস পুনরারম্ভ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেও তা বেশীদিন বজায় রাখতে পারেননি। বিবাহিত জীবনে এবং আইনের জগতে প্রবেশের দরুন এবং পিতার অকাল মৃত্যুবশতঃ ক্রমান্বয়ে পারিবারিক দায়দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় সম্ভবত এই অভ্যাস বজায় রাখার অবকাশ তেমন পাননি। আইন ব্যবসায়

শিক্ষানবিশি গ্রহণ ও বিবাহের পরেও তিনি তাঁর নিয়মিত পাঠাভ্যাস বজায় রেখেছেন। ছাত্রস্বার্থের দিকে না তাকিয়ে স্কলারশিপের ব্যাপারে নিয়মাবলীর আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তাঁকে 'ফেলো' করার অনুরোধ করতে তৎকালীন ভাইস-চ্যানসেলার মিঃ ইলকর্টের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে লিখেছেন। তিনি তখনই ফেলো মনোনীত হননি; এজন্য আরো দু' বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এসব ঘটনাই ভবিষ্যতে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। মোটামুটি এখানেই দিনলিপি লেখাও শেষ।

এক্ষেত্রে আশুতোষ ও বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মজীবনী সামান্য কয়েক পাতা লিখে কলম বন্ধ করেছেন বলে অনেকের আফসোস শোনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, তাতে মানুষ বিদ্যাসাগরকে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। কারণ, তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের যেটুকু অংশ লোকলোচনের অন্তরালে ছিল, তাই তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। তারপর তো তাঁর জীবনে একের পর এক কর্ম-প্রদীপের আলোকমালা। লোকচক্ষে তুলে ধরার আর প্রয়োজন ছিল না। তেমনি আশুতোষও শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর পেছন ফিরে তাকাবার ফুরসৎ পাননি। তখন শুধু কাজ আর কাজ, যাতেই হাত দেন, তাতেই সাফল্য। তাঁর সেই কর্মমুখর সাফল্যভরা জীবনের কাহিনী ও পরিচয় বিধৃত রয়েছে সেনেট, সিন্ডিকেটের কার্যবিবরণীতে, হাই-কোর্টের রেকর্ডরুমে, পৌর প্রতিষ্ঠান ও আইনসভার নথিপত্রে এবং বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানপীঠের কার্যবিবরণীর পাতায় পাতায়। তার জন্য দিনলিপির প্রয়োজন করে না। কিন্তু যে সামান্য কয় মাসের জন্য আশুতোষ দিনলিপি রেখেছেন তা থেকেই তরুণ আশুতোষ যে একদিন এদেশের শিক্ষা-অধিনায়কের স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জনৈক জ্যোতিষী আশুতোষের হস্তরেখা বিচার করে বলেছিলেন—"জাতক তীক্ষ্ন ধীমান, কিন্তু টাকাকড়ি বেশী জমাতে পারবে না।" জ্যোতিষী যথার্থ কথাই বলেছিলেন। আশুতোষ যে তীক্ষ্ন ধীমান সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই; আর বেশী টাকাকড়ি যে জমাতে পারবেন না, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। দশ হাজার টাকা মাসিক আয়ের ওকালতি পেশা ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে থোক চার হাজার টাকার জজিয়তি গ্রহণ করলে কি কেউ বেশী টাকাকড়ি জমাতে পারে?

জ্যোতিষীর কথা থাক। আশুতোষ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নিজস্ব উপলব্ধি থেকে বলেছিলেন—"যদি এই দুর্ভোগ অতিক্রম করেও বেঁচে থাকি, তবে হয়, শুদ্ধ এবং মহৎ কিছু করার জন্য আমি নিয়তিনির্দিষ্ট।" তাঁর এই ব্যক্তিগত উপলব্ধি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল কয়েক বছর না যেতেই।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি যে শিক্ষার বেদীমূলে বলিপ্রদত্ত সে উপলব্ধি ঘটে বলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' পদপ্রার্থী হয়েছিলেন—অন্য কোন জাগতিক কামনা বাসনা উপেক্ষা করে। তারপরের ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত।

এক কথায়, বিগত শতাব্দীর আটের দশকে ৭৭ নং ভবানীপুর বাড়িটির বাসিন্দা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যুবক পুত্রটি যে বাণীর বরপুত্র রূপে অচিরকাল মধ্যে মায়ের হাতের বীণাটি নিয়ে তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় সকল তারে সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার ঝঙ্কার তুলবেন, তার সা-রে-গা-মা সাধা ও স্বরলিপি তৈরীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই স্বল্পকালীন দিনলিপিতে।

আশুতোষ এই ডায়েরী বা দিনলিপি লিখেছেন ইংরেজিতে। তার বাংলা অনুবাদ শুরু করেছিলেন আশুতোষের তৃতীয় তনয় চির-ভ্রাম্যমাণ শ্রীযুক্ত উমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিছু অগ্রসর হবার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন আশুতোষের দৌহিত্রী অধ্যাপিকা রীণা ভাদুড়ি অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন ও সমাপ্ত করেন। সকলের প্রিয় সেজ-কা উমাপ্রসাদবাবু বর্তমানে জরাভারাক্রান্ত। তাঁর জীবদ্দশায় এই দিনলিপি তাঁর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি এবং তাঁর শেষ ইচ্ছাপূরণ করার বিমল আনন্দ অনুভব করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই দিনলিপির 'Appendix' বা পরিশিষ্ট তৈরীর সম্পূর্ণ কাজ উমাপ্রসাদবাবু তাঁর অসুস্থতার পূর্বে স্বহস্তে সমাপ্ত করেন; যা অন্য কারো পক্ষে সহজ ও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট
৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা ৭০০০২৫

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

দিনলিপি

১৮৮৩
জানুয়ারি, ১—জানুয়ারি, ৩১

জানুয়ারি ১, সোমবার

আবার নববর্ষ। উঠে ভাবলাম, ভোরেই উঠেছি—চারটের কাছাকাছি হবে। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে আশ্চর্য হই—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে! বাস্তবিকই লজ্জার কথা,—আমি কীভাবে অজানিতে ভোরে ওঠার স্বভাব হারিয়ে ফেলছি। সকালে কিছু সময় কাটল বাড়ির কাজকর্ম গোছগাছ করতে। Educational Times-এ আমার communication সমাযোজন পত্রটি প্রস্তুত করে ডাকে দিলাম। দুপুরে Salmon's Conics ও Bowditch-এর Laplace পড়লাম। বেলা আড়াইটেতে সতীশ বসু দেখা করতে এল, রইল ছয়টা পর্যন্ত। আমি আমার সব হৃদয় তার কাছে খুলে দিয়েছি, কিন্তু অবশেষে এখন আবিষ্কার করছি, তার এমন কথাও আছে যা আমার কাছে সে গোপন রাখতে পারে। এরপর কী করে আমি বিশ্বাস করি এই জঘন্য জগতে সত্যিকারের বন্ধুত্ব বলে কিছু আছে! খুবই মর্মবেদনা পেলাম। রাত্রে Godfray পড়লাম। ৯-৪৩-এ শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারি ২, মঙ্গলবার

৫-১০-এ উঠলাম। Laplace এর Proof of Parrallelogram of Forces পড়লাম। সত্যিই চমৎকার! কলকাতা যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হলাম। ৮-১৫তে রামবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে সেনেট হাউসে গেলাম; তাঁদের জলখাবারের আয়োজন করলাম। কলেজে গেলাম, দেখি, বন্ধ। সতীশ বসুর সঙ্গে দেখা হোল। তারপর সতীশ রায়ের কাছে গেলাম ও তাকে এক কপি Goodrich-এর Select British Eloquence উপহার দিলাম। সে যদি এ বইখানি পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে উচ্চশ্রেণীর দেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা সম্পর্কে নানান কথা হোল। আমাকে সে একদিন কাঁচড়াপাড়ায় নিয়ে যাবে অঙ্গীকার করেছে। এরপর গেলাম Thacker Co.-তে। বাড়ি ফিরলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত। Pope's Lives-এর দু'পরিচ্ছেদ পড়লাম। English Literature : Lives গ্রন্থমালার আধুনিক ইংরেজি রচনাভঙ্গি আমার মোটেই ভাল লাগে না। Wordsworth-এর Ode on Switzerland কণ্ঠস্থ করলাম। রাত্রে Godfray-র Astronomy পড়লাম। দু'ঘণ্টা কাটল ডাক্তারখানার জমাখরচ হিসাবনিকাশ করতে। সবই তার অগোছাল রয়েছে। ১০-১৫তে শুয়ে পড়া।

জানুয়ারি ৩, বুধবার

৫-২০তে উঠলাম। গতকাল বি. এ. পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্রের কয়েকটি উত্তরও লিখলাম। প্রশ্নপত্রটি কঠিন না হলেও উদ্ভট। সকালে Sayce-এর Science of Language-এর একটি পরিচ্ছেদ পড়লাম। লেখক কোন ঋণ স্বীকার না করে Bopp ও Maxmuller থেকে নিয়েছেন। দুপুরে Fowler-এর Life of Locke-এর দুই পরিচ্ছেদ পড়লাম। এখন থেকে আমাকে ইংরেজির উপর আরও বেশি নজর দিতে হবে, কেন না, অন্য ছাত্ররা ওটায় অবহেলা করছে; এই সুযোগে আমি হয়ত ওদের ছাড়িয়ে যেতে পারব। Rev. Robertson-এর কাছ থেকে এখনও কোন চিঠি আসে নি। এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল আজ বার হওয়ার গুজবটা ভুয়ো বলে দেখা যাচ্ছে। Sweet's A. S. Primer পড়লাম, তা থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করলাম। সন্ধ্যায় ও রাত্রে Laplace-এর Mechanique Celeste ও Godfray-র Astronomy পড়ে কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান করলাম। ৯-২৯তে শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ৪, বৃহস্পতিবার

৫-১৫-তে উঠলাম। Godfray-র Astronomy-র দুটি পরিচ্ছেদ পড়লাম। তারপর গতকাল বি. এ. পরীক্ষার্থীদের অঙ্কের যে সব প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল তার সবগুলি কষলাম। প্রশ্নপত্রটি, খুবই সহজ, অন্ততঃ আমার কাছে। কিন্তু, তাইতে কয়েকটি অমার্জনীয় ভুল রয়েছে, আর এমন প্রশ্নও রয়েছে যা না দেওয়াই উচিত ছিল। কয়েক মিনিটের জন্য হীরালালের দেখা পেলাম, সে আমাকে বললে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সম্পর্কে লিখে খবরের কাগজে পাঠাতে। বাড়ি এলাম। কিছুটা বড় একটা চিঠি লিখে সই করলাম "John Webers" নাম দিয়ে এবং সেটা Englishman পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। শীতলবাবু মথুরা থেকে এলেন। তিনি সত্যর মারফত কোনরকমে জানতে পেরেছেন, আমি বি. এ. পরীক্ষায় double Honours-এর চেষ্টা করছি। সতীশ বসুকে একটা চিঠি দিলাম—যেন সুদূর অচেনা ভঙ্গিমায়। সতীশ রায়কেও চিঠি দিলাম। কয়েক মিনিটের জন্য বিধু দেখা করে গেল। Premchand Endowment সম্বন্ধে গোপালবাবুর সঙ্গে আলোচনা হোল। ৯-১০ এ শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ৫, শুক্রবার

৫-২৫-এ উঠলাম। সকালে পড়লাম Godfray-র Astronomy-র Aberration ও Parallax-এর পরিচ্ছেদগুলি। তাছাড়া পড়লাম Sayces Science of Language থেকে এক পরিচ্ছেদ এবং Wordsworth থেকে কয়েকটি সনেট। Opera House-এ যাওয়ার জন্যে দুপুরে নিজেকে তৈরি

করা হোল—Shakespeare-এর Merchant of Venice-এর সব প্রধান দৃশ্য-গুলিও Lamb's Tales পড়ে। বিকেলে সতীশ বসুর চিঠি এল, চিঠির ভাবভঙ্গিটা গোলমেলে। তাকে একটা চিঠি দিলাম, ঠিক তার চিঠির জবাবে নয়। গোপালবাবু ও আমার ভায়ের সঙ্গে Opera House-এ গেলাম, Shakespeare-এর Merchant of Venice দেখতে। Shylock-এর ভূমিকায় Herr Bandmann চমৎকার অভিনয় করলেন। আমার সন্দেহ নেই, তাঁর কথা Hamlet ও Macbeth-এর চেয়ে এটা অনেকগুণ ভাল। Miss Baudet-এর Portia-র অভিনয়ও, বিশেষতঃ মামলার বিচারের দৃশ্যে, সুপ্রশংসনীয়। ১২-৪০-এ শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ৬, শনিবার

সম্পূর্ণ তাজা হয়ে সকাল ৭টায় উঠলাম। মনে হয়, আমার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ তার আগেকার স্বাভাবিক প্রাণবন্ততা ফিরে পাচ্ছে। গতকালের বি. এ. পরীক্ষার ইতিহাসের প্রশ্নগুলি দেখলাম। সকালে Salmon's Conics-এর দুইটা পরিচ্ছেদ পড়লাম ও Robert's Admicable Problems-এ তাই নিয়ে ছয়টা প্রশ্নের সমাধান করলাম। দুপুরে গোপালবাবুকে কলকাতায় নিয়ে গেলাম। তিনি পরের মঙ্গলবার কটকে চলে যাবেন। প্রথমে আমরা যাদুঘরে গেলাম। সেখানে বিভিন্ন গ্যালারিতে ঘোরাফেরা করলাম। এর পর Wilson's Circus দেখে এলাম। আমার মনে হয়, খেলোয়াড়রা ভালই, যদিও যে সময় যায় ও টাকা খরচ হয়, সে তুলনায় তেমন কিছু নয়। অতিশয় ক্লান্ত। ৩-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। আজকের বি. এ. পরীক্ষার Trigonometry ও Logic-এর প্রশ্নপত্রগুলি দেখলাম। সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম, লিখেছে সে পাশ করেছে। আর কিছুতে এমন খুশি হতাম না। ৯টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ৭, রবিবার

৬-৩০-এ উঠলাম। কিন্তু বিশেষ তাজাভাব ছাড়াই, কারণ ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল। পুরানো রোগের উপসর্গগুলি, মনে হয়, আবার দেখা দিচ্ছে। আমাকে অবশ্যই সাবধান হতে হবে যাতে পুনরাক্রমণ না হয়। সেইজন্যে বোটানিক্যাল গার্ডেনসে যাবার অভিপ্রায় আমরা ত্যাগ করলাম। গোপালবাবু নিজেও কৌতূহল হারিয়েছেন। দুপুরে Lapace-এর Mechanique Celeste পড়লাম। বাবা তাঁর পুরানো বাতের রোগে হঠাৎ আবার আক্রান্ত হয়েছেন। শীতলবাবু ও বাবার সঙ্গে সত্যর বিষয়ে কথা হোল। ঐ দেখতে নির্দোষ লোকটা হরিনামের ব্যাপারে এমনভাবে নিজেকে জড়িয়েছে যে এড়াতে পারবে না। এমন কি, সে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সাহায্য করবেই। সত্যি, কী অবাক করা ব্যাপার। আমরা কে কেমন তা খুব কমই আমরা জানি।

আপাত বাস্তবের প্রকৃত পরিচয় ভেদ করা কঠিন। কিন্তু, Carlyle যা বলেছেন, নকলটা বেশিদিন ধোপে টিকে না Shams cannot exist long। রাত্রে Godfray পড়লাম। ৯-২৫-এ শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ৮, সোমবার

৬টায় উঠলাম। রামবাবুর সঙ্গে Mathematics পড়া নিয়ে কথা হোল। যদিও তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রাখি, তবুও তাঁকে অনার্স পরীক্ষার জন্যে Mathematics নিতেই পরামর্শ দিয়েছি। ১৮৮৫ সালের অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজি কোর্স সম্বন্ধে আমার খসড়া নোট সমেত কপিগুলিও তাঁকে দেখালাম। তিনি অবশেষে Mathematics ছেড়ে ইংরেজী নিতে মনস্থ করলেন। দুপুরে ভাই-এর সঙ্গে কলকাতা রওনা হলাম। তার পাঠ্যপুস্তকগুলি কিনে দিলাম। বৌবাজারের কাছে গিরিশ দে-র সঙ্গে দেখা। তাকে নিয়ে সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। সতীশ জ্বরে ভুগছে। বেচারি! দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তার সম্বন্ধে বেশি প্রত্যাশা করতে পারি না। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাঁচটা বেজে গেল। সে সম্ভবতঃ বন্ধুর বাড়ি যাবে। কাল থেকে বাবা বাতে ভুগছেন, ক্রমশঃ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। রাত্রে Laplace পড়লাম। ৯-টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ৯, মঙ্গলবার

৫-৪০-এ উঠলাম। Sweet's AngloSaxon Primer পড়লাম। Godfray থেকে eclipse কষে বার করবার কতকগুলি ফর্মুলাও পড়লাম। কয় মিনিটের জন্য হীরালালের সঙ্গে দেখা হ'ল। আজকের সকালের Englishman-এ ১৮৮৩ সালে বি. এ. পরীক্ষার সম্বন্ধে আমার লেখা চিঠিটি ছাপা হয়েছে। John Nebes স্বাক্ষরে এটি বেরিয়েছে। এই ধরণের ছদ্মনামের সুবিধে সুস্পষ্ট। বাবা আর শীতলবাবুকে এটা দেখালাম। তাঁরা এর ভাষার উচ্চ প্রশংসা করলেন। Premchand সম্পর্কে আমার Thoughts এককপি শীতলবাবুকে দিলাম। গোপালবাবুর সঙ্গে গাড়ি করে ফোর্টে গেলাম। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গোয়ালিয়ার কামানটা দেখলাম। দুপুরে সতীশ রায়কে একটা চিঠি লিখলাম। দুপুরে Laplace-এর Mechanique Celeste-এর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়লাম। Bowditch-এর ভাষ্য যথার্থই মূল্যবান এবং এর বিকল্প পাওয়া অসম্ভব। রাতে Godfray-র Astronomy ঝালিয়ে নিলাম। গোপালবাবু কটক রওনা হলেন। ৯-৪০-এ শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাল হ'ল না।

জানুয়ারি ১০, বুধবার

পাঁচটা পঞ্চান্নতে উঠলাম। Godfray's Astronomy পড়লাম। শীতলবাবুর কাছ থেকে এফ এ পরীক্ষার ফল আজ বার হবে। বিধু ও প্রসন্ন বিশ্বাসের সঙ্গে ক্যালকাটা গেজেটের একটা কাপির খোঁজে গেলাম। মানিক দত্ত আবার প্রথম হয়েছে, রুদ্র দ্বিতীয়। সতীশ রায় হয়েছে তেইশ, যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমি হতাশ হয়েছি। তবুও সঙ্গত কারণেই আমি এর চেয়ে বেশি আশা করিনি তার অল্প বয়স আর দুর্বল শরীরের জন্য। যাই হোক, সে সব রকম সুযোগও পায়নি। বি এ পরীক্ষাতে যাতে সে এর চেয়ে আরো ওপরে উঠতে পারে আমাকে তাকে সাহায্য করতেই হবে। দুপুরে Sayces' Science of Language থেকে একটা অধ্যায় পড়লাম। ভাষার রূপতত্ত্ব এতে চমৎকার ভাবে ব্যবহার হয়েছে। Fowler-এর Life of Locke-এর সমালোচনার প্রথম অধ্যায় পড়লাম। Laplace-এর কয়েকটা পাতাও পড়লাম। ৯টা ৫০-এ শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১১, বৃহস্পতিবার

৪টা ৫০-এ উঠলাম। Laplace আর Godfray-র একটা করে অধ্যায় পড়লাম। হীরালালের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হল। সতীশ বোসের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, দুপুরে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। তখনি উত্তর দিলাম, বাবা এখন শয্যাশায়ী। আমার যাওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কলকাতা রওনা হলাম। সতীশ বোসের সঙ্গে দেখা করলাম। যদিও তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কাটালাম না। তাকে আমার Geikie বইটি দিলাম এবং Donlein আর Deschanel নিলাম। তারপর গেলাম সতীশ রায়ের কাছে। সে এখনো জ্বরে ভুগছে, চারটে পর্যন্ত তার কাছে ছিলাম। যে স্নেহপূর্ণ ভাষায় সে আজ আমার সঙ্গে কথা বলল তা আমি কখনো ভুলতে পারি না। সে যখন বাড়ি যাবে আমাকে চিঠি দেবে। সে তার পরীক্ষার ফলাফলে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, এবং মোটেই হতাশ নয়। তাকে Deschanel দিলাম। সতীশ বোসের মা গুরুতর পীড়িত। ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন।

জানুয়ারি ১২, শুক্রবার

ছটায় উঠলাম। এক মাইলের বেশি বেড়িয়ে এলাম। আমার পুরনো ভাল অভ্যাস বজায় রাখার জন্য আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। পণ্ডিত মশায়ের কাছে সংস্কৃত পড়লাম মেঘদূতের পাঁচটি শ্লোক। সকালে Messenger of Mathematics Vol VIII থেকে Lewis-এর Hydrostatics নিবন্ধটি পড়লাম। Pressure-এর কেন্দ্রগুলি বার করার প্রক্রিয়া অতীব বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ

ও কৌতূহলকর। Miller-এর Hydrostatics-ও শুরু করলাম। দুপুরে পড়লাম Miller, Beasant-এর বিশদ গবেষণাগ্রন্থ এবং Walton-এর Collection থেকে কয়েকটি সমস্যা সমাধান করলাম। Frost-এর Curve Tracing পড়লাম। লেখক ভূমিকা লেখা পছন্দ করেন না, কিন্তু তারপরও কয়েক ডজন পাতা লিখেছেন। রাতে ডায়েরি লিখলাম, Laplace পড়লাম, Godfray ঝালিয়ে নিলাম। Salmon-এর Conics-ও দেখে নিলাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১৩, শনিবার

৫-৩০-এ উঠলাম। মাইলখানেকের বেশি বেড়িয়ে এলাম। গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত পড়লাম—মেঘদূতের পাঁচটি শ্লোক। তারপর Godfray-র Astronomy-র একটি পরিচ্ছেদ পড়লাম। Sayce-এর Science of Language যা পড়েছিলাম সেটা ঝালিয়ে নিলাম। মেসমারাইসার থিওসফিস্ট নবীনবাবু বাবার হাঁটুতে, তাঁর ভাষায় ম্যাগ্‌নেটাইজ করলেন। এটা আমার কাছে সত্যি রহস্যময়। এইসব ব্যক্তি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলতে চান না। কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই, আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও এর রহস্য ভেদ করতে পারব না—তা ভেবে নেবার মতো আমার কোনো যুক্তি নেই। Laplace-এর Mechanique Celeste থেকে কয়েকটি পাতা পড়লাম। আমি দেখে অবাক হচ্ছি যে আজকাল কত কম পড়াশোনা এগোতে পারছি। রাতে সংস্কৃত পড়লাম। ৯-১৫-তে শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১৪, রবিবার

৫-৪৫-এ উঠলাম। প্রায় দুমাইল বেড়িয়ে এলাম। সকালে পড়লাম Boswell's Life of Johnson এবং Godfray র Astronomy র কয়েক পৃষ্ঠা, তাছাড়া পড়লাম Besant-এর বিশদ গবেষণা গ্রন্থ, Miller-এর বই, এবং Walton's Collections থেকে কয়েকটি সমস্যা সমাধান করলাম। দুপুরে পড়লাম Laplace। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, Laplace অধিগত করতে কতো প্রস্তুতির প্রয়োজন; বিশেষত যদি কেউ অবিচলিত অগ্রগতি করতে চায়। Carlyle-এর Essay থেকে Voltaire সম্পর্কে যা পড়েছিলাম ঝালিয়ে নিলাম। আমি এখনো অটল আগ্রহে ও শ্রদ্ধায় Carlyle পড়ি। বাবা মোটামুটি সুস্থ। নবীনবাবুর সঙ্গে theosophy নিয়ে কথাবার্তা হল। রাতে আবার Laplace পড়লাম। ৮-৩০-এ শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১৫, সোমবার

ছটায় উঠলাম। গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত পড়বার একটা রুটিন তৈরি

করলাম। মেঘদূত থেকে আটটি শ্লোক পড়লাম। Hamilton-এর Mataphysics থেকে দুটো Lecture পড়লাম। দুপুরে Veitch's Hamilton-এর এক কপি পেলাম। তা থেকে দুটো অধ্যায় পড়লাম। জীবনী-মূলক অধ্যায়টি ছোট হলেও পরিপূর্ণ ও চমৎকার। Laplace-এর Mechanique Celeste থেকে Parallelogram of forces-এর প্রথম অধ্যায় পড়লাম। প্রমাণের গোড়ার অংশটি Minchin থেকে বাস্তবিক পক্ষে না হলেও ফলতঃ গৃহীত। তবে পরে অর্ধেকটা সম্পূর্ণ নতুন। আমি এখনো এর আলোচনা পদ্ধতির উৎকর্ষ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি না। সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে গেলাম ফাদার লাফোঁ-এর Electricity ও Magnetism-এর সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। সতীশ বোস আর রামনাথবাবুকে সেখানে দেখলাম। রাত এগারটায় শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ১৬, মঙ্গলবার

৫-১৫-তে উঠলাম। মেঘদূতের প্রথম দুটি শ্লোকের অনুশীলন করলাম সংস্কৃতে। আশ্চর্য হচ্ছি আমি কতখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ভুলে গেছি। তারপর Minchin থেকে কয়েক পাতা পড়লাম। দুপুরে কলকাতায় রওনা হলাম। কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষার জন্য সেনেট হাউস বন্ধ। কলেজ-লাইব্রেরিও বন্ধ। তাই গেলাম সতীশ রায়ের কাছে। বেচারি! সে এখনো জ্বরে ভুগছে। নানারকম কথা হ'ল তার সঙ্গে। সে অনার্স কোর্স নিতে অনিচ্ছুক। আমি জানি না কেন সে আমার পরামর্শ উপেক্ষা করছে। খুব নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। এতটাই যে ট্রামে বসে কেঁদে ফেলেছিলাম। সতীশ রায়কে একটা লম্বা চিঠি লিখলাম। ঘণ্টাখানেকের জন্যে কিশোরী দেখা করে গেল। অস্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণ! আমার আশংকা হচ্ছে আমি কোনো অসুখে পড়ব। ৯-৪০-এ শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১৭, বুধবার

৫-২০-তে উঠলাম। Laplace-এ যা পড়েছিলাম সেটা তাড়াতাড়ি ঝালিয়ে নিলাম। এই লেখককে বোঝা শুধু শক্তই নয়, মনে রাখাও শক্ত। সকালে Veitch-এর Hamilton পড়লাম। দুপুরে Laplace-এর প্রথম অধ্যায়টি পড়ে শেষ করলাম। এখন প্রায় সমস্তটাই আমার বোধগম্য হচ্ছে। Pressure আর equilibrium-এর ওপর অভিমতগুলির একটা অংশ ছাড়া। ১-৩০-এ সতীশ বোস এল। Mathematics পড়া সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা হল। তারপর পারিবারিক কথাবার্তা শুরু হল। আমি তাকে জিতেন্দ্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে পারলাম না, তবুও সে যোগী হতে চাইছে। তাকে নিয়ে সত্যর বাড়ি গেলাম। সেখানে আমাদের খুব সমাদর

পেলাম। পথে বিধুর সঙ্গে দেখা। এডিনবরা রিভিউ ভল্যুম এগারো পড়লাম। রাত ৯টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ১৮, বৃহস্পতিবার

৫-৪৫-এ উঠলাম। সংস্কৃত পড়লাম না, গৃহশিক্ষক আসেননি। তিনি জ্বরে পড়েছেন। সংস্কৃতের বদলে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে Laplace এবং Lagrange-এর জীবনী পড়লাম। আমার প্রয়োজন মেটাবার মতো নয় দেখছি। এর সঙ্গে যোগ করতেই হয় Newton। দুপুরে Mechanique Celeste এবং Statistics পড়লাম। Pressure এবং equality সম্পর্কে Laplace-এর গবেষণা নিবন্ধ সম্পর্কে শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা হল। তিনি আমার বোঝবার অসুবিধাটা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। Carlyle-এর Essay পড়লাম। স্কুলের ছাত্রদের ভাড়া কমাবার জন্যে ট্রাম কোম্পানিকে একটা দরখাস্ত নকল করলাম। হীরালাল এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে এতে সই নিলাম। রাতে Carlyle পড়লাম। আমার খুব ঠাণ্ডা লেগে গেছে। রাতে জ্বর। ৮-৩৫-এ শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারি ১৯, শুক্রবার

৬-৩০টায় উঠলাম। যা ভেবেছিলাম, আমার খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগেছে। বাস্তবিক, কথা বলতে পারছি না। তার ওপর, খুব জ্বর হয়েছে। সারাদিনই মন খুব বিষণ্ণ। গরম জামাকাপড়ে নিজেকে জড়িয়েছি, ২৪ ঘণ্টা জলীয় কিছু খাওয়া ছেড়েছি। কয়েক গ্রাম কুইনিন খেলাম। কেবল Laplace প্রথম অধ্যায়টি ঝালিয়ে নিলাম। আমি কলকাতা যেতে পারব না বলে সতীশ বোসকে আমাকে দেখতে আসবার জন্যে চিঠি লিখলাম। সকালে গৃহশিক্ষকের কাছে মেঘদূতের কয়েকটা শ্লোক পড়লাম।

জানুয়ারি ২০, শনিবার

৬-২০-তে উঠলাম। অতি সামান্য সুস্থ বোধ করছি। যদিও সবরকম জলীয় পদার্থ গত ২৪ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ করেছিলাম। অসুখের জন্য সংস্কৃত অনুশীলনগুলি লেখা হয়নি। এরকম দুর্বল স্বাস্থ্য থাকা খুবই দুঃখজনক। তা সব সময়েই আমাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু সাফল্য অর্জন মানুষের হাতে নয়। আমরা শুধু চেষ্টাই করতে পারি। কয়েক গ্রেন কুইনিন খেলাম। পড়লাম ফরাসি, মেঘদূত, Godfray থেকে কয়েক পাতা। থ্যাকার কোম্পানি থেকে এক কাপি হাডসনের শেকসপীঅর এবং স্যার উইলিয়ম টমসনের পেপারস প্রথম ভল্যুম পেলাম। এ দুটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

জানুয়ারি ২১, রবিবার

৬-১০-এ উঠলাম। প্রথম দিন যা ছিলাম তার তুলনায় স্পষ্টতই ভালো বোধ হচ্ছে। সকালে পড়লাম Carlyle-এর Hero Worship, Boswell-এর Life of Johson। বেচারি Bossy! তোমাকে কি পছন্দই আমার হয়! সতীশ বোস বা সতীশ রায়ের কাছ থেকে কোন চিঠি পেলাম না যদিচ ভেবেছিলাম অন্তত একটা চিঠি আসবে। কলেজ যাব মনস্থ করলাম। বিকেলে কয়েক মিনিটের জন্য হীরালালের সঙ্গে দেখা করলাম। রাতে Brunow's Astronomy আর Laplace পড়লাম। ১০-২০-তে শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ২২, সোমবার

এনট্রান্স পরীক্ষায় আমার ভাই স্কলারশিপ পায়নি জেনে খুব দুঃখ পেলাম। অসুখের জন্যই তার সুযোগ নষ্ট হল। ৬টায় উঠলাম। সংস্কৃত পড়লাম —মেঘদূতের দশটা শ্লোক এবং Salmon's Conics-এর অল্পখানি। দশটায় কলেজ গেলাম। পুরনো পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা হল। সতীশ রায়কেও দেখলাম। সে শারীরিক খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। দু'চোখ বসে গেছে, সারা মুখে অসুখের সুস্পষ্ট চিহ্ন। সে আমার Deschanel বইটি ফেরত দিল। অধ্যাপক Rowe এবং Webb ইংরেজির ওপর তাঁদের প্রাথমিক বক্তৃতা দিলেন। আমাদের রুটিনে Philosophy অথবা ঐচ্ছিক Mathematics কোনো ক্লাস নেই। এটা বাস্তবিক আশ্চর্য ব্যাপার। সতীশ বোস কালীকুমার আর আমি মনস্থ করলাম, অনার্স ক্লাসগুলিতে যোগদানের জন্য অনুমতি চাইব। সেনেট হাউসে গেলাম। রাতে Lloyd's Essays পড়লাম। ১০-২০-তে শুতে গেলাম। ঘুম ভাল হল না।

জানুয়ারি ২৩, মঙ্গলবার

৫-৩৫-এ উঠলাম। পড়লাম Salmon's Conics, Charles-এর Geometric Super থেকে দশ পাতা, এবং যথারীতি সংস্কৃত থেকে অনুশীলন। অধ্যাপক Rowe এবং Webb আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিলেন। তারপর সংস্কৃতের ক্লাস এবং ড° McCann-এর Astronomy-র ক্লাস হল। সতীশ রায় কলেজে আসেনি। তাই তাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম খুব বিষণ্ণ হয়ে তার ঘরে বসে আছে। কিন্তু কষ্টের সঙ্গে সে আমাকে বলল তার বিষণ্ণতার কারণ—তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে যেতে হবে। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সে কলেজে যোগ দিতে রাজি হল, যাই ঘটুক না কেন। কোন সন্দেহ নেই, আমার সঙ্গে দেখা না হলে সে কলেজ ছেড়ে দিত। সন্ধ্যায় পড়লাম Laplace-এর তিনটে পাতা। ৯-৩০-এ শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারি ২৪, বুধবার

৫-৫০-এ উঠলাম। গতরাতে ঘুম ভাল না হওয়ায় দুমাইল বেড়িয়ে এলাম। যথারীতি পড়লাম মেঘদূত, Gregory-র Examples-এর কয়েক পৃষ্ঠা। কলেজে শেকসপীঅর, সংস্কৃত এবং astronomy-র ক্লাস হল। কলেজে সতীশ রায়কে দেখলাম। ইতিমধ্যে সে ভর্তি হয়ে গেছে। লাইব্রেরি থেকে Somerville's Machanism of the Heavens (Laplace-এর অতি চমৎকার সংক্ষিপ্তসার) এবং Salmon's Conics নিলাম সতীশ রায়ের জন্যে। সেনেট হাউসে গেলাম, কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না। প্রসন্নর ভাই সূর্যকুমার এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। আর আমার ভাই একটা স্কলারশিপও পেলে না। প্রক্টর-এর Handbook of Stars রাতে পড়তে পড়তে চোখ ফুলে উঠল। সাড়ে নটায় টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ২৫, বৃহস্পতিবার

৬টায় উঠলাম। চোখ অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও খুব কণ্ট হচ্ছে। সংস্কৃত অনুশীলন করলাম না। কলেজ গেলাম। ইংরেজি সংস্কৃত-এবং astronomy ক্লাস হল। ড. ম্যাককান খুব ভাল বোঝাতে পারলেও অতি ছোটখাট বিষয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটান। সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম। কিন্তু সে বাড়ির ভেতর খেতে বসেছিল, তাই তার ঘরে Salmon's Conics ও তার ভূমিকাস্বরূপ একটি চিঠি রেখে এলাম। সেনেট হাউসে দেখলাম গোপালবাবু পাশ করেছেন কিন্তু রামবাবু ফেল হয়েছেন। খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতে Godfray's Astronomy এবং Salmon's Conics পড়লাম। ১০-৩০-এ শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারি ২৬, শুক্রবার

৫-২০-তে উঠলাম। Laplace Mechanique Celeste থেকে একটা পরিচ্ছেদ পড়লাম। মেঘদূতের ওপর সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। ফাউলার-এর Inductive Logic-ও পড়া হল। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং Dynamic-এর ক্লাস করলাম। দুটোর পর Conics এবং অন্যান্য Pure Mathematics পড়ার সম্বন্ধে সতীশ রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সেনেট হাউসে গেলাম। দেখলাম বি. এ. পরীক্ষার ফল টাঙিয়ে দিয়েছে। বিকেল চারটেয় বাড়ি এলাম। কিছুক্ষণের জন্য হীরালালের সঙ্গে দেখা হল। কফি খেতে খেতে দুজনে কথা হল। God-fray's Astronomy-র Transit Instrument প্রথম পরিচ্ছেদ পড়লাম। ৯-২০-তে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের খুব ব্যাঘাত হল। সন্দেহ নেই ওই কফি খাওয়ার কারণে।

জানুয়ারি ২৭, শনিবার

৪-২০-তে উঠলাম। পড়লাম Godfray's Astronomy এবং Laplace-এর Machanique Celeste। যথারীতি মেঘদূতও পড়া হল এবং Astronomy-র কয়েকটা problem সমাধান করলাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং Dynamics-এর ক্লাস হল। দুটোর পর সতীশ রায়ের কাছে গেলাম এবং Acton's Reproductive Organs বইটি তাকে দিলাম। এই বইটি এমনই যে আমি ইচ্ছে করি সকলেই পড়ুক। সতীশ জ্বরে ভুগছে। বেচারি! তার এই দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণ আমি ভেবে পাই না। বিকেলে Educational Times পড়লাম। শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা হল। বি. এ. পরীক্ষায় মহেন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় হয়েছে মেট্রোপলিটানের (কলেজ) একটি ছাত্র। তৃতীয় হয়েছে Muir College। রাতে Godfray পড়লাম। ৮-৩০-এ শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ২৮, রবিবার

৬টায় উঠলাম। সকালে পড়লাম Laplace-এর Mechanique Celeste। চিঠি লিখলাম Educational Times-এর সম্পর্কে W. J. C. Miller-কে, Macmillan Campany-কে, Hodgson & Sons-কে। কিন্তু ডাকঘর বন্ধ থাকায় ডাকটিকিট পাওয়া গেল না বলে এগুলো ডাকে ফেলা হল না। গাজিপুরে জ্যাঠামশায়কে চিঠি লিখলাম। দুপুরে শেকসপীয়র পড়বার জন্যে আয়োজন করলাম। বিকেলে একুশে জুন তারিখের সতীশ বোসের চিঠিতে লেখা প্রশ্নগুলির জবাব দিলাম। রাতে পড়লাম Hudson-এর Shakespear থেকে Coriolanus-অংশের খানিকটা পড়লাম। বেশ ফুর্তি বোধ করছি। ৯-৪০-এ শুলাম। মেঘদূতের প্রথম দশটি শ্লোক মুখস্থ আওড়ালাম।

জানুয়ারি ২৯, সোমবার

৩-৪৫-এ উঠলাম। Sayce's Science of Language-এর প্রথম চল্লিশটা পাতা পড়লাম। যথারীতি সংস্কৃতও। বাবা ও শীতলবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, এবছর শ্যামাচরণ অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছে না। আমাকেও বোঝাতে চাইলেন, বি. এ.-তে অনার্স পরীক্ষা দেওয়া থেকে তাঁরা আমাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। আমি নিজেও সত্যিসত্যি জানি না কী করা উচিত। একদিক হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর একদিক হল বুদ্ধিমানের কাজ। কলেজে গেলাম। সতীশ বোস এবং কালীকুমারের সঙ্গে কথা হল। তারা সহজেই অনার্স ছেড়ে দিয়েছে। আমারও আগে থেকেই এরকম ভাবা উচিত ছিল। যথারীতি কলেজে ক্লাস। বিকেল চারটেয় বাড়ি

ফিরে এলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত। মনটা ভারাক্রান্ত। রাতে স্বাভাবিক বোধ করলাম। আবার সেটা ফিরে এল। আমি কি সব লেখাপড়া ছেড়ে দেব? ভগবান জানেন।

জানুয়ারি ৩০, মঙ্গলবার

৫-২০-তে উঠলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ হচ্ছে। সতীশ বোসকে চিঠি দিলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন হল। Veitch's life of Hamilton পড়লাম। আমি খুবই নিরুৎসাহ বোধ করছি। আমি সত্যি কী করব বুঝতে পারছি না। আমি দেখছি যে আমার পুরনো রোগ এখনো থেকে গেছে। বাবা ও তাঁর বন্ধুরা ডবল অনার্স পরিকল্পনা ছাড়বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। এবং আমিও নিজে দ্বিধাবোধ করছি। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং Astronomy-র ক্লাস হল। রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মশাইকে বললাম সংস্কৃত ক্লাস থেকে ছুটি দিতে। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আমি খুব বিব্রত হলাম। সতীশ রায় কলেজে আসেনি। সে আবার জ্বরে পড়েছে। খুবই দুঃখের কথা। আমি খুব দুর্বল বোধ করছি বলে তাকে দেখতে গেলাম না। কিছুই পড়লাম না। ৮টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারি ৩১, বুধবার

৫-১৫-তে উঠলাম। এখনো খুব দুর্বল বোধ করছি। মেঘদূত থেকে তিনটে শ্লোক পড়লাম। প্রফেসর বুথকে চিঠি দিলাম এবং Clifford-এর ...বই এক কপি পাঠিয়ে দিলাম। সকালে Coriolanus পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং astronomy-র ক্লাস হল। প্রফেসর বুথ আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে তিনি কোন উপহার নিতে পারেন না, কেননা তা সরকারী নিয়মের বিরোধী, এবং সেইকারণে কলেজ-লাইব্রেরিতে বইটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কলেজে সতীশ রায়কে দেখতে না পেয়ে তার কাছে গেলাম। সে বললে কলেজে গিয়েছিল। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু এখনো অত্যন্ত দুর্বল। Conics এবং Determinism সম্পর্কে অনেকক্ষণ কথা হল। থ্যাকার্সে গেলাম। এক কপি শেলী নিলাম। বেলা দুটোর পরে আমি অপেক্ষা করতে পারি, এমন একটা ঘর পাবার জন্যে চেষ্টা করছেন। রাতে Hudson-এর Shakespeare পড়লাম। ৮-৫০-এ শয্যাগ্রহণ।

ফেব্রুয়ারি ১, বৃহস্পতিবার

৫-২৫-এ উঠলাম। গৃহশিক্ষক আসেননি বলে তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়া হল না, কিন্তু মেঘদূতের অনুবাদ পড়লাম। সেটা আদৌ মূলানুগ নয়। ইংরেজি ভাষায় কেবল ভাবটা দেওয়া হয়েছে। Godfray-র Clocks chapter-টা পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং astronomy ক্লাস হল। Dr. Mc'Cann আমার জন্যে ১৮৮২ সালের বি. এ. পরীক্ষার artronomy-র একটা problem সমাধান করে দিলেন। এটা আমি তাঁকে করে দিতে বলেছিলাম। এটা খুবই সহজ। আমি ভুল বুঝেছিলাম। সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। সে আমায় কলেজে খুঁজেছিল কিন্তু দেখতে পায়নি। তাকে Gross's Kinetics এবং Muir's Determinism দিলাম। Calculus পড়ার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হল। ২৬-১-৮৩ তারিখে লেখা ট্রাম কোম্পানির চিঠির উত্তর দিলাম। Hudson's Shakespcare এবং Godfray পড়লাম। ৯-২০ তে শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ২, শুক্রবার

৫-১০-এ উঠলাম। Godfray-র 'Astronomy'-তে Transit Instrument-এর যে বর্ণনা আছে তা পড়লাম। বিশদ বিবরণ এত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে ঠিকভাবে মনে রাখা মুশকিল। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Bacon-এর Advancement of Learning পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics-এর ক্লাস হল। মিঃ মার্টিন আমাদের Pure Mathematics পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। সংস্কৃতের দুঘণ্টা তার জন্যে বাদ দিতে হবে। কলেজে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে Garnett's Mechanics এবং Lobb's Act দিলাম। গিরীশ দে-র সঙ্গেও দেখা হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাকে কোনমতেই রাজি করানো গেল না। কলেজ লাইব্রেরি থেকে Bacon-এর Novum Organam নিলাম। সন্ধ্যায় সেটা পড়লাম। প্রকৃতই অতি চমৎকার। মুখস্থ করার মতোই সুন্দর। এটা সাধারণত চিন্তারাশিতে ঠাসা, ভাষা অতিসংহত। Cymbeline প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক ঝালিয়ে নিলাম। ৮-৫৫-তে শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ৩, শনিবার

৫-২৫-এ উঠলাম। Hudson-এর Shakespeare পড়লাম। সংস্কৃত না পড়ে তার অনুশীলন করলাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy ক্লাস

হল। আশ্চর্য লাগছে সতীশ বোস আমার সঙ্গে কথা বলে না। মনে হয় সে খুব পড়ছে। বাড়ি ফেরার সময় ট্রামগাড়ি থেকে পড়ে গেলাম। এবং হাঁটু, পায়ের গাঁট ও বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। ট্রামগাড়িতে চড়া আমাকে ছাড়তেই হবে। Cymbeline শেষ করলাম। সতীশ বোসকে চিঠি দিলাম। করিন্থিয়ান থিয়েটারে Cymbeline দেখতে গেলাম। তাতে Pomeroy Imogen-এর চরিত্রে অভিনয় করেছে। নাটকে অনেক কাট ছাঁট দরকার ছিল ঠিকই কিন্তু আমার আক্ষেপ হল Posthumus-এর স্বগতোক্তির মতো অংশ-বিশেষ বাদ দেওয়া হয়েছিল। অভিনয় খুবই চমৎকার হয়েছিল—আশাতীত। Fidale রূপে Imogen-এর অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী। Pemeroy-র স্বকীয় মাধুর্যের জন্য খুব মানিয়েছিল। খুব ক্লান্ত। রাত ১-৩০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ৪, রবিবার

৭টায় উঠলাম। সামান্য তাজা বোধ হলেও পুরোপুরি ক্লান্ত নই। কলেজে নিয়ে যাবার জন্য একটা ঠিকাগাড়ির বন্দোবস্ত করা গেল। ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিজের প্রাণ যাবার ঝুঁকি নেওয়া আমি মোটেই উচিত মনে করি না। Hudson's Shakespeare পড়লাম। Cymbeline ঝালিয়ে নিলাম। হীরালালের সঙ্গে দেখা হল। সে কলকাতায় থাকবে, কেননা আমার খুড়তুত ভাইদের দ্বারা সে এতই উত্যক্ত। দুপুরে অল্প ঘুমালাম। বলা যেতে পারে, অলস স্বপ্ন দেখা গেল। বিকেলে ৩টে থেকে ৪টে পড়লাম মেঘদূত। বাবু গিরীশচন্দ্র কুণ্ডুর উইলে সই করলাম। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেলাম। ডিসপেনসারির হিসাবপত্র ঠিকঠাক করলাম। মেঘদূতের প্রথম তেইশটি শ্লোক ঝালিয়ে নিলাম। পড়লাম Salmon's Conics। রাত ৯-৩০-এ শয্যা-গ্রহণ।

ফেব্রুয়ারি ৫, সোমবার

৪-২৫-এ উঠলাম। সামান্য বেড়িয়ে এলাম। ৬টা পর্যন্ত Hudson's Shakespeare পড়লাম। যথারীতি সংস্কৃত মেঘদূত পড়লাম। এবং Philosophy—Hamilton থেকে তিনটি প্রবন্ধ, Jardine-এর চমৎকার বিশ্লেষণ সমেত, পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy ক্লাস করলাম। Logic-এর ক্লাসে গেলাম না। কালীকৃষ্ণের সঙ্গে City College-এ গেলাম। সেখানে আমরা Law Class-এ ভর্তি হলাম। সব ছাত্রই City College-এ যোগ দিয়েছে। আমাদের কলেজের Law Class একরকম উঠেই গেল। ৩-৫০-এ বাড়ি ফিরলাম। খুবই ক্লান্ত। সন্ধ্যায় Mechanique Celeste and Salmon's Conics পড়লাম। শুতে গেলাম ৯-৫০ এ।

ফেব্রুয়ারি ৬, মঙ্গলবার

৫-১৫-য় উঠলাম। পড়লাম Hudson's Shakespeare; যথারীতি সংস্কৃতের অনুশীলনীগুলি করলাম। Hamilton থেকে তিনটি প্রবন্ধ জার্ডিনের বিশ্লেষণসমেত পড়লাম। গিরীশ দে আমার সঙ্গে দেখা করে দুটো বই নিয়ে গেল। সে গিলক্রাইস্ট এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের জন্যে চেষ্টা করছে। বেচারি! সে তার শুধু স্বাধীনতাই হারাবে। কলেজে ইংরেজি, conics আর astronomy-র ক্লাস হল। মিঃ মার্টিন প্রথমদিন আমাদের ক্লাস নিলেন। তিনি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সবকিছুতেই নিশ্চিতভাবে Booth-এর চেয়ে নীরেস। সতীশ বোস একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে বলে কথা দিয়েছে। রাতে পড়লাম Godfray-র Astronomy, Laplace and Sir V. Thompson-এর একটি প্রবন্ধ (Paper)। ৯-১০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ৭, বুধবার

জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। ৫-৩০-এ উঠলাম। পড়লাম Hudson's Shakespeare। যথারীতি সংস্কৃত মেঘদূতও। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে প্রাতরাশ সারলাম এবং সিটি কলেজে ছুটলাম। আজ আমাদের ল' লেকচারের দিন—৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। বাবু উপেন্দ্র মিত্র, আমার বাবার বন্ধু এবং সহপাঠী। আমাদের ক্লাস নিলেন। তিনি খুব সাবলীল ইংরেজি বলেন। Jurisprudence-এর ক্লাস নিলেন। কলেজে ইংরেজি ও astronomy-র ক্লাস হল। সংস্কৃত ক্লাসে না গিয়ে কিন্তু Brunnow's astronomy পড়লাম। বি. এল. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মেট্রোপলিটান কলেজ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। দুর্গাশংকর সরকার মারা গেছেন শুনে খুব দুঃখিত হলাম। আমার পরামর্শ মত ডাক্তার জলির দিন বদলানো হল। মিঃ মার্টিন সম্পর্কে শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা হল। রাতে পড়লাম Laplace আর Salmon। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ৮, বৃহস্পতিবার

৫-৫০-এ উঠলাম। খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হওয়ায় দুমাইল হেঁটে এলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। De Morgan's Calculus-এর একটি অধ্যায় পড়লাম। কলেজে ইংরেজি (প্যালগ্রেভস্ গোল্ডেন ট্রেজারি), conics এবং astronomy-র ক্লাস হল। মার্টিন যেভাবে Optional Mathematics পড়াচ্ছেন তা কোন কাজে লাগবে না। তিনি নিজে স্রোতরুদ্ধ intellect হওয়ায় খুব ধীরে ধীরে পড়াচ্ছেন। ল্যাবরেটরিতে Brunnow's astronomy পড়লাম। অস্বাভাবিক ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পড়লাম

Laplace-এর Mechanique Celeste। প্রেমচাঁদ স্টুডেন্টশিপে Booth সমস্যাটি (problem) দিয়েছেন তা দেখলাম কিন্তু কষতে পারলাম না। ৯-১০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ৯, শুক্রবার

৫-১৫-য় উঠলাম। Hudson's Shakespeare থেকে Coriolanus-এর সমালোচনা পড়া শেষ করলাম সাড়ে ছ'টায়। যথারীতি সংস্কৃত মেঘদূত পড়লাম। Laplace-এর একটা অধ্যায় ঝালিয়ে নিলাম। কলেজে ইংরেজি (শেকসপীঅর), সংস্কৃত, Dynamics-এর ক্লাস হল। McCann দেখালেন যে দ্রুততম অবরোহণের সমস্যাগুলি, জ্যামিতিক প্রয়োগের দ্বারা অত সহজে না হলেও, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সমাধান করা যায়। লক্ষ্মী বর্মণের সঙ্গে লাইব্রেরিতে দুটোর পর ছিলাম। তাকে ইংরেজি শেখার আমার সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ পরামর্শ দিলাম। আমি দেখছি, আমি বিদ্যার সব শাখাতেই এমনি খ্যাতি পেয়েছি যেটা আমার পক্ষে ধরে রাখা কঠিন। রাতে Salmon Booth-এর Dynamics-এর সমস্যা (problem) পড়লাম এবং Godfray ঝালিয়ে নিলাম। ৮-২০-তে শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ১০, শনিবার

৫-৪০-এ উঠলাম। সতীশ বোসকে চিঠি লিখলাম। আইন পড়া সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথা হল। সংস্কৃত নাটক এবং সাহিত্যের অনুশীলন করলাম। American Quarterly Journal Math পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics-এর ক্লাস হল। সতীশ বোস সোমবার এখানে আসতে পারবে না—সকালে আমি বাড়ি থাকব না আর বিকেলে সে তার শ্বশুর বাড়ি যাবে। সে এমনিভাবে আটকে রয়েছে যে এখানে আসতে পারছে না। কলেজ-গেটের কাছে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা হল। এবছর ল' ক্লাসে ভর্তি হতে তাকে পরামর্শ দিলাম। সোমবার দুপুরে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। সে এমনি একজন মধুরতম হৃদয়ের অধিকারী যে আমাকে প্রবোধ দিতে পারে। Morison's Life of Macaulay পড়া শুরু করলাম। বইখানি খুবই চিত্তচমৎকারী এবং মনে হয় খুবই পক্ষপাত-শূন্য। ৮টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ১১, রবিবার

৫-টায় উঠলাম। কিছুক্ষণের জন্য Marblery's Elements of Law পড়লাম। দিনের বেশির ভাগই পড়ে শেষ করলাম Morison's Life of Macaulay। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এমন ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ।

জীবনীকারের রচনা আমি এর আগে পড়িনি। জীবনের দুই দিকই বিশদভাবে চিত্রিত। এ বই শেষ করে পাঠকমাত্রেই সিদ্ধান্ত করবেন যে মেকলে খুব একটা উঁচুদরের লোক ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে, তিনি কোনো চিন্তাবিদ বা দার্শনিক বা নীতিবাদী ছিলেন না। বস্তুত, বহুপঠন সত্ত্বেও তিনি অল্পমেধাসম্পন্ন এবং প্রায়ই বৈঠিক। তবু আমি বইটি খুবই পছন্দ করি। কিছুক্ষণের জন্য গোপাল দাস আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ৯-৩৫-এ শুতে গেলাম। সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম।

ফেব্রুয়ারি ১২, সোমবার, শ্রীপঞ্চমী

৫-২৫-এ উঠলাম। বোনের বিয়ে সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হল। সারাদিন মোটেই কিছু পড়লাম না। শ্যামবাবুর সঙ্গে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে গেলাম। সেখানে কতকগুলি বইও দেখলাম। তারপর কলেজে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার বোনের বিয়ের সম্বন্ধে তার সঙ্গে অনেক-ক্ষণ কথা বলি। সে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছে না। তার মা রাজি হলে তার কোনো আপত্তি থাকবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আমাদের বাড়িতে আসবে কিনা। সে না বলল। আমি তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলাম। সে বলল সে কখনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। আমি এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে অজ্ঞানমতো হয়ে গেলাম। সে অবস্থায় সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। খুব কষ্ট করে আমি নিজেকে সামলে নিলাম এবং বাড়ি ফিরলাম। তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া চিঠিখানি তাকে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। ভগবান জানেন এই ব্যাপার কীভাবে শেষ হবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমি চিরকালই তাকে ভালবাসতে থাকবই। দু গ্রাম ব্রোমাইড খেলাম। সাড়ে আটটায় শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ১৩, মঙ্গলবার

৫-৪০-এ উঠলাম। একটু সুস্থবোধ করছি। গতকালের উত্তেজনাজনিত দুর্বলতা প্রকৃতই মনঃপীড়াদায়ী। জানি না আমার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ কেন হারিয়ে ফেলি। যথারীতি পড়লাম সংস্কৃত। মেঘদূত পড়লাম। ভাই কিন্তু পড়ল না, কেননা সে মা কাকিমা এবং বোনকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেল। **Morison's Macaulay** পুঙ্খানুপুঙ্খ ঝালিয়ে নিলাম। মনে খুব বিষণ্ণ থাকায় **'Hamlet'**-এর কয়েকটি অংশ পড়লাম, **Carlyle**-এর **Heroes** থেকেও একটি পরিচ্ছেদ। বেলা ১টা ১৫-তে সতীশ বোস দেখা করল। সে শ্বশুরবাড়ি যায়নি দেখে আশ্চর্য হলাম। **Carlyle**-এর **Essay on Voltaire** থেকে কয়েকটি অংশ তাকে পড়ে শোনালাম। এই স্কচ প্রতিভার সে খুব ভক্ত। ৪-টায় সে তার মামার বাড়ি চলে গেল। পড়লাম **Sinnett's Occult World**।

রাতে মেঘদূত পড়লাম দুবার। ৯-১৫-তে শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ১৪, বুধবার

৫-২৫-তে উঠলাম। প্রায় দু মাইল হেঁটে এলাম। যথারীতি মেঘদূত শেষ করে সংস্কৃত চর্চা করলাম। ৮-টার সময় বাড়ি থেকে রওনা হলাম। সিটি কলেজে আইনের ক্লাসে গেলাম। আমাদের কলেজে ইংরেজি, astronomy ও সংস্কৃতের ক্লাস হল। দুটোর পরে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা, তাকে এক কপি Gregory কিনে দিলাম। শ্যামবাবুও তখুনি সেটা নিতে চাইছিলেন কিন্তু কেনার মতলব ছাড়লেন। সতীশের বাড়ি গেলাম। তার সঙ্গে Jolly's Tagore Lecture শুনতে গেলাম। তাঁর বক্তৃতার কিছুই আমরা বুঝলাম না। মনে হল তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে কখনো শেখেননি, এবং তাঁর জার্মান-উচ্চারণ অসহ্য এবং অবোধ্য। আমি সতীশকে বইখানি দেওয়ায় শ্যামবাবু খুব রেগে গেলেন। সেইজন্য তাঁর বাড়ি ছুটে গেলাম। বইটা নিয়ে গেলাম এবং শ্যামবাবুকে বিচিত্র ক্ষমামূলক পত্রসমেত সেটা পাঠিয়ে দিলাম। অনেক আলোচনার পর শ্যামবাবু আমাকে বললেন, তিনি ওই বইটি নেবেন না। ৯-৪০-এ শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ১৫, বৃহস্পতিবার

৬-টায় উঠলাম। মেঘদূত সম্পর্কে সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। মেঘদূতের মূল অংশের পড়বার কিছু বাকি না থাকায় তার ওপর অনুশীলন করলাম সংস্কৃতে। পড়লাম Salmon's Conics Sections এবং Robert-এর বই। কতকগুলি সমস্যার (problems) সমাধান করলাম। কলেজে ইংরেজি আর astronomy-র ক্লাস করলাম। সংস্কৃত ক্লাসে গেলাম না। আমি বইটা ফেরৎ নেবার কারণে সতীশ রায়কে খুবই দুঃখিত দেখলাম, কিন্তু আমি যখন জানালাম বইটি সে-ই পাচ্ছে সে খুবই খুশি হল। তার সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম। সতীশ রায়ের এ বছর আইন ক্লাসে ভর্তি হওয়া সম্পর্কে তার ভগ্নীপতি হীরালালবাবুর সঙ্গে কথা হল। হীরালালের মনে হয় সম্মতি নেই। এমন একজন সংকীর্ণচেতা মানুষের অভিভাবকত্বে থাকা প্রকৃতই দুর্ভাগ্যের। দেখা যাক কী হয়। থ্যাকারস-এ গেলাম, কিন্তু Austin পেলাম না। রাতে মাঘ পড়লাম। ৮-২৫-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ১৬, শুক্রবার

৫-৩০-এ উঠলাম। পড়বার কিছু না থাকার আবার মেঘদূতের উপর সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। আগামী সপ্তাহ থেকে মাঘ শুরু করতে ইচ্ছে করি। জ্যাঠামশায় গাজিপুর থেকে এলেন। বুলন্দশহর থেকে রতিবাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। জ্যাঠামশায়েই সঙ্গে Laplace নিয়ে কথা হল।

এ বই পড়ছি বলে তাঁরা আমাকে প্রশংসা করলেন। আমি কিন্তু এতে প্রশংসার কিছুই দেখি না। কলেজে ইংরেজি, astronomy ও conics-এর ক্লাস হল। বাস্তবিক মিঃ মার্টিনের বক্তৃতায় বিরক্তি বোধ করছি। মনে হয় তিনি conics-এর এত কমই জানেন যে ভালভাবে পড়াতে পারেন না। লাইব্রেরিতে Poisson's Heat পড়লাম। আমি আশ্চর্য হচ্ছি সবাই আমার "প্রেমচাঁদ এনডাউমেন্ট" পুস্তিকার কথা শুনেছে। ক্ষেত্র আমার কাছে একটা কপি চাইছিল। আমি জানি না এই সামান্য পুস্তিকা পেতে তাদের এত ব্যাকুলতা কেন। Richardson's Lit Recreation এবং Jellett's Calculations রাতে পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ১৭, শনিবার

৫-৪০-এ উঠলাম। পুরনো পাঠ্যের কিছু বাকি না থাকায় আবার সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Jellett's Calculations পড়লাম। Laplace-এর যেসব অংশে আমি আটকে গিয়েছিলাম, সেগুলি পরিষ্কার হয়ে আসছে। শ্যামবাবু যেমন বলেছিলেন, কলেজে খুব আগেই ৯-৩৫-এ চলে গেলাম। কিন্তু তিনি ক্যাথিড্রাল লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে যেতে পারলেন না। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics-এর ক্লাস হল। দুটোর পর সতীশ রায়ের জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তার দেখা পেলাম না। Cathedral Mission College-এ গেলাম। বই কতকগুলি দেখলাম। দাম খুবই বেশি। খুব ক্লান্ত, ৩-৩০-এ বাড়ি এলাম। ট্রাম কোম্পানি থেকে একটা চিঠি পেলাম—আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এখন থেকে ছাত্রদের চৌরঙ্গী লাইনের যে কোনো দূরত্বে চার পয়সা মাত্র ভাড়া নেবে। আমি এতদিনে একটা ভালো কাজ করলাম। Laplace পড়লাম। ৮-৪০এ শয্যা গ্রহণ।

ফেব্রুয়ারি ১৮, রবিবার

৫টায় উঠলাম। দু মাইলের বেশি হাঁটলাম। Mathematics পড়া সম্বন্ধে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কথা বললাম। মেঘদূতের পুরোটা দুবার ঝালিয়ে নিলাম। এটা খুবই আনন্দদায়ক। শকুন্তলা থেকে একটা অঙ্ক পড়লাম। দুপুরে Salmon's conics প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ ঝালিয়ে নিলাম। তারপর Dyer এবং Roberts থেকে, ও মিঃ মার্টিন যেগুলি দিয়েছিলেন সেই সমস্যাগুলি সমাধান করলাম। দিনের বাকি অংশ জ্যাঠামশায়ের গয়নাগুলির হিসাব-নিকাশ করতে কেটে গেল। বাবা খুব ক্লান্ত থাকায় তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে হল। তাঁরা ৭-৩০-এ আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাতের মেলগাড়িতে যাবেন। বাবাও হাওড়ায় গেলেন। বিদায় খুবই বেদনাদায়ক। হাজারিবাগের যদুবাবু যে দুটো কঠিন সমস্যা (puzzle)

দিয়েছিলেন তার সমাধান করলাম। Salmon's conics পড়লাম। ১০টায় শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ১৯, সোমবার

Laplace-এর একটা calculation সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথা হল। মাঘের শিশুপালবধ-এর প্রথম দশটি শ্লোক পড়লাম। প্রকৃতই তিনি প্রশংসাযোগ্য। যেভাবে তিনি অন্যের লেখা নিয়ে ব্যবহার করেছেন তা প্রকৃতই আশ্চর্যজনক। Main's Astronomy পড়লাম। আজকে ট্রামের কম ভাড়ার প্রথম দিন। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Astronomy ক্লাস হল। সেনেট হাউসে গেলাম। তারপর ক্যাথিড্রাল মিশনরী কলেজে এবং দুখানা বই কিনলাম। তারপর সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। Airy's Gravitation পড়লাম। অনেক কষ্ট করে তাকে Tagore Law Lectureএ আসতে রাজি করালাম। কিন্তু সে যখন দেখল প্রথম বেঞ্চি ভর্তি হয়ে গেছে, সে পালিয়ে গেল। খুবই দুঃখের কথা। এবছর আইন ক্লাসে যোগ দিতে তাকে রাজি করাতে পারলাম না। এটাও খুব দুঃখের। Jolly's lecture প্রশংসাযোগ্য। এবার তাঁর উচ্চারণ খুবই স্পষ্ট। সতীশ রায়কে একটি চিঠি লিখলাম। Macdonald's Dynamics পড়লাম। ৯-৩০টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ২০, মঙ্গলবার

৫-২০তে উঠলাম। প্রায় দু' মাইল বেড়িয়ে এলাম। মেঘদূতের ওপর সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। এ সপ্তাহে এটা আমি শেষ করতে পারব আশা করছি। তারপর Salmon's Conics পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, conics, astronomy-র ক্লাস হল। মিঃ মার্টিনের কাছ থেকে নতুন কিছুই শিখছি না। আমি এখন Booth-এর মূল্য পুরোপুরি বুঝতে পারছি। লাইব্রেরিতে গেলাম এবং Adam's Discovery of Neptune দেখলাম। সেখান থেকে ক্যাথিড্রাল মিশনারী কলেজে গেলাম। আমার আগে আগে সতীশ রায় যাচ্ছে দেখলাম। তাকে ডাকতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার স্বর আটকে গেল। তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করলাম। তাকে আবার আইন পড়বার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু কোনো ফল হল না। দুনিয়াতে কোনো কিছুই তার মত বদলাতে পারে না। ভগবান জানেন তার সম্বন্ধে আমি কত ভাবি। খুব হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ডায়মন্ডহারবার থেকে কুসুম এলো। রাতে পড়লাম Conics, Laplace-এর দুটো পাতা ও Inductive Logic। শুতে গেলাম ১০টায়।

ফেব্রুয়ারি ২১, বুধবার

৫-১৫-য় উঠলাম। পড়লাম conics, তারপর মাঘ থেকে আটটি শ্লোক। এগুলি অতি চমৎকার, যদিও কালিদাসের চেয়েও কঠিন। তাড়াতাড়ি তৈরি হলাম। ৭-১৫-য় রওনা হলাম। সিটি কলেজে ল' ক্লাস। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত আর astronomy-র ক্লাস হল। লাইব্রেরিতে Adam's Neptune পড়লাম। তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রদের জন্য কয়েকটি সমস্যার (problem) সমাধান করলাম। Dr. Jolly-র Tagore Lecture শুনতে গেলাম। সেখানে সতীশ রায়কে না দেখে খুব নিরাশ হলাম। গতদিনের মতো Lectureটি সেরকম আকর্ষণীয় হয়নি। Latin থেকে নারদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করে কতকগুলি অসম্ভব সিদ্ধান্ত করলেন। বাড়ি এসে সতীশের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। চিঠির সুর উৎসাহজনক। সে খুবই মর্মাহত হয়েছে মনে হয়। উত্তরে একটি লম্বা চিঠি দিলাম। Salmon's Conics পড়লাম এবং কয়েকটি সমস্যার (problem) সমাধানও করলাম। ১০টায় শয্যা গ্রহণ।

ফেব্রুয়ারি ২২, বৃহস্পতিবার

৬-২০-তে উঠলাম। মেঘদূতের ওপর সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Legendre's exercise থেকে একটা পরিচ্ছেদ পড়লাম। কলেজে ইংরাজি, সংস্কৃত আর astronomy-র ক্লাস করলাম। লাইব্রেরীতে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। আমি যে চিঠিটা লিখেছিলাম তাকে দিলাম। আমি তার ওপর রাগ করি নি দেখে সে খুব খুশি হল। আমার অদ্ভুত ব্যবহার আমার যে গভীর মনঃপীড়াজাত তা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। Adam's Calculation of the Perturbation of Uranus & Neptune পড়লাম। এটি সত্যি চমকপ্রদ। সতীশ রায় এটি আমার জন্যে নকল করে দিতে রাজি হয়েছে। Calculus পড়া সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা হল। সে আমার কাছে calculus পড়তে ইচ্ছুক। খুব ঠাণ্ডা লেগে সে ভুগছে। ওর কি কোনো হৃদরোগ আছে? না। রাতে Mechanique Celeste পড়লাম। ৯-৫০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ২৩, শুক্রবার

৫-৩০-এ উঠলাম। Salmon's conics পড়লাম। Trilinear Coordinates ঝালিয়ে নিলাম। Williamson's Differential Calculus পড়লাম এবং সতীশ রায়কে পড়াবার জন্য পুরোপুরি তৈরি হলাম। কলেজে ইংরেজি Conics এবং Dynamics ক্লাস হল। মিঃ মার্টিন কিছুই করছেন না। আমার সময় নষ্ট করছেন। তিনি আমার মতোই সামান্যই conics জানেন। এমন অল্পবিদ্যা মানুষের কাছ থেকে শেখার কিছু থাকে না। পড়লাম

Adam's Uranus। সতীশ রায় আমার সঙ্গে দেখা করেনি। খুব নিরাশ হলাম। হয়ত সে খুবই অসুস্থ বোধ করছে। ভগবান তার স্বাস্থ্য ভালো করুন। এমন তীক্ষ্ণধী ছেলে। খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের বার্ষিক সভায় Eliot সভাপতি হবেন না—আমি এটা অনুমান করেছিলাম। Meragon's Calculus থেকে দুটি পরিচ্ছেদ পড়লাম। Mechanique Celeste-ও ঝালিয়ে নিলাম। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি ২৪, শনিবার

৫-১০-এ উঠলাম। মেঘদূত থেকে আমার শেষ সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। পড়লাম Dynamics। কলেজে ইংরেজি ও Dynamics-এর ক্লাস হল। সংস্কৃত ক্লাসে যাইনি। লাইব্রেরিতে জ্ঞান মুখার্জী ও সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। খুব খারাপ ঠাণ্ডা লাগিয়ে সতীশ বেশ অসুস্থ। বুকেও কিছু ব্যথা বোধ করছে। সতীশ এবং আমি জ্ঞান মুখার্জির বাড়ি যেতে মনস্থ করলাম। ২-৩০-এ রওনা হলাম। কিন্তু নারায়ণ সেন ও জ্ঞান মুখার্জি এমনি কতগুলি কাটা কাটা কথা শোনাল। পরে অবশ্য বলল—এটা ঠাট্টাচ্ছলে বলা—তার ফলে আমি তাদের বাড়িতে গেলাম না। খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার ঘরে জ্ঞান ও সতীশকে আসতে দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। আমি মনে আঘাত পেয়েছি দেখে জ্ঞান খুবই দুঃখিত। ব্যাপারটা আপোসে মিটে গেল। সতীশ রায় এখানে আসায় আমি এতই আনন্দিত হলাম যে আর কিছুতেই হতাম না। আমি তাকে ভাইয়ের চেয়েও ভালবাসি। আঃ! সে যেন একটা বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠে তা আমি বিশেষ-ভাবে ইচ্ছা করি। সত্যর বাড়িতে গেলাম। কিছুই পড়লাম না। ৮-৪০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ২৫, রবিবার

৪-২৫-এ উঠলাম। সংস্কৃত মেঘদূত পুরোটা দুবার পড়লাম—আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে একটি। আমাদের ক্লাবের বার্ষিক রিপোর্ট খুব যত্নের সঙ্গে লিখলাম। বাড়ির মেরামতি কাজ দেখতে কিছু সময় কাটালাম। দুপুরে সত্যর সঙ্গে কলকাতা রওনা হলাম। সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। সে গত রাত থেকে জ্বরে ভুগছে। সে খুব রোগা ও দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তার স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই চিন্তিত। সত্য তার বোনের বিয়েতে তাকে (সতীশকে) আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ করল। সতীশ যদি সেরে ওঠে বিয়েতে আসবে। সতীশ বোসের কাছে গেলাম। কিন্তু সে তার ভায়ের জন্য খুব ব্যস্ত থাকায় তখুনি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে এসে দেখি রানিগঞ্জ থেকে আমার ভগিনীপতি সুরেশবাবু এসেছেন প্রবল জ্বর নিয়ে। তাঁর সঙ্গে

কিছুক্ষণ কথা হল। Mechanique Celeste পড়লাম। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মাথাটাও খুব ধরেছে। ৮টায় শুয়ে পড়লাম। সারা বিকেল ও রাতভোর বৃষ্টি হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি ২৬, সোমবার

৫-৪০-এ উঠলাম। মাঘ থেকে দশটা শ্লোক পড়লাম। কালিদাসের চেয়েও অনেক কঠিন। Scott-এর Lady of the Lake ভাইকে বুঝিয়ে দিলাম। Bayma's Molecular Mechanics এবং Jellett's Friction পড়লাম। কলেজে conics ও astronomy-র ক্লাস হল। আজ অনার্সের ছাত্রদের সঙ্গে conics পড়লাম। ওরা আমারই মতো, বেশির ভাগ আরো নিরেশ। মিঃ মার্টিন কিছুই করছেন না। লাইব্রেরিতে শেকসপীয়রের সঙ্গে কাটালাম। Jolly'র Lecture-এ গেলাম না। আমি এতে ধৈর্য হারিয়েছি। সতীশ রায়কে দেখতে যেতে পারলাম না। সে এখনো জ্বরে ভুগছে। বৃষ্টি পড়ছিল বলে আমি যেতে পারিনি। বাবা! তোমার জন্য আমার গভীর সমবেদনা। বাড়ি ফিরলাম। জলে জামাকাপড় ভিজে গেছে। এমন জঘন্য আবহাওয়া প্রকৃতই ঝামেলা। খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, জ্বর-ভাবও রয়েছে। Hudson's astronomy আর শকুন্তলা পড়লাম। ৯-১০-এ শুতে গেলাম।

ফেব্রুয়ারি ২৭, মঙ্গলবার

৫-৩০-এ উঠলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। শকুন্তলার প্রথম অংক থেকে শুরু করলাম। Godfray's Astronomy eclipse-এর পরিচ্ছেদ পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, conics ও astronomy-র ক্লাস হল। মার্টিন সম্পর্কে পুরোপুরি ধৈর্য হারিয়েছি। তিনি হয় কিছুই জানেন না, না হয়তো কিছু পড়াতেও চেষ্টা করেন না। সতীশ রায়কে দেখতে গেলাম। কিন্তু ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে বিরক্ত করা উচিত মনে করলাম না। মনে হয় সে খুবই ভুগছে। প্রবল জ্বরের কারণে দুর্বলতার ওপরে তার খুব কাশিও হয়েছে। তার সঙ্গে আছে হাঁপানির ফিট। খুব বিষণ্ণ, মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের বার্ষিক সভার নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিলাম। Dynamics থেকে দুটি সমস্যা অনুশীলন করলাম। Carlyle's Schiller পড়লাম। ৯-২০তে শয্যাগ্রহণ।

ফেব্রুয়ারি ২৮, বুধবার

৫টায় উঠলাম। মাঘ থেকে দশটা শ্লোক পড়ে পুরোপুরি তৈরি করলাম। খুব তাড়াতাড়ি ৮ টার সময়ে কলেজে রওনা হলাম। সিটি কলেজে Law lecture রয়েছে। যোগীন্দ্র (সতীশের মামা) আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

এবং তার দুখানি চিঠিও দিলেন। সতীশ রায় লিখেছে, সে খুবই অসুস্থ এবং কলেজে আসতে পারছে না। মন খুবই অশান্ত। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং astronomy-র ক্লাস হল। তাড়াতাড়ি সতীশকে দেখতে গেলাম। সে খুবই কৃশ হয়েছে। বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। খুব বেশি কষ্ট পাচ্ছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম। বাড়ি ফিরলাম। বাবাকে বললাম তার অসুখের কথা এবং বাবা ও পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে সেখানে গেলাম। বাবা খুব যত্নসহকারে পরীক্ষা করলেন। তার হৃৎপিণ্ড বেশ সক্রিয়। কিন্তু ফুসফুস কিছুটা দুর্বল। তারপর ডাক্তার সি সি ঘোষের কাছে গেলাম। অসুখটা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হল। ভয়ের কোনো রকম কারণ নেই। স্পষ্টতঃ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ৮-৩০-এ শুতে গেলাম। আমাদের সভার আমন্ত্রণ পত্রগুলি পেয়ে গেছি।

মার্চ ১, বৃহস্পতিবার

৫-১৫তে উঠলাম। অল্প তাজা বোধ হচ্ছে। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Godfray's Astronomy ও Carlyle-এর Schiller পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত ও astronomy-র ক্লাস হল। অধ্যাপকদের ও ক্লাবের সদস্যদের নিমন্ত্রণপত্রগুলি বিতরণ করলেন। দু'ঘণ্টা পরে জ্ঞান মুখার্জীর সঙ্গে সতীশ রায়কে দেখতে গেলাম। দেখে মনে হল একটু ভাল আছে। কিন্তু অসুখের মূল কারণ এখনো খুব প্রবল। তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে খুবই অসতর্ক। কখনো ফ্লানেল এবং মোজা পরবে না। ক্বচিৎ ওষুধ খাবে। এইসব কারণে আমাদের যত্নসহকারে তার দেখাশোনা করতেই হবে। সত্যর ভগিনীর বিবাহ। সেখানে গেলাম একাকী। সতীশ রায়ের সঙ্গে যাওয়া হলে কত খুশিই না হতাম। কিন্তু আহা! সে তো অসুস্থ। নইলে সে তো আসত। কিছুই পড়লাম না। আটটায় শুতে গেলাম।

মার্চ ২, শুক্রবার

৫-৩৫-এ উঠলাম। পড়লাম মাঘের শিশুপালবধ থেকে দশটি শ্লোক এবং মেঘদূতের প্রথমাংশটা ঝালিয়ে নিলাম। Carlyle's Schillerও পড়লাম। আগামীকাল যে বার্ষিক সভা হবে তাতে আমি বলব বলে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সময় না পাওয়ায় আমি পারব বলে মনে হয় না। কলেজে ইংরেজি, Conics, Dynamics-এর ক্লাস হল। আমার মনে হয় মিঃ মার্টিনকে এড়িয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে। দুটোর পরে হীরালাল আর আমি আগামীকালের সভায় বসবার জায়গাগুলি সাজালাম। বেঞ্চিগুলি সরাতে খুবই মেহনৎ হল। তারপর আমি বাবার সঙ্গে সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। সে এখনো ভুগছে। বিশেষ করে ঘাড়ের ব্যথা থেকে। বাবা তাকে ওষুধ দিলেন এবং আরো কিছু ওষুধ লিখে দিলেন। আমি আশা করি সে দুচার দিনের মধ্যে আরোগ্য হতে থাকবে। রাতে Godfray এবং Carlyle's Schiller ঝালিয়ে নিলাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ৩, শনিবার

৬টায় উঠলাম। ঘুম বিশেষ ভাল না হওয়ায় আদৌ তাজা বোধ করছি না। Dynamics-এর সমস্যা সমাধান করলাম। কলেজে ইংরাজি, সংস্কৃত ও Dynamics-এর ক্লাস হল। ২-১৫ তে ক্লাবের (ছাত্র সংসদের) বার্ষিক সভা বসল। Dr. McCann সভাপতি হলেন। Percival এবং রাজকৃষ্ণবাবু

ছাড়া আর কোনো অধ্যাপক আসেননি। এতে এঁদের আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যদি ন্যায়-নিষ্ঠ হয়, তবে আমরা অবশ্যই সফল হব। ইয়াকুনন্দিন তার ভাষণ দিল। যদিও ঠিক আমার আশানুরূপ নয়। যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি এই ভাষণ দিতেন আমাদের সোসাইটির সুনাম হ'ত। কালীকৃষ্ণ মন্তব্যচ্ছলে বক্তৃতা দিল। ডাঃ McCann-এর মন্তব্যগুলি খুবই চমৎকার। তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সতীশ রায়কে দেখতে গেলাম। সে ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। আশা করছি সোমবার থেকে কলেজে আসতে পারবে। তার কাছ থেকে Wordsworth নিলাম। রাতে মেঘদূত ও Carlyle's Schiller পড়লাম। ৯-৩০ টায় শুয়ে পড়লাম।

মার্চ ৪, রবিবার

৫-৫০-এ উঠলাম। Hudson's Study of Coriolanus পড়লাম, ঝালিয়ে নিলাম বলা চলে। বাড়ি মেরামতের জন্যে সব কিছুই অগোছালো হয়ে আছে। আসবাবপত্রগুলি সাজাতে কিছু সময় কাটালাম। দুবার মেঘদূত পড়লাম। স্মৃতি থেকে আমি সব শ্লোক বলতে পারি না। মল্লিনাথের টীকা সমেত আমাকে এখন নিশ্চয়ই সেটা করতে হবে। শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক তিনবার ভালভাবে পড়ে ঝালিয়ে নিলাম। মেঘদূতের প্রথম ৫৫টি শ্লোক পড়লাম। Laplace-এর প্রথম পরিচ্ছেদটিও ঝালিয়ে নিলাম। Carlyle-এর Schiller-এর পাঠ্য পদগুলি মুখস্থ করলাম। ৯-৩৫-এ শুতে গেলাম। তার আগে কেদারবাবুর ছেলে প্রিয়নাথকে একটা চিঠি লিখলাম।

মার্চ ৫, সোমবার

৫-৪৫-এ উঠলাম। মাঘের ঝালানোটা শেষ করলাম। এবং Hudson's Criticism-ও পড়লাম। মাঘ থেকে ৮টি শ্লোক পড়লাম। হঠাৎ ভাই অসুস্থ হল। হাঁটুতে অসহ্য ব্যথার সঙ্গে প্রবল জ্বর এল। সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে উঠেছে। এটা খুবই আফসোসের কথা যে আমাদের দুজনেরই স্বাস্থ্য এই অল্পবয়সেই ভেঙে পড়েছে। কলেজে ইংরাজি আর astronomy-র ক্লাস হল। মার্টিনের ক্লাসে যাই নি। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু আমার মন বিব্রত থাকায় তার সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারলাম না। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। সতীশ বোসের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। সে জাগ্রত অবস্থায় এ চিঠি লিখেছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। সতীশ রায়কে একটি চিঠি দিলাম। রাতে Laplace পড়লাম। ৯-২০-তে শুতে গেলাম।

মার্চ ৬, মঙ্গলবার

৫-২০ মিনিটে উঠলাম। পড়লাম Abbott's Calculus Variations এবং Godfray থেকে Theory of Tide। যথারীতি সংস্কৃতে শকুন্তলা অনুশীলন করলাম। Carlyle-এর Schiller পড়লাম। ভাই এখনো খুবই অসুস্থ —অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। জ্বর খুবই প্রবল—১০৫°। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি, astronomy। সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করলাম না। দুটোর পর সতীশ রায় এবং সতীশ বোসের সঙ্গে লাইব্রেরিতে ছিলাম। তাদেরকে অনেক কিছুই আমার বলার ছিল কিন্তু আমি এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলাম যে তা করা সম্ভব হয়নি। ৩-২৫-এ বাড়ি ফিরলাম। খুব ক্লান্ত। সামান্য ঘুমিয়ে নিলাম। বাবার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের সম্বন্ধে কথা হল। পড়লাম Inductive Logic আর Laplace। ৯টায় শুতে গেলাম। সারা রাত একবিন্দু ঘুম হল না।

মার্চ ৭, বুধবার

৫-২০-তে উঠলাম। শহরের দক্ষিণদিকে এক মাইল বেড়িয়ে এলাম। মাঘের দশটি শ্লোক পড়ে প্রথম সর্গ শেষ করলাম। কালিদাসের মতো অত মধুর নয়। তাছাড়া, দুজনের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। কালিদাসই উৎকর্ষ। আমার যতটা মনে পড়ে মাঘ সমাসবদ্ধ পদকে দুভাগে ভেঙে দেন। প্রথমার্ধ চরণের শেষে, দ্বিতীয়ার্ধ পরবর্তী চরণের সূচনায়। যতদূর মনে পড়ে, কালিদাস এমন করতেন না। অন্ততঃ আমার সেরকম উদাহরণ মনে পড়ে না। আমি এ বিষয়ে খুব খুঁটিয়ে দেখতে চাই। যেমন, মাঘ ১/৯। Markby's Jurisprudence পড়লাম। সিটি কলেজে ল' ক্লাস হল। কলেজেও ইংরেজি সংস্কৃত আর astronomy-র ক্লাস হল। Theory of Tide শেষ হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। Mr. Fisher তাদের কোনো সাহায্যই করছেন না। আমি তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। রাতে পড়লাম Newton ও Laplace। ৯-২০তে শুতে গেলাম।

মার্চ ৮, বৃহস্পতিবার

৫-২৫-এ উঠলাম। Wordsworth-এর 'Ode to Immortality' পড়লাম। আমি জানি না লোকে এর এত প্রশংসা করে কেন। আমাদের যোগদর্শনের তুলনায় এটা কিছুই নয়। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজি এবং astronomy। লাইব্রেরিতে Poisson's chaleur পড়লাম। দুটোর পর জ্ঞানেন মুখার্জির সঙ্গে তাদের বাড়িতে গেলাম। সতীশ রায়কে কোনমতেই আমার সঙ্গে যেতে রাজি করাতে পারলাম না। সে একটু অসুস্থ। তার যাওয়া উচিতও নয়। জ্ঞানেন মুখার্জি আশানুরূপ ভাল ব্যবহার

করল। তার অনেক বই রয়েছে (কিন্তু Mathematics-এর বই খুবই অল্প)। এ বইগুলি হল দুই প্রজন্মের সংগ্রহ। তার কাছে শুনে আশ্চর্য হলাম, সতীশ রায় ইংরেজি ক্লাসে না গিয়ে শশী সরকারের সঙ্গে সময় কাটায়। ৫-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। সতীশ রায়কে তার আচরণ বদলাতে পরামর্শ দিয়ে একটা লম্বা চিঠি দিলাম। মাঘ পড়লাম। ৯-টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ৯, শুক্রবার

৫-৪৫-এ উঠলাম। ল' (আইন) পড়া সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে কথা হল। Wordsworth-এর প্রসিদ্ধ Ode to Immortality, Rowe-এর নোট সমেত খুঁটিয়ে পড়লাম। মেঘদূতেরও সমস্তখানি পড়লাম। আমি এখন calculus-এর মতোই মেঘদূতের সঙ্গে পরিচিত। দুপুরে একটা পর্যন্ত ঘুমোলাম। শকুন্তলার প্রথম দুটি অঙ্ক পড়লাম। শকুন্তলা, মিরান্ডা, ডেসডিমোনার তুলনামূলক বিচার করার আমার ইচ্ছে আছে। কঠিন কাজ। বিকেলে কালীকুমারের কাছে গেলাম। সতীশ বোসের কাছে তাকে নিয়ে গেলাম। পথে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। কথাও হল। সে কি আমার চিঠিটা পেয়েছে? সতীশ বোসের সঙ্গে গ্রে স্ট্রিটে সারদার বাড়ি গেলাম। তারা তাড়াতাড়ি কালীকুমার ও আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল। এবং বিকাল ৩টা নাগাদ ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম। সারদার কালকে বিয়ে হবে! ৮-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। Billet's Optique ভোর ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত পড়লাম। ঘুম হয় নি।

মার্চ ১০, শনিবার

ঠিক এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে ৫-৩৫-এ উঠলাম। Airy's Astronomy পড়তে শুরু করলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম অত অল্প ঘুমিয়ে আমি এটা পড়তে পারলাম। দুপুরে একদম না ঘুমিয়ে Airy-র বইটি শেষ করে ফেললাম। ২টার সময় সমাবর্তন দেখতে রওয়ানা হলাম; ভিড়ের মধ্য দিয়ে হল-এ পথ করে একটা ভালো জায়গা পেয়ে গেলাম। নতুন ভাইস চ্যান্সেলার H. J. Reynolds ডিপ্লোমা বিতরণ করলেন। দুজন দেশী মহিলা বি. এ. ডিগ্রি পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি প্রথম। তাদের যখন ডিগ্রি দেওয়া হয় তখন তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি হয়। হলের শব্দ-শোষক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতা আমরা কিছুই শুনতে পেলাম না। এক কপি Student's Austin কিনলাম। এবং সতীশ রায়ের সঙ্গে তাদের বাড়ি গেলাম। সে খুব সহৃদয় ব্যবহার করল। সে অবশেষে আমার কাছে Calculus পড়তে ইচ্ছুক হয়েছে। ১০-৩০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ১১, রবিবার

৫-৩০-এ উঠলাম। দু'মাইল বেড়িয়ে এলাম। মাঘের প্রথম সর্গ ঝালিয়ে নিলাম। আমি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি কতো শিগ্‌গির তাকে ভুলে যাই। এবং এতেই বোঝা যায়, মল্লিনাথের মতো বিদগ্ধ টীকাকারের কতো প্রয়োজন। দুপুরে Differential Calculus সম্পর্কে আমার যত বই আছে সবগুলি পড়লাম এবং সতীশ রায়কে এটা বোঝাবার জন্যে নিজে পুরোপুরি তৈরি হলাম। আমি যদি এইখানে তাকে পড়াতে পারি নিজে অনেক কিছু শিখতে পারব। সতীশ বোস বিকেলে এলো। যদিও দুপুরে আমরা তাকে প্রত্যাশা করেছিলাম। সে খুব অল্প সময় ছিল। আবহাওয়া খুবই গুমোট ছিল। পড়লাম Moigno থেকে দুটি অধ্যায়। ১০-৪০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ১২, সোমবার

৫-১০-এ উঠলাম। যথারীতি মাঘের দশটা শ্লোক পড়ে মুখস্থ করে ফেললাম, কেননা প্রায় সবই রাজনৈতিক প্রবচন বিষয়ে। সতীশ রায়ের জন্য Differntial Calculus-এর অনেকগুলি note লিখলাম। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি, সংস্কৃত astronomy। লাইব্রেরিতে De' Morgan's Calculus পড়লাম। সতীশ রায় আমার কাছে পড়তে পারল না। Mr. Fisher তাকে আটকে রেখেছে। তবে কাল থেকে সে আমার কাছে পড়তে পারবে। তাকে conics calculus অল্প একটু বুঝিয়ে দিলাম। খুব ক্লান্ত, ৪-২০-তে বাড়ি ফিরলাম। শকুন্তলার প্রথম দুটি অঙ্ক পড়লাম। অধ্যাপক Gough বিলেত থেকে ফিরেছেন এবং আমাদের Philosophy-র ক্লাস নেবেন। এটা সৌভাগ্যের বিষয়। পড়লাম Moigno's Calculus এবং Carlyle's Schiller। রাত দশটায় শুতে গেলাম।

মার্চ ১৩, মঙ্গলবার

৫টায় উঠলাম। এক মাইল হেঁটে এলাম। শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ করে সংস্কৃতে যথারীতি অনুশীলন করলাম। Briot's Abelien Function পড়লাম। এটা খুবই ভাল বই, বিষয়টির প্রাথমিক সূত্রগুলি থেকেই শুরু করেছে। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি আর astronomy। মার্টিন আমাদের Optional Mathematics-এর ক্লাস নিলেন না। দুটোর পর সতীশ রায় আমার কাছে পড়ল না। কিন্তু আমার সঙ্গে কথাও না বলে বাড়ি চলে গেল। এটা নিশ্চয়ই বিচিত্র! ৮টায় বাড়ি ফিরলাম। খুব ক্লান্ত। সতীশ রায়কে একটা লম্বা চিঠি দিলাম—কতকটা তিরস্কারের ঢঙে। বাস্তবিক আমি আমার মেজাজ হারিয়েছি। রাতে কিছু পড়তে পারলাম না। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। অসুখের লক্ষণগুলি আবার ফিরে আসছে। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

মার্চ ১৪, বুধবার

৫-১৫-তে উঠলাম। পড়লাম মাঘ থেকে দশটি শ্লোক, Carlyle-এর Schiller। সিটি কলেজে ল' ক্লাস হল। আমাদের কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি, সংস্কৃত ও astronomy। Prof. Gough আমাদের ক্লাসে এলেন, কিন্তু আজ কিছুই পড়ালেন না। তিনি পরের শুক্রবার থেকে নিয়মিত পড়াতে শুরু করবেন। লাইব্রেরিতে গেলাম। আমাদের ইউনিয়ন সম্পর্কে মহেন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বললাম। সতীশ রায়কে সেখানে দেখলাম না। তাড়াতাড়ি তার বাড়িতে এলাম। দেখলাম সে খুবই বিষণ্ণচিত্ত। তাকে calculus পড়ানোর জন্য রাজি করাতে কিছু সময় গেল। ৫টা পর্যন্ত তাকে পড়ালাম, যদিও আমি সম্পূর্ণ ক্লান্ত। সে কালকে আমার সঙ্গে দেখা করবে। লখনউ থেকে কেদারবাবুর একটা চিঠি পেলাম। Williamson's Differential Calculus এবং Carmichael's Calculus of Operation রাতে পড়লাম। ৯-২০-তে শুতে গেলাম।

মার্চ ১৫, বৃহস্পতিবার

৫-২৫-এ উঠলাম। শকুন্তলা থেকে যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Williamson's Differential Calculus পড়লাম। Moigno's Definite Integral অধ্যায়টি শুরু করলাম। কলেজে ইংরেজি আর astronomy-র ক্লাস হল। লাইব্রেরিতে Poisson's Chaleur পড়লাম। কলেজে সংস্কৃত অনুশীলন হল। পণ্ডিতমশায় দেখে আশ্চর্য হলেন যে দশ মিনিটের মধ্যে আমি সব প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলেছি। লাইব্রেরিতে গেলাম, কিন্তু সতীশ রায়কে সেখানে দেখলাম না, চলে গেছে। আমার হয়ত দেরি হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে রামনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হল। আমার equation in continuityর নতুন প্রমাণ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা হল। এর অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ আছে। রাতে মাঘ পড়লাম। Laplace নিয়মিত পড়ার আমি আর সময় করে উঠতে পারছি না। তার যতটুকু পড়েছিলাম তাই ঝালিয়ে নিলাম। ১০টায় শয্যাগ্রহণ।

মার্চ ১৬, শুক্রবার

৫-১৫-এ উঠলাম। এক মাইল বেড়িয়ে এলাম। সকালে বেড়ানোর যে অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা ফিরে পাবার অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম। Fowler-এর Inductive Logic এবং Carlyle-এর Schiller পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics এবং Logic ক্লাস হল। Prof Gough আজ প্রথমদিন Logic-এর ক্লাস নিলেন।

তিনি আদর্শ অধ্যাপক। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রকৃতই অতুলনীয়। তিনটের পর সাড়ে চারটা পর্যন্ত সতীশ রায়ের সঙ্গে কাটল। তাকে differential calculus পড়ালাম। তারপর অ্যালবার্ট হলে গেলাম। সেখানে দশবছর ইউরোপ মহাদেশে কাটিয়ে ভারত-প্রত্যাগত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা। প্রচণ্ড ভীড়। সভা মেডিকেল কলেজ থিয়েটার-হলে স্থানান্তরিত হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে সেখানে গেলাম। তরুণ ডাক্তারটি অতি সুশ্রী। সুরেন্দ্রবাবু একটা বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তারের বক্তৃতা কিছুই শোনা গেল না। ৮-১৫-তে বাড়ি ফিরলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত। ৯টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ১৭, শনিবার

৫-১০-এ উঠলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম—শকুন্তলা তৃতীয় অঙ্ক শেষ করলাম। পড়লাম Carlyle's Schiller। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি ও Dynamics। সংস্কৃত ক্লাসে যাইনি। আমাদের ক্লাবের (ছাত্র সংসদের) সভা দুটোয় বসল। কিন্তু বক্তা শামসুল হুদা দুপুরে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিতর্ক হল না। সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম Astronomical Society-র memoirs সমেত। তার জন্যে একটা Dynamics-এর সমস্যা (problem) সমাধান করলাম। Adam-এর Neptune সম্পর্কে প্রবন্ধটি সে আমার জন্যে কপি করে দিতে প্রতিশ্রুতি দিলে। সে আগামী সপ্তাহে সেটা শুরু করবে। আমাদের পরীক্ষা নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা হল। সত্যি বলতে কি, কখনো এর চেয়ে আমার সহৃদয় ও সরল বন্ধু কখনো দেখিনি। আর তার প্রতি আমার গভীর ভালবাসাও তার প্রমাণ। ৫টায় বাড়ি ফিরলাম। Mechanique Celeste পড়লাম। ১০-৩০-এ শুয়ে পড়লাম।

মার্চ ১৮, রবিবার

৬টায় উঠলাম। আমাদের Re-union সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথা হল। সত্যর সঙ্গে পঞ্চাননবাবুর বাড়ি গেলাম। তিনি শহরের খুব শান্ত এলাকায় বাস করেন। সেই এলাকার শান্তিময় পরিস্থিতির প্রশংসা করলেও এর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে আমি বিব্রত বোধ করলাম। সত্যর জন্য Trigonometry সমাধান করলাম। ৮-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। গতকালের সভার রিপোর্ট লিখলাম। কটকে মধুবাবুর ভাই গোপালবাবুকেও একটা চিঠি দিলাম। মাঘের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের ৪০টি শ্লোক ঝালিয়ে নিলাম। Studentship-এর সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি দেখলাম। খুবই সহজ। রাত্রে Tait and Steel's Particle Dynamics পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম। একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে। সতীশ রায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হলে আমি কথা বললেও সে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

মার্চ ১৯, সোমবার

৫-৩০-এ উঠলাম। যথারীতি শিশুপালবধ পড়লাম। আর ছ'দিনে এটির দ্বিতীয় সর্গ শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। পড়লাম Watt, Gregory এবং Moigno থেকে differential calculus। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy, Equation of Time এবং Logic। Mr. Gough—এই ভদ্রলোকের পড়ানো সবরকমে তারিফ করার মতো। তিনটের পর সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। সে আগামীকাল কাঁচড়াপাড়া যাবে বললে এবং আমার কাছে calculus পড়তে পারবে না। সতীশ বোস আমার Parkinson বইটি ফেরত দিল। সে প্রচ্ছদটি পুরোপুরি নষ্ট করেছে। আমি কখনো জানতাম না সে এত অসাবধান। ৪-১৫-য় বাড়ি ফিরলাম। নববিভাকর পত্রিকা পড়লাম। মাঘ ঝালিয়ে নিলাম। সন্ধ্যায় বিধু আমার সঙ্গে দেখা করল। Occult Philosophy সম্বন্ধে কথা হল। Godfray পড়লাম। ৯-৩০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ২০, মঙ্গলবার

৫-১০-এ উঠলাম। এক মাইল বেড়িয়ে এলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক শুরু করে। এই বিভাগের প্রথমাংশের শ্লোকগুলি অদ্বিতীয়। পড়লাম Salmon's Conics। কলেজে ইংরেজি conics ও astronomy ক্লাস হল। সংস্কৃত ক্লাসে যাইনি। Areal's Trilinear মিঃ মার্টিনের অতিপ্রিয়। কেননা তিনি যোগাড় করেছেন Whitwarth আর নির্বোধের মতো ভাবছেন আর কারুর এ বইটি নেই। Poisson's Chaleur লাইব্রেরিতে পড়লাম। ৩-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। অসহ্য গরম পড়েছে। খোলা ট্রামগাড়িতে আমি প্রায় দগ্ধ হলাম। রাতে Conics এবং মাঘ পড়লাম। বিধু আমার সঙ্গে দেখা করল। Theory of the equation of Time পুরোপুরি বুঝিয়ে দিলাম। ১০টায় শুতে গেলাম। ভ্যাপসা রাতের জন্য খুব কমই ঘুম হল।

মার্চ ২১, বুধবার

৫-২০তে উঠলাম। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম। নৈতিক শিক্ষায় তাঁর কাব্য ভরা, মনে হয় বেশিমাত্রায়। Inductive Logic পড়লাম। সিটি কলেজে Law class হল। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamic এবং Logic ক্লাসও। অধ্যাপক Gough-এর সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, ভাষা ও ভাবের স্বতোৎসারিত প্রবাহে আমি বিস্মিত। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। সে তিনটের পর লাইব্রেরিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে প্রতিশ্রুতি দিল,

কিন্তু সে চলে গেছে দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। আমি ভেবে পাই না সে এত ঘনঘন কথার খেলাপ করে কেন। এর জন্যে তাকে একটু তিরস্কার করতে হবে। রাতে Inductive Logic-এর note-গুলি কপি করে পড়লাম। শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের কিছু অংশ পড়লাম, কাল কলেজে অনুশীলনীর জন্যে তৈরি করলাম। ৯-৫এ শুতে গেলাম।

মার্চ ২২, বৃহস্পতিবার

৫-২০তে উঠলাম। যথারীতি শকুন্তলা ৪র্থ অঙ্কের সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Williamson's Differential Calculus পড়লাম। এবং কলেজে সংস্কৃত পরীক্ষার জন্য Monier William সংস্করণ 'শকুন্তলা' থেকে ইংরেজি অনুবাদ মুখস্থ করলাম। কলেজে ইংরেজি, Conics, Dynamics-এর ক্লাস হল। কিন্তু আমরা সবাই শ্রান্ত, ক্লান্ত হওয়ায় সংস্কৃত পরীক্ষা হল না। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। গতকাল তাকে চলে যেতে হয়েছিল বলে সে খুবই দুঃখিত। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা হল। সে আমার জন্যে লাইব্রেরি থেকে Chesy-র শকুন্তলা বইটি নিয়ে এল। বইয়ের দোকানে গেলাম। আমার 'Furness' কয়েক দিনের মধ্যেই এসে যাবে। অতিশয় শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ট্রাম কোম্পানির ম্যানেজারকে চিঠি দিলাম। বিকেলে ও রাতে মাঘ পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ২৩; শুক্রবার

(দোলযাত্রা, গুডফ্রাইডে)

৫-৩০-এ উঠলাম। যথারীতি মাঘ থেকে ১১টি শ্লোক পড়লাম। দ্বিতীয় সর্গটি এতো লম্বা ও কৃত্রিম যে আমি এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিশোরী কিছুক্ষণের জন্য দেখা করল এবং আমার কাছ থেকে Mill-এর Logic নিল। শকুন্তলা পড়লাম। তারপর গিরীশ দে-কে পড়াতে হল। তাকে Garnett's Mechanics এবং Maxwell's Matter and Motion ১১টা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করলাম। দুপুরে অল্প ঘুমোলাম। দিনের বেলা আর কিছু না পড়ে শুধু শকুন্তলা পড়লাম। আমার এই নাটকের উপর একটি সমালোচনা লেখার ইচ্ছে আছে। আমার নিঃশর্ত প্রশংসা ও মুগ্ধতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে কতো অসার বস্তু রয়েছে, এটা দেখাতে একটা বিশদ প্রবন্ধ লিখব ভাবছি। কাজটা খুবই কঠিন হবে আশঙ্কা করছি। সতীশ রায়কে লিখলাম যে আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করব। Education Times পেলাম। আমার একটি প্রবলেম তাতে ছাপা হয়েছে। ৯-৪০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ২৪, শনিবার

৫-১০-এ উঠলাম। Williamson's Calculus পড়লাম। শকুন্তলার উপর সংস্কৃত অনুশীলন করলাম—চতুর্থ অঙ্ক শেষ হল। সতীশ রায়ের জন্যে Differential Calculus-এর উপর কয়েকটি note লিখলাম। শকুন্তলা পড়লাম। দুপুরে অল্প ঘুমোলাম। বেলা ১টায় কলকাতা রওয়ানা হলাম। দুটোয় সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম। ৪টে পর্যন্ত অনেক উদাহরণ কষে তাকে Differential Calculus পড়ালাম। সে আর এখন Calculus নিয়ে ভীত নয়। তার জন্যে আমি যা পারি সব কিছুই করব। ভালো খাওয়া-দাওয়া হল। সতীশ রায় আমাদের বাড়ীতে একদিন আসবে প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর সতীশ বোসের বাড়ীতে গেলাম কিন্তু পেলাম না, সে বাড়ি নেই। সে এখন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং যদিও আমি তার সঙ্গ পেতে আগ্রহী, তাতে সে হীরের মতো দুর্লভদর্শন হয়েছে। ছটায় বাড়ি ফিরলাম। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের শেষ পর্যন্ত ঝালিয়ে নিলাম। কাল আমি এটা শেষ করতে চাই। ৯-১০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ২৫, রবিবার

৫-৪০-এ উঠলাম। রাতে ঘুম ভালো না হওয়ায় সামান্যই তাজা বোধ করছি। সকালে শকুন্তলা পড়লাম, ষষ্ঠ অঙ্ক শেষ করলাম। আমি যতই এটা পড়ছি ততই এর সৌন্দর্য উপভোগ করছি। যেমন, পঞ্চম অঙ্কের সূচনায় অতীব সুন্দর শ্লোকটি—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্।

কী চমৎকার! এই চার লাইনের মধ্যে Wordsworth-এর নিসর্গবন্দনার পুরো তত্ত্বটি এমন সংহতভাবে প্রকাশিত হয়েছে! আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই জগতের সর্বকালের কবিপ্রতিভার মধ্যে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ। দিনের বেলায় 'শকুন্তলা' শেষ করলাম। এর সব অংশ আমি মুখস্থ করবই। রাতে Godfray-র astronomy পড়লাম। ৯-৩০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ২৬, সোমবার

৫টায় উঠলাম। বাম বাহুতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। দু' মাইল বেড়িয়ে এলাম। কিন্তু যন্ত্রণা বেড়ে গেল। বাবা বলছেন, এটা বাত। মা অনেকক্ষণ মলম লাগালেন, কিন্তু ফল কিছুই হল না। মাঘ থেকে ১১টি শ্লোক পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy এবং logic-এর ক্লাস হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। সে কাল আমার কাছে Calculus পড়বে বললে। খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাহুতে যন্ত্রণা সমানে বেড়ে চলেছে। কিছুই পড়তে পারলাম না। শুধু Laplace কয়েকটি পাতা রাতে ঝালিয়ে

নিলাম। ৯টায় শুতে গেলাম। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণার ফলে ঘুম প্রায় হলই না। কালীকৃষ্ণ হীরালাল ও সতীশ রায় কলেজে চাদর নিয়ে যাবে না স্থির করেছে।

মার্চ ২৭, মঙ্গলবার

৫-১০-এ উঠলাম। মোটেই ভাল বোধ হচ্ছিল না বলে বেড়াতে গেলাম না। শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্ক শুরু করে সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Inductive Logic 'নোট' কপি করলাম। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি, conics ও astronomy। সংস্কৃত ক্লাসে যাইনি। সতীশ রায় আমার সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি চলে যাওয়ায় তার দেখা পেলাম না। ৩-৩০ পর্যন্ত কলেজ লাইব্রেরিতে ছিলাম। 'প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান পরিস্থিতি' আমার এই প্রবন্ধের জন্য তথ্যাদি গোছালাম। ৪-৩০-এ বাড়ী ফিরলাম। বাহুতে যন্ত্রণা খুবই রয়েছে। বাবা সতীশ রায়কে দেখতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সে আসবে কিনা সন্দেহ। রাত্রে conics পড়ে সতীশ রায়ের জন্য note করলাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ২৮, বুধবার

৫-৩০-এ উঠলাম। মাঘ থেকে যথারীতি ১১টি শ্লোক পড়লাম এবং মল্লিনাথের টীকাসমেত তৈরী করলাম। সিটি কলেজে Law ক্লাস হল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy-র ক্লাস হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। সে বেজায় একগুঁয়ে। আমাদের বাড়িতে আসতে চায় না। আমি কোনমতেই তাকে রাজি করাতে পারলাম না। সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সে লজ্জার সম্পূর্ণ বশীভূত। চাদর ছাড়াই কলেজে গেলাম। হীরালাল, কালীকৃষ্ণও তাই করল। লোকে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না; ৪-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' পড়লাম। চমৎকার লেখা। সত্যর ভগ্নীপতি শ্যামকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল। ১০টায় শুতে গেলাম।

মার্চ ২৯, বৃহস্পতিবার

৫-২৫-এ উঠলাম। যথারীতি শকুন্তলা পঞ্চম অঙ্ক থেকে সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Salmon's Conics পড়লাম। মিঃ মার্টিন যে প্রশ্নগুলো দিয়েছিলেন সেগুলি কষলাম। কলেজে ইংরেজি, conics, astronomy ক্লাস ও সংস্কৃতর অনুশীলন করলাম। ২-১৫-য় লাইব্রেরিতে গেলাম। সতীশ রায় সেখানে নেই দেখে আশ্চর্য হলাম। আমি তাকে বলেছিলাম আমার জন্য অপেক্ষা করতে। কিন্তু সে চলে গেছে কেন তা জানি না। ভেবেছিলাম তার বাড়িতে যাব। কিন্তু রোদের প্রচণ্ড তেজ থাকায় যেতে পারলাম না।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার সংকল্পিত প্রবন্ধের জন্য কিছুটা তৈরি করলাম—এটি একটি শ্রমসাপেক্ষ কাজ। রাতে Godfray-র astronomy পড়লাম এবং পরের শনিবার আমাদের ক্লাবের সভার নোটিশ-গুলি লিখলাম। ৯-১০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ৩০, শুক্রবার

৫-টায় উঠলাম। দুমাইল বেড়িয়ে এলাম। যথারীতি মাঘের ১২টি শ্লোক পড়া হল। ক্রমশ দ্বিতীয় সর্গের শেষে পৌঁচচ্ছি, কিন্তু বিরক্তিকর দীর্ঘ। এবং কবি শ্রান্তিকর সংক্ষিপ্তির সঙ্গে নীতিবাক্য প্রচার করছেন। Poisson's Dynamics পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics, Logic-এর ক্লাস হল। লাইব্রেরিতে Balfour-এর Botany পড়লাম। কোনমতেই সতীশকে ধরতে পারলাম না। সে মনে হয় Fisher-এর ক্লাস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ Fisher কিছুই করেন না। তিনি প্রায় কিছুই জানেন না। ৪-৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। খুব ক্লান্ত। Carlyle-এর Schiller পড়লাম। ব্রিটিশ ভূমিতে বসে লেখা এই-জার্মান দার্শনিকের সব লেখার মধ্যে এটি সবচেয়ে ইংরেজ অনুবর্তী। Inductive Logic, শকুন্তলা পড়লাম। ৯-৩০-এ শুতে গেলাম।

মার্চ ৩১, শনিবার

৫-৩০-এ উঠলাম। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। কিন্তু শকুন্তলার পঞ্চম অংক শেষ করতে পারলাম না। আমাকে অন্তত আর একটি দিন এর জন্যে দিতে হবে। পড়লাম Williamson's Integral Calculus আর Moigno's Selections। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজির। সংস্কৃত ক্লাসে যাইনি। হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করায় Dr. McCann-এর কাছে পড়া হল না। বেলা দুটোয় ক্লাসের (ছাত্র সংসদের) মিটিঙ। মাত্র বারজন উপস্থিত ছিল। তবুও বিতর্কসভা পুরো দুঘণ্টা চলল। শামসুল হুদা সাবলীল বক্তৃতা দিলেন। কালীকৃষ্ণ খাঁটি বেন্হামীয় যুক্তিতে বলল। আমিও প্রায় পনের মিনিট বললাম কিছুটা theosophy ঘেঁষা ভঙ্গিতে। সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরলাম। রাতে মাঘ পড়লাম। শুধু ঝালিয়ে নেওয়া। এবং জ্যাঠামশায়ের দেওয়া problem-টা সমাধান করলাম, ৯টায় শুতে গেলাম।

১৮৮৩
এপ্রিল, ১—এপ্রিল, ৩০

এপ্রিল ১, রবিবার

ছ'টায় উঠলাম। Milton-এর Paradise Lost-এর অষ্টম সর্গ ঝালিয়ে নিলাম। Hodgson & Sons-এর কাছ থেকে Carr's Synopsis এবং Education Times ৩৮-সংখ্যক খণ্ডটি পেলাম। আমার দেওয়া তিনটি problem ও সমাধান এতে বার হয়েছে। কিন্তু একটি অদ্ভুত ভ্রমবশত এগুলি "প্রফেসর মুখোপাধ্যায় এম. এ. প্রদত্ত" বলে উল্লিখিত। আমি যেন একজন এম. এ. অথবা প্রফেসর। কতকগুলি problem-এর সমাধান অনুশীলন করলাম। দুপুর Carr-এর Synopsis on Differential Calculus পড়লাম। সন্ধ্যাবেলায় বাবা আর পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে সতীশ রায়কে দেখতে গেলাম। সতীশ রায় প্লীহাবৃদ্ধিতে ভুগছে। বাবা তাকে ওষুধ খেতে উপদেশ দিলেন। আঢ্যি থেকে Furness's Lear ও Hamlet কিনলাম। বাস্তবিকই এগুলি চমৎকার। ৯-১৫-য় শুতে গেলাম।

এপ্রিল ২, সোমবার

৫-৩০-এ উঠলাম। মাঘের দশটি শ্লোক পড়লাম। দ্বিতীয় সর্গ শেষ হল। শেষ পর্যন্ত একটা ক্লান্তিকর পড়া শেষ করলাম। আশা করি অন্যান্য সর্গ এতো বিরক্তিজনক হবে না। পড়লাম Carr's Differential Calculus। কলেজে ক্লাস হল—ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy—logic-এর chapter on classification শেষ করলাম এবং তারই সঙ্গে Botany ও Zoology সম্পর্কে বিরক্তিকর অভিমতগুলি। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। বাবা তার জন্য ওষুধের যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন তা দিলাম। সে বললে এগুলি নিয়মিত খাবে। আগামীকাল তাকে calculus আনতে পরামর্শ দিলাম। ৪-৩০-টায় বাড়ি ফিরলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত। রাতে Wordsworth ও Godfray's Astronomy পড়লাম।

এপ্রিল ৩, মঙ্গলবার

৫-১০-এ উঠলাম। এক মাইল বেড়িয়ে এলাম। শকুন্তলা সম্পর্কে সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। এ পর্যন্ত পঞ্চম অঙ্কে লেগে থেকে আজ শেষ করব। Brunnow's Aberrations পরিচ্ছেদটি পড়লাম। এটি চমৎকার। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজি, astronomy, conics। মিঃ মার্টিন খুব অসুস্থ, সেইজন্যে ভালভাবে পড়াতে পারলেন না। সংস্কৃত ক্লাসে গেলাম, দুটোর পর সতীশ রায়কে calculus পড়ালাম। এখনো সে মূল তত্ত্ব-গুলি ভালভাবে বুঝতে কিছুটা অসুবিধা বোধ করছে। কিন্তু তার সামর্থ্যের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। আমি আশা করছি সে খুব সহজেই তা

কাটিয়ে উঠতে পারবে। সাড়ে চারটায় বাড়ি ফিরলাম। দশকুমার চরিত পড়লাম। Lord Rayleigh's Sound থেকে একটা পরিচ্ছেদ পড়লাম। বেশ কঠিন। ৯-৩০-এ শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৪, বুধবার

৫-২০-তে উঠলাম। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম। স্বস্তি বোধ করছি, কিন্তু এখনো বর্ণনাগুলি প্রাচ্য শব্দাড়ম্বর এবং কল্পনার অতিপ্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত। আমার মনে হয় অতিবৈভব কমাবার অবকাশ থাকলে ভাল হতো। Brunnow's Astronomy পড়লাম। কলেজে lecture হল ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy ও logic। সতীশ রায়ের জন্য conics-এর একটা problem সমাধান করলাম। কিনলাম কাদম্বরী ও হর্ষচরিত—দুটিই বাণভট্টর হলেও দুটি গুণগত ভাবে আলাদা। বরদা পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে হর্ষচরিতের কাশ্মীরী পুঁথিটি দেখালেন। তা থেকে তিনি তৎসম্পাদিত সংস্করণটি তৈরি করছেন। শঙ্করের noteগুলি আদৌ শব্দবহুল নয়। রাতে পড়লাম Salmon's conics এবং Cayley's Metrical properties of curves পড়লাম। ১০টায় শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৫, বৃহস্পতিবার

৫-৩০-এ উঠলাম। রাতে ঘুম না হওয়ায় মোটেই তাজা নই। ষষ্ঠ সর্গ থেকে শুরু করে শকুন্তলার অনুশীলন করলাম। এই অঙ্কটির গুণ সম্পর্কে আমার ধারণা উচ্চ নয়। Dyer's Exercise থেকে conics-এর problems সমাধান করলাম। Smith-এর conics-ও পড়লাম। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজি, Dynamics ও সংস্কৃত অনুশীলন। মিঃ মার্টিন গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে সমুদ্র-যাত্রায় যেতে বলা হয়েছে। তাঁর জায়গায় প্রফেসার Nash ক্লাস নেবেন। আমি Nash-এর conics-এর উপর lecture অনেক কিছু শুনেছি। এখন তার সুস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেলাম। ২-৩০ থেকে প্রায় ৪-টে পর্যন্ত সতীশ রায়কে calculus ও conics পড়ালাম। সে আন্তরিক সত্য-সন্ধানী। সতীশ বোস রবিবার আমাদের বাড়িতে আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাত্রে Balfour's Botany পড়লাম। ১০টায় শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৬, শুক্রবার

৫-২০-তে উঠলাম। এক মাইল বেড়িয়ে এলাম। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম। দশকুমারচরিতও পড়লাম। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজি, সংস্কৃত, Dynamics। এত বেশি ক্লান্তি বোধ করছিলাম যে Gough-এর Logic-এর ক্লাসে যেতে পারলাম না। Dr. McCann ১৮৮২ সালের বি. এ. পরীক্ষায় তিনি যে Problemটি দিয়েছিলেন সেটির সমাধানের হদিশ দিলেন—এটি

ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ। লাইব্রেরিতে Laplace ও Lagrange-এর জীবনী এবং Analytical Geometry সম্পর্কে Caley-র পুস্তিকা পড়লাম। বিষয়টির এমন সুশৃঙ্খল উপস্থাপন আমি আর কখনো দেখিনি। ৪-৩০ টায় বাড়ি ফিরলাম। ঢাকায় প্রদত্ত লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাটি পড়লাম। ভাষাটি মার্জিত কিন্তু গালাগালি আর অলংকারপূর্ণ ভাষণ ছাড়া এটা আর কিছুই না। রাতে Charley's Geometry পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৭, শনিবার

৫-২০-তে উঠলাম। যথারীতি শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ক সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Williamson's Calculus পড়লাম। কলেজে ইংরেজি, Dynamics ক্লাস হল। সংস্কৃত ক্লাসে না গিয়ে লাইব্রেরিতে Poissons পড়লাম। দুটোর পর সতীশের খোঁজ করলাম, কিন্তু সে দেশে চলে যাওয়ায় তার বাড়িতে যাওয়ার দরকার মনে করলাম না। কালো ফিরিঙ্গিরা মারবে বলে তৈরি, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ায় ভবানীপুরের ছেলেরা জোর করে তাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করলে। কিন্তু আমাদের কোন ঝগড়াই হল না। গুজবটা বাজে প্রমাণিত হল। সতীশ রায়কে একটা চিঠি লিখলাম। রাতে Salmon's conics পড়লাম। ৯-৩০-এ শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৮, রবিবার

৫-৩৫-এ উঠলাম, অতিরিক্ত সংস্কৃত অনুশীলন করলাম ও Wilson-এর বই থেকে একটা অংশ অনুবাদ করলাম। Salmon's conics পড়লাম এবং Dyer থেকে কয়েকটি উদাহরণ কষলাম। 'Messenger of Mathematics' বইটা পেলাম এবং elliptic function-এর পরিচ্ছেদটি পড়লাম। যাই হোক এ সংখ্যাটি খুব সমৃদ্ধ নয়। সতীশ আমাদের বাড়িতে আসবে বলায় তার বাড়িতে যাওয়া হল না। সে কিন্তু এল না। ৫টা পর্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করলাম। গুরুদাসবাবুর দোকানে গেলাম। এক কপি Standard Physics কিনলাম। সাড়ে ছ'টায় বাড়ি ফিরলাম। দেখি রামনাথবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। Educational Times-এ লেখা পাঠানো সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা হল। গোপালদাস আমার সঙ্গে দেখা করল। সতীশ বোসের স্ত্রী এখন তারই কাছে রয়েছে। সতীশ রায় সারদার ওখানে গেছে, সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। জগবন্ধুবাবুর বাড়িতে রাতে খাওয়া হল। ৯-৫০-এ শুতে গেলাম।

এপ্রিল ৯, সোমবার

৫টায় উঠলাম। পড়লাম মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক, Moigno's calculus এবং Cambridge Mathematical Journal-এর একটি প্রবন্ধ। কলেজে লেকচার হল ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy। দুটোর পর সতীশ রায়ের

সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম। কিন্তু দুজনই অতিশয় ক্লান্ত থাকায় তাকে calculus পড়ানো হল না। তার কাছ থেকে Beasants Hydostatics-এর নতুন সংস্করণটি নিলাম এবং অতি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রেমচাঁদ এনডাউমেন্ট সম্বন্ধে ফ্যাকালটি অভ্ আর্টস-এর সিদ্ধান্তটি শুনে আতঙ্কিত হলাম। এটি খুবই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে, এক বছর অন্তর সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা হবে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের ইউরোপ যেতে বাধ্য করা হবে। এই অর্থহীন নির্বোধ সিদ্ধান্ত শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে লেখার জন্যে বসলাম কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে কলম ধরে লিখতে পারলাম না। সারারাত ঘুমোতে পারিনি।

এপ্রিল ১০, মঙ্গলবার

৫-২০-তে উঠলাম। মাথা খুব ঝিমঝিম, মন খুব অশান্ত। সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। Smith's Conics Section পড়লাম। কলেজে ইংরেজি conics, astronomy-র ক্লাস হল। Nash আমার 'conics'-টি নিলেন। তিনি খুব উচ্চস্তরের গণিতবিদ নন তবে তাঁর কতকগুলি ভালো নোটবই আছে এবং Wolsteholmes-এর অধিকাংশ problemগুলি কষেছেন। তিনি আমার জন্যে কয়েকটি problemও করে দেন। দুটোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। সে অসুস্থ। আমার কাছে পড়তে পারলে না। সে বললে, মিঃ Eliot গত তিন সপ্তাহ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও calculus পড়াচ্ছেন না। আমি এই Eliot ব্যক্তিটির এড়িয়ে যাওয়া দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। (আমি) ভেবে অবাক হই যে এইরকম কতো অপদার্থ অধ্যাপক একটা কলেজকে চালায়। সন্ধ্যায় তিনঘণ্টা ধরে প্রেমচাঁদ এনডাওমেন্ট সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখলাম। কতকটা ভারমুক্ত হলাম। সারারাত প্রায় ঘুম হল না।

এপ্রিল ১১, বুধবার

৪-টায় উঠলাম। মনটা খুব অশান্ত। ৫-৪০-এ সত্য এল। সে প্রেমচাঁদ এনডাওমেন্টের উপর আমার নিবন্ধটি কপি করলে। আমার পুস্তিকার (Nebes) একটি কপির সঙ্গে এই নিবন্ধটি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের নামে চিঠি লিখে পাঠালাম। সিটি কলেজে ল' ক্লাস থাকায় বাড়ি থেকে ৮-৩০-টায় বেরিয়ে গেলাম। সেখানে পেঁছিতে কয়েক মিনিট দেরি হল। কলেজে ক্লাস হল ইংরেজি, সংস্কৃত, astronomy। দুটোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম। সাড়ে চারটা পর্যন্ত তাকে calculus এবং conics পড়ালাম। ভূরিভোজ হল। সে কিছুই খেলে না। ওর চেয়ে মনের মতো বন্ধু পাওয়া দুর্লভ। সর্ব বিষয়ে গভীর উপলব্ধি করার শক্তি তার আশ্চর্যজনক। সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরলাম। এমনি ক্লান্ত যে মৃতপ্রায় বলা চলে। দুরাত ঘুমোইনি বলে তখনি শুতে গেলাম।

এপ্রিল, ১২—এপ্রিল, ৩০

এপ্রিল ১২, বৃহস্পতিবার, চৈত্র সংক্রান্তি

ভোর ৪.২৫-এ উঠেছি। এক মাইল হেঁটে এলাম। যথারীতি সংস্কৃত পড়লাম ; শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্ক আজ শেষ হল—আর একটি অঙ্ক বাকি, তাহলেই এই ক্লান্তিকর অনুশীলনী লেখার কাজ শেষ হয়। আজ বাংলা বছরের শেষদিন ব'লে কলেজ বন্ধ। Furness সংস্করণ থেকে Lear-এর প্রথম অঙ্ক পড়লাম। সকালে গিরীশ দে দেখা করতে এসেছিল—Thomson & Tait পড়তে, তার যেখানে আটকাচ্ছিল সেটুকু ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। Macmillan থেকে সর্বাধুনিক College Exam Papers পেলাম ; তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের সংগে ব্যবস্থা করেছে ঐগুলি যেন বিনামূল্যে আমাকে নিয়মিত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। Prof. Challis পরলোক গমন করেছেন ; ইংল্যান্ড এক সুযোগ্য জ্যোতির্বেত্তা হারালো। Williamson-এর Calculus এবং Salmon-এর Conics পড়লাম। তারপর সতীশ রায়ের জন্য নোট করলাম। ৯টায় শুতে গিয়েছি।

এপ্রিল ১৩, শুক্রবার

ভোর ৪.৫০-এ উঠেছি। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম—কৃষ্ণের রাজধানীর বর্ণনা অতি উচ্চস্তরের, এর চমৎকারিত্বে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। Milton-এর Paradise Lost পড়লাম। কলেজ লাইব্রেরী থেকে নিয়ে সতীশ বসুকে Lloyd-এর Wave Theory দিলাম ; সতীশ রায়কে ২-১৫ থেকে ৪-১০ অবধি পড়ালাম—Williamson থেকে যে-সব বিষয়ে তার সমস্যা হচ্ছিল সেগুলি ব্যাখ্যা করলাম ; Jacobi-র একটি এবং অন্য আর একটি Theorem প্রমাণ করে দেখালাম, জানি না কেন, তবে এগুলি higher mathematics-এ বারবার ব্যবহৃত হয় ; সতীশ আবার Theory of Polars and Poles ব্যাপারটি ভালমত বুঝতে পারে না। আজ ট্রাম কন্ডাক্টারের সংগে বচসা হ'ল। ৫.২৫-এ বাড়ী পৌঁছালাম। রাত্রে Salmon-এর Conics আর Carlyle-এর Schiller-এর কিছু অংশ পড়লাম। ৯.২০-তে শুয়ে পড়লাম।

এপ্রিল ১৪, শনিবার

৫টায় শয্যা ত্যাগ ক'রেছি। Abott থেকে Shakespearean Grammar এবং Milton ও Shakespeare-এর উপর Coleridge-এর প্রথম লেকচারটি পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Dynamics-এর ক্লাস করলাম, কিন্তু সংস্কৃতের ক্লাস করিনি ; তার বদলে লাইব্রেরীতে বসে Encyclopaedia Britannica থেকে Calculus-এর বিষয়ে Williamson-এর প্রবন্ধটি পড়লাম। ২টোর সময়ে আমাদের ক্লাবের সভা ছিল ; নীতিবাদের মাহাত্ম্যের উপর সত্য বক্তৃতা দিল, এত

ধীরে এবং নীচু স্বরে বল্ল যে সহজেই বোঝা গেল তার বলার ঢঙ অস্বাভাবিক, তবে বক্তব্যের উপর জোর বিতর্ক চলল এবং তা'তে General Assemblys Institution-এর জানকীরাম ভট্টকেও অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। ঘন ঘন বাধা পাওয়া সত্বেও আমি কিছুক্ষণ বল্লাম; Percival আমার বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে তেজস্বিতা ও বাক্‌পটুত্বের উল্লেখ করলেন, বক্তৃতাটি অবশ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতিবিহীন বলা চলে। রাত্রে Mac Cullagh-এর প্রবন্ধগুলি পড়লাম। শয্যা গ্রহণ করলাম ৯টায়।

এপ্রিল ১৫, রবিবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। মাঘ থেকে সংস্কৃত শ্লোক পড়লাম ও যথারীতি অনুশীলনী তৈরী করলাম এবং শকুন্তলার ৭ম অঙ্ক আরম্ভ করলাম; Inductive Logic-এর নোট কপি করলাম। দুপুরে Logic পড়লাম, classification-এর উপর অধ্যায়টি অত্যন্ত বিরক্তিজনক; Balfour-এর Botanyতে যে চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তা'ও পড়লাম; Killick-এর Handbook নিয়ে Mill-এর Logic পড়লাম। কথা দেওয়া সত্বেও সতীশ বসু আসেনি, কাল নিশ্চিত কোন এক অজুহাত দেখাবে। সন্ধ্যেবেলা বাবার সংগে সতীশ রায়ের বাড়ী গিয়েছিলাম, কিন্তু সে শশী সরকারের সংগে বেরিয়েছিল। সুতরাং দেখা না হওয়ায় আমরা ফিরে এলাম। বড় ক্লান্ত লাগছে। ৮ ৩০-এ শুয়ে পড়েছি।

এপ্রিল ১৬, সোমবার

ভোর ৪টেয় শয্যা ত্যাগ করেছি। Salmon-এর Conics এবং Main-এর Astronomy পড়লাম। নিয়ম মত সংস্কৃতে মাঘ পড়েছি। Hamilton-এর তিনটি লেকচার থেকে পাঠ তৈরী করলাম। কলেজে আজ ইংরিজি, সংস্কৃত ও Astronomyর ক্লাস করেছি। বেলা দুটোর পর সতীশ রায়ের সংগে দেখা হল; আমি তাকে শশীর সংগে ঘন ঘন মেলামেশা করতে নিষেধ করেছি ব'লে সে বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েছে, আমাদের বাড়ীতে আসায় তার প্রবল অনিচ্ছা। Albert Hall-এ গিয়েছিলাম; Englishman পত্রিকায় আমার চিঠি এখনও প্রকাশিত হয়নি; সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সতীশ রায়ের কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে ওষুধের বাক্স দিলাম, সে বেশ রুক্ষ ব্যবহার করলো বলা যায়। প্রায় তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে এলাম; খুব পরিশ্রান্ত থাকা সত্বেও দুটো চিঠি লিখলাম—একটা সতীশ রায়কে, আর একটা যোগীনকে; এখন মনটা অনেক হাল্কা লাগছে। কলেজের রুটিনে পরিবর্তন হয়েছে। যা' ভেবেছিলাম, সতীশ বসু বেশ সুন্দরভাবে অজুহাত দেখিয়ে একটি চিঠি দিয়েছে। রাত্রে Conics পড়লাম। ৯.৩০-এ শয্যা গ্রহণ।

এপ্রিল ১৭, মঙ্গলবার

৫টায় ঘুম থেকে উঠেছি। Williams-এর Calculus পুনরধ্যয়ন

করলাম; যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম; Hamilton-এর তিনটি লেকচার পড়লাম। অঙ্কশাস্ত্রের কিছু দুর্লভ পুস্তক পাঠাবার জন্য Macmillanকে ডাক মারফৎ টাকা পাঠিয়েছি। কলেজে ইংরিজি ও Astronomyর ক্লাস হল। Nash আমার optional mathematics নেয়নি। বেলা দুটোর পর সতীশ রায়কে খুঁজে বার করলাম; মনে হল তার আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে; তাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ হল, সে আমার কাছে আর পড়তে রাজী নয়; রূঢ় বাক্য ব্যবহারের জন্য সে আমার উপর বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ হয়েছে। অবশ্য পরে আমরা সহজেই একটা বোঝা-পড়ায় এলাম এবং সে-ও আমার কাছে পড়বে কথা দিল; সে বল্লে, যোগীন যদি রাজী হয় তবেই সে আমাদের বাড়ী যাবে। বাড়ী ফিরে যোগীনকে চিঠি দিলাম। সন্ধ্যেবেলা Hamilton পড়লাম, রাত্রে Higher Curves. ৯.১৫টায় শুয়ে পড়লাম।

এপ্রিল ১৮, বুধবার

৫.১০ এ উঠেছি; এক মাইল হেঁটে এলাম। মাঘ থেকে ১০টি শ্লোক পড়লাম—কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার বর্ণনা বিচিত্রভাবে আকর্ষণীয় মনে হল। Salmon-এর Conics এবং Moignoর Calculus পড়লাম। কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত ও Astronomyর লেকচার শুনলাম; তারপর সিটি কলেজে আইনের ক্লাস করলাম। বেলা ১টা নাগাদ প্রবল অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল, বোধহয় মাথার যন্ত্রণার জন্য। ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত সতীশ রায়ের সঙ্গে পড়লাম, অধিকাংশই Conics এবং কিছুটা Calculus, Poles and Polars-এর Theory তাকে আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করলাম এবং Salmon-এর Theorem-এর জ্যামিতিক প্রমাণ করে দিলাম। ৫.১০-এ বাড়ী ফিরেছি। অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ ও ক্লান্ত; স্নান করলাম; সামান্য আহার গ্রহণ করলাম। রাত্রে Optics পড়লাম। ভাল ঘুম হয়নি। অস্থির ও অস্বস্তি বোধ করেছি।

এপ্রিল ১৯, বৃহস্পতিবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। সকালে কোন কাজ করতে পারিনি—মাথা ভার, মন ক্লান্ত, শরীর অসুস্থ, কোন কাজ করা সম্ভব নয়; ভাবলাম কলেজে অনুপস্থিত থেকে বিশ্রাম নেবো, কিন্তু ৯টা নাগাদ বিরক্ত হয়ে, প্রাতরাশ না করে, অস্নাত অবস্থায় বোকার মত কলেজ চলে গেলাম। কলেজে ইংরিজি এবং Dynamics-এর লেকচার শুনলাম; Martin Optional Mathematies-এর ক্লাস নিলেন; তিনি ফিরে এসেছেন, যদিও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। ২টোর পরেও সতীশ রায়ের দেখা পেলাম না; তার বাড়ী যেতে যোগীনের সঙ্গে দেখা হল; তারা কথা দিয়েছে যে যদি আমি তাদের নিয়ে আসি তবে তারা শনিবার এখানে আসতে পারে। ৪.৩০-এ বাড়ী ফিরে এলাম; বড়ই পরিশ্রান্ত। কিছু খেতে পারলাম না। রাত্রে ঘুম জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড হাত ব্যথা করছিল। আজ সন্ধ্যায় হেমেন্দ্র

দেখা করতে এসেছিল।

এপ্রিল ২০, শুক্রবার

জ্বর খুব বেশি, একবারও ছাড়েনি। ২০ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি এবং জোলাপ নিয়েছি; সেই জন্য বোধ হয় একটু ভাল বোধ করছি। কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে এক সপ্তাহ ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি। সতীশ বসু ও সতীশ রায়কে চিঠি দিয়েছি; শেষোক্ত জনকে কাল এখানে আসার জন্য অনুরোধ জানালাম। একটু এ্যারোরুট গোলা জল ছাড়া আর কিছু খাইনি। ১০১° থেকে ১০২°র মধ্যে জ্বর রয়েছে। রাত্রে বিধু দেখতে এসেছিল।

এপ্রিল ২১, শনিবার

১০১° থেকে ১০২°এর মধ্যে জ্বর একই রকম রয়েছে। ২০ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, প্রায় বিকার হবার মত, দুর্বলতা খুব বেশি। সত্য দেখতে এসেছিল। হীরালালও সন্ধ্যেবেলা ২।৪ মিনিটের জন্য দেখে গেল। অত্যন্ত অস্থিরতায় রাত্রি কেটেছে।

এপ্রিল ২২, রবিবার

একই রকম জ্বর চলছে, আরও খারাপ বলা যায়, কারণ ১০২°-এর কম এক বারও নামেনি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। ২০ গ্রেন কুইনিনের সঙ্গে অন্যান্য ওষুধ চলছে। বিকেলে বিরক্তিজনক পেট ব্যথা করছিল; খুব কড়া জোলাপ নেওয়ায় ভাল ফল হল। বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে; রাত্রি ১০টা নাগাদ মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব, ১১টার সময় একবার জ্ঞান চলেও গিয়েছিল, বিকার রয়েছে, নাড়ি অত্যন্ত ক্ষীণ, যদিও জ্বর খুব বেশি। দিনের বেলা সতীশ বসু দেখতে এসেছিল; বহুদিন বাদে আমাদের বাড়ী এল; তার সঙ্গে নানা আলোচনা হল; সে আমার Emerson-এর কপিটি নিয়ে গেল। সতীশ বসুকে যাবার পথে সতীশ রায়ের কাছে হয়ে যেতে বল্লাম। মুরগীর টাট্‌কা সুরুয়া খেলাম।

এপ্রিল ২৩, সোমবার

জ্বর বেড়েছে, আজ সারাদিনই ১০৩° রয়েছে। সতীশ বসু ও সতীশ রায়কে আমার অবস্থা যে দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে সে খবর চিঠিতে জানালাম। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করার খুব আগ্রহ হচ্ছে; কিন্তু তা' বোধহয় সম্ভব নয়, কারণ এখানে আসতে সে লজ্জা পায়। ২০ গ্রেন কুইনিন এবং বেশ কয়েক ডোজ্ ব্রোমাইড খেয়েছি, তবুও তীব্র মাথার যন্ত্রণা রয়েছে, ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার জন্য কষ্ট যেন আরও বেশি। সদ্য রাঁধা মুরগীর সুরুয়া খেয়েছি।

এপ্রিল ২৪, মঙ্গলবার

আজ জ্বর একটু কমের দিকে, সকালে ১০২° পর্যন্ত উঠলেও সন্ধ্যেবেলা ১০০° পর্যন্ত নেমেছিল। ১০ গ্রেন ক'রে কুইনিন ও অন্যান্য ওষুধ চলছে, খুবই বিশ্রী স্বাদ, তবে বেশ বলবর্ধক। এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছি যে শয্যা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হয় না, তা' ছাড়া মাথার যন্ত্রণা সম্পূর্ণ কমেনি। এ সপ্তাহে কলেজ যেতে পারবো কিনা সন্দেহ। মুরগীর টাটকা সুরুয়া খেলাম।

এপ্রিল ২৫, বুধবার

একটু ভাল বোধ করছি। জ্বর এক জায়গায় স্থির রয়েছে, থারমোমিটার প্রত্যেকবার ১০০° দেখাচ্ছে। কুইনিন আর থাইন, সিনকোনার প্রতিক্রিয়া এত বেশি হয়েছে যে কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না, যদি না অবশ্য চিৎকার ক'রে ঢোকানো হয়। সতীশ বসু ও সতীশ রায়কে লিখে জানালাম অসুখের সব চেয়ে খারাপ অবস্থা কেটে গিয়েছে, যদিও সুস্থতা খুবই ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়লাম। সদ্য তৈরী মুরগীর সুরুয়া খেলাম। ভাই আজ সতীশ রায়ের লেখা একটি ভাল চিঠি এনে দিয়েছে।

এপ্রিল ২৬, বৃহস্পতিবার

আজ ভোর ৪টেয় উঠেছি। দেখলাম জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গিয়েছে, সারা দিনই ৯৮° থেকে ৯৮°৪-এর মধ্যে রয়েছে। জ্বর ত্যাগ হলেও অস্বাভাবিক দুর্বল। সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম; সে জানিয়েছে যে Salmon-এর ৭ম অধ্যায়টি কোনক্রমেই বুঝতে পারছে না; আমার যথাসাধ্য আমি তাকে উৎসাহ দিই ও সাহায্য করি। দুপুরে Salmon-এর Conics পড়ার চেষ্টা করলাম, বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলাম না, মাথায় যন্ত্রণা হতে লাগলো; কিন্তু Salmon-এর theorem নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, তাতে কিছুটা এগোন গেল। মুরগীর টাটকা সুরুয়া খেলাম। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অবগত হলাম যে রামনাথবাবু ২৫০ টাকা বেতনে আগ্রা কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন; আজই সন্ধ্যায় যাত্রা করতে হয়েছে ব'লে আমার সঙ্গে দেখা হল না।

এপ্রিল ২৭, শুক্রবার

৫টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। রাত্রে ঘুমে বিঘ্ন হয়েছে বলে বিশেষভাবে দুর্বল। সকালে বিধু দেখা করতে এসেছিল। Caseyর Sequel to Euclid পড়লাম; দুপুরে Salmon-এর Conics এবং Solid Geometry পড়লাম। আজ নীচে নেমে গরম জলে স্নান করলাম। বলবর্ধক ওষুধ খাচ্ছি, বাবা বলেছেন, যতদিন না শরীরে পূর্বেকার বল ফিরে আসে ততদিন এটি আমাকে খেয়ে যেতে হবে। মুরগীর সুরুয়া খেলাম। সতীশ বসু ও সতীশ রায়কে পত্র দেবার প্রয়োজন

বোধ করিনি।

এপ্রিল ২৮, শনিবার

৫.২০ তে উঠেছি। ভাবলাম সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করি, কিন্তু শুধুমাত্র শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ সম্ভব হল না। মাথায় একটা ঝিমঝিমে ভাব। দুপুরে Salmon-এর Conics পড়লাম এবং Poncelet-এর Limiting Point of a co-axial system-এর বিশ্লেষণী ও জ্যামিতিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হলাম। Caseyর Sequel এবং Carlyle-এর Inaugural Address পড়লাম। দুটোর সময়ে আমাদের ক্লাবের সভা ছিল; উপস্থিত থাকতে পারলাম না; বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ স্বদেশ প্রেমের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন; চারজন বক্তার মধ্যে একজন আমার ভাই। রাত্রে Poncelet-এর Traite des Projection পড়লাম। মুরগীর সুরুয়া খেয়েছি। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

এপ্রিল ২৯, রবিবার

ভোর ৫.১৫য় ঘুম ভেঙেছে। Salmon-এর Conics আর Poncelet-এর Traites পড়লাম। সকাল ও দুপুরের অধিকাংশ সময় গেল আমার ঘরের আসবাবপত্র ঠিকমত সাজাতে। সতীশ বসু আসেনি, যদিও আসবে বলে কথা দিয়েছিল, আর আমিও তাকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। বিকেলবেলা কাকাবাবুর কাছে শুনে অবাক হলাম যে ছাত্রদের কম ভাড়ায় ট্রাম ব্যবহারের সুযোগ নাকি প্রত্যাহার করা হয়েছে; ইদানিংকালে ট্রাম কোম্পানীর কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে কবে যেন বিরোধ হয়েছিল, তার সুযোগ নিয়ে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হল।

এপ্রিল ৩০, সোমবার

৫টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। মাঘ থেকে শ্লোক পড়লাম, আর একদিনের মধ্যে আমার ৩য় অঙ্ক শেষ হবে। হীরালালবাবুর চাকরীর ব্যবস্থার জন্য বাবা এবং কাকাকে অনুরোধ করতে বলেছি। কলেজে গিয়ে সংস্কৃত, ইংরিজি ও Astronomyর ক্লাস করলাম। সতীশ রায়কে লাইব্রেরীতে দেখা করতে বলেছিলাম, ৩.৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সে এল না, হয়ত আগে এসে আমাকে না দেখে ফিরে গিয়েছে। বাড়ি ফিরলাম ক্লান্ত হয়ে; তাকে একটা চিঠি লিখলাম। তার চিঠির বিষয়ে বাবার সঙ্গে কথা হল। ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকার ও ট্রাম ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করছে; এই ধরনের আন্দোলনে আমার সহানুভূতি নেই। ৮.৩০ এ শুতে গিয়েছি।

মে, ১লা—মে, ৩১

মে ১, মঙ্গলবার

৫.১০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। শকুন্তলার ৭ম অঙ্কের সংস্কৃত অনুশীলনী পড়লাম। আরও একদিন পড়লে তবে এই গ্রন্থটি শেষ করা যাবে। Thacker থেকে কয়েকটি বই পেলাম, তার মধ্যে Gauss-এর Theoria Motus-টিও রয়েছে। কলেজে ইংরিজি, Astronomy ও সংস্কৃত লেকচার শুনলাম। ২.২৫এ লাই-ব্রেরীতে সতীশ রায়ের দেখা পেলাম; তার সঙ্গে ৪টে অবধি ছিলাম; তাকে বুঝিয়ে বল্লাম, দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে, কোন কাজ পাওয়া কত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা' সত্ত্বেও আমার বাবা এবং কাকা হীরালাল বাবুর জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছু করবেন; কাল থেকে সে আমার সঙ্গে Conics পড়তে চাইল। ৫.১৫য় বাড়ি ফিরলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল। Logic-এর নোট করলাম এবং Gauss পড়লাম, বইটি অত্যন্ত দুরূহ মনে হল, সামান্যই বুঝলাম। ৮.৪০এ শুতে গিয়েছি।

মে ২, বুধবার

ভোর ৩.৪৫-এ ঘুম ভেঙ্গেছে। Salmon-এর Conics পড়লাম। মাঘ থেকে ১১টি শ্লোক পড়ে ৩য় অঙ্ক শেষ করলাম। এখনকার মত এখানেই থামতে চাই, তবে গ্রীষ্মের ছুটির পর আরও দুটি অঙ্ক পড়বার চেষ্টা করতে হবে। ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোলাম; সিটি কলেজে গিয়ে আইনের ক্লাস করলাম; কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত ও Astronomyর লেকচার শুনলাম। ২টো থেকে ৪.১৫ পর্যন্ত সতীশ রায়ের সঙ্গে ছিলাম; Conics পড়লাম ও বৃত্তের ওপর উদাহরণগুলি সমাধান করলাম। Salmon-এর বইটি অবশ্য প্রথমবার পড়তে প্রত্যেকেরই শক্ত লাগে। ৫.৩০-এ বাড়ি ফিরলাম। বড়ই পরিশ্রান্ত। রাত্রে Gauss-এর Theoria Motus পড়লাম। একেবারে প্রথম প্রবন্ধটি দুরতিক্রম্য কঠিন বোধ হল। ৯.৩০এ শয্যা গ্রহণ।

মে ৩, বৃহস্পতিবার

৫.৩০-এ উঠেছি। যথা-নিয়মে সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম এবং শকুন্তলার ৭ম অঙ্ক শেষ করলাম, সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বইটি এবং আমার পাঠ্যাংশটি শেষ হল। এত যত্ন নিয়ে সংস্কৃত চর্চা করছি, আশা করছি এর থেকে বিশেষ কিছু লাভ করতে পারবো। Salmon-এর Conics ও Mathematics পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Dynamics-এর ক্লাস করলাম; কথা অনুযায়ী ২টোর পর সতীশ রায় আমার সঙ্গে পড়তে পারল না। সে অস্বস্তি ও অসুস্থ বোধ করছিল; Caseyর যে অংশটুকু তার অবশ্যই পড়া উচিত মাত্র সেটুকু দেখিয়ে দিলাম।

লাইব্রেরীতে বসে Poisson-এর Chalenge পড়লাম। Mr. Eliotকে Minchin-এর Kinematisc-এর বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলাম; তিনি কথা দিলেন বইটি আমাকে পড়তে দেবেন। কাকাবাবুর বাড়িতে হীরালালকে দেখলাম। রাত্রে Lear পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টায়।

মে ৪, শুক্রবার

৫.৫০-এ ঘুম ভেঙেছে। Salmon-এর Conics পড়লাম ও Dyer থেকে বেশ কিছু উদাহরণ করলাম; শকুন্তলার অনুশীলনীগুলির মধ্যে একটিও ভুল না থাকায় পণ্ডিতমহাশয় এই session-এর শেষ পর্যন্ত আমাকে ছুটি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। ১০টা নাগাদ কলেজ পৌঁছে দেখি সব ঘর প্রায় খালি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পত্রিকা, The Bengalee-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার অপরাধে মামলার রায় শুনতে সকলে হাইকোর্টে গিয়েছেন। এত বিরাট সংখ্যায় জনসমাবেশ হয়েছিল যে আমরা হলে প্রবেশ করতেই পারছিলাম না; যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো এবং তারা খুব মার খেলো, অবশ্য ৪জন ছাত্রও ধরা পড়লো। তারপর সতীশের খোঁজে গিয়ে দেখি সেও হাইকোর্টে গিয়েছে তবে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। ৫.৩০-এ পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

মে ৫, শনিবার

৬টায় উঠেছি। একটু যেন তাজা মনে হচ্ছে। সকালে Gauss-এর Theoria Motus এবং Samlon-এর Conics পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Conics-এর উপর লেকচার শুনলাম। Mr. Eliot-এর থেকে Minchin-এর Kinematics বইটি নিলাম। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ২ মাসের জন্য জেল হয়েছে—অত্যন্ত অবিচার হয়েছে বলা যায়; জাস্টিস মিত্রর বক্তব্য অনুযায়ী ৫০০ টাকা জরিমানা হ'লে যথেষ্ট হ'ত। ২টোর পর সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম; ৫টা পর্যন্ত তাকে পড়ালাম, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের কিছু নিবন্ধ শেষ করা গেল। ৬টা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম; অত্যন্ত ক্লান্ত। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবিচার ও দমন-পীড়নের আসল রূপ দেখে উত্ত্যক্ত বোধ করছি; মনটা বিষণ্ন হয়ে রয়েছে। রাত্রে Minchin-এর Kinematics পড়লাম, আদ্যন্ত অতি কঠিন বিষয়বস্তু। ১০টায় শুয়ে পড়েছি।

মে ৬, রবিবার

৫.৩০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। এক মাইল হেঁটে এলাম। Logic-এর নোট করলাম। Minchin-এর Uniplaner Kinematics পড়লাম, ২য় অধ্যায় সম্পূর্ণ শেষ করলাম; বাস্তবিক, কঠিন বিষয়বস্তু হওয়া সত্ত্বেও অতি অপূর্ব; Conjugate function-এর উপর পরিচ্ছেদটি Maxwell-এর Electricity

পড়তে আমায় খুবই সাহায্য করবে। দুপুরে Dynamics-এর Problem করলাম। হীরালালের কাছ থেকে আজ একটি পত্র পেয়ে বিস্মিত হলাম—সে আমায় কাকাবাবুর বাড়িতে দেখা করার অনুরোধ করেছে, সেখানে নাকি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। সুরেন্দ্রবাবুর শাস্তির জন্য শোক প্রকাশ ক'রে তারা সবাই হাতে কালো ফিতে পরেছিল। বিধুও উপস্থিত ছিল সেখানে, তারা একটি জনসভা করার চেষ্টা করছে; তারা চায় আমি সেখানে বক্তৃতা দিই, কিন্তু আমি বক্তা হ'তে ইচ্ছুক নই, তবে সভা করায় আমার কোন আপত্তি নেই। রাত্রে Gauss পড়লাম। ৯টা ৫০ নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

মে ৭, সোমবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। মাইল খানিক হেঁটে এলাম। কিন্তু মানসিক অবসাদ কিছুতেই কাটছে না। 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় সুরেন্দ্রবাবুর উপর রায় পড়লাম। Garth-এর সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবে ব্যর্থ; রায়ের ভাষা অকারণ কঠোর, সুর শুনেই বোঝা যাচ্ছে মামলাটি সাজানো এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে কঠিন শাস্তি দান একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত। জাস্টিস মিত্রের রায় প্রশান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ, হাইকোর্টের বিচারকের উপযুক্ত। কলেজে ইংরিজি, Dynamics ও সংস্কৃত ক্লাস করলাম। লাইব্রেরীতে ব'সে Poisson-এর Heat পড়লাম। কথা দেওয়া সত্ত্বেও সতীশ রায় দেখা করেনি। কালো ফিতে পরার জন্য কলেজে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে; একে নিশ্চিন্তভাবে অতি নীচ হস্তক্ষেপ বলা যায়। রাত্রে Conics পড়লাম। শুয়ে পড়েছি ১০টায়।

মে ৮, মঙ্গলবার

৫.১০-এ উঠেছি। Prof. Roweকে চিঠি লিখলাম। Logic-এর নোট করলাম; অতি ক্লান্তিকর কাজ, কিন্তু অপরিহার্য ঝামেলা। সকালে Moignoর Mecanique এবং Myer-এর Wordsworth পড়লাম। কলেজে Dynamics ও ইংরিজির লেকচার শুনলাম। ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ক্লান্ত থাকায় সংস্কৃত ক্লাস হল না। সতীশ রায়ের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা হল; সে আগে Conics পুনরধ্যয়ন করবে, তারপর সরলরেখা এবং বৃত্তের প্রকৃতি ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে তবেই আসল Conics-এ যেতে চায়। সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রতিদিনই সভা হচ্ছে, সবাই ঐ একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে; সকালের সংবাদপত্রগুলিও ঐ একই খবরে পূর্ণ; 'স্টেট্সম্যান' সুরেন্দ্রবাবুকে সমর্থন জানিয়ে দৈনিক অন্ততঃ ৫০ জন পাঠক বাড়িয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভের সময় চলছে। আজ একজন Excise officer-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল। শুয়ে পড়েছি ১০.৩০-এ।

মে ৯, বুধবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। শকুন্তলার ৭ম অঙ্কটি আবার পড়লাম; কিছু কিছু শ্লোক রহস্যময়, পরোক্ষভাবে উল্লেখিত অবোধ্য বিষয়বস্তু। সিটি কলেজে আইনের ক্লাস করলাম। কলেজে ইংরিজি Conics এবং Dynamics-এর লেকচার হল। Gauss-এ আমার যা' কঠিন লাগছিল Prof. McCann তা' বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন। সতীশ রায়ের সঙ্গে কথা হল—হঠাৎ সে রেগে উঠলো, কোন মতেই তাকে শান্ত করতে পারলাম না, অকস্মাৎ বেরিয়ে চলে গেল। আমি ছুটে তার বাড়ি গেলাম, কিন্তু সে ভিতর থেকে বাইরে এল না; নীচে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা নোট লিখে পাঠালাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল, সে উপর থেকে নেমে এল না। এই রকম হঠাৎ ক্রোধের কোন ব্যাখ্যা পেলাম না। দুঃখিত মনে বাড়ি এলাম; তাকে চিঠি লিখতে বসলাম, কিন্তু পারলাম না। বিকেলে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল। রাত্রে কিছু পড়তে পারলাম না, মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ৮.৩০-এ শয্যা গ্রহণ।

মে ১০, বৃহস্পতিবার

৫.৩০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। উদাসীনভাবে Salmon-এর Conics পড়লাম, মনে তেমন প্রশান্তি নেই। Deven-এর American History পড়লাম। কলেজে গিয়ে ইংরিজি ও Dynamics-এর লেকচার শুনলাম। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার পাঠ্য হিসাবে প্রয়োজনীয় বইয়ের একটি তালিকা Prof Rowe আমাকে তৈরী করে দিলেন, ইংরিজি ভাষার প্রায় সব জানা লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করায় তালিকাটি যথেষ্ট বিস্তারিত হয়েছে। ২টোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল, কথা বলবো বলে তাকে দাঁড়াতে বল্লাম, কিন্তু সে পালিয়ে গেল। তার মনোভাব পরিবর্তনের কারণ কি?—লাইব্রেরীতে গিয়ে Poisson-এর Chaleur পড়লাম। বাড়ি ফিরে কাল দেখা করার জন্য অনুরোধ ক'রে সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম। Lamb ও Hydrodynamics প'ড়ে রাত্রি ৯.৪০-এ শুতে গেলাম।

মে ১১, শুক্রবার

৫.৩০-এ উঠেছি। Poisson-এর Mechanigue এবং Lamb-এর একটি অধ্যায় পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও সংস্কৃত ক্লাস করলাম। Dr. McCann আমাদের Atwood যন্ত্রটি দেখালেন। ২টোর পর আজও সতীশ রায় আমার সঙ্গে দেখা করলো না, মনে হচ্ছে আমার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্তে সে অটল। তাড়াতাড়ি তার বাড়ি গেলাম; তার মামা যোগীন-বাবু আমাকে দেখে খুশি হল এবং ভিতরে যাবার অনুরোধ করলো; কিন্তু যতক্ষণ না সতীশ আমাকে অন্দরে ডেকে পাঠাচ্ছে ততক্ষণ আমি যেতে রাজী হলাম না। সতীশ এতই আবেগাভিভূত হয়ে পড়েছিল যে আমাকে দেখামাত্র কেঁদে

ফেললো ; বোধহয় ভেবেছিল সে আমার সঙ্গে এত অপমানকর ব্যবহার করেছিল যে আমি কোনদিন আর তার বাড়ি যাব না। তার জানা উচিত ছিল যে আমি যা'কে গভীরভাবে ভালবাসি তার সঙ্গে বিরোধ না করার ঔদার্য আমার আছে। রাত্রে Thomson-এর Natural Philosophy পড়লাম।

মে ১২, শনিবার

৫.৪০ এ ঘুম ভেঙ্গেছে। সকালে Poisson-এর Mechanique এবং Routh-এর Rigid Dynamics পড়লাম। কলেজে গিয়ে ইংরিজি আর Conics-এর ক্লাস করলাম ; Prof. Eliot আমাদের Laplace-এর Mechanique Celeste পড়তে দিলেন। ১২.৩০-এ লাইব্রেরীতে গিয়ে ছুটির মধ্যে যে সব বই পড়ার ইচ্ছা সেগুলি খুঁজে বার করলাম। সতীশ রায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল ; তার রাগ আর নেই, কিন্তু কেন যে রাগ করেছিল সে কথা বুঝিয়ে বলতে পারলো না। ২টোর সময় তার বাড়ি গেলাম, সুরেন্দ্রবাবুর মামলার বিষয়ে আলোচনা হল ; সেখান থেকে দু'জনে সিটি কলেজ সভায় গেলাম। আনন্দমোহন বোস ও লালমোহন ঘোষ বক্তৃতা করলেন ; শেষোক্তজন নিঃসন্দেহে অধিকতর সুবক্তা। ৬.৩০-এ দু'জনে বিদায় নিলাম। বাড়ি ফিরলাম ৭.৩০-এ ; অতিরিক্ত শ্রান্ত। তৎক্ষণাৎ শুতে গেলাম।

মে ১৩, রবিবার

ভোর ৪.৩০-এ ঘুম ভেঙ্গেছে। বিধুর মারফৎ সতীশ রায়ের জন্য দুটি বই পাঠালাম। ছুটির মধ্যে বিস্তারিত পড়াশোনার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করলাম। দুপুরে বিশদভাবে নোট তৈরী ক'রে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী জেল থেকে ছাড়া পেলে যে বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা সেটি লিখতে আরম্ভ করেছি। বিকেলে সাবারবান স্কুলে প্রাইজ বিতরণ দেখতে গিয়েছিলাম ; দেখে হতাশ হলাম জাস্টিস রমেশ মিত্রের স্থানে বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করলেন ; তিনি প্রায় কিছুই বলতে পারলেন না ; তাঁর প্রচেষ্টা হাস্যকর ভাবে বিফল হল। বিধু আমাদের বাড়ি এসেছিল, সতীশ বসু সম্পর্কে কথা হ'ল ; নাকি আজকাল জঘন্য সঙ্গ করছে, তাকে সাবধান করতে হবে, যদি কথা না শোনে তবে তার সঙ্গে (সম্পূর্ণ) যোগাযোগ (—) বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া উপায় থাকবে না। ৯.৪০-এ শুতে গেলাম।

মে ১৪, সোমবার

ভোর ৪.৪৫-এ উঠেছি। সকালে শকুন্তলার প্রথম ৫০ পাতা পড়লাম, Godfrayর Astronomyর দুই অধ্যায় এবং Hamilton-এর বক্তৃতামালার প্রথম ৭টি তৈরী করলাম। গিরীশ দে অল্প সময়ের জন্য এসেছিল ; সে আজ সতীশ রায়ের কাছে যাবে। দুপুরে Daniel Webster ও Lord Baconsfield-এর বক্তৃতাবলী পড়ছিলাম ; শেষোক্তজন বাস্তবিকই এক চমকপ্রদ বক্তা। গিরীন্দ্রের

ভাল লেখা হল। বিকেল থেকে জ্বরজ্বর ভাব হয়েছে—অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উত্তেজনা থেকে এই সব হচ্ছে। বক্তৃতাটি লিখে সন্ধ্যেবেলা বাবাকে দেখালাম। তিনি অনুমোদন করলেন। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

মে ১৫, মঙ্গলবার

৫.১০-এ উঠেছি। অভিপ্রেত বক্তৃতাটি উচ্চ স্বরে পড়লাম। সারাদিন বক্তৃতাটি তৈরী করা ছাড়া আর কিছু করিনি। একটি ব্যাপারে খুব আশ্চর্য হয়েছি—বুঝেছি যে মৌলিক চিন্তা করা থেকে কঠিনতর কিছু নেই। ৬ ঘণ্টার বেশি আমার পক্ষে এক নাগাড়ে লেখা সম্ভব নয়; প্রতিটি বাক্য গঠনের জন্য আধঘণ্টা সময় লেগেছে, তারপর পুনর্গঠন ক'রে পূর্বে যা লিখেছিলাম তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছে। নিজের পুরাতন অনুশীলনী পড়া আর সম্পূর্ণ মৌলিক কিছু রচনা করার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। বাবা মন দিয়ে শুনে বল্লেন, বক্তৃতাটি চমকপ্রদভাবে ভাল হয়েছে। ৯ ৪০-এ শয্যা গ্রহণ করলাম।

মে ১৬, বুধবার

ভোর ৪টেয় ঘুম ভেঙ্গেছে। সকাল ১০টা পর্যন্ত কাজ ক'রে বক্তৃতাটি তৈরী করা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। দুপুরে উপসংহার লিখে বক্তৃতাটি শেষ করলাম। লেখা তৈরী, যদিও চূড়ান্ত করার আগে সামান্য পরিবর্তন করতে হ'তে পারে। ২টো নাগাদ খবর পেলাম, সুরেন্দ্রবাবুর জন্য ডাকা স্বদেশী সভাটি টাউন হলে না হয়ে বীডন্ স্ট্রীটের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হবে। ৫টা বাজতেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। থিয়েটার হলটি জনাকীর্ণ, অন্ততঃ দশ হাজার লোক হবে, তা' সত্ত্বেও সব অদ্ভুত শান্ত, স্থির। কিছু সহানুভূতিসূচক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তারপর সতীশ রায়ের বাড়ী গেলাম, কিন্তু সে তখনও সভা থেকে ফেরেনি দেখে তার Rienziটি নিলাম, অবশ্য ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; সভাতে সতীশ বসুকেও দেখেছিলাম। ৯.১০এ শুয়ে পড়লাম।

মে ১৭, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। ভাল ঘুম হয়নি রাত্রে। Lytton-এর Rienzi-র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশগুলি ভাল করে দ্রুত পড়ে ফেললাম; Gibbon-এর শেষ খণ্ডে Rienzi-র বিষয়ে বিবরণটিও পড়ে নিলাম। এইবার Rienzi the Tribune-এর উপর লেখাটি তৈরী করতে শুরু করলাম; আমাদের Presidency College Union-এর অর্ধবার্ষিক সভায় বিষয়টির উপর বলার ইচ্ছা আছে। অত্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে, প্রায় আগের বক্তৃতাটির মতই, বিশেষ করে প্রথমাংশে Rienzi-র জন্ম ও কৈশোরের বর্ণনা, যেখানে আমাকে সাধারণভাবে সেকালের রোমান পরিবেশটি স্বল্প পরিসরে তুলে ধরতে হবে; Rienzi-র খ্যাতি ও গৌরব তুঙ্গে ওঠা পর্যন্ত লিখে ফেলেছি। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিধুকে সতীশ বসুর বিষয়ে

লিখলাম। ৯.৩০ নাগাদ শয্যাগ্রহণ।

মে ১৮, শুক্রবার

ভোর ৫টেয় শয্যা ত্যাগ করেছি। ৯.৩০ পর্যন্ত কাজ ক'রে Rienzi-র উপর বক্তৃতাটি লেখা শেষ করে এসেছি। Rienzi-র কর্মজীবনের প্রায় অন্তে এসেছি, উপসংহারটুকু লিখলেই হয়; আমি চাই, আমার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী তাঁর জীবন থেকে কিছু নীতি ও বিশেষ তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে প্রমাণ করা যে শুধু একজন ব্যক্তিত্ব একটি দেশকে স্বাধীন করতে পারে না, যতক্ষণ না সেই দেশের জনসাধারণ পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশিষ্ট ভাবে যোগ্য হয়ে ওঠে; দুপুরে সেই-ভাবে উপসংহার লিখে ফেললাম। বিকেলে Thesophical Society-এর একটি সভায় গিয়েছিলাম; কিন্তু খারাপ আবহাওয়া ও Col. Olcott-এর আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য সেদিনের মত সভা স্থগিত রাখা হল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে বক্তৃতাটির উপসংহার বাবাকে প'ড়ে শোনালাম; তিনি অতি উচ্চস্তরের লেখা হয়েছে ব'লে অনুমোদন করলেন এবং আরও কিছু তথ্য যোগ দেবার নির্দেশ দিলেন। ৯টায় শয্যা গ্রহণ।

মে ১৯, শনিবার

৫টায় উঠেছি। Salmon-এর Conics পড়লাম; ১০.৪০ পর্যন্ত second degreeর general equations পড়লাম। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে সংবাদ-পত্রগুলি পড়লাম। দুপুরে Astronomyর ৩০টি Problem করে খাতায় লিখে তৈরী ক'রে রাখলাম। বিধুর চিঠি এসেছে, আমার ও সতীশবাবুর মধ্যে সম্পর্কের কি ক'রে সে উন্নতি করতে চায় তাই জানিয়েছে। অতিরিক্ত নিরীহ মানুষ। সতীশ বসুকে, বিধুকে এবং নারায়ণ সেনকে চিঠি লিখলাম, সতীশকে শরতের নোট বইটি পাঠালাম। বিকেলে সত্য ও গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। Combridge Problems for 1830 থেকে Astronomy-র চারটি problem করলাম। Smith-এর Conics-ও পড়লাম।

মে ২০, রবিবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। সকালে Combridge Tripos 1830 থেকে Astronomyর problem করলাম; Salmon-এর Conics-এর ১০ম অধ্যায়টি পড়লাম। স্নান করে খেয়ে ১০.৪৫-এ বাড়ি থেকে বেরোলাম; প্রথমে আড্ডির দোকানে গেলাম, দোকান বন্ধ দেখে সতীশ রায়ের কাছে গেলাম; ৫.১০ পর্যন্ত তার সঙ্গে কাটলো; তাকে Conics পড়ালাম এবং Salmon-এর ১০ অধ্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যা করলাম, কিন্তু তার ঐ অধ্যায়টি অত্যন্ত কঠিন লাগছে, geometrical conics না জানাই তার কারণ। সে একদিন আমাদের বাড়ি আসবে এবং আমাকেও একদিন কাঁচড়াপাড়া যেতে হবে। বিধুর সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটে

দেখা হল, তার সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। বড়ই ক্লান্ত। Col. Olcottএর-বক্তৃতায় অনুপস্থিত থাকার জন্য বাবা এবং কাকাবাবু আমাকে তিরস্কার করলেন এবং সেখানে যাওয়াটা যে আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিনি, এ কথা খোলাখুলি বলাতে তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন ; যখন নীরবতাই শান্তি, তখন যুক্তি প্রদর্শন মূঢ়তা। ৮.৩০-এ শুয়ে পড়েছি।

মে ২১, সোমবার

ভোর ৪.৫০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। সুরেন্দ্রবাবুর বিষয়ে বক্তৃতার কিছু অংশ মুখস্থ করলাম। Godfrayর Astronomy থেকে problem করলাম, Hamilton-এর Metaphysics-এর প্রথমে ৭টি লেকচার ঝালিয়ে রাখলাম, Masson-এর টীকা সহকারে Paradise Lost-এর ৮ম সর্গ এবং Fowler-এর Locke-এর দুটি অধ্যায় পড়া হল। Astronomy পড়ার বিষয়ে শ্যামবাবুর সঙ্গে আলোচনা হল। ভাইয়েরা, হেমন্ত, গিরীন্দ্র, ফণীন্দ্র, কাকাবাবু ও পণ্ডিতমহাশয় দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছেন। শকুন্তলার প্রথম দুটি অঙ্ক আবার পড়লাম, অন্যান্য বিষয় যেমন এই বিষয়টিও তেমনি বেশ আয়ত্তে এসেছে। অল্প সময়ের জন্য সত্য এসেছিল, বলছিল যে সে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে, কারণ তার কিছুই পড়াশোনা হচ্ছে না। ৯টায় শয্যাগ্রহণ। নারায়ণের কাছ থেকে Wolstenholme নিয়ে এসেছি।

মে ২২, মঙ্গলবার

ভোর ৪.৪০-এ উঠলাম। ৬টা পর্যন্ত সুরেন্দ্রবাবুর জন্য বক্তৃতাটির কিছু অংশ মুখস্থ করলাম ; বাবাকে শোনালাম ; তিনি বল্লেন, বড় তাড়াতাড়ি বলা হচ্ছে। ৮.৩০ অবধি Astronomyর problem সমাধান করলাম। বেলা ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত Hamilton-এর Mataphysics-এর লেকচারগুলি ঝালিয়ে রাখলাম ; Locke-এর দুটি অধ্যায়ও পড়া হল। Abbot-এর Shakespearean Grammar আর Salmon-এর Conics-এর central equationsও করলাম ; শকুন্তলার ৩য় অঙ্ক বার বার পড়ার ফলে শ্লোকগুলি প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে এসেছে। রাত্রে পড়লাম Theoria Motus, Conics সম্পর্কে অধ্যায়গুলি বাস্তবিকই উচ্চ প্রশংসনীয়, প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ৯.২০তে শুতে গিয়েছি।

মে ২৩, বুধবার

ভোর ৪.৪৫-এ উঠেছি। ৬টা পর্যন্ত বক্তৃতাটি মুখস্থ করলাম, ৮.৩০ অবধি Godfray-র Astronomy-র Problem করলাম। Hamilton পড়া গেল না। গিরীশ দে এসে কিছু মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানালো। দুপুরে Masson-এর টীকা সহকারে Milton-এর Paradise Lost-এর ৯ম সর্গ পড়লাম, Fowler-এর Life of Locke-এর দুটি অধ্যায়, Abbot-এর

Shakespearean Grammar ও Salmon-এর Conics ঘণ্টা দুই পড়া গেল ; শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্ক আবার পড়লাম, শ্লোকগুলি ক্রমশঃ মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে আর পড়া হ'ল না। সতীশ মুখার্জী আর বিধু দেখা করতে এসেছিল ; আমরা তিনজন মিলে কাল বিধুর বোনের বিবাহে উপস্থিত থাকার জন্য সতীশ বসুকে নিমন্ত্রণ পত্র দিলাম ; সতীশ রায়কেও পাঠানো হল। শুতে গেলাম ৯টা নাগাদ।

মে ২৪, বৃহস্পতিবার

৫টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। সুরেন্দ্রবাবুর জন্য বক্তৃতাটি ৬টা পর্যন্ত মুখস্থ করলাম। ৮.৩০ অবধি Godfrayর Astronomy থেকে problem করলাম। Educational Times-এর May সংখ্যাটি পেয়েছি, তা'তে আমার একটি Problem প্রকাশিত হয়েছে ; এ ছাড়াও Macmillan & Co. থেকে Prof. Challis-এর Mathematical Libraryর সম্পূর্ণ catalogue পাঠিয়েছে, ভদ্রলোকের সংগ্রহের বিশালত্বে বাস্তবিক চমৎকৃত হয়েছি। তার মধ্যে যেগুলি নিজে সংগ্রহ করতে চাই সেগুলি দাগ দিয়ে রাখলাম। দুপুরে Fowler-এর Locke, Masson-এর Milton পড়লাম ও Salmon-এর Conics থেকে এবং Smith-থেকে কিছু Problem করলাম। বিকেলে বিধুর বাড়ি তার বোনের বিবাহ উৎসব দেখতে গেলাম ; সেখানে আশু বিশ্বাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল। যখন বুঝলাম যে রাত্রি ১১৷৷টার সাধারণ ভোজে অংশ নিতে গেলে মুশকিলে পড়বো তখন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ৯.৩০-এ শয্যা গ্রহণ।

মে ২৫, শুক্রবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। বক্তৃতাটি মুখস্থ করলাম ; প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছি, এখন বাগ্মিতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। সতীশ রায়ের পত্র পেয়ে আশ্চর্য হলাম, লিখেছে, সে কাঁচড়াপাড়া যাচ্ছে, সুতরাং তাকে আজ এখানে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। Cook-এর Cambridge Solutions পড়লাম। ১১.৩০ নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোলাম ; কলেজে পৌঁছে লাইব্রেরী থেকে Cheyne-এর Planetary Theories নিলাম ; সতীশ বসুর কাছে গেলাম, সেখানে অতি শীতল অভ্যর্থনা জুটলো—তার ভায়ের শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যুতে (বিষদ্বারা) সে খুব সমস্যায় রয়েছে, সুতরাং আমাদের বাড়ি আসতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। তারপর আস্তিডর দোকানে গিয়ে বেশ কিছু বইয়ের অর্ডার দিলাম ; সেখান থেকে কালিকুমারের বাড়ি, তার শরীরটা তেমন ভাল নেই, তার কাছ থেকে Hymer-এর Astronomy নিলাম। বাড়ি ফিরেছি ৫টার সময়ে, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ; রাত্রে Gauss পড়লাম ; ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

মে ২৬, শনিবার

৫টায় উঠেছি। বক্তৃতাটির আদ্যোপান্ত পড়লাম; Godfray-র Seasons অধ্যায়টি সযত্নে পড়ে রাখলাম; শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অংকটি ঝালিয়ে রাখলাম। সব শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; ৭ম অংকটি পুনরধ্যয়নকালে বর্ণনামূলক অংশগুলি মুখস্থ হয়ে গেল; আমি, অন্ততঃ অন্যান্য ভাষায় যা' পড়েছি তার সঙ্গে তুলনা করলে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রশংসনীয় বর্ণনাগুলি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসামান্য মনে হয়। সত্যর কাছ থেকে Othelo নিয়ে এসেছি, তাকে লিখে অনুরোধ করেছিলাম যে বিধু যেন তার সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করে; যদিও বিধু দেখা করেনি। কারণ বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি বলে সে নাকি দুঃখিত হয়েছে। Macaulay-র England থেকে William III-র রাজত্বকালে মুদ্রা সংকট অংশটি পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

মে ২৭, রবিবার

৫.১৫-য় শয্যা ত্যাগ করেছি। দু'বার স্মৃতি থেকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বিষয়ে বক্তৃতাটি আবৃত্তি করলাম। কিছু কিছু অংশ এতই ভাবগর্ভ যে আবৃত্তির সময় আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। দুপুরে বিধু এসেছিল, তার সঙ্গে সতীশ বসুর বিষয়ে কথা হল; বিধু পরে একদিন আমাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে বদ্ধপরিকর; সে আমার বক্তৃতার কিছু অংশ শুনলো। Hamilton-এর Metaphysics আবার পড়তে হ'ল, বিভিন্ন তত্ত্বের অনুপুঙ্খ বিবরণ স্মরণে রাখা অতি ক্লান্তিকর। বিকেলটা বাড়ির ব্যাপারেই কেটে গেল। রাত্রে আবার Hamilton পড়লাম। কাকাবাবু দলবল নিয়ে কাল বোধহয় দার্জিলিং থেকে ফিরবেন। ৯.২০তে শুয়ে পড়লাম।

মে ২৮, সোমবার

৫.৫-এ ঘুম ভেঙেছে। Rienzi-র বিষয়ে বক্তৃতাটির প্রারম্ভ অংশটি মুখস্থ করলাম, অন্য বক্তৃতার থেকে এইটির জন্য আমাকে বেশী সময় দিতে হবে; যদিও ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু এর রচনাশৈলী গুরুগম্ভীর, মনে রাখা বেশ কষ্টকর। Godfray-র Astronomy থেকে problem করলাম, Hamilton আবার পড়লাম। বিশেষ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম চারটি লেকচার। কাকাবাবু আজ সদলে দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন। Milton-এর Paradise Lost-এর ৯ম সর্গ শেষ ক'রে Salmon-এর Conics পড়লাম ও Taylor থেকে Problem করলাম। রাত্রে সটীক কুমারসম্ভব পড়লাম। ৯.১৫ নাগাদ শুতে গিয়েছি।

মে ২৯, মঙ্গলবার

ভোর ৪.৫০-এ উঠেছি। Rienziর বিষয়ে বক্তৃতাটি মুখস্ত করলাম; Godfrayর Astronomy থেকে problem করলাম; বিস্তারিত করাটাই আমার সমস্যা হয়েছে; Hamilton-এর চারটি লেকচার আবার পড়লাম; এই কাজটি বেশ বিলম্বিত লয়ে চলেছে। Milton-এর Paradise Lost-এর ১০ম অধ্যায়টি শেষ হল। শ্যামবাবু দুপুরে দেখা করতে এসেছিল; তার সঙ্গে কিছু expansion problem ও কিছু dynamic problem করা গেল। বিকেলে আভির বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম, Jamin-এর Physique ও Mathieu-র Physique-এর কপি পাব আশা করেছিলাম। রাত্রে কুমারসম্ভবের ২য় সর্গ পড়লাম। কাঁচরাপাড়া থেকে সতীশ রায়ের পত্র পেলাম; স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় বলে আমাকে সেখানে যেতে বলেনি। সে যথা শীঘ্র ফিরে আসছে; তাকে জবাব দিলাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

মে ৩০, বুধবার

৫টার মধ্যে উঠে পড়েছি। Rienzi-র উপর বক্তৃতাটি মুখস্থ হয়ে গেল। Godfray-র Astronomy থেকে প্রায় ডজন খানেক problem করা গেল। গিরীশ দে দেখা করতে এসেছিল; তাকে calculus পড়ালাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। Milton-এর ১০ম সর্গ একবার শেষ হয়ে গিয়েছিল; আবার পড়লাম আদ্যন্ত। কুমারসম্ভবের ৩য় সর্গ টীকা ও ব্যাখ্যা সহকারে পুনরায় পড়লাম, সর্গটি এই নিয়ে তৃতীয়বার পড়া হল; খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। গিরীশ দের সঙ্গে বিকেলবেলা দেখা হল। রাত্রে Hamilton-এর বাকি পাঁচটি লেকচার পড়লাম। বিশেষ ক্লান্তিকর কাজ। এই বিষয়ে শুধু যুক্তি খাটালেই হয় না। অগাধ স্মৃতিশক্তিরও প্রয়োজন। Bower-এর রচনাটি বাস্তবিকই খুব মূল্যবান। ৯.২০ নাগাদ শুতে গিয়েছি।

মে ৩১, বৃহস্পতিবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। Rienzi-র উপর বক্তৃতাটির কিছু অংশ মুখস্থ করলাম; কিন্তু পিছনের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখে অবাক হলাম যে যতটা আগে মুখস্থ করেছিলাম তার প্রায় অর্ধেক ভুলে গিয়েছি; আসলে এর রচনাশৈলী এত ভারাক্রান্ত যে বক্তৃতাটি সাধারণ শ্রোতার একান্ত অনুপযুক্ত হবার সম্ভাবনা। ঐ বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে নতুন কোন বিষয় নির্বাচন করবো ভাবছি। Godfrayর Astronomy থেকে problem করলাম। Cathedral Library থেকে Brewster-এর Life of Newton নিয়ে এসেছি, Newtonকেই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু করবো স্থির করলাম। কুমারসম্ভবের ৪র্থ ও ৫ম সর্গ ব্যাখ্যাসহকারে আবার পড়লাম, এই বিরক্তিকর কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছি। ৯টায় শয্যা গ্রহণ।

জুন ১, শুক্রবার

৫.১৫ মিঃয়ে উঠেছি। যথারীতি Godfray'র Astronomy থেকে Problem করলাম। Newtonএর সম্বন্ধে অভিপ্রেত বক্তৃতাটি লিখতে শুরু করেছি ; সারা বিকেল কাজ করা সত্ত্বেও তুলনায় কম অগ্রগতি হল ; বক্তৃতার কঠিনতম অংশ হল ভূমিকাটি যা শ্রোতাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তবে উপসংহারটি নিশ্চিত আরো কঠিন। বিকেলবেলা হঠাৎ সতীশ রায়ের কাছ থেকে একটি অদ্ভুত চিঠি এসে হাজির ; যথাসম্ভব অপমানজনক ; আমার সম্পর্কে যা অভিযোগ করেছে তা একান্তই অসত্য ; আশ্চর্যজনক ভাবে তার পরিবর্তন হয়েছে। নিঃসন্দেহে তাকে এমন একজন ভুল সংবাদ দিয়েছে যে আমাদের দুজনের মধ্যে শত্রু সম্পর্ক তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। বাবাকে এবং পণ্ডিতমহাশয়কে চিঠিটি দেখালাম। পত্রটির রূঢ়, কঠোর ভাব এবং কর্কশ ভাষা পড়ে তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাকে ভালমত শিক্ষা দেবার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ৯.২০তে শুতে গিয়েছি।

জুন ২, শনিবার

ভোর ৪.৫০ মিঃয়ে শয্যাত্যাগ করেছি। যথানিয়মে Godfray'র Astronmy'র Problem করলাম। মল্লিনাথের বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গ পুনরধ্যয়ন করে কুমারসম্ভব শেষ করা গেল। এখন শকুন্তলার ইংরিজি অনুবাদ শুরু করতে হবে। বইয়ের দোকান থেকে চিঠি পেলাম যে পরের সপ্তাহে আমার Minchin-এর Kimenatics আসতে পারে। বাবা এবং পণ্ডিতমহাশয় সন্ধ্যেবেলা কলকাতা গিয়েছিলেন কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে সতীশ রায়ের চিঠির বিষয় খবর করার জন্য ; তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা হওয়া ছাড়া কোন মূল্যবান সংবাদ বার করা যায়নি। যার আমার সম্পর্কে এত নীচ ধারণা তার সঙ্গে দেখা করা আমি আমার সম্মানহানিকর বলে মনে করি। Newtonএর বিষয় সামান্য লিখলাম—সে রকম কঠোর পরিশ্রম করতে পারছি না ; সতীশ রায়ের চিঠিটা আমার মনকে বড় বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। যোগীনকে একটা চিঠি লিখলাম। ৯.১০ মিঃ-য়ে শয্যা গ্রহণ করলাম।

জুন ৩, রবিবার

ভোর ৪.২০ মিঃ-য়ে উঠে পড়েছি। Brewster'এর Life of Newton পড়লাম। এইভাবে অভিপ্রেত বক্তৃতাটির জন্য নিজেকে বিশেষভাবে তৈরী করতে আরম্ভ করেছি, একবারে পুরো বইটি শেষ করলাম। যখন চিন্তাধারা দ্রুত আসতে থাকে তখন কলমকে বিশ্রাম দেওয়া অসম্ভব ; আমার শ্রোতাদের বোঝার পক্ষে কিছু

কিছু অংশ হয়তো বড় বেশী অঙ্কভিত্তিক, দুর্বোধ্য মনে হতে পারে ; যা হোক, ক্ষমতা অনুযায়ী আমার বক্তব্য সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছি। Godfray'র Astronomy পড়ছিলাম বিকেলবেলা, কিছু Equation আমাকে বেগ দিচ্ছিল, কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে এবং অতি ক্লান্তিকর কিছু Calculation করে শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল। মাথায় খুব যন্ত্রণা করছে। বিকেলে বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে আর কিছু পড়তে পারিনি। ৯.৩০টায় ঘুমিয়ে পড়েছি।

জুন ৪, সোমবার

৫টার সময় উঠেছি। Newtonএর উপর লেখা বক্তৃতাটি মুখস্থ করলাম, লেখার শৈলী আপাতত আমার আয়ত্তাধীন, এখন বোধহয় ঐ বক্তৃতা প্রদান সহজেই সম্ভব হবে। Godfrayর Astronomy থেকে problem করলাম। Hamiltonএর ২য় খণ্ডের শেষ তিনটি প্রবন্ধ আবার পড়লাম। দুপুরে Fowlerএর Life of Locke পড়ছিলাম, অতি শুষ্ক, ধারা-বিবরণীর মত, বিশেষ করে প্রথমাংশটি। Salmonএর Conics পড়লাম এবং Wolstenholme থেকে problem করলাম। হীরালালের সঙ্গে দেখা হল। গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সতীশ বসুর কাছে গেলাম। দেখলাম সে সারদা ও অমৃতের সঙ্গে রয়েছে, এদের আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। বিধু, নারায়ণ সেন, জ্ঞান মুখার্জীর সঙ্গেও দেখা হল। সতীশ বসুকে বুধবার আমাদের বাড়ি তার কাকা যোগীনকে নিয়ে যেতে বল্লাম, সে রাজী হল। বাড়ি ফিরে গেলাম। তাকে এবং যোগীনকে চিঠি দিলাম। রাত্রে শকুন্তলা পড়ে ৯.৪০ নাগাদ শুতে গেলাম।

জুন ৫, মঙ্গলবার

ভোর ৪.৫০-এ উঠেছি। Newtonএর ওপর লেখাটি কণ্ঠস্থ করলাম। Godfrayএর Astronomy থেকে problem করলাম। বোনকে আজ পড়তে বসিয়েছিলাম। Hamiltonএর Metaphysicsএর পরবর্তী তিনটি বক্তৃতা পুনর্গঠন করতে হল। দুপুরে Fowler-এর Life of Locke, Salmonএর Conics ও Smith পড়লাম। যোগীনের কাছ থেকে একটি পত্র (সতীশ রায়ের হস্তাক্ষরে ?) পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি ; আমার অনুপস্থিতির কারণ না জানালে তারা আসবে না, সতীশ রায় নাকি অসুস্থ।

বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। যদিও সে আমার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছে, কিন্তু যখন সে অসুস্থ তখন দেখতে না যাওয়াটা অমানবিক হত। তবে যত ভয় পেয়েছিলাম তাকে তত কিছু অসুস্থ দেখলাম না। তারপর যোগীনকে চাঁপাতলার পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে বল্লাম (চিঠিটা দেখিয়ে) কিভাবে আমাকে অপমান করা হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে খুবই অবাক হয়ে গেল এবং জানালো যে সে সতীশের মাকে সব খুলে বলবে। ৯টায় শুতে গিয়েছি।

জুন ৬, বুধবার

৫.৫ মিঃ-য়ে শয্যা ত্যাগ করেছি। Newtonএর ওপর লেখাটি মুখস্থ করে ফেললাম। Godfrayএর Astronomy থেকে problem করলাম। বোনকে অঙ্ক করালাম। Hamiltonএর Metaphysics-এর তিনটি লেকচার থেকে পড়া তৈরী করলাম। দুপুরে Fowlerএর Locke পড়ছিলাম। Lockeএর রচনার বিশ্লেষণ বেশ প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি সঠিক; যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য আছে। Monier Williams-এর শকুন্তলার ইংরিজি অনুবাদ পড়লাম। আমাদের বাড়ির গেটের কাছে যোগীনকে দেখে বিস্মিত হলাম। সে দক্ষিণদিক থেকে আসছিল, তাকে বাড়িতে ডেকে এনে কথা বল্লাম এবং জানালাম যে সুবিচার করতে গেলে সতীশকে ঐ অপমানকর চিঠির প্রতিটি বাক্য প্রত্যাহার করতে হবে। সে নাকি একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করবে। রাত্রে Gauss পড়লাম। শয্যা গ্রহণ করলাম ৯.৫০ নাগাদ।

জুন ৭, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। খুব কিছু তাজা ভাব নিয়ে নয়। ভীষণ গরম আবহাওয়ার জন্য রাত্রে প্রায় ঘুম হয়নি বল্লেই হয়। Newtonএর ওপর বক্তৃতাটি আবার ঝালিয়ে নিলাম। বোনকে অঙ্ক করালাম। Hamiltonএর তিনটি লেকচার Bowditch-এর সাহায্যে পড়লাম। দুপুরে Messenger of Mathematics ডাকে আসতে পড়ে ফেললাম। সতীশ রায়ের কাছ থেকে একটা কার্ড এসেছে। এমনভাবে লেখা যেন আমি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করে তাকে পত্র দিলাম, বিশেষতঃ তার শিশুসুলভ মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এতে তার যথেষ্ট শিক্ষা হওয়া উচিত। দুপুরে Maxwel-এর Electricity পড়লাম। রাত্রে Monier-এর শকুন্তলা পড়া গেল। শনিবার গিরীন্দ্র না কি বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছে। শুতে গিয়েছি তখন ৯.৩০।

জুন ৮, শুক্রবার

৫টায় শয্যাত্যাগ করেছি। Godfrayর Astronomy শেষ করে ফেলেছি, অতি কঠিন কর্ম, বিশেষ করে কতগুলি integrationএর ব্যাপারে আমি কিছু ধাঁধায় পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত বইটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পেরেছি। Messenger of Mathematics পড়লাম। সত্যর কাছ থেকে আমাদের Unionএর অর্ধ-বার্ষিক রিপোর্ট পেলাম, পূর্বেকার থেকে এটি অনেক ভাল হয়েছে, তবুও কিছু পরিবর্তন এবং উন্নতি দরকার। দুপুরে শকুন্তলা পড়লাম। বিকেলে গিরীন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। বইয়ের দোকান থেকে Jamin-এর Physique আর Mathieu-এর Physique পাওয়া গেল। বিধু আর সতীশ মুখার্জীর সঙ্গে

দেখা হল। কাল তারা আসবে বলেছে। সতীশ বোসের বাড়ি গিয়েছি, সে ছিল না। তার মার সঙ্গে দেখা করে এলাম, কাল সেও আসবে। সতীশ রায়ের ব্যাপারে বাবা এবং পণ্ডিতমহাশয় খোঁজ করতে গিয়েছিলেন, কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। রাত্রে Hymer-এর Astronomy পড়লাম। ৯.২০ নাগাদ শুতে গেলাম।

জুন ৯, শনিবার

৫.০৫-এ উঠেছি। Godfrayর Astronomy আর Brunnow পড়লাম। ৭টার সময় সতীশ বোস আর বিধু এল, তারা কলকাতা থেকে হেঁটে এসেছে। কিছুক্ষণ থেকে তারা স্নান করতে গেল এবং ৯.৩০ নাগাদ আবার ফিরে এল। ইতিমধ্যে আমি Hymer-এর Astronomy পড়লাম আর Suburban Municipalityর Vice-Chairmanকে একটা দরখাস্ত লিখে পাঠালাম। কাকাবাবুর বাড়িতে আমরা একটা জাঁকালো ভোজ খেলাম—সতীশ বোস, সতীশ মুখার্জী, বিধু, হীরালাল, আমি, নিরীন্দ্র এবং ফণী উপস্থিত ছিলাম। দুপুরবেলা সতীশ বোসকে Carlyle-এর Schiller থেকে পড়ে শোনালাম; সে বল্লে ছুটির মধ্যে আমার নাকি প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ৫.৩০ সে চলে গেল। রাত্রে Jamin-এর Physique পড়লাম। ৯টায় শুতে গিয়েছি। লক্ষ্ণৌ থেকে কেদারবাবু এসেছেন।

জুন ১০, রবিবার

৫.১০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। Cambridge Tripos Examination-এর থেকে Astronomyর Problem করলাম। এইসব ঠিকমত করতে গেলে Epherical Trignometry'র সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হওয়া চাই। দুপুরে Gauss-এর Theoria Motus পড়লাম; যত formulae দিয়েছেন সব মনে রাখা খুবই কঠিন, তাঁর আসন্ন মানের রীতি অতি সৌষ্ঠবপূর্ণ। দুপুরে Hamilton-এর দুটি বক্তৃতা এবং রাত্রে M. A. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সব উত্তর করলাম। সত্যর সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হল; বিশেষ করে উপলব্ধির প্রতিরূপ তত্ত্বটি। ৯টায় শয্যাগ্রহণ করলাম। যোগেনকে একটা চিঠি লিখেছি। এখনও পর্যন্ত সতীশ রায়ের কোন উত্তর নেই—বড়ই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি।

জুন ১১, সোমবার

৫.৩০টায় উঠেছি। অসুস্থ বোধ করছি, রাত্রে প্রায় ঘুমোতেই পারিনি, থমথমে চাপা গরমই তার জন্য দায়ী। Cambridge Tripos Examination-এর থেকে সকালে Astronomical Problem করলাম; দুপুরে Newton-এর উপর বক্তৃতা থেকে মুখস্থ করলাম; পূর্বে যে অংশগুলি মুখস্থ করেছিলাম সেগুলি ইতিমধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এবং আগেকার সাবলীল ভাবটিও আর

নেই। বিকেলে বাবু কালীপ্রসন্ন নাগ এসেছিলেন দেখা করতে; তিনি বললেন সতীশ রায় আমার চিঠি পড়ে ভেবে নিয়েছে যে আমি কিছু অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছি; এর থেকে বড় ভুল আর হয় না। আমি যখন সঠিক তখন আপোষ করবো কেন; রাত্রে Hamilton পড়ে ৯.৩০-এ শুতে গেলাম।

জুন ১২, মঙ্গলবার

৫.৩০এ উঠেছি। সকালে Hymer-এর Astronomy পড়ে যথারীতি অঙ্ক করলাম; আশা করছি কালকে Problemগুলি শেষ করতে পারবো। দুপুরে Newton-এর ওপর লেখা বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ মুখস্থ করে দুবার বলে নিলাম; শ্রোতাদের সামনে এভাবে বলতে পারলে মন্দ হবে না। নিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলাম। এ মাসের The Theosophist পড়ে রাখলাম। রাত্রে Newton-এর ওপর লেখাটি ঝালিয়ে নিলাম ও Hamilton থেকে চারটি লেকচার আবার পড়লাম। বিকেলে বোনকে অঙ্ক শেখালাম। ৯.৩০টায় শুতে গিয়েছি।

জুন ১৩, বুধবার

ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করেছি। Newton-এর ওপর লেখাটি কণ্ঠস্থ করলাম। Hymer-এর Astronomy পড়ে Godfrayর থেকে problem করলাম। অবাক হচ্ছি যে ক্রমশঃ এসব বিষয় আমার বেশ রপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দুপুরে Hamilton থেকে দুটি লেকচার পড়লাম আর Wolstenholme থেকে Conics; যোগীনের কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলাম; যতদূর সম্ভব খারাপ ব্যাপার; সতীশ এবং সে আমাকে আবার ভুল বুঝেছে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ করেছে। এর অর্থ কি যে তারা আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না? ঈশ্বর জানেন! কি জঘন্য এই সংসার! হায় নিঃসঙ্গতা, হায় একাকীত্ব! বাবাকে বক্তৃতাটি পড়ে শোনালাম, কিন্তু বলা তেমন স্বচ্ছন্দ হল না। ৯.৪০এ শুতে গিয়েছি।

জুন ১৪, বৃহস্পতিবার

৫.১০এ উঠেছি। Hymer-এর Astronomy পড়ে Cambridge Papers থেকে problen করলাম। দুপুরে নিরীন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল, কাল মাদ্রাজ থেকে কাকাবাবুর ফেরার কথা। Pratt-এর বই থেকে Laplace-এর Function এবং Todhunter-এর History of Attractions পড়লাম। Newton-এর উপর লেখাটি ঝালিয়ে নিয়ে বাবাকে বক্তৃতা দিয়ে শোনালাম, তিনি বললেন পূর্বেকার থেকে প্রভূত উন্নতি হয়েছে; তাঁর কোন সন্দেহ নেই যে বক্তৃতাটি বিশেষ সফল হবে। Minchin-এর Kinematics-এর একটি কপি পেলাম—বাস্তবিক মহৎ কাজ; conjugate function-এর উপর অধ্যায়টি পড়ে শেষ করলাম; Hamilton থেকে দুটি লেকচার পড়ে ১০টায় শুতে গেলাম।

জুন ১৫, শুক্রবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। Hymer-এর Astronomy এবং Baconsfield-এর লেখা পড়লাম। High Court Riot Case শেষ হয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে পাঁচজন ছাড়া পেয়েছে, বাকি একজনের ৫০/- জরিমানা এবং এক সপ্তাহের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। Students Association-এর দুজন সদস্যের সঙ্গে চাঁদার টাকা তুলতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের ফলে সহজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলাম, সত্য তাদের সঙ্গে গেল। দুপুরে ১৮৬৪ সালের Cambridge Papers থেকে Astronomy'র problem করলাম। কাকাবাবু বিকেলে এসে পৌঁছেছেন; তাঁর মাদ্রাজ ভ্রমণ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হল। এখানের থেকে সেখানে নাকি হিন্দুধর্ম মূলতঃ অধিকতর প্রভাবশালী। রাত্রে Minchin-এর Kinematics পড়লাম। ৯.১৫য় শুতে গেলাম।

জুন ১৬, শনিবার

৫.৫-এ উঠলাম। Hymer-এর Astronomy পড়লাম, Godfray থেকে problem করলাম। Cambridge Mathematical Journalএ Prof. Cayley-এর Astronomy'র উপর Notes পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে; দুর্বল স্বাস্থ্যই রয়ে গিয়েছে, একটা ভাল ডিগ্রি করার স্বপ্নও আর দেখি না। দুপুরে Mac Cullagh-এর paperগুলি পড়লাম, বিশেষ optical posticus, যেগুলি অতি সুন্দরভাবে উচ্চতর Geometry-এর অতি ধোঁয়াটে বিষয়বস্তুরও practical প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেয়। জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত আমার কাছে সর্বদাই অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়। বাবা আমাকে কাল Botanical Gardens-এ যেতে বলেছেন, রাজী হয়েছি। রাত্রে Gauss পড়লাম। ৯.৩০টার মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

জুন ১৭, রবিবার

৫.১৫-য় উঠেছি। Hymer-এর Astronomy'র aberration-এর উপর অধ্যায়টি পড়ে শেষ করলাম; তারপর গত ডিসেম্বরের Trinity College Examination Papers থেকে কিছু problem করলাম; দুপুরে Minchin-এর Kinematics পড়লাম; Fourier-এর theorem-এর প্রমাণ ও টীকাগুলি অতি অপূর্ব, কিন্তু সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের থেকে বইটির লেখার ধরন অনেক কঠিন, তাতে অবশ্য আমার কোন ক্ষতি নেই। Botanical Gardens-এ গিয়েছিলাম, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি নামার জন্য বিশেষ কিছু দেখা গেল না। যদিও আমাদের আনন্দ নষ্ট হল, তবুও খুব বৃষ্টি হয়ে ভাল হয়েছে। কামিনীর কাছে গিয়েছিলাম বুঝিয়ে বলতে যে Riot Case-এর উপর কলকাতা High

Courtএ Mr. Henderson-এর judgement-এর বিরুদ্ধে সে যেন আপীল না করে; তার সঙ্গে দেখা হল না, কিন্তু হীরালাল ছিল, তাকেই সব বুঝিয়ে বললাম। মাথায় যন্ত্রণা রয়েছে। ৯.২০ শুয়ে পড়েছি।

জুন ১৮, সোমবার—আবার কলেজ শুরু

ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করেছি। Newton-এর উপর লেখাটি আবৃত্তি করলাম। পণ্ডিত মহাশয় এসেছিলেন, কিন্তু নিয়মানুসারে কাজ হল না। Minchin-এর Kinematics পড়লাম। কলেজে নিয়মিত লেকচার শুরু হয়নি। অনেক চেষ্টা করে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল, রাস্তায় তার পিছনে ছুটতে হল। সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে স্থির করেছে; আরও ঠিক করেছে সে নীরবতা পালন করবে; তার সঙ্গে কথা বলতে সে আমাকে ব্যঙ্গ করে তার সাধ্যমত দোষারোপ করতে লাগল—আমি অবশ্য মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলাম; তার সঙ্গে কলহ করবো না বলে বদ্ধপরিকর হয়েছি—দেখা যাক্ কে জেতে। বাড়ি ফিরে এলাম, বড়ই ক্লান্ত। গিরিশ দেখা করতে এসেছিল; তাকে সতীশ রায়ের ব্যাপারে সব বললাম; সে এই বিরোধ দেখে খুবই বিস্মিত হল; বাস্তবিকই অত্যন্ত সম্মানহানিকর। ভীষণ মাথা ধরে রয়েছে; রাত্রে কিছু পড়া গেল না; মনটাও বড়ই বিক্ষিপ্ত। Mr. Percival আজ আমাকে ক্লাবের অর্ধবার্ষিক সভা ডাকতে মানা করলেন; সর্বত্র আশাহত হচ্ছি।

জুন ১৯, মঙ্গলবার

৫.১০ মিঃ-তে উঠেছি। Newton-এর ওপর লেখাটি আবৃত্তি করলাম; যথারীতি পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সংস্কৃত পড়লাম—আমি শ্লোকগুলি পড়লাম এবং কেমন তৈরি হয়েছে দেখার জন্য তিনি সেগুলির ওপর প্রশ্ন করলেন; এইভাবে যদি সমস্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়া হয় তবে খুব ভাল ভাবেই প্রস্তুত হতে পারবো। রামনাথবাবুর সঙ্গে কলেজে দেখা করলাম; তিনি আগ্রাতে Pure And Mixed Mathematics অসাধারণভাবে পড়াচ্ছেন; তিনি বিশেষ পরিশ্রম করছেন বলে এ বছরে Premchand Studentship পাবার খুবই সম্ভাবনা। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল না, কারণ সে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল; লাইব্রেরীতে বসে Brewster-এর Life of Newton পড়লাম। সতীশবাবুর মারফৎ সতীশ রায় ও যোগীনের জন্য দুটি চিঠি পাঠালাম। রাত্রে Gauss পড়ে শুতে গিয়েছি ১০.২০তে।

জুন ২০, বুধবার

ভোর ৪.৫০-এ ঘুম ভেঙেছে। বাবার সামনে বসে Newton-এর উপর বক্তৃতাটি শোনালাম, আগামী শনিবার ক্লাবের সাধারণ সভায় এটি পড়ার কথা। সংস্কৃতে কুমারসম্ভব পড়লাম; Myers-এর Wordsworth এবং

Hudson-এর Critique on Shakespeare পড়লাম; কলেজে Dynamics ও Shakespeare-এর উপর লেকচার শুনলাম; রামনাথবাবুর সঙ্গে কলেজে দেখা করলাম; Rigid Dynamics-এর বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হল। সতীশ বসু কাল রায় আর যোগীনকে চিঠি দিতে পারেনি, আজ দিয়ে দেবে কথা দিল। Thacker's-এ গিয়ে Smith আর Thomson & Tait-এর নতুন খণ্ড দুটো কিনলাম; রাত্রে Gauss-এর Theoria Motus পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টা নাগাদ।

জুন ২১, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করেছি। বাবাকে Newton-এর উপর বক্তৃতা শোনালাম; তাড়াতাড়ি না করে ক্রমশঃ বলাটা সাবলীল হয়ে আসছে। যথারীতি কুমারসম্ভব পড়লাম। কলেজে Dynamics আর Wordsworth-এর উপর লেকচার হল। রামনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি কাল কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছেন, ফেব্রুয়ারীতে পরীক্ষার আগে আর আসবেন না; তাঁর সঙ্গে Encyclopaedia Britannica থেকে Tait-এর mechanics-এর বিষয়ে প্রবন্ধগুলি পড়া গেল; nautical almanac আর Chauvenet-এর Astronomy পড়া হল। সতীশ রায়কে Smith-এর Conics-এর এক কপি দিলাম, সেও দুটি ছোট চিঠি দিল, তার মধ্যে একটি যোগীনের লেখা (বেচারা জ্বরে পড়ে রয়েছে)। রাত্রে Dynamics করলাম আর Tait & Thomson পড়লাম। Mr. Eliot আজ জিজ্ঞাসা করছিলেন আমি কতদূর Laplace পড়েছি। ১০টায় শয্যাগ্রহণ।

জুন ২২, শুক্রবার

৫টায় উঠেছি। বাবার সামনে Newton-এর উপর বক্তৃতাটি যথাসম্ভব ধীরে ধীরে বললাম; বেশি তাড়াতাড়ি পড়া চলবে না এবং উচ্চারণের অস্পষ্টতা যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যথানিয়মে কুমারসম্ভব থেকে সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম। কলেজে সংস্কৃত, ইংরিজি, দর্শন ও Dynamics-এর ক্লাস হল। Mc Cann গতকাল যে problemগুলি করতে পারেননি আজও সেগুলি তৈরী করে আসেননি; এই ধরনের অধ্যাপকদের সাহায্যে Mathematics-এর উন্নতি নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব—শুধু সময় নষ্ট করা; লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জীকে কিছু Dynamics ব্যাখ্যা করলাম। রাত্রে Smith-এর Rigid Dynamics এবং Thomson-এর Natural Philosophy পড়লাম। ৯টায় শয্যাগ্রহণ করেছি। যোগীনকে চিঠি লিখলাম।

জুন ২৩, শনিবার

৫টায় উঠেছি। Newton-এর ওপর বক্তৃতাটি বাবাকে শোনালাম। সংস্কৃত অনুশীলনী অভ্যাস করলাম। কলেজে শুধু ইংরেজির লেকচার হল; লাইব্রেরীতে

বসে Theoretic Dynamics-এর উপর Cayleyর report পড়লাম। বেলা দুটো নাগাদ Club-এর মিটিং শুরু হল Perceival-এর সভাপতিত্বে। সব ক্লাসের ছাত্ররা উপস্থিত ছিল; Newton-এর উপর বক্তৃতাটি দিলাম; ভালই হয়েছে মনে হল; কিন্তু সভাপতির কাছ থেকে প্রশংসা পাবার মত কি? সন্দেহ হয়, কখনই আমি এত প্রশংসার যোগ্য কিনা। যোগীনের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছি; সে এখনও অসুস্থ বলে সতীশ বসুর সঙ্গে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সতীশ রায় আমার সঙ্গে দেখা করলো না, উপরতলায় লুকিয়ে বসেছিল। কি মহানুভব ব্যবহার! কিন্তু আমি ঠিক করেছি কিছুতেই তার সঙ্গে ঝগড়া করবো না। যোগীনের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল; বাড়ী ফিরলাম ৫.৪৫-এ অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায়। বক্তৃতা ভাল হয়েছে জেনে বাবা খুব খুশী হলেন। রাত্রে আর কিছু পড়া হল না। ৮.৪৫এ শুয়ে পড়েছি।

জুন ২৪, রবিবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, শারীরিক আরাম নেই। বাস্তবিক সেই গত সোমবার যখন সতীশ রায় আমাকে avoid করার পর থেকে এক ঘণ্টাও শান্তিতে কাটাতে পারিনি; বাস্তবিক তখন থেকে প্রায় দু চোখের পাতা এক করিনি; আর তার কালকের ব্যবহার. কোনক্রমেই আমার সঙ্গে দেখা না করাটা, আমাকে বড়ই আঘাত করেছে। এই অস্বস্তিকর ব্যাপারটির একটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার কোন বিশ্রাম নেই; প্রার্থনা করি যেন বিনা বিরোধে ব্যাপারটি মিটে যায়। দুপুরে Salmon-এর Conics আর Laplace-এর Celeste পড়লাম; রাত্রে Gauss; ১০টায় শুতে গেলাম; কিন্তু ঘুমুতে পারিনি। এইভাবে চল্লে ধ্বংস হয়ে যাব।

জুন ২৫, সোমবার

৫টায় শয্যাত্যাগ করেছি। Bower-এর সংস্করণ থেকে Hamilton এর Metaphysics পড়লাম; যথারীতি কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গ শুরু করলাম, আর Salmon-এর Conics থেকে problem করলাম। কলেজে সংস্কৃত, ইংরেজি আর Dynamics-এর লেকচার হল। সারাদিন শরীর-মনে কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সতীশ রায়ের খোঁজ করলাম, কিন্তু কি করে যেন সে আমার লক্ষ্যে পড়েনি। কলেজের অফিসে গিয়ে গত বছরের এবং চলতি বছরের উপস্থিতির হিসাব করলাম। ৪টের সময়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছি; প্রবল জ্বর এবং অদ্ভুত মাথায় যন্ত্রণা। আঘাতের ফলাফল শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। সতীশ বসুকে লাইব্রেরীতে বসে সব জানিয়েছি; আমি নিশ্চিন্ত হলাম; সে সতীশ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

জুন ২৬, মঙ্গলবার

নিদ্রাহীন রাত্রির পর ভোর ৫.৩০টায় উঠেছি। জ্বরটা ছেড়েছে, কিন্তু এত দুর্বল যে মাথা তুলতে পারছি না। সতীশ বসু, সতীশ রায় ও যোগীনকে চিঠি দিলাম। সারাদিনই বিছানায় কাটলো, নড়াচড়া করার শক্তি নেই; ১৫ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি; মাথায় প্রচণ্ড কষ্ট। সত্য সকাল-সন্ধ্যা এসে দেখে গিয়েছে।

জুন ২৭, বুধবার

৫.১০এ উঠেছি। জ্বরটা সম্পূর্ণ ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল, মাথায় যন্ত্রণাও আছে; কলেজ যাইনি; বিশেষ সিটি কলেজে আইনের ক্লাস ছিল বলে; বাবাও বল্লেন, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাইরে থাকতে হলে বিপদ হতে পারে। William-এর Differential Calculus এবং Maxima ও Minima problem করলাম; ১৫ গ্রেন কুইনিন খেলাম; সত্য এসেছিল বিকেলে দেখা করতে। একটা তুলনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যে অতিরিক্ত চিন্তা ও পরিশ্রম করে তৈরি করা বক্তৃতা দেবার পর আমি জ্বরে পড়ি—সম্ভবতঃ অত্যধিক স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অবসাদের ফলে।

জুন ২৮, বৃহস্পতিবার

আমার জন্মদিন (১৮৬৪)। ৫.৩০এ উঠেছি। সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম যথানিয়মে। Bowen-এর Hamilton পড়লাম। কলেজে গেলাম; সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল, আমিই প্রথম কথা বল্লাম, কিন্তু তার যেন অনিচ্ছা, দু-চার কথা কোনক্রমে বল্ল; সে এমনভাবে ব্যবহার করলো যেন আমি একটি শয়তান; স্তান মুখার্জীর জন্য কিছু problem করলাম। কলেজে ইংরিজি আর Astronomy-র ক্লাস হল। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাত্রে আমার জন্মদিন উপলক্ষে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল; সত্য আর শরৎ নিমন্ত্রণে এসেছিল, সতীশ বসুকে নিমন্ত্রণ করিনি, কারণ তাহলে তাকে রাত্রে আটকে রাখতে হবে। গত বছরে ভুলবশতঃ আমার জন্মদিন ২৯শে জুন পালিত হয়েছিল—এখন তারিখটা সংশোধন করে নিয়েছি। জীবনের ১৯টা বছর কেটে গেল। ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিলাম।

জুন ২৯, শুক্রবার

৫.৩০টায় উঠেছি। বাদলা দিন, বিষণ্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়া, বৃষ্টি নেমেছে। সকালে পণ্ডিত মহাশয় আসতে পারেননি। গোপালবাবুর (কটকের মধুবাবুর ভাই) কাছ থেকে চিঠি পেলাম; চিঠির জবাব দিলাম; Hudson-এর Shakespeare পড়লাম। কলেজে সংস্কৃত, ইংরিজি ও Astronomy'র

উপর লেকচার হল। Planetary Theory'র উপর Dr. McCann-এর লেকচার মোটেই আমার আশা অনুযায়ী হয়নি। সতীশ রায়কে Jeiikin's Electricnty বইটির লাইব্রেরী কপিটি দিলাম, কিন্তু সে অত্যন্ত নারাজ ও অসন্তুষ্টভাবে ফেরৎ দিল; আমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাটা বোধহয় সে অপরাধ গণ্য করে। হায় ভগবান। ব্যাপারটা যে কি করে শেষ হবে? রাত্রে Miller-এর Crystallography পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টায়। Macmillan থেকে কিছু বই এসেছে, 'Lance and Briot'-খানাও পেয়েছি।

জুন ৩০, শনিবার

৫:৩০টায় উঠেছি। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা প্রায় অগম্য; তবু মোটা জামা-কাপড় পরে কলেজে গেলাম। লাইব্রেরীতে বসে Wordsworth আর Sophocles পড়লাম; Wordsworth-এর উপর Prof. Rowe-এর লেকচার ছিল। বেলা দুটো নাগাদ বিস্মিত হয়ে জানলাম, আমার পূর্বে দেওয়া দুটি বই সতীশ রায় দারোয়ানের কাছে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে একটি ছোট্ট অদ্ভুত চিঠি। সতীশ বসুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ রায়ের কাছে গেলাম; সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বল্ল না; যা কিছু চেষ্টা করেছিলাম সব নষ্ট করা স্থির করেছে; মিনিট চল্লিশ মত তার সঙ্গে ছিলাম। সে আমার সঙ্গে যথাসম্ভব নির্দয় ব্যবহার করলেও আমি আমার কর্তব্য করবো; আমার পক্ষে তাকে ঘৃণা করা সম্ভব নয়। সতীশ বসু ও যোগীনের সঙ্গে শংকরাচার্যের উপর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম— বক্তা দ্বিজদাস দত্ত—অতি সাধারণ; কোন রকমে শোনা যায়। অত্যন্ত শ্রান্ত অবস্থায় ৭.১০ মিনিটে বাড়ী ফিরলাম। তৎক্ষণাৎ প্রায় শুয়ে পড়লাম।

জুলাই ১৮৮৩
জুলাই ১—জুলাই ৩১

জুলাই ১, রবিবার

৫.১০-এ উঠেছি। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। যথারীতি কুমারসম্ভবের ২য় সর্গ থেকে ২০টি শ্লোক পড়লাম। সত্য সকালে দেখা করতে এসেছিল; দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সুরেনবাবুর বিষয়ে লেখা বক্তৃতাটি একবার ঝালিয়ে নিলাম; বুধবার সকালে তিনি মুক্তি পাবেন। বিকেলে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়ে ২৪০ টাকা নিয়ে এলাম। রাত্রে বাবা এবং ভাইয়ের সামনে ভাষণটি শোনালাম; ধীরে ধীরে অতি দ্রুত পঠনের বদভ্যাস থেকে মুক্ত হচ্ছি; খুবই ক্লান্ত লাগছিল; ১০.১৫মিঃয়ে শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ২, সোমবার

৫.১০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। যথানিয়মে কুমারসম্ভব পড়লাম; Dowden-এর Shakespeare-এর Mind & Art পড়লাম। কলেজে সংস্কৃত ক্লাস করিনি; তবে Hudson-এর Critique on Shakespeare পড়েছি; ইংরিজি আর Hydrostatics-এর লেকচার শুনলাম; লাইব্রেরীতে ২টো পর্যন্ত যোগীনের অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু সে দেখা করতে এল না, কথা রাখেনি ব'লে হতাশ হলাম। সুরেন্দ্রবাবুকে স্বাগত জানাবার শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচনায় সভায় উপস্থিত থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কামিনী বল্লে অযথা যাওয়া হবে, তার থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বাগত ভাষণটি তৈরী করা ভাল। রাত্রে বাবাকে আবার ভাষণটি শোনালাম; বাবার মতে সম্পূর্ণ সফল প্রচেষ্টা; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। ১০টায় শয্যা-গ্রহণ।

জুলাই ৩, মঙ্গলবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। সংস্কৃত পাঠ তৈরী করলাম যথারীতি। কলেজে ইংরিজি ও Hydrostatics-এর ক্লাস করলাম, লাইব্রেরীতে বসে Hudson পড়লাম। কাল ভোরে সুরেন্দ্রবাবু যখন মুক্তি পাবেন তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য জেল গেটে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে ছাত্রদের কাছে বিজ্ঞপ্তি এসেছে। বিকেল ৪.৩০ নাগাদ বাড়ি ফিরেছি; কাল ভোরে আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়ারগাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে এলাম। রাত্রে Godfray পড়লাম এবং আইনের পাঠ তৈরী করলাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি; বাদলা রাত্রি।

জুলাই ৪, বুধবার

ভোর ৪.৩০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসের গতি তীব্র, প্রায় সাইক্লোনের মত আবহাওয়া; এই সব কারণে সুরেন্দ্র-

বাবুকে দেখতে যাওয়ায় বাধা পড়লো। ৮টা নাগাদ কলকাতা রওনা হলাম; সিটি কলেজে আইনের ক্লাস ছিল; কলেজে Hydrostatics আর ইংরিজির লেকচার হল। বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত অঙ্কের অধ্যাপক হয়ে আজ থেকে যোগ দিলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে ভোর ৪টেয় মুক্তি দিয়েছে; ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও যারা গেটে উপস্থিত হয়েছিল তারা খুব হতাশ হয়েছে, কিন্তু পরে তাঁর বাড়ি গিয়ে ফুলের তোড়া মালা ইত্যাদি দিয়ে তারা তাঁকে সানন্দ স্বাগত জানিয়েছে। রাত্রে বাবা এবং কাকার সামনে ভাষণটি শোনালাম; কাকাবাবু কিছু কিছু অংশে অমত জানালেন এবং পরিবর্তন করতে বল্লেন; দেখা যাক, কি করা যায়। ১০টায় শয্যাগ্রহণ।

জুলাই ৫, বৃহস্পতিবার

৫টায় ঘুম ভেঙেছে। নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত অনুশীলন করলাম; Hudson-এর Shakespeare পড়লাম; কলেজে ইংরিজি ও Astronomyর ক্লাস হল; বিকেলে Grote-এর Minor Works পড়ছিলাম; অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বাবা এবং কাকার কাছ থেকে জানলাম যে সরকার নাকি সুরেন্দ্রবাবু সংক্রান্ত সভা, জমায়েত, ফাণ্ড তোলা ইত্যাদি সব ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি, এমন কি নিষিদ্ধ অবধি করেছে; এই পরিস্থিতিতে তাঁরা আমাকে ভাষণটি পরিবর্তিতরূপে আবার লিখতে অথবা একেবারেই প্রদান না করতে উপদেশ দিলেন। আমি শেষের পদক্ষেপই গ্রহণ করবো, যদি আন্তরিক মতামত জানালে অপরাধী গণ্য হই, তাহলে ভণ্ডামি করার কোন অর্থ হয় না, শাস্তির ভয়ে নিজের মতকে বিকৃত করা সম্ভব নয়; যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই সেখানে নীরব থাকাই শ্রেয়। রাত্রে Taylor-এর Scientific Memoirs, Vol. 1 পড়লাম। ৯.১৫ নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

জুলাই ৬, শুক্রবার

৫.২০তে উঠেছি। প্রাত্যহিক নিয়মে কুমারসম্ভব থেকে সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম, Hudson-এর Shakespeare থেকে Miracle Plays অধ্যায়টি ঝালিয়ে নিলাম। কলেজে Poisson-এর Chaleur পড়লাম এবং ইংরিজি ও Astronomy-র ক্লাস করলাম; ২টোর পর লাইব্রেরীতে বসে Grote-এর Minor Works পড়লাম; ৩.৪৫ নাগাদ বাড়ি ফিরেছি; অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু বিষন্ন বোধ করছি। যোগীন্দ্রকে পত্র দিলাম, সে যেন আমার সঙ্গে যথাশীঘ্র দেখা করে। রাত্রে Tennyson-এর In Memoriam পড়লাম। ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

জুলাই ৭, শনিবার

ভোর ৫টায় ঘুম ভেঙেছে। যথারীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম ও Wilson থেকে একাংশ অনুবাদ করলাম; Hudson-এর Shakespeare আর Taylor-

এর Memoirs পড়লাম। কলেজে ইংরিজির ক্লাস হল ; Martin আমাদের অঙ্কের ক্লাস' করেননি। লাইব্রেরীতে গিয়ে Hamilton-এর ১৮৩৪ সালে রচিত Phil. Trans-এর Characteristic Function বিষয়ে প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করলাম, অতি কঠিন বিষয়বস্তু, ভাল ক'রে বুঝে পড়তে অনেক সময় লাগবে। যোগীনের সঙ্গে ২টোর সময় দেখা হল, কিন্তু কথাবার্তা হল না, কারণ ক্লাবের সভায় যাবার কথা ছিল ; সুর্যকুমার কারফর্মা জাতিপ্রথা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। আমাকে দু'বার বলতে হল—প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণপ্রথার সমর্থনে এবং বর্তমানে হাস্যকর জাতিভেদকে আক্রমণ ক'রে। ৬টায় বাড়ি ফিরলাম ; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। কাকাবাবুর বাড়ি 'চণ্ডীর গীত' শুনতে গিয়েছিলাম। ১০.৩০-এ শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ৮, রবিবার

৫.১০এ উঠেছি। সারা সকাল ধরে সুরেন্দ্রবাবুর বিষয়ে ভাষণটির পুনর্লিখন তৈরী করেছি, শেষে সযত্নে পরিমার্জন করলাম ; আক্রোশ ও অসন্তোষ-পূর্ণ অংশগুলি পরিবর্তন করে সেই স্থানে অন্যভাবে সংযোজন করলাম ; এত পরিশ্রম করেছি যে ভাষণটি সফল হওয়াই উচিত ; দুপুরে সামান্য ঘুমিয়েছি ; Shakespeare-এর বিষয়ে Courtnay-র Commentary পড়লাম এবং King John-এর উপর লেখা অংশটি সংক্ষিপ্ত করলাম, বিশেষ ক্লান্তিকর কাজ। অনার্স পরীক্ষা নিয়ে শ্যামবাবুর সঙ্গে আলোচনা হল। রাত্রে বাবার সামনে ভাষণটি দিলাম, ভাইও বুদ্ধদেবের উপর তার লেখাটি পড়ে শোনালো। আমার বাজেভাবে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে ; বেশী স্বর তুলতে পারছি না ; চিন্তার বিষয়। শুতে গিয়েছি ১০টার সময়।

জুলাই ৯, সোমবার

৫টায় শয্যাত্যাগ করেছি। যথারীতি কুমারসম্ভব দিয়ে পড়া শুরু করলাম ; Emerson-এর Essays পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Hydrostatics-এর ক্লাস হল ; লাইব্রেরী গিয়ে Poisson-র Chaleur নিয়ে কিছুক্ষণ পড়লাম ; ২টোর পর যোগীন্দ্র দেখা করতে এল, সে জানালো যে সতীশ আমার কপি Minchin থেকে Satistics পড়তে রাজি আছে এবং আমাকে কাল ঐ বইটি কলেজে নিয়ে আসতে অনুরোধ করেছে। Thacker's-এর দোকানে গিয়েছিলাম ; যোগীন্দ্র Great Eastern Hotel পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেল ; Emerson-এর Essays-এর নতুন সংস্করণ এবং অন্যান্য বই কিনলাম ; খুব ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরেছি। Jellet-এর Friction পড়লাম। রাত্রে বাবা, কাকাবাবু, পণ্ডিতমহাশয় ও ব্রজ চক্রবর্তীর সামনে ভাষণটি দিলাম ; তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তনের কথাও বল্লেন। ১০টায় শয্যাগ্রহণ।

জুলাই ১০, মঙ্গলবার

৫.১০এ ঘুম ভেঙেছে। নিয়মমত সংস্কৃত কুমারসম্ভবের পাঠ তৈরী করেছি; সুরেন্দ্রবাবুর বিষয়ে ভাষণটিও পুনর্বিবেচনা করলাম। যোগীন্দ্রের কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলাম যে আমার Minchin-এর কপিটি কলেজে নিয়ে যাবার দরকার নেই, আরও জিজ্ঞাসা করেছে সে আমার Salmon ফেরৎ দেবে কিনা; তার যোগ্য উত্তর দিয়েছি; আমাকে এভাবে বিরক্ত করার তাঁর কি অধিকার আছে?—একাকীত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গ। কলেজে ইংরিজি ও Hydrostatics-এর ক্লাস এবং সংস্কৃত অনুশীলন হল। দিনটি অসহ্য গুমোট, একেবারে শুকিয়ে বাড়ী ফিরলাম, প্রায় উপে যাবার অবস্থা। অভিপ্রেত ভাষণটিতে আরও কিছু সংযোজন করা গেল। Hudson-এর Critique on King John পড়লাম। ১০.৪৫ নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ১১, বুধবার

৫.৩০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। যথারীতি কুমারসম্ভব পড়লাম; ভাষণটিতে, যেমন স্থির হয়েছিল সেইমত পরিবর্তন করা, সংযোজন করা ইত্যাদি সব ক'রে দিয়েছি; সিটি কলেজে আইনের ক্লাস ছিল; আমাদের কলেজে Conics, Hydrostatics আর ইংরিজির ক্লাস করলাম; ২-টোর পর লাইব্রেরীতে গিয়ে বাড়ীতে পড়ার জন্য Poisson-এ Chaleur নিলাম। ভীষণ মাথা ধরেছে, সামান্য জ্বরভাবও রয়েছে; বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা Emerson পড়লাম; বাবাকে পরিবর্তিত ভাষণটি শোনালাম; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; গুমোট, গরম আবহাওয়া। Meyr-এর Wordsworth এবং Arnold-এর Selections পড়লাম। শয্যাগ্রহণ করেছি ৯.৩০-এ।

জুলাই ১২, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত পাঠ তৈরী করলাম; Emerson-ও পড়লাম। কলেজে লাইব্রেরীতে বসে Pontecoulant-এর On monde পড়লাম; ইংরিজি আর Astonomyর ক্লাস হল। আজ লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাসংগ্রহ গ্রাহকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে; ছিমছাম্ ছোট্ট বইটি; কয়েকটি বক্তৃতা বাবাকে পড়ে শোনালাম—লেখার ধরনটি বেশ সহজ ও মার্জিত অথচ অলঙ্কৃত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; সবার উপরে এমন একটি হাস্যরসাসিক্ত যে অনাবিল হাস্যের উদ্রেক না হয়ে যায় না। সন্ধ্যায় বিধু দেখা করতে এসেছিল। রাত্রে Fernivall-এর Introduction to the Leopold Shakespeare পড়লাম। ৯.২০তে শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ১৩, শুক্রবার

ভোর ৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। যথানিয়মে সংস্কৃত কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গটি পড়লাম এবং লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাসংগ্রহ পড়লাম। কলেজ লাইব্রেরীতে বসে Hudson-এ Shakespeare পড়লাম; ইংরিজি এবং Astronomy-র Planetary Theory-র ক্লাস করলাম। ৪টে নাগাদ খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছি। আজ Maxwell-এর জীবনী পড়ছিলাম, তিনি বিশেষ নিয়মানুবর্তী ছাত্র ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন। আমার যদি Maxwell, Thomson প্রমুখের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হ'ত তা'হলে কি ভাবেই না অনুপ্রেরণা পেতাম। রাত্রে বুদ্ধদেবের বিষয়ে তৈরী ভাইয়ের ভাষণটি শুনলাম; তার বলার ধরণ এখনও তেমন ভাল নয়। ১০টায় শুতে গিয়েছি।

জুলাই ১৪, শনিবার

৫.৩০-এ উঠেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদের অনুশীলনী করলাম; লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাবলী পড়া শেষ হল; Somerville-এর Mechanism of the Heavens পড়লাম। কলেজে ইংরেজি ও Conics-এর ক্লাস করলাম, ছাত্র সমিতির সভা, যেখানে আমার ভাষণ দেবার কথা, বোধহয় বৃহস্পতিবার বসবে; সম্ভবতঃ আমিই প্রথম বক্তা; হাজারের বেশি শ্রোতা হবে আশা করা যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় Poisson-এর Chaleur পড়লাম। রাত্রে বাবা, কাকাবাবু, পণ্ডিতমহাশয়, ব্রজমাধব বোস ও ব্রজ চক্রবর্তি'র সামনে ভাষণ প্রদান করলাম; তাঁরা সবিশেষ প্রশংসা করলেন এবং বল্লেন যে, নির্ভুলভাবে বলা হয়েছে। ১০.১৫য় শুতে গেলাম।

জুলাই ১৫, রবিবার

৫.১০-এ উঠেছি। সকালে Messenger of Mathematics এবং Clifford-এর Proof of Miquel's Theorem পড়ছিলাম—বেশ কঠিন, কিন্তু ভারি চমৎকার, একটি নতুন তত্ত্বের আবিষ্কারও বটে। সন্ধ্যেবেলা সত্য এসেছিল; দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; Bowen-এর Hamilton পড়লাম; আবার ভাষণটি সংশোধন করলাম; বলার সময়ে সযত্নে অনুপুঙ্খ পরিবর্তন করলাম। রাত্রে Burnside-এর Theory of Equations পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জুলাই ১৬, সোমবার

৫.২০তে ঘুম ভাঙলো। যথারীতি সংস্কৃত কুমারসম্ভবের ৫ম সর্গ পড়লাম; বুঝতে পারছি, সংস্কৃতই একমাত্র বিষয় যাতে আমি নিয়মিত উন্নতি ক'রে যাচ্ছি। কলেজে ইংরিজি ও Hydrostatics-এর ক্লাস করলাম; সতীশ রায়ের কাছ থেকে

একটি পোস্টকার্ড পেয়েছি; সে আমার কাছ থেকে তার Hydrostatics-এর বইটি ফেরৎ চেয়েছে; ইদানীংকালের থেকে এই চিঠির সুরে অনেক অন্য রকম মনে হল; বোধহয় তার রাগের কিছুটা উপশম হয়েছে; হয়ত আবার কথাবার্তা শুরু করে তাকে জয় ক'রে নেবার পক্ষে এই সময়টি প্রশস্ত; দেখা যাক্। Free Church Hall-এ বৃহস্পতিবার আমাদের সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। বাড়ী ফিরে এসে আমার ভাষণটিতে আরও কিছু অংশ যোগ দিলাম; রাত্রে পড়লাম বটে, কিন্তু সংযোজিত নতুন অংশগুলি বলা তেমন সাবলীল হ'ল না। রাত্রি ১০টায় শুয়ে পড়লাম। সতীশ বসু নাকি কাল সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছে।

জুলাই ১৭, মঙ্গলবার

ভোর ৪.৪৫-এ উঠে পড়লাম। বাবার সামনে একবারও না থেমে অসাধারণ সাবলীলভাবে সম্পূর্ণ ভাষণটি প্রদান করলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে Theosophy নিয়ে আলোচনা হল। কলেজে ইংরিজি, অঙ্ক ও সংস্কৃত ক্লাস করলাম। ২॥টে নাগাদ সতীশ রায়ের বাড়ী গেলাম; সে এবং যোগীন্দ্র, দু'জনেই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলো; মনে হল, তার ক্রোধের উপশম হয়েছে এবং নিজের ব্যবহারের অবিচার বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়েছে। বীডন স্কোয়ারের সভায় তিনজন একসঙ্গে গেলাম এবং কি উপায়ে একটি জাতীয় ফান্ড গঠন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করলাম। সুরেন্দ্রবাবু, কালীচরণবাবু প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করলেন; আট হাজারের অধিক জনসমাগম হয়েছিল; কিন্তু সব বক্তৃতা খুব উচ্চস্তরের হ'ল বলা যায় না—মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল; সতীশ রায়ের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত এলাম। রাত্রি সোয়া নটায় যখন বাড়ী পৌঁছালাম তখন বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছি। শুনলাম বাবাও সভায় গিয়েছিলেন। ১০.১৫য় শুয়ে পড়লাম।

জুলাই ১৮, বুধবার

ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করেছি। সকালে পণ্ডিতমহাশয় আসেননি ব'লে আজ সংস্কৃত পড়িনি; Emerson পড়লাম। সিটি কলেজে গিয়ে আইনের ক্লাস করলাম; কলেজে Conics-এর লেকচার হল (Martin কিছু নোট লেখালেন), ইংরিজি এবং Hydrostatics-এর ক্লাস হল। Prof. Rowe দয়া করে আমাকে তাঁর Ward's Dramatic Literature পড়তে দিলেন, বল্লেন, তিনি সম্ভবতঃ শীঘ্রই বদলী হয়ে যাবেন। কামিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে গিয়ে কাল সুরেন্দ্র-বাবুকে দেবো বলে ভাষণটির কপি করালাম। ৪টেয় বাড়ী ফিরে কালকের জনসভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ করে সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম। রাত্রে ভাষণটি আর পড়া হ'ল না। জ্বরভাব রয়েছে, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। ৮.৩০-এ শয্যাগ্রহণ করেছি।

জুলাই ১৯, বৃহস্পতিবার

৫৷৷টায় উঠেছি। মানসিক এবং শারীরিক অনেক সুস্থ বোধ করছি। ভাষণটি আবার অভ্যাস করলাম, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে প্রয়োজনে পঞ্চাশ হাজার শ্রোতার সামনেও বলতে পারবো। সকালে সংবাদপত্রে দেখলাম সুরেন্দ্রবাবুর মামলা প্রিভি কাউন্সিল নাকচ ক'রে দিয়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; Ward's Dramatic Literature পড়লাম। প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হল Free Church Hall-এ; বাবা ও কাকাবাবুর সঙ্গে সেখানে গেলাম; কিন্তু অসংখ্য জনসমাবেশ হওয়াতে সেখানে স্থানাভাব হল, সেই জন্য চার/পাঁচ হাজারের এক জনতাকে নিয়ে উন্মুক্ত জায়গায় জনসমাবেশ করতে হল। আমি বেশ সাবলীলভাবে ভাষণ দিচ্ছিলাম, হঠাৎ নন্দলাল বাগচী রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে অত্যন্ত বাজে উদাহরণ তৈরী করলো; যখন বিশ মিনিটের মত বলেছি তখন কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোকজন চিৎকার-চেঁচামিচি করতে লাগলো, আমি মধ্যপথে ভাষণ থামিয়ে বসে পড়লাম। নিরাশ হয়েছিলাম, কিন্তু হতাশ হইনি—নীচ হাঙ্গামাকারীদের আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। ১০.১৫য় শুয়ে পড়লাম। আগ্রার রামনাথবাবুর কাছ থেকে আজ পত্র পেয়েছি।

জুলাই ২০, শুক্রবার

৫.১৫য় ঘুম ভেঙেছে। যথারীতি কুমারসম্ভবের ৫ম সর্গ পড়লাম। সংবাদপত্রে সুরেন্দ্রবাবুর গত মঙ্গলবার প্রদত্ত ভাষণের বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে; ভাষণটিকে অতি সাধারণ মানের বলা হয়েছে। কলেজে ইংরিজি ও Astronomyর (McCann আমাদের Orrery দেখালেন) লেকচার হল। আমার নামের এত প্রচার হয়েছে দেখে অবাক হলাম; সবাই প্রশংসা করছে, সফলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে, যদিও ভাষণের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটিই অপঠিত থেকে গিয়েছিল। হায়, অতি সামান্য ক্ষমতা নিয়েও এদেশে নাম কেনা কত সহজ! কলেজের ছাত্ররা নন্দ বাগচীকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে, আর তার সহপাঠীরা তাকে মেরে কলেজ থেকে বার ক'রে দেবে বলে শাসিয়েছে। সতীশ রায় দেখা করতে এসেছিল। ৪টেয় বাড়ী ফিরেছি; তাকে একটা চিঠি লিখলাম, সে এখন সর্বদাই আমার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করছে। বাবাও আমার সাফল্যে বিশেষ আনন্দিত। রাত্রে Emerson পড়লাম; ৯.৪০-এ শুতে গিয়েছি।

জুলাই ২১, শনিবার

৫.২৫-এ উঠেছি। সংস্কৃতে অনুবাদ ও ব্যাকরণ পাঠ তৈরী করলাম; Ward-এর Dramatic Literature পড়লাম। কলেজে গিয়ে ইংরিজি ও Conics-এর ক্লাস করলাম; লাইব্রেরীতে গিয়ে Myer-এর Wordsworth পড়লাম। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল; ২টোর সময় ক্লাবের সভা ছিল; আমার

ভাই বুদ্ধদেব বিষয়ে প্রবন্ধটি পড়লো ; যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও স্বরক্ষেপণে সর্বত্র একই ভাবে জোর দেবার ফলে একটু একঘেয়ে শোনাচ্ছিল। খুব একটা মতবিরোধের অবকাশ ছিল না বলে বিতর্ক মাঝামাঝি রকমের হয়েছিল। Englishman-এ দেখে অবাক হলাম যে আমার বাগ্মিতাকে প্রায় আকাশে তোলা হয়েছে এবং সুরেন্দ্রবাবুকে যথাসম্ভব নিন্দা করা হয়েছে। ৪.৩০-এ বাড়ী ফিরেছি। সতীশ বসুকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটি চিঠি লিখে জানালাম। Levis-এর Life of Goethe পড়লাম। ৯টা নাগাদ শুতে গেলাম।

জুলাই ২২, রবিবার

৫.৩০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। সকালে Bowdich-এর Laplace mechanique celeste পড়েছি ; Lewis-এর Life of Goethe এবং Ward's Dramatic Literature পড়লাম। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর Emerson-এর Essays On History আর Hudson-এর Admirable Critique on Shakespeare পড়লাম। সন্ধ্যেবেলা Salmon-এর Conics পড়ছিলাম, তখন বিধু দেখা করতে এল ; বৃহস্পতিবারের সভার বিষয়ে আলোচনা হল ; তার কাছে শুনে খুবই বিস্মিত হলাম যে আমাকে হতবুদ্ধি করার জন্য আগের থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ; সতীশ বসু সম্পর্কে আমার সন্দেহ তার কাছ থেকে প্রমাণিত হল, নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থেকে সে এখন আমার সঙ্গে অত্যন্ত শীতল ব্যবহার করছে ; তার ধারণা অনুযায়ী আমি হচ্ছি একটি আত্মিক শক্তিহীন বুদ্ধিবাদী নির্বোধ মাত্র ; কিন্তু মাথার উপর ঈশ্বর আছেন। ৯.৪০-এ শয্যাগ্রহণ করেছি।

জুলাই ২৩, সোমবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসের গতি তীব্র। পণ্ডিতমহাশয় আসেননি, তাই সংস্কৃত পড়া হয়নি ; Salmon-এর Conics-এর সম্পূর্ণ ১০ম অধ্যায়টি স্মৃতি থেকে বলতে পারলাম, কোন বিষয়কে দখলে আনার ঐটিই বোধহয় শ্রেষ্ঠ উপায়। কলেজ লাইব্রেরীতে বসেও Salmon পড়লাম ; ইংরিজি কাব্য ও Hydrostatics-এর লেকচার শুনলাম, Dr. McCann সামান্যই আসল কাজ করছেন। সতীশ বসু বোধহয় আমার মনের ভাব কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে, যখন তাকে আমার প্রতি অতি নীচ, ইতর ও গর্হিত মনোভাব পোষণ করতে দেখি তখন আমি উত্তেজিত বোধ করি। সতীশ রায়ের বাড়ী গিয়েছিলাম, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিনি। গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলাম। রাত্রে Myer-এর Wordsworth পড়ে শুতে গিয়েছি ৯.৩০ নাগাদ।

জুলাই ২৪, মঙ্গলবার

৫.১৫-য় উঠেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত অনুশীলন করলাম। যদিবা অনির্দিষ্ট কারণে কোন দিন পড়তে না পারি, লেখার কাজ একদিনও বন্ধ রাখি না। Salmon-এর conics পড়লাম এবং Robert-এর বই থেকে problems করলাম। কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে Thomson-এর Natural Philosophy পড়লাম; ইংরিজি, সংস্কৃত ও Hydrostatics-এর ক্লাস করলাম; সংস্কৃতের অধ্যাপকের থেকে একটু দূরে থাকি, সপ্তাহে একবার, যেদিন অনুশীলনী করানো হয়, সেইদিন দেখা করি। লাইব্রেরীতে বসে প্রমথ সেন ও জ্ঞান মুখার্জীর (৩য় বর্ষ) জন্য Calculus-এর কিছু problems, যেগুলি Mr. Eliot বিরক্তিকর বলে বাদ দিয়েছিলেন, করে রাখলাম। গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। রাত্রে Williamson, Magno, এবং Messenger থেকে একটি নিবন্ধ পড়লাম। ৯.৫০-এ শুতে গেলাম।

জুলাই ২৫, বুধবার

৫.২০ মিঃয়ে উঠেছি। যথানিয়মে কুমারসম্ভবের ৪৭টি শ্লোক পড়ে ৫ম সর্গ শেষ করলাম, ফলে যে একটি দিন নষ্ট হয়েছিল সেটি পূরণ হয়ে গেল; Williamson পড়লাম এবং ভাইকে ইংরিজি পড়ালাম। সিটি কলেজে আইনের ক্লাস ছিল; আমাদের কলেজে ইংরিজি, Conics ও Hydrostatics-এর লেকচার শুনলাম। Martin কিছুই করাচ্ছেন না, শুধুই সময় নষ্ট। Mr. Eliot দেশে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় Mr. Pedler নিযুক্ত হয়েছেন; কিন্তু Mr. Boothকে সরকারি কলেজের Principal নিযুক্ত করা হয়েছে শুনে খুব অবাক হয়েছি— খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের কলেজের সর্বনাশ হবে। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল। রাত্রে Ward's Dramatic Literature পড়লাম। ১০টা নাগাদ শুতে গেলাম। আজ সন্ধ্যায় সত্য এসেছিল দেখা করতে।

জুলাই ২৬, বৃহস্পতিবার

ভোর ৪.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। Williamson-এর Maxima থেকে কিছু problem করলাম; যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলনী করলাম। Macmillan থেকে কিছু প্রশ্নপত্র, Hymer-এর Astronomy এবং Differential Equations কিনলাম; ভাবছি ওদের কাছ থেকে Poisson-এর Chaleur, Bowditch-এর Mechanical Celeste কিনবো; ঐ বইগুলি না হলে চলবে না। Educational Times পেলাম, তাতে আমার একটা problem আছে; Educational Times লাইব্রেরীতে ব'সে পড়ে নিলাম। কলেজে ইংরিজি আর Astronomyর ক্লাস হল। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল, তাকে Educational Times দিলাম; কালীকুমারকে একটা problem ক'রে দিলাম; ৩য় বর্ষের শ্যামলাল দত্তের জন্য Maxim থেকে problem ক'রে দিলাম। পুরনো বিষয়

মনে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় একই পাঠ বারবার অনুশীলন করা। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল, কাকীমা নাকি খুবই অসুস্থ। রাত্রে Hymer-এর Astronomy পড়লাম। ৯.৫০-এ শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ২৭, শুক্রবার

৫.৩০-এ উঠে পড়লাম। যথারীতি সংস্কৃত দিয়ে পড়া শুরু করলাম—ষষ্ঠ সর্গের ৬৫টি শ্লোক তৈরী করলাম, এইভাবে যদি এগোতে পারি তবে আশা করা যায় সংস্কৃতে ভালই নম্বর পাব। Emerson আর Lewis-এর Life of Goethe পড়লাম; শেষোক্ত বইটি খুবই কৌতূহলজনক, Carlyle-এর দার্শনিক চিন্তা ও বক্তব্যের অনেক কিছুই এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; তবে ভাল ক'রে পড়ার সময় বার করতে পারছি না। লাইব্রেরীতে বসে Hamilton-এর Quaternions পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Astronomy-র ক্লাস হল। আভি এবং Thacker's-এর দোকানে গিয়েছিলাম; আভি আমাকে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে Laplace-এর নতুন সংস্করণ ও আরও কিছু দুর্লভ অঙ্কের বই আনিয়ে দেবে। রাত্রে Gauss পড়লাম। শুতে গেলাম ৯.৫০ নাগাদ।

জুলাই ২৮, শনিবার

৫.৩০-এ উঠেছি; তেমন তাজা মনে হচ্ছে না, রাত্রে ঘুমের অসুবিধা হয়েছিল। যথারীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অনুবাদ, অনুশীলনী ইত্যাদি করলাম এবং Hardy-র Quatr. আর Burnside-এর Theory of Equations পড়লাম। কলেজে ইংরিজি ও Conics-এর ক্লাস হল; Myer-এর Wordsworth আজ শেষ করলাম। Mr. Booth দেশ থেকে ফিরে এসেছেন; তিনি বিবাহ করে এসেছেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তিনি এবার Williams, Burnside, Maccay প্রমুখের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'রে এসেছেন; Williams Dynamics-এর উপর একটি বই লিখেছেন। Mr. Booth-কে সম্ভবতঃ হুগলী চলে যেতে হবে; বাস্তবিকই দুঃখের ব্যাপার। ২টো পর্যন্ত লাইব্রেরীতে সতীশের জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে দেখা করতে এল না; নীরবে বাড়ী ফিরে এলাম; তাকে, সতীশ বসুকে এবং বিধুকে চিঠি দিলাম। মঙ্গলবার থেকে ছুটি নেবো ভাবছি। Poisson-এর Chaleur আর Bodwich-এর Laplace পাঠাবার জন্য Macmillanকে ১৪ পাউণ্ড পাঠালাম। রাত্রে Minchin-এর Kinematics পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

জুলাই ২৯, রবিবার

৫.৪৫-এ শয্যাত্যাগ করেছি। William-এর শকুন্তলা পড়লাম। গতকালের সংবাদপত্রে দেখে বিস্মিত হলাম যে Sir Barnes Peacock স্থির করেছেন যে

High Court-এর Summary Trial-এর ক্ষমতা আছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। Laplace (Bodwich)-এর থেকে Mechanique Celeste পড়লাম। কাকাবাবু ও গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল; Griffith-এর রামায়ণটি অলঙ্করণের জন্য এক সেট ছবি প্রকাশ করার ব্যাপারে কাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা হল—হাজার দুয়েক টাকা খরচ পড়বে—খুবই পরিশ্রমের কাজ, তবে করাতে পারলে পৃষ্ঠপোষক মিলবে এবং টাকাও উঠে যাবে। ছুটি নেবার বিষয়ে বাবার সঙ্গে কথা হল। বাস্তবিকই ইদানীং আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ যাচ্ছে। রাত্রে King John পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টায়।

জুলাই ৩০, সোমবার

৫.২০তে উঠলাম। নিয়মমত সংস্কৃত পড়ে ষষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি। Miller-এর Hydrostatics পড়লাম। স্নায়বিক দুর্বলতার কারণ দেখিয়ে বাবার কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়েছি। কলেজে ইংরিজি ও Hydrostatics-এর লেকচার হল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ১০ দিনের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। ১লা অগাস্ট থেকে ছুটিতে বাড়ী থাকবো এবং যথাসম্ভব ভাল করে পড়াশোনা করবো। ২টোর পর সতীশ রায় এসে আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল; সেখানে তার আর যোগীন্দ্রের সঙ্গে গল্প হল; সতীশের জন্য problem ক'রে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে ৪.৫০ পর্যন্ত রইলাম; সে খুবই ভদ্র এবং আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে। ৫টার সময়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। লাইব্রেরী থেকে নেওয়া Sinnet-এর Esoteric Buddhism, সদ্য প্রকাশিত Theosophy-র পাঠ্য-পুস্তক, রাত্রে তার ভূমিকাটি পড়লাম। সতীশ রায়কে Burnside পড়তে দিয়েছি। William-এর Calculus-ও পড়লাম। ৯.২০তে শয্যাগ্রহণ।

জুলাই ৩১, মঙ্গলবার

৫.১০এ ঘুম ভেঙেছে। Minchin-এর Kinematics পড়লাম, নিয়মমত সংস্কৃত অনুশীলনী করলাম। Williamson-এর Calculus এবং Garnett-এর Dynamics থেকে সতীশ রায়ের জন্য কিছু problem করলাম। কলেজে ইংরিজি (Addison) এবং Hydrostatics-এর ক্লাস হল; আজ ছুটি নেবার আগে কলেজে শেষ দিন, হয়ত পুজোর ছুটির পর কয়েকদিন ক্লাস করবো। ২টোর পর লাইব্রেরীতে সতীশ রায়কে problem-এর সমাধানগুলি দিলাম; বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ; ৪টের মধ্যে বাড়ী ফিরেছি। Laplace-এর Mechanique Celeste পড়লাম; বিকেল থেকে বাদলা করে রয়েছে। রাত্রে Minchin-এর Kinematics পড়লাম। ৮.৪০-এ শুয়ে পড়েছি। আগামী কাল থেকে নিয়মানুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে।

অগাস্ট ১, বুধবার

ভোর ৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। ৬.৩০ পর্যন্ত Monier William-এর শকুন্তলার অনুবাদ পড়লাম ; তারপর Hamilton-এর প্রথম পাঁচ অধ্যায় আবার পড়লাম ; কাজটা ক্লান্তিকর, তেমন সহজসাধ্য নয় ; Salmon-এর Conics-এর ১০ম অধ্যায় প'ড়ে পুরোটা লিখে ফেললাম, মনে হয় এর থেকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে এখন আমি সক্ষম। দুপুরে Fowler থেকে Locke-এর জীবনী অংশটুকু সংক্ষিপ্তরূপে লিখে ফেল্লাম ; Garnett-এর Dynamics-এর প্রথম অধ্যায় তৈরী করলাম, তারপর ৫টা পর্যন্ত Shakespeare-এর King John থেকে ১ম অঙ্ক পড়লাম। গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল ; শুনলাম কাকীমা এখনও খুবই অসুস্থ। আজ সত্য এসেছিল, বলছিল, আমি নাকি যথেষ্ট পরিশ্রম করছি। রাত্রে Laplace প'ড়ে শুয়ে পড়েছি তখন ৯.৩০।

অগাস্ট ২, বৃহস্পতিবার

৫.১৫-য় শয্যাত্যাগ করেছি। ৬.৩০ পর্যন্ত যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলনী করলাম এবং Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম ; Hamilton থেকে ১০ম অধ্যায় অবধি তৈরী করলাম ; এই সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম খণ্ড শেষ করা চাই ; Salmon-এর Conics থেকে ১১শ অধ্যায়ের কিছু অংশ, Central Conics করলাম ; দুপুরবেলা Fowler-এর Locke থেকে লেখার যা কিছু কাজ শেষ করেছি—Locke সম্বন্ধে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সুবিধামত সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়েছি ; Garnett থেকে Dynamics পড়লাম ; বিকেল ৫টা অবধি পড়ে Shakespeare-এর King John-এর ৩য় অঙ্ক শেষ করলাম। কাকীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম, এখনও খুবই অসুস্থ। Mescart-এর Electricity এক কপি পেয়েছি। সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম, আমার কাছ থেকে যে Messon-এর Milton নিয়েছিল তা'তে নোনা লেগে বইটির ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষমা চেয়েছে। সত্যর হাতে তাকে একটা চিঠি পাঠালাম। রাত্রে Laplace পড়ে শয্যাগ্রহণ করেছি ৯.৩০-এ।

অগাস্ট ৩, শুক্রবার

৫.১০-এ উঠেছি। Monier William-এর শকুন্তলা এবং কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গ পড়লাম ; Hamilton-এর ১৪ অধ্যায় পর্যন্ত ঝালিয়ে রাখলাম। সতীশ রায় চিঠিতে আমাকে তার বাড়ী যাবার জন্য অনুরোধ করেছে, সেখান হয়ে আমরা Mr. Booth-এর সঙ্গে দেখা করতে যাব, তিনি কাল কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছেন। ১০.৩০ অবধি Salmon-এর Conics পড়লাম ; তারপর একটু ঘুমিয়ে

নিয়েছি; ১২.১৫ নাগাদ কলকাতা যাত্রা ক'রে সতীশ রায়ের বাড়ী গেলাম; সে আমাকে দেখে খুব খুশী হ'ল; যোগীন জ্বরে পড়েছে। আমি আর সতীশ রায় Great Eastern Hotel-এ গিয়ে Mr. Booth-এর সংগে দেখা করলাম; তিনি অতি সহৃদয় ব্যবহার করলেন এবং এক ঘণ্টা ধরে আমাদের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। তারপর Agra Bank-এর কাছে এসে সতীশ রায় ফিরে গেল, আমিও বাড়ী ফিরে এলাম। Mescart-এর Electricty পড়লাম; কাকীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম; রাত্রে Walton থেকে problem করলাম এবং Educational Times পড়ে রাখলাম; সংসার এবং ডাক্তারখানার গতমাসের হিসাবপত্র খতিয়ে দেখলাম। ৯.৩০-এ শুতে গিয়েছি। আজ সত্য এসেছিল দেখা করতে।

অগাস্ট ৪, শনিবার

৫.১৫-য় উঠেছি। যথারীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ ও অনুবাদ করেছি, Hamilton ও Salmon-এর Conics পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি; ১২.৪৫-এ বেরিয়ে ১.৪৫-এ কলেজ পৌঁছেছি; গিয়ে দেখি সব ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছে; Mr. Percival আমাকে ডেকে জানালেন যে আজ বিশেষ কারণে আমাদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতে পারবেন না, তবে তার জন্য যেন কোন মতেই সভা স্থগিত করা না হয়। সর্বসম্মতিক্রমে আমাকেই সভাপতি করা হল; ললিতচন্দ্র মিত্র রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে প্রবন্ধটি পাঠ করার পর খুব উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চল্ল; আমিও সভাপতিরূপে আলোচনায় যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখলাম, যদিও আগে থেকে কোন প্রস্তুতি নিই নি। সতীশ রায়ের সংগে আজ দেখা হয়নি। সন্ধ্যেবেলা Hamilton-এর Metaphysics পড়লাম; শুয়ে পড়েছি তখন রাত্রি ৯টা।

অগাস্ট ৫, রবিবার

৫.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। সকালে Hamilton-এর ১০ম নিবন্ধটি পড়লাম; এক রকম জোর করেই তৈরী করছি, অতি নীরস বিষয়বস্তু, একে কোন মতেই দর্শন বলা যায় না; দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; বিকেলে Hamilton-এর ১ম খণ্ড শেষ করলাম, আগামী কাল থেকে ২য় খণ্ড শুরু করবো; Sinnett-এর Esoteric Buddhism পড়লাম; ইংরিজি দর্শনশাস্ত্র, যদি অবশ্য তাই বলা যায়, আমাদের হিন্দুদর্শনের তুলনায় অপদার্থ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। Salmon-এর Conics পড়লাম; ৯টা বাজতে শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ৬, সোমবার

Monier William-এর শকুন্তলা শেষ ক'রে কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গ পড়লাম; Hamilton-এর ২৩ নং লেকচার শেষ ক'রে Salmon-এর Conics-

থেকে Properties of Conjugate diameters পড়লাম; The Theosophist পড়ে দেখলাম; দুপুরে Myer-এর Shakespeare প'ড়ে একটি সমালোচনা তৈরী ক'রে কণ্ঠস্থ করে নিলাম; Garnett-এর Dynamics থেকে কিছু problem করলাম; Shakespeare-এর King John পড়া সম্পূর্ণ করে Dowden-এর Criticism পড়লাম, 'নবভারত' পত্রিকাটিতে চোখ বোলালাম। আজ বেশ একটানা গাড়ী করে বেড়িয়ে এসেছি; সন্ধ্যেবেলা Salmon-এর Foci আর Garnett থেকে কিছুটা কাজ করলাম। তারপর শয্যাগ্রহণ··· ।

অগাস্ট ৭, মঙ্গলবার

ভোর ৫ ৫-এ ঘুম ভেঙ্গেছে। যথারীতি Monier William-এর শকুন্তলা পড়েছি ও কুমারসম্ভব থেকে অনুশীলনী তৈরী করেছি; Hamilton-এর ২য় খণ্ড থেকে চারটি লেকচার পড়লাম ও Salmon-এর Conics থেকে Central Curve অধ্যায়টি শেষ করলাম। Myer-এর Wordsworth পড়েছি এবং Wordsworth-এর উপর English lakes-এর প্রভাব বিষয়ে একটি নিবন্ধ তৈরী ক'রে রাখলাম; Garnett-এর Dynamics পড়লাম; Shakespeare-এর Cariolanus-এর ১ম অঙ্ক দিয়ে পড়া শুরু করেছি। ভাইয়ের হাতে পাঠানো সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম, আমি তাকে এখন আমাদের বাড়ী আসতে নিষেধ করেছি ব'লে সে অত্যন্ত আহত বোধ করেছে; এই রবিবার তাকে আসতে লিখলাম—তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার যে আমি তাচ্ছিল্য করার মত মানুষ নই। W. Thomson-এর ১ম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধটি পড়লাম; ৯টায় শুতে গেলাম।

অগাস্ট ৮, বুধবার

৫.১৫-য় উঠেছি। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম এবং কুমারসম্ভব শেষ করলাম; একটা ক্লান্তিকর কাজ সম্পূর্ণ হল; Astronomyর ব্যাখ্যা সহকারে Sinett-এর Buddhism বাবার সঙ্গে পড়লাম—আমাদের প্রাচীন যোগীরা অষ্টগ্রহ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। ৮.৩০ নাগাদ বাড়ী থেকে বেরোলাম; সিটি কলেজে আইনের লেকচার ছিল; তারপর আমাদের কলেজে গেলাম, সেখানে এখন বৃত্তিধারীদের জন্য কঠোর নিয়মকানুন করা হয়েছে; লাইব্রেরীতে বসে De Quincy পড়লাম। ১২টার মধ্যে খুব ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী চলে এসেছি। কেদারবাবুকে ২৫ টাকা পাঠিয়ে দিলাম; সুরেশের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—সে বেচারা জ্বরে পড়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলাম; Garnette-এর Dynamics আর Shakespeare-এর Cariolanus পড়লাম; গাড়ী নিয়ে গঙ্গার ধার পর্যন্ত ঘুরে এলাম; রাত্রে Salmon-এর Conics পড়লাম। ৯টা নাগাদ শুতে গিয়েছি।

অগাস্ট ৯, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫.৫-এ শয্যাত্যাগ করেছি। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম এবং যথানিয়মে কুমারসম্ভব থেকে অনুশীলনী করলাম ; Hamilton ঝালিয়ে নিলাম ৩৩ নং লেকচারের শেষ অবধি ; Salmon-এর Conics থেকে Parabola অধ্যায়টি শেষ করেছি ; দুপুরে Myer-এর Wordsworth প'ড়ে প্রাকৃতিক ধর্মের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে রাখলাম, পরে Garnett-এর Dynamics এবং Thomson-এর Natural Philosophy, ১ম খণ্ড পড়লাম। কলকাতা গিয়েছিলাম কাকাবাবুর বাইবেল ইত্যাদি কিছু বই কিনতে ; সুরেশকে লক্ষ্ণৌতে চিঠি লিখলাম ; Mansel-এর Philosophy of Conditions পড়লাম ; রাত্রে শ্যামবাবুর জন্য Statistics-এর কিছু problem করে রাখলাম। শয্যাগ্রহণ ৯.১০-এ।

অগাস্ট ১০, শুক্রবার

৫.১০-এ উঠেছি। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম ; মেঘদূত আরম্ভ করেছি, সমস্ত বইটি পুনর্পঠনের জন্য অন্ততঃ তিন সপ্তাহ লাগবে মনে হয় ; Hamilton-এর Metaphysics পড়লাম এবং Salmon-এর Parabola-র উপর অধ্যায়টি থেকে কিছু কাজ করলাম। দুপুরে Shakespeare-এর Cariolanus-এর ৩য় ও চতুর্থ অঙ্ক দুটি পড়লাম—অতি চমৎকার লাগছে ; ৯.১০ নাগাদ সতীশ রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম ; আড্ডির বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখলাম বইগুলি এখনও এসে পৌঁছায়নি, যদিও আশা করেছিলাম বহু আগেই এসে যাবে। নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। বিকেলে Garnett-এর Dynamics ও রাত্রে Laplace পড়ে রাখলাম। ৯.১৫ নাগাদ শুতে গিয়েছি।

অগাস্ট ১১, শনিবার

৫.১৫-য় ঘুম ভেঙেছে। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম ও যথারীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদের পাঠ তৈরী করলাম ; Salmon-এর কিছু অংশ ঝালিয়ে নিলাম। বেশ কয়েকটি চিঠি লিখলাম, তার মধ্যে একটি সতীশ রায়কে, কারণ সে আমাকে পত্র দিতে অনুরোধ করেছিল ; তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের শুভবার্ষিকী পালন করছি, এক বছর হয়ে গেল, তার সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি সন্তোষজনক ; তার মত বন্ধুর জন্য হয়ত গর্ববোধ করা যায়। দুপুরে Cariolanus শেষ করেছি। কলেজ লাইব্রেরী থেকে Pontecoulent-এর Systems du monde এবং Hamilton-এর Quaternions নিয়ে এসেছি ; এই বই দুটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলে অঙ্ক কিছুটা জানি বলা যাবে। রাত্রে Mansel পড়লাম ; ৯টায় শুয়ে পড়লাম। কাল সতীশ বসু দেখা করতে আসবে। কালিকুমার একটা চিঠি দিয়েছে।

অগাস্ট ১২, রবিবার

৫.৩০-এ উঠেছি। সারা সকাল প'ড়ে Hamilton-এর Metaphysics-এর ২য় খণ্ড শেষ করলাম, গৌণ তথ্যের অগভীর সমাবেশ, পড়া যথেষ্ট ক্লান্তিকর কাজ। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; এ মাসের Theosophist পড়লাম; Garnett এবং Macaulayর Essays on Addison পড়া গেল। যোগীন দাস কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করতে এসেছিল। ৪টে নাগাদ সতীশ বসুও এসেছিল—কলেজের সবাই সাধারণভাবে একমত যে আমি এবার পরীক্ষায় প্রথম হব; কিন্তু আমার নিজের কোন আশা নেই; আরও নানা বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হল; তাকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে সে আমার প্রতি কত অবিচার করেছে; সন্দেহ হয় যে আমার প্রতি তার মনোভাব আর আগের মত নেই; Occult Philosophy নিয়েও কথা হল; ৭.৩০-এ সে চলে গেল। তারপর Macaulay-র Addison শেষ করলাম। শুতে গিয়েছি ৯.১০-এ।

অগাস্ট ১৩, সোমবার

ঘুম থেকে উঠেছি ৫.১০-এ। যথারীতি মেঘদূত থেকে ১২টি শ্লোক পড়লাম এবং Bowen-এর Hamilton পড়লাম। সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম; তাকে চিঠি লিখলাম, ইতিমধ্যে ভাইয়ের হাত দিয়ে তার জন্য বই পাঠিয়েছি। Salmon-এর Conics-এর ১৩শ অধ্যায় থেকে problem করলাম। দুপুরে Locke-এর Conduct of the Understanding পড়ে সংক্ষিপ্ত করতে আরম্ভ করেছি; Garnett থেকেও problem করে রাখলাম। Taming of the Shrew-র প্রথম দুই অঙ্ক এবং তার সমালোচনা পড়লাম। বিকেলে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। Masson-এর Essays জোগাড় করতে পারছি না; কিন্তু ঐ বইটি আমার চাই। রাত্রে Laplace পড়লাম। বিকেল থেকে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। রাত্রে ঘুম হয়নি। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ১৪, মঙ্গলবার

৫.৪৫-এ শয্যাত্যাগ করেছি; শরীর ভার, রাত্রে ঘুম হয়নি। সতীশ রায়কে চিঠি ও বই পাঠালাম; Bowen-এর Hamilton এবং Salmon-এর Conics পড়লাম, কিন্তু তেমন জোর দিয়ে নয়; দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ঠিক ঘুম নয়, কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব; Locke-এর Conduct of Understanding সংক্ষিপ্ত করলাম; Jelett-এর Frictionও পড়লাম, তবে বেশ ক্লান্তভাবে; Taming of the Shrewর ৩য় অঙ্ক আর Ulrici পড়লাম। আবদুল করিমের চিঠি পেয়েছি, তিনি আমাদের ক্লাবে বলতে রাজি হয়েছেন; লাইব্রেরী থেকে Brimleyর Essays নিয়ে এসেছিলাম—একটু উল্টেপাল্টে দেখলাম, রাত্রে Todhunter থেকে Mechanics পড়লাম। ৮.৩০-এ শুতে গিয়েছি। দুই গ্রাম

ব্রোমাইড খেয়েছিলাম।

অগাস্ট ১৫, বুধবার

৫.২০তে শয্যাত্যাগ করেছি। মেঘদূত থেকে ১২টি শ্লোক পড়লাম; কিছু কিছু অংশ অগ্রহণীয় ও অশালীন। Fouk-এর বিশ্লেষণের সাহায্যে Hamilton-এর বক্তৃতাবলী ঝালিয়ে রাখলাম; Salmon-এর Curves থেকে singular curves-এর properties পড়লাম; দুপুরে Brimlay-'র Essays, Garnett-এর Dynamics, Taming of the Shrewর ৪র্থ অঙ্ক। এবং Fleayর Critique পড়লাম। সতীশ রায়ের পত্র পেলাম, এখনও সে Minchin পায়নি, আমি বাস্তবিকই লজ্জিত। রাত্রে Lamb-এর Hydrodynamics পড়ে শুতে গিয়েছি ৯টা নাগাদ।

অগাস্ট ১৬, বৃহস্পতিবার

৫.১০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। কুমারসম্ভবের থেকে যথারীতি অনুশীলনী তৈরী করলাম, এইটিই শেষ পাঠ, বি, এ. পরীক্ষার পক্ষে খুবই সহজ; Jardin-এর বিশ্লেষণের সাহায্যে Hamilton-এর চারটি লেকচার পড়লাম; Salmon-এর Conics থেকে eccentric angles এবং Cambridge Dub. Journal I থেকে Turner-এর প্রবন্ধ পড়লাম, অতি প্রশংসনীয় লেখার শৈলী; অননুকরণীয় ভাবে সাবলীল; Critique on Wordsworth থেকে কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত করেছি; Poisson থেকে Dynamics পড়লাম; Taming of the shrew শেষ হয়েছে, লেকচারের যোগ্য নয়, পরীক্ষার পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। সন্ধ্যেবেলা আভিডর দোকানে গিয়ে Laplace, Cauchy, Abel প্রভৃতি বইগুলি নিয়ে এসেছি। ৯.২০তে শয্যাগ্রহণ।

অগাস্ট ১৭, শুক্রবার

৫,৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। Woodhouse-এর Isoperi থেকে metrical problems পড়লাম, বিষয়বস্তুর আসল ভাব বুঝতে খুব সাহায্য হবে; যথানিয়মে মেঘদূত পড়লাম এবং স্টেটসম্যান দেখলাম; Cauchyর রচনাতে চোখ বোলালাম; Salmon-এর Conics পড়ে ১৩ শ অধ্যায় শেষ করা গেল। দুপুরে Lamb-এর Tales পড়ে সংগৃহীত নতুন বইগুলি সাজিয়ে রাখলাম, Laplace-এর ১ম খণ্ডটি অবিলম্বে শুরু করার প্রস্তুতি নিলাম; আমার বক্তৃতার জন্য করা প্রাথমিক খসড়াগুলি একটু দেখলাম। বিকেলে সত্য দেখা করতে এসেছিল। রাত্রে বাবাকে একটা বক্তৃতা শোনালাম। Minchin-এর বই দুটো সতীশ রায়কে পাঠালাম; তার একটা চিঠি পেয়েছি। সতীশ বসু আমাকে Taming of the Shrew দেয়নি!। ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ১৮, শনিবার

৫.১০-এ ঘুম থেকে উঠেছি। Monier Williams-এর শকুন্তলা পড়লাম; যথানিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুবাদের অনুশীলনী তৈরী করলাম; Bowen থেকে Hamilton পড়লাম এবং বেলা ১০টা পর্যন্ত Salmon-এর Conics পড়লাম; তারপর স্নান ক'রে প্রাতঃরাশ সারলাম। দুপুরে Laplace-এর Mechanique Celeste পড়লাম; ১২.৩০-এ কলেজের দিকে যাত্রা করলাম; সেখানে গিয়ে লাইব্রেরীতে ব'সে Jellet-এর Fricton পড়লাম; সতীশ বসুর সঙ্গে দেখা করে তার হাতে একটি পত্র দিলাম, অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় লেখা, তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের ক্লাবের সভায় গেলাম; Percival অবধারিতভাবে অনুপস্থিত, সভ্যদের উপস্থিতিও স্বল্প; আমাকে সভাপতিত্ব করতে হল, Raleighর উপর কিছুক্ষণ বল্লাম। সতীশ রায়ের বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হল; 'কাদম্বরী' চেয়েছিল, তাকে দিলাম, আগামীকাল সে এবং যোগীন বোধহয় ভবানীপুরে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে কিনা ঈশ্বরই জানেন, আমি অবশ্য তাদের অনুরোধ-উপরোধ কিছু করিনি। রাত্রে Hamilton-এর Quaternions পড়লাম। ৯.৩০-এ শুতে গেলাম।

অগাস্ট ১৯, রবিবার

৫.৪৫-এ উঠেছি। Laplace-এর Mechanique Celeste-এর ১ম অধ্যায় পড়লাম; এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ১ম অধ্যায়টি পড়লাম, তা' সত্ত্বেও যেন তেমন পরিচিত হইনি। সকালে Baconfield-এর বক্তৃতাবলী পড়ছিলাম, একবার শুরু করলে ছাড়া যায় না, তাঁর লেখার সাবলীলতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, তিনি যথার্থ বড় বাগ্মী, তা' না হলে একজন ইহুদী কখনও প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন হ'তে পারতেন না; কিন্তু তাঁর নীতিকে ঘৃণা করি। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। Educational Times থেকে কিছু problems করলাম। ৫.২০তে যোগীন দেখা করতে এল এবং ৬.৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো; কিন্তু সতীশ রায় ভবানীপুরের দিকে এল না। যোগীন বলছিল, সত্য নাকি ইদানীং খুব স্বল্পভাষী হয়েছে; কিন্তু সে তো বরাবরই ঐ রকম। আজ সাউথ সাবারবানের ছাত্ররা এসেছিল আগামী মঙ্গলবার সুরেন্দ্রবাবুর জন্য সভায় আমাকে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ করতে। রাত্রে Cauchy পড়লাম। ৯টা নাগাদ শুতে গেলাম। তার আগে বাবাকে বক্তৃতা শোনালাম।

অগাস্ট ২০, সোমবার

ভোর ৫টায় ঘুম ভেঙে গিয়েছে। Monier William-এর শকুন্তলা এবং মেঘদূত যথারীতি পড়লাম, ১ম খণ্ড এই সঙ্গে শেষ হল। Hornel-এর টীকা এবং Jardine-এর বিশ্লেষণসহ Hamilton পড়লাম; Salmon-এর conics

প'ড়ে Dyer থেকে কিছু problem করলাম; সতীশ রায়কে একটা চিঠির সঙ্গে integral solution-এর বিষয়ে একটা বই পাঠালাম। দুপুরে গভীর মনোনিবেশ ক'রে পড়াশোনা করেছি; Locke-র উপর নোট এবং Dowden-এর Shakespeare প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল, Garnett এবং Walton থেকে problems করলাম। সতীশ বসুর কাছ থেকে অতি করুণ একটি চিঠি পেলাম, তার বিশ্বাস আমি তার সঙ্গে বিরোধ করেছি; কিন্তু আমি তার কাছে নত হবার পাত্র নয়। খুব পরিশ্রান্ত, তীব্র মাথায় যন্ত্রণা, কাঁধে একটা ব্যথা হয়েছে; কাল কি করে বক্তৃতা দেবো জানি না। Carl রচিত Calculus of Variations Thacker থেকে পাঠিয়েছে, কিন্তু খুলে দেখতে পারিনি। ৯.১০-এ শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ২১, মঙ্গলবার

৫ ৪০-এ উঠেছি। একটু নিস্তেজ ভাব, সামান্য জ্বর রয়েছে, ঘাড়ে এবং কাঁধে একটা বিশ্রী ব্যথা; ঠাণ্ডা লেগেছে এবং মাথা ভার হয়েছে। যা হোক, মেঘদূত থেকে এই প্রথমদিন অনুশীলনী তৈরী করলাম। সতীশ রায় ও সতীশ বসুকে চিঠি দিলাম। সারাদিন ভাল করে কোন কাজ হল না, শুয়ে থাকতে হয়েছে, শুধু স্টেটস্‌ম্যান পড়েছি; তন্দ্রা, স্বপ্ন, ঘুমের মধ্যে কাটলো। ৫ ৩০-এ সভায় গেলাম, শরীরের অতি নড়বড়ে অবস্থা, কিন্তু যখন বলতে উঠলাম তখন ভুলে গিয়েছি যে শরীর সুস্থ নেই, বেশ আধঘণ্টা মত বলে গেলাম; তারপর এত দুর্বল লাগছিল যে বসে থাকতে পারছিলাম না; সকলে খুব প্রশংসা করলো, হয়ত কিছুটা আধিক্য ছিল; সুরেন্দ্রবাবু যেমন ভাল বলে থাকেন তেমনিই বল্লেন। ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়লাম। ১০ গ্রেন কুইনিন আর ৬০ গ্রাম ব্রোমাইড খেয়েছি। আমার স্বাস্থ্যের কি অবস্থা!

অগাস্ট ২২, বুধবার

৬টায় উঠেছি। শরীরের অবস্থা তেমন ভাল নয়। নিয়মানুযায়ী মেঘদূত পড়লাম। সিটি কলেজে আইনের ক্লাস করতে গিয়েছিলাম; কলেজে Percival-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আমাদের ইউনিয়ানের বিষয়ে আলোচনা করলাম: স্থির হল যে আগামী বছর থেকে সদস্যদের উপস্থিতির ব্যাপারে কড়া নিয়ম তৈরী করে প্রয়োগ করা হবে। আড্ডিকে বইয়ের দাম হিসাব ক'রে ১৩৮ টাকা দিলাম; কলেজে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও সতীশ রায়ের দেখা পেলাম না। ১২টা নাগাদ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরলাম; নিশ্চিত জ্বর রয়েছে, কিছুই পড়তে পারলাম না; গরম পোশাকে ঢেকে শুধুই বিছানায় শুয়ে রইলাম। ২০ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি।

অগাস্ট ২৩, বৃহস্পতিবার

৫.৪৫-এ ঘুম থেকে উঠেছি। বিশেষ খারাপভাবে ঠান্ডা লেগেছে, গলা প্রায় বন্ধ, কথা বলতে পারছি না। অনেক কষ্টে সতীশ রায়কে একটা চিঠি লিখলাম; অল্প জ্বর রয়েছে, ২০ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি; স্নান করিনি; গরম কাপড় ঢাকা দিয়ে সারাদিনই প্রায় বিছানায় শুয়ে আছি। সন্ধ্যেবেলা বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; শরীরে প্রচুর অস্বস্তি, রাতেও মাথাটা ভার হয়ে রয়েছে; জানি না কবে এই যন্ত্রণাভোগ শেষ হবে। তাড়াতাড়ি মারা গেলেই মঙ্গল, কিন্তু যদি এই দুর্ভোগ অতিক্রম করেও জীবিত থাকি তবে হয়ত শুভ এবং মহৎ কিছু করার জন্য আমি নিয়তিনির্দিষ্ট। Laplace পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিফল পরিণতি।

অগাস্ট ২৪, শুক্রবার

৫.৪০-এ উঠেছি। মেঘদূত পড়লাম যথারীতি; কিন্তু শরীর এখনও বেশ অসুস্থ; সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম; তার নীরবতায় আমি আঘাত পাই; দুঃখের দিনে খাঁটি বন্ধুর কণ্ঠস্বরের মত আনন্দদায়ক আর কিছু নয়। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম; দুপুরে Laplace পড়তে চেষ্টা ক'রে মাত্র দু' পাতা পড়ার পর এত অবসন্ন হয়ে পড়লাম যে তক্ষুনি শুয়ে পড়লাম। নিজেকে রুগ্ন বল্লে বাড়িয়ে বলা হবে না; এই রকম নষ্ট স্বাস্থ্য নিয়ে কোন পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজ যে কি ক'রে করবো! দেখা যাক্ কি হয়; ক্রাচে ভর দিয়ে, ভাঙা হাত নিয়েও যুদ্ধ করে যাব। কুড়ি গ্রেন কুইনিন খেয়েছি।

অগাস্ট ২৫, শনিবার

আজ ঘুম ভেঙেছে ৬টায়। একটু যেন ভাল বোধ করছি। সাবারবান স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্রদের অঙ্কের খাতা দেখছিলাম, একটি ছেলে ১০০ নম্বরে ৯৩ পেয়েছে, খুবই প্রশংসনীয় বলতে হবে। Educational Times এবং Messenger পেয়েছি—প্রথমটিতে আমার এবং সতীশ বসুর দুটি problem বেরিয়েছে, প্রায় ১৫ মাস আগে তার নামে আমি লেখাটি পাঠিয়েছিলাম; যে জন্যই হোক্ এতদিন বিস্মৃত অবস্থায় পড়েছিল, এখন প্রকাশিত হয়েছে; আমি অবশ্য এ খবর তাকে দিইনি, দিলেই তো সে আমাকে 'পণ্ডিত-মূর্খ' ইত্যাদি বন্য অভিধায় ভূষিত করবে! Educational Times-এ প্রকাশের জন্য অভীষ্ট problem-গুলি Mr. Millerকে ডাকে পাঠালাম। Somerville-এর Mechanism of the Heavens পড়লাম। ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়েছি; শুয়ে পড়লাম ৮.৩০ নাগাদ। আজ গিরিশ দেখা করতে এসেছিল।

অগাস্ট ২৬, রবিবার

৫.৪০-এ উঠেছি। সকালে রামনাথবাবুকে চিঠি লিখলাম; Laplace-এর Mechanique Celeste পড়লাম; স্নান করলাম, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সর্দিকাশি শুরু হয়েছে, মাথা ভার; গরম পোষাক পরে নিলাম; Somerville-এর Mechanism of the Heaven পড়লাম। বাবা আবার বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী। বিকেলে গাড়ী ক'রে বোনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সতীশ বসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানলাম সে 'নিয়মমত' বেরিয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ ইদানীং তাকে ভ্রাম্যমাণ ভাবে ধরেছে; কি ক'রে তাকে ধাতস্থ করা যায়?—বোন সঙ্গে ছিল বলে সতীশ রায়ের বাড়ী যাওয়া গেল না। সতীশ রায়ের জন্য Laplace-এর Parallelogram of Forces-এর প্রমাণগুলি সবে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় সতীশ মুখার্জী দেখা করতে এল; তার সঙ্গে ৯টা অবধি কথাবার্তা হল। সে নিয়মিত মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে, প্রথম থেকে সাবধান হবার জন্য তাকে পরামর্শ দিলাম। ৯.১৫য় শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ২৭, সোমবার

৫.৪০-এ ঘুম ভেঙেছে। একটু হেঁটে এলাম, যদিও বেশ দুর্বলতা রয়েছে। যথারীতি মেঘদূত পড়লাম, তারপর সারা সকাল Laplace-এর Mechanique Celeste থেকে Proof of Parallelogram of Forces ব্যাখ্যা সহকারে অনুবাদ করলাম এবং Minchin এর Statistics পড়লাম, পরে সবসুদ্ধ সতীশ রায়কে পাঠিয়ে দিলাম। এখনও পর্যন্ত সে নীরব, আমার ভয় করছে যে তার নৈঃশব্দ কোন অমঙ্গলের পূর্বাভাষ না হয়। দুপুরে Lamb-এর Motion of Fluids পড়লাম—সহজ ও প্রশংসনীয় রচনা; Somerville-এর Mechanism of the Heavens পড়লাম; রাত্রে Jefferyর Essays On Wordsworth পড়লাম; শুয়ে পড়েছি ৯টা নাগাদ। এখনও ঠাণ্ডা লেগে রয়েছে। সত্যর সঙ্গে Thackers-এ গিয়েছিলাম।

অগাস্ট ২৮, মঙ্গলবার

৫.২৫-এ শয্যাত্যাগ করেছি। ভারি বাদলা করেছে, বেরোতে পারলাম না, পণ্ডিতমহাশয়ও আসেননি। ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছি; নাক দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ছে; চা দিয়ে ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিলাম। সতীশ রায়ের কাছ থেকে এখনও কোন চিঠি নেই, অবশ্য সতীশ বসুও এখন শীতল নীরবতা পালন করছে, কারণ তাকে গরম রাখার মত এবং তার খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য এখন নতুন বন্ধুবান্ধব জুটেছে। Rankine-এর প্রবন্ধগুলি পড়লাম, শেষের দিকে Stoke-করা problemগুলি বাস্তবিকই অতি চমৎকার। Veitch-এর Hamilton-এর বিষয়ে বক্তৃতাবলীও পড়লাম, বক্তৃতাপূর্ণ, বিশিষ্ট অবদান, তবে আরও

হয়ত তথ্যপূর্ণ করা যেতো। সন্ধেবেলা ধর্মতলা গিয়ে হেঁটে ফিরে এলাম। রাত্রে Lamb পড়লাম; ৯টায় শয্যাগ্রহণ।

অগাস্ট ২৯, বুধবার

ভোর ৫টায় উঠেছি। William-এর শকুন্তলা বহু কষ্টে আবৃত্তি করলাম; এখনও গলা প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে, আশা করি ৩/৪ দিনের মধ্যে এর থেকে উন্নতি হবে; দুপুরে Laplace থেকে Velocityর demonstration পড়লাম; Laplace-এর তীক্ষ্ণ ধীশক্তিতে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, এভাবে পূর্বে দেখা হয়নি; তবে কবে শেষ করতে পারবো?—ভাই আজ সতীশ রায়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে—সুদীর্ঘ নোট—বিচিত্র সংবাদ—সে General Assembly's Institution-এ বদল করবে—কারণ সেটি যথেষ্ট ন্যায্য কাজ হবে—আমাদের কলেজ অতি বাজে—অধ্যাপকেরা তাঁদের কাজ জানেন না এবং করেন না, যেমন বাবু বিপিন গুপ্ত Calculas করতে পারেন না! এই তো আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের নমুনা! নতুন University Calender পেলাম। সতীশ রায়কে রাত্রে চিঠি লিখলাম। ৯.৩০-এ শুতে গিয়েছি।

অগাস্ট ৩০, বৃহস্পতিবার

৫.৩০টায় উঠেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম। সত্যকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সে এসেছিল, তাকে নির্দেশ দিলাম আজ সতীশ রায়, ইত্যাদি ব্যাপারে কলেজে কি করতে হবে। সারা দুপুর Calender থেকে Optional Mathematics-এর Problem করলাম; পরীক্ষার হলে ব'সে অন্ততঃ ৯৬ শতাংশ পাওয়া উচিত। Nash-এর প্রশ্নপত্র ভালই হয়েছে; প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় Booth-এর Pure Mathematics-এর প্রশ্নপত্র বেশ কঠিন ছিল; গত বছর তাঁর কাছে প'ড়েছিলাম বলে আমি সব উত্তর দিতে পেরেছি। Laplace পড়ছিলাম, ভাই কলেজ থেকে এসে জানাল যে সতীশ রায়ের মত বদলেছে, সে কলেজ ছাড়বে না। বাবা সতীশকে এখানে আনতে চান, সুতরাং কাল তাদের বাড়ী যেতে হবে। রাত্রে Dynamics পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

অগাস্ট ৩১, শুক্রবার

৫.১-৫য় শয্যাত্যাগ করেছি। যথারীতি মেঘদূত পড়লাম, কালিদাসের নামে চালানো সমস্ত জাল অংশগুলি অনায়াসে বোঝা যায়, কারণ সেগুলি খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং আসল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকার একান্ত অযোগ্য। সতীশ রায়কে লিখলাম যে আগামীকালের বদলে আজ তার সঙ্গে দেখা করবো। রামনাথবাবু তাঁর জন্য কিছু problem ক'রে দেবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। Berlin-এর Friedlander থেকে এক কপি Pinsot-এর Rotation পেলাম। ২টো নাগাদ কলেজে রওনা হলাম; তারপর সতীশ রায়, যোগীন এবং হীরালালকে

রবিবার আমাদের বাড়ী আসার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম ; সতীশ বিনা আপত্তিতে আসতে রাজি হল। সোয়া ছটায় বাড়ী ফিরলাম ; হাওড়ার মহেন্দ্র রায়ের পাঠানো এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন ; তাঁকে বই দিলাম। রাত্রে Laplace পড়লাম। ৯টায় শয্যাগ্রহণ।

সেপ্টেম্বার ১, শনিবার

৫·৩০ এ উঠেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত অনুবাদ ও ব্যাকরণের অনুশীলনী তৈরী করলাম। সকালে Poinsot পড়লাম, এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু এমনই অনবদ্য লেখা যে Maxwell ন্যায্যভাবেই সকলকে পড়বার জন্য সুপারিশ করেছেন। রামনাথবাবুর জন্য problem সমাধান ক'রে রাখলাম; ১২৷৷টায় কলেজের দিকে রওনা হলাম; ২টোর সময় ক্লাবের সভা ছিল; Percival সভাপতিত্ব করলেন, আলোচনার প্রসঙ্গ ছিল Washington; প্রথম বক্তা জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রের কণ্ঠস্বর অতি উৎকৃষ্ট, তার কাজে লাগানো উচিত। বাড়ী ফেরার পথে আড্ডির দোকানে গিয়েছিলাম; Poissonর Capillaire Action সমেত অন্যান্য বইগুলি শীঘ্রই পাবার আশা করছি; Poisson পড়ার আন্তরিক ইচ্ছা। রাত্রে রামনাথবাবুর জন্য problemগুলি শেষ করে রাখলাম; ৯.১০-এ শুয়ে পড়েছি। আজ সতীশ বসুর সঙ্গে বেখা হয়েছিল, তার আমাদের বাড়ী একদিন আসার ইচ্ছা।

সেপ্টেম্বার ২, রবিবার

৬টায় শয্যাত্যাগ করেছি। Poinsot প্রায় শেষ পর্যন্ত প'ড়ে ফেললাম, আবার পড়তে হবে, এইবার একবার ভাসা-ভাসা চোখ বোলানো মাত্র হ'ল। সতীশ রায়দের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে কিছু সময় গেল; ১১টার সময় সে এবং যোগীন এসে হাজির, (হীরালাল অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত); সবাই মিলে ১টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া হল। তারা ৪টে অবধি আমার সঙ্গে রইল; সতীশ আমার অঙ্কের বইপত্র দেখলো এবং নানা বিষয় আলোচনা হল; তার থেকে ভাল বন্ধু হয়ত আর দেখিনি, কিন্তু আমি তার কাছে কিছুই আশা করি না, সে এতই ভাল এবং সরল যে তার প্রতি শুধু প্রীতি বোধ করা যায়। রামনাথ-বাবুকে চিঠি দিলাম। সাবারবান স্কুলের Entrance-এর ছাত্রদের ইতিহাসের খাতা পরীক্ষা ক'রে দিলাম। ৯টা নাগাদ শয্যাগ্রহণ।

সেপ্টেম্বার ৩, সোমবার

৫.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ রয়েছে; যথারীতি শকুন্তলা শুরু ক'রে ১ম অঙ্ক শেষ করলাম; বাবা পরীক্ষা ক'রে বল্লেন আমার জ্বর রয়েছে; ১০ গ্রেন কুইনিন খেলাম। তা' সত্বেও শীঘ্র জ্বর বৃদ্ধি পেল, তার সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা ও গা-বমি-ভাব। দুপুরে Jeffrey-র ২য় খণ্ডটি পড়লাম—শ্রদ্ধেয় লেখকদের চরিত্র সম্পর্কে অতি বিকৃত বিচার। সন্ধ্যেবেলা কাকাবাবুর বাড়ীতে এক জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা হল, মনে হয় বিষয়টি ভালই জানেন; ভাবছি

তাকে দিয়ে আমার কোষ্ঠীর ছক করাবো। ১০টার শ্নতে গেলাম।

সেপ্টেম্বর ৪, মঙ্গলবার

৫.৪০-এ উঠে পড়েছি। যথারীতি সংস্কৃত মেঘদ্নতের অন্নশীলনী তৈরী করলাম। Veitch রচিত Hamiltonএর বিষয়ে দ্নটি প্রবন্ধ পড়লাম—অত্যন্ত বিশদভাবে দক্ষতাসহকারে লেখা। দ্নপ্নরে একটু ঘ্নমিয়েছিলাম; Wrighley-র Dynamics থেকে problem করলাম। Dowden-এর Shakespeare আরম্ভ করেছি, কিন্তু এত মাথায় যন্ত্রণা যে সরিয়ে রাখতে হল। সন্ধ্যেবেলা বাবার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Laplace পড়লাম; আজ সেই জ্যোতিষীর সংগে কিছ্ন সময় কাটিয়েছি। ৯.৩০-এ শ্নতে গেলাম। এখনও একটু জ্বরভাব রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ৫, বুধবার

৫.৩০-এ উঠেছি। যথানিয়মে শকুন্তলা পড়ে ২য় অংক শেষ করলাম। কাকাবাব্নর বাড়ীতে সেই জ্যোতিষীর সংগে ছিলাম; তাঁর বিচারে আমি তীক্ষ্ন, ধীমান, কিন্তু টাকাকড়ি বিশেষ জমাতে পারবো না, অন্যান্য তথ্যাদি শীঘ্রই জানাবেন। দ্নপ্নরে সামান্য ঘ্নমিয়েছিলাম। Bowditch-এর অন্নবাদে Mechanique Celeste পড়লাম; Wrighleyর থেকে Dynamical problems করলাম। বিকেলে বাবার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Somerville পড়লাম; ৯.৩০-এ শ্নতে গিয়েছি।

সেপ্টেম্বর ৬, বৃহস্পতিবার

৫.৪১-এ ঘ্নম ভেংগেছে। মেঘদ্নতের থেকে সংস্কৃত অন্নশীলনী তৈরী করলাম; স্টেটস্ম্যান পড়লাম; Fowber-এর Inductive Logic পড়লাম। দ্নপ্নরে Garnett-এর Dynamics এবং Lamb-এর Motion of Fluids পড়লাম; ভাই কলেজ লাইব্রেরী থেকে Bertrand-এর Traite de Calcul integral এনে দিয়েছে, আমায় ভারি প্রিয় বই; সন্ধ্যেবেলা Elliptic Function অধ্যায়টি আবার পড়লাম; আমার এখন শ্নধ্ন diff. calculus পড়তে ভাল লাগে। কবে হাতে পাব কে জানে? ৯.৫০ নাগাদ শ্নতে গেলাম। স্টেটস্ম্যানে প্রকাশের জন্য একটি পত্র পাঠিয়েছি।

সেপ্টেম্বর ৭, শুক্রবার

৫.৩৫-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। শকুন্তলার ৩য় অংক শেষ করলাম, বেশ দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে, আশা করি আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শেষ করতে পারবো। Messenger of Mathematice পেলাম, Smith-এর Elliptic Function-এর উপর নোটটি পড়লাম। Bertrand-এর Calculus পড়লাম, এ বিষয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে যাতে সতীশ রায় যথাশীঘ্র স্নযোগ গ্রহণ করতে পারে।

Emerson-রচিত Essays, ৩য় খণ্ড, পড়লাম, লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লেখা। বাবার সংগে হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাত্রে Demorgan-এর Calculus পড়লাম। ১০.২০ নাগাদ শয্যা গ্রহণ করলাম। তারের মারফত আজ সতীশ রায়কে চিঠি দিয়েছি।

সেপ্টেম্বার ৮, শনিবার

ভোর ৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। নিয়মানুসারে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদের অনুশীলনী তৈরী করলাম; 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম; Prof. Smith-এর Ellip. function-এর উপর নোট প'ড়ে শেষ করেছি, লেখাটির খণ্ডিত চরিত্রের জন্য পড়া অতি কঠিন; যা হোক্, আমি অবশ্য শেষ করেছি। দুপুরে Laplace-এর Mechanique Celeste পড়লাম; বিষয়টি বিশদভাবে পড়ার সময় পাচ্ছি না, B. A. পরীক্ষা হয়ে গেলে Mathematics এবং Physics-এর উপর সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। বিকেলে বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। Calcutta University Calendar থেকে কিছু problem করলাম; ভাইকে ইংরিজি পড়ালাম। ৯॥টায় শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ৯, রবিবার

৫.৩০-এ উঠেছি। Pontecoulant-এর Systeme du Monde পড়লাম, Laplace-এর চমৎকার বিশ্লেষণ। ১০॥টা অবধি Mausel-এর Philosophy of the Conditionea পড়লাম। গিরীন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কাকাবাবুর বাড়ী সত্য, প্রমথের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলাম। দুপুরে Mausel শেষ ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে রাখলাম; Casey-র Sequel-ও পড়লাম। রামনাথবাবুর চিঠি পেয়েছি। তিনি আমার সমাধান করা problemগুলি পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আরও কিছু ক'রে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন; তাঁর মতে আমি এবার পরীক্ষায় নিশ্চিত প্রথম স্থান অধিকার করবো। তাহলে এক ভ্রমাত্মক ভবিষ্যৎবাণী সফল হবে বলতে হবে। আজ সতীশ বসু আসেনি, যদিও আসবে বলে কথা দিয়েছিল, অবশ্য তার ক্ষেত্রে কোন কিছুই বিচিত্র নয়। রাত্রে Laplace আর Somerville পড়লাম। আজও বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ৯.৩৫-এ শুয়ে পড়ছি। আজ হেমেন্দ্র দেখা করেছিল।

সেপ্টেম্বার ১০, সোমবার

৫.২০তে শয্যা ত্যাগ করেছি। সজোরে বৃষ্টিপাতের ফলে পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতে আসেননি। Fowler-এর Inductive Logic-এর ১ম অধ্যায় Gauss-এর নোট সহকারে পড়লাম। ১০॥টা অবধি Salmon-এর Conics এবং স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম; Casey-র Sequel পুরোটাই শেষ করেছি; রামনাথবাবু নির্দেশিত কিছু Problem

করলাম, কিন্তু সব হয়নি। Dowden Edition থেকে Shakespeare-এর Sonnet পড়লাম। বাবার সঙ্গে বোনকে নিয়ে Zoological Garden-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাত্রে Somerville আর Laplace পড়লাম। সতীশ বসুকে তিরস্কারসূচক একটা চিঠি লিখলাম, তার শোধরানো উচিত। ৯.১০ নাগাদ শয্যাগ্রহণ করলাম।

সেপ্টেম্বার ১১, মঙ্গলবার

৫.২৫-এ উঠেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত পাঠাভ্যাস করলাম; 'স্টেটসম্যান' পড়লাম, Hastie মামলায় ন্যায় নিঃসন্দেহে তাঁর দিকে। Dowden-এর Primer Shakespeare পড়া গেল। দুপুরে Hutton-এর Essays on Wordsworth প'ড়ে একটা বিশ্লেষণ লিখে রাখলাম; একই লেখকের Shelly-র বিষয়ে লেখাও লিখে রেখেছি; Hutton-কে অতীন্দ্রিয়বাদী লেখক বলা যায়। সতীশ রায় Integral Calculus-এর বিষয়ে চিঠি দিয়েছে। প্রতিদিন ১০০ টাকা 'ফি'-তে বাবা ২০ মাইল দূরে এক মরণাপন্ন রোগী দেখতে গিয়েছেন; কিন্তু যতক্ষণে তিনি গিয়ে পৌঁছাবেন সেই সময়ের মধ্যে হয়ত রোগীর জীবনাবসান হ'তে পারে। আজ আড্ডির দোকানে গিয়েছিলাম। রাত্রে সতীশ রায়ের জন্য Bertrand-এর Calculus থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে রাখলাম। ১০টার সময়ে শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ১২, বুধবার

৫.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। যথারীতি সংস্কৃত পড়লাম, মেঘদূত ৪র্থ সর্গ শেষ হল, সমগ্র বইটিতে এইটি শ্রেষ্ঠ অংশ। বারবার পড়েছি, কিন্তু কোন ক্লান্তি আসে না। রামনাথবাবুর পাঠানো problemগুলি, সম্পূর্ণ না হলেও, কিছু ক'রে রেখেছি, তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র দিলাম। Dowden-এর Shakespeare থেকে নোট করলাম; Bertrand-এর Calculus থেকে সমাধান ক'রে সতীশ রায়কে চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। দুপুরে Shakespeare-এর King John পড়লাম, অধিকাংশ সুন্দর জায়গাগুলি অনায়াসে মুখস্থ লিখতে পারি। রাত্রে Laplace পড়লাম। বাবা ১টার সময়ে ফিরে এলেন, তিনি গিয়ে পৌঁছাবার পূর্বেই রোগী মারা গিয়েছেন। ৯.২০-তে শুতে গেলাম।

সেপ্টেম্বার ১৩, বৃহস্পতিবার

৫।।টায় উঠে পড়েছি। নিয়মানুসারে মেঘদূতের সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম। 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম। শ্যামবাবুর জন্য একটা problem করে রাখলাম। দুপুরে Bertrand থেকে Calculus পড়লাম। কিছু অংশ বেশ কঠিন, যদিও গত বছর বইটি একবার বেশ যত্নসহকারে প'ড়ে রেখেছিলাম; সামান্য অংশ সতীশ রায়ের জন্য অনুবাদ করলাম। Laplace আর Somerville

পড়লাম, Poinsot-এর Calculus-ও দেখে রাখলাম—Laplace-এর বেশ ভাল সংক্ষিপ্তকরণ। সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম, Integral Calculus-এর বিষয়ে যে বইটি দিয়েছিলাম সেটি সে শেষ করেছে। রাত্রে Cambridge Problems, 1848-1850 পড়ে রাখলাম। ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়েছি। সতীশ বসু এখনও কঠিন নীরবতা পালন করছে—আমার সোমবার লেখা চিঠিরও কোন জবাব নেই।

সেপ্টেম্বার ১৪, শুক্রবার

৫.২৫-এ ঘুম থেকে উঠেছি। নিয়মমত মেঘদূতের ৫ম সর্গ শেষ করলাম, ৪র্থ সর্গের থেকে নিকৃষ্ট মনে হল; 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম Hastie-র মামলা শেষ হয়েছে, কাল রায় বেরোবে। শ্যামবাবুর সঙ্গে ব'সে কিছু problem করলাম; Inductive Logic পড়লাম; দুপুরে Bertrand-এর evaluation of integrals অধ্যায়টি অনুবাদ করলাম। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গিরীন্দ্রকে কিছুক্ষণ পড়ালাম। আগামী বছরের পূর্বে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। সতীশ রায়ের চিঠি পেলাম। Brown আর Thackers'-এ গিয়েছিলাম, কিছু বই পাওয়া গেল। হেমেন্দ্র এসেছিল দেখা করতে। ১০টায় শুতে গিয়েছি।

সেপ্টেম্বার ১৫, শনিবার

৫.৪০এ শয্যা ত্যাগ করেছি। যথারীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অনুবাদের পাঠ তৈরী করলাম। সতীশ রায়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দীর্ঘ পত্র দিলাম; কিন্তু তার সঙ্গে একদিন ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করতে হবে। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা পড়লাম। দুপুরে Somerville পড়লাম; লন্ডন থেকে Zollner-এর Trans-Physics হাতে এসেছে—চমৎকার বই, যদিও বেশী পড়তে পারিনি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার জন্য চুপচাপ শুয়ে থাকতে হল। বিকেল থেকে জ্বর এসেছে; একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, রাত্রে ২০ গ্রেন কুইনিন খেলাম। ভাল ঘুম হল না, কষ্টকর স্বপ্নের মধ্যে কাটলো। Macmillan থেকে কোন খবর পাইনি, এতদিনে পাওয়া উচিত ছিল। Friedlaendarকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সেপ্টেম্বার ১৬, রবিবার

ভোর ৪.৪০-এ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সারা সকালটা Laplace প'ড়ে কাটলো। Hastie-মামলার রায় শুনলাম; তার মাত্র ৪ পয়সা জরিমানা হয়েছে; কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে জিতবে; নিঃসন্দেহে সত্য তার দিকে ছিল। দুপুরে কিছু পড়তে পারলাম না; বাঁ পায়ে তীব্র ব্যথা, liniment লাগালাম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। Zollner-এর অনুবাদ কিছুটা পড়লাম; অবশ্যই সতীশ বসু আসেনি, আমি বাঁচলাম কি মরলাম তার আর কিছু যায় আসে না; রাত্রে ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিলাম; ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ১৭, সোমবার

ভোর ৪.৫০-এ উঠে পড়েছি। নিয়মমত শকুন্তলা পড়লাম। ৬ষ্ঠ অঙ্ক শেষ হল; আর একদিন পড়লেই শেষ হয়ে যাবে, যদিও এই পড়া বিশেষ আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। 'স্টেটসম্যান' পড়লাম। শনিবার সিটি কলেজে বিচারক শ্রীমিত্রের দেওয়া ভাষণটিও বেরিয়েছে—তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ তুলে দেবার সুপারিশ করেছেন; এ বিষয়ে বাবার সংগে কথা হল, তিনি আমাকে স্টেটসম্যানে একটি উত্তর লিখে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। দুপুরে Lamb-এর Motion of Fluids পড়লাম; সন্ধ্যেবেলা বাবার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; পাঠাবার জন্য লেখাটির প্রথম খসড়া তৈরী করলাম, কাজটা ভালই। ৯টা বাজতে শুতে গিয়েছি।

সেপ্টেম্বার ১৮, মঙ্গলবার

৫টায় উঠেছি। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম, এখনও মেঘদূতে আটকে আছি; Herschel-এর Astronomy পড়লাম। আমার প্রবন্ধটির জন্য আরও দুটি সারণী যোগ করা প্রয়োজন, সেই জন্য বাবার নির্দেশমত কলেজে গিয়ে লাইব্রেরীতে সব Calcutta Calendar ও Minutesগুলি বার ক'রে সারণী দুটি তৈরী ক'রে নিলাম। কালীকুমার, কুমুদিনী ও সতীশ বসুর সংগে দেখা হল। আভিডর দোকানে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে সতীশ রায়ের কাছে; Integral Calculus ও Educational Times-এর বিষয়ে আলোচনা হল। ৫টার সময়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। আজ আর হাঁটতে বেরোইনি। প্রবন্ধটি শেষ করলাম। রাত্রে Emerson-এর ৩য় খণ্ড পড়লাম। ৯॥টায় শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ১৯, বুধবার

৫.২০তে শয্যা ত্যাগ করেছি। নিয়ম অনুযায়ী সংস্কৃত শকুন্তলা পড়লাম, বইটি শেষ হল, এরপর বছরের বাকি দিনগুলি অনুশীলনী তৈরী করবো। প্রকাশ করার জন্য লেখা প্রবন্ধটি কপি করলাম এবং স্টেটসম্যানের সম্পাদকের নামে ডাকে দিলাম; দুপুরে Mechanique Celeste পড়লাম; মাঝে মাঝে পড়লে তেমন কাজ হয় না; কিন্তু প্রথমে আমাকে Hamilton শেষ করতেই হবে। সতীশ বসুর একটা চিঠি পেলাম; Educational Times (reprint) Vol. 38 পড়ে যে problemগুলি দাগ দিলাম সেগুলি সতীশ বসুকে নিজের খাতায় নোট করে নিতে হবে; তাকেও চিঠি দিলাম। রাত্রে Somerville পড়লাম। শুয়ে পড়েছি ৯টা নাগাদ। আজ বাবার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

সেপ্টেম্বার ২০, বৃহস্পতিবার

৫.১০-এ উঠেছি। যথারীতি মেঘদূতের অনুশীলনী লিখলাম; 'স্টেটসম্যান' পড়লাম—আমার প্রবন্ধের কোন স্বীকৃতি নেই। হয়ত লেখাটি বেশী দেরীতে

পৌঁছেছিল। ভাইকে ইংরিজি পড়ালাম। দুপুরে Mechanique Celeste পড়লাম। স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে যথার্থই বিস্মিত হলাম, আমার প্রবন্ধটির প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে কথা দিয়েছেন যথাশীঘ্র সেটি প্রকাশ করবেন। বাবা এ খবরে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর সংগে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Emerson পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ২১, শুক্রবার

ভোর ৪.৫০-এ ঘুম ভেঙেছে। মেঘদূতের সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম, আজই শেষ দিন। Thomson-এর প্রবন্ধাবলী পড়লাম। 'স্টেটস্‌ম্যান' দেখলাম —আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে, খুব কাছাকাছি ক'রে এক কলম ধরে ছাপা; বেশ কয়েক কপি কিনে Booth, Bellet, Percival, McCann প্রমুখকে পাঠালাম। প্রায় সবাই আমার লেখা বলে চিনতে পেরেছেন। দুপুরে এ মাসের Educational Times আর Reprint Volume, 39 পড়লাম। ভাই কলেজ থেকে ফিরে জানালো যে ঐ ব্যাপারে সেখানে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে; কিন্তু সবাই লেখাটি আমার বলে ধরতে পেরেছেন; একমাত্র বিচারক-মিত্রের খোশামুদেরা ছাড়া আর কেউ অসন্তুষ্ট হয়নি। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Mechanique Celeste পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

সেপ্টেম্বার ২২, শনিবার

৫.১০-এ উঠেছি; নিয়মানুসারে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদের পাঠ লিখলাম। 'স্টেটসম্যান' দেখলাম; Dyce-এর Shakespearean Glossary পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম। Godfraya Astronomy পড়ছিলাম, এটা একটা বাজে ব্যাপার যে নিশ্চিতভাবে ফর্মুলাগুলি সর্বদাই বিভ্রান্ত করে। ভাই সতীশ রায়ের চিঠি নিয়ে এসেছে; বইয়ের দোকানে গিয়ে Poison-এর Capillaire সমেত আমার সব বই নিয়ে এলাম; মাত্র ২৫ টাকা দাম লাগলো, আমি নিঃসন্দেহ যে এর আসল মূল্য বহুগুণ বেশী। রাত্রে Taite & Steele-এর Particle Dynamics পড়লাম। ৯।।টায় শুতে গেলাম। Thackers' থেকে Brunoa Binaries Formes বইটি এসেছে।

সেপ্টেম্বার ২৩, রবিবার

৫.২০তে শয্যা ত্যাগ করলাম—ভাল করে ঘুমের অভাবে শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। সারা সকাল, সারাদিন ধরে Poison-এর Action Capillaire পড়লাম—অসাধারণ কাজ—মোটামুটি সহজ লাগছে, তার একটি কারণ, Laplace-এ কোন কোন transformation-এর সঙ্গে ইতিপূর্বেই কিছু পরিচয় ছিল; আমার কপিটি জীর্ণ, কিন্তু খুব শোচনীয় অবস্থা নয়। রাত্রে Somerville-এর Mechanism, Lamb-এর Fluid Motion-এর অধ্যায়টি এবং

Bruno থেকে একটি অধ্যায় পড়ে রাখলাম। আজ সতীশ বসু দেখা করতে এসে ৪টে থেকে ৪৷৷টে অবধি ছিল। ৯টা নাগাদ শয্যা গ্রহণ করেছি।

সেপ্টেম্বার ২৪, সোমবার

৫.২০-তে উঠেছি; শকুন্তলার ১ম সর্গের অনুশীলনী তৈরী করলাম; অবশ্য আজই প্রথম দিন, শেষ করার পক্ষে দু' সপ্তাহ যথেষ্ট হবে মনে হয়। চার ঘণ্টা—৭টা-১১টা—বিশেষ মনোযোগ সহকারে Poisonএর Capillaire পড়লাম—বেশ ভালই লাগলো। স্নান ক'রে খেয়ে নিলাম; 'স্টেট্স্ম্যান' পড়লাম। এখনও পর্যন্ত চিঠির জবাব পাইনি। Educational Times পড়লাম; সতীশ রায়ের জন্য কিছু problem-এ দাগ দিলাম। রাত্রে Poison পড়লাম। ১০.৩০ নাগাদ শুয়ে পড়লাম—বড় কঠিন পরিশ্রম হয়েছে আজ।

সেপ্টেম্বার ২৫, মঙ্গলবার

৫.২৫ এ শয্যাত্যাগ করেছি। শকুন্তলার সংস্কৃত পাঠ তৈরী করলাম। 'স্টেটসম্যান' পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, 'Fair Play' নাম দিয়ে আমাকে আক্রমণ ক'রে অত্যন্ত অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত একটি লেখা বেরিয়েছে; তৎক্ষণাৎ তার উপযুক্ত উত্তর লিখে গিরীনবাবু মারফৎ Mr. Knightকে পাঠিয়ে দিলাম, তিনি কথা দিয়েছেন সেটি যথাশীঘ্র প্রকাশ করবেন। বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫.২০ পর্যন্ত Poison পড়ে শেষ করলাম, অবশ্য সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার জন্য আবার পড়া দরকার—বুঝতে সবই পারছি, কিন্তু সব স্মরণে রাখা খুব কঠিন। রাত্রে Educational Times পড়লাম। শুয়ে পড়েছি তখন ৯টা ২০ হবে। সতীশ রায়ের একটা চিঠি পেয়েছি।

সেপ্টেম্বার ২৬, বুধবার

৫.৩০-এ ঘুম ভাঙলো। শকুন্তলার অনুশীলনী করলাম। 'স্টেটসম্যান' দেখলাম। আমার চিঠি এখনও প্রকাশিত হয়নি; Brunoর Binaries Formes পড়লাম। কলেজে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আড্ডির দোকানে গেলাম আমার হিসাবপত্র ঠিক করতে। কলেজে কেবলমাত্র Hydrostatics-এর ক্লাস হ'ল, শুধু শুধু সময় নষ্ট। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল এবং অনেক আলোচনা হ'ল; লাইব্রেরী থেকে Solid Geometry নিয়ে তাকে দিলাম; সে আমাকে এক কপি 'সমাজ' দিল—সম্পাদক আমাকে অজস্র নিন্দা করেছে, কিন্তু এতই নীচ ও নির্বোধের মতো যে কোন ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা প্রতিবাদ করার অযোগ্য মনে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম; স্নানের ঘরে প'ড়ে গিয়ে কোমরে, হাতে এবং গোড়ালিতে তীব্র ব্যথা। ৯টায় শুতে গেলাম।

সেপ্টেম্বার ২৭, বৃহস্পতিবার

৫.৪০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম না। 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম, এক কলমের অর্ধেক জুড়ে আমার লেখা বেরিয়েছে। কলেজে গিয়ে দেখি ঐ চিঠির ব্যাপারে সেখানে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, আমার লেখা বলে সকলেই বুঝতে পেরেছে, কারণ লেখার শৈলীতে নাকি আমার বৈশিষ্ট্য ধরা যাচ্ছে; সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল; ইংরিজি, Astronomy ও সংস্কৃতের ক্লাস হ'ল। অতি পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম; হাঁটুতে তীব্র বেদনা; রাত্রে Dynamics পড়লাম। সতীশ মুখার্জী দেখা করতে এসেছিল। Ward-এর Dramatic Literature-এর ১ম খণ্ডের কিছুটা পড়লাম। ৯টা শয্যাগ্রহণ।

সেপ্টেম্বার ২৮, শুক্রবার

৫.৩০-এ উঠলাম। সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম; হাঁটুতে বিশেষ ব্যথা; 'স্টেটসম্যান' দেখলাম; Astronomy পড়লাম। কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত, Astronomy-র ক্লাস হল। McCann আমাকে একটা problem ক'রে দেখালেন। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে Educational Times দিলাম; তার কাছে শুনলাম যোগীন নাকি আমার সমর্থনে চিঠি লিখেছে, তবে ঐ ইতর সম্পাদকের নির্বোধ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল না। বিকেলে বোনকে পড়ালাম। রাত্রে Ward-এর Dramatic Literature পড়লাম। সত্য আজ দেখা করতে এসেছিল। ৯॥টায় শুয়ে পড়লাম।

সেপ্টেম্বার ২৯, শনিবার

৫.২৫-এ উঠলাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদের পাঠ তৈরী করলাম। সতীশ রায়ের জন্য Educational Times পড়লাম। কলেজে ইংরিজির ক্লাস হ'ল। Prof. Rowe আমাদের কিছু প্রশ্ন দিলেন এবং নিশ্চিতভাবে বল্লেন যে আমরা ঐগুলি Senate House-এ গিয়ে (পরীক্ষায়) দেখতে পাব। সতীশ রায়ের দেখা পেলাম না। লাইব্রেরীতে গিয়ে Illbert Bill-এর বিষয়ে Hobhouse-এর লেখা প্রবন্ধটি পড়লাম—অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ লেখা। যুক্তির প্রতিবাদ করা একান্ত অসম্ভব। ৩॥টা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। রাত্রে Laplace আর Somerville পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম। সোমবার দেখা করতে ব'লে সতীশ রায়কে চিঠি দিলাম, আর বিধুকে ও আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিতে অনুরোধ করে।

সেপ্টেম্বার ৩০, রবিবার

৫.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। সকালে Emerson পড়ছিলাম ; তাঁর লেখার সব চেয়ে বড় গুণ যে কখনই একঘেয়ে মনে হয় না, মনের অবস্থা যেমনই হোক না কেন—আনন্দিত বা দুঃখিত, বিষাদগ্রস্ত বা নির্বিকার, কিছুক্ষণ পড়লেই যেন চিন্তার উত্তরণ হয় এবং মানুষের কার্যক্রমের উপর দৃশ্যমান সুপ্রভাব বিস্তারিত হয়। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম। সতীশ রায়ের জন্য Educatonal Times-এর ২য় খণ্ড পড়লাম। রাত্রে Laplace পড়লাম। হাঁটুর ব্যথাটা সম্পূর্ণ যায়নি। বিশেষ দুঃখের কথা যে আমার বড়ই স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। ৯.২০তে শুতে গেলাম।

অক্টোবর ১, সোমবার

৫.৪০-এ উঠেছি। এখনও হাঁটুতে তীব্র ব্যথা। শকুন্তলার অনুশীলনী তৈরী করলাম; এ সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে মনে হয়। 'স্টেট্‌সম্যান' পড়লাম। কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত ও Astronomy-র ক্লাস হল। সতীশ রায়কে তিন খণ্ড Education Report দিলাম। "সময়" পত্রিকা যোগীনের প্রতিবাদ পত্র সম্পূর্ণ ছাপেনি; ব্যঙ্গাত্মক টিপ্পনি কেটে কিছু কিছু উদ্ধৃতি বিকৃত করেছে, সম্পাদকটি অতি কপট এবং আপাদমস্তক নির্বোধ; Indian Nation-এ এন. এন. ঘোষ আমার পত্রের সমালোচনা করেছেন, পর্বতপ্রমাণ ভুলে ভর্তি—যদি প্রতিবাদ করার সময় হাতে থাকতো! রাত্রে Stoke-এর লেখা পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ২, মঙ্গলবার

৫.২০-তে ঘুম ভেঙেছে। Educational Times-এর আর একটি খণ্ড পড়লাম; Salmon-এর Confocal Conics-এর উপর অধ্যায়টি কিছুটা আয়ত্তে এনেছি। কলেজে ইংরিজি আর Astronomyর লেকচার হ'ল; আজ বর্তমান সেশানের শেষ দিন ছিল, সেই হিসাবে অত্যন্ত ঢিলেঢালা কাজকর্ম হ'ল; ২টোর পর সতীশ রায় আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গেল, তাকে Conics পড়ালাম। সে পরীক্ষার জন্য খুবই পরিশ্রম করছে; বারবার উপরোধ করায় সেখানেই খেলাম, ভয় করছিল পাছে তাকে আঘাত দিয়ে ফেলি। গুরুদাসবাবুর দোকান হয়ে বাড়ি ফিরলাম। হেমেন্দ্র মিত্র দেখা করতে এসেছিল। রাত্রে Conics পড়লাম। শুতে গেলাম ৯.২০তে।

অক্টোবর ৩, বুধবার

৫।।টায় শয্যা ত্যাগ করলাম। Laplace পড়লাম। 'স্টেটসম্যান' পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করলাম বি. ভি. গুপ্তর পক্ষ অবলম্বন ক'রে ১১ জন ছাত্র স্বাক্ষর দিয়ে একটি পত্র ছেপেছে; এই সব বিবেকবর্জিত লোকজন যদিও আসলে অধ্যাপকের বিষয়ে খুবই অসন্তুষ্ট, কিন্তু স্পর্ধাপূর্ণ অসততার সঙ্গে তাঁকে পত্রিকায় প্রশংসা করেছে। আমি তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবো। ১১।।টা নাগাদ বিস্মিত ও আনন্দিত ক'রে সতীশ রায় আমার ঘরে এসে হঠাৎ হাজির; তার বোনের মেয়ে খুব অসুস্থ ব'লে সে বাবাকে নিয়ে যেতে এসেছিল; বাবা এবং আমি ৩.৪৫ নাগাদ তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে স্টেটসম্যানের সম্পাদককে চিঠি লিখলাম। রাসবিহারীবাবুর কাছে

গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হল না। রাত্রে Educational Times পড়লাম। ৯টায় শয্যা গ্রহণ করলাম।

অক্টোবর ৪, বৃহস্পতিবার

৫.২৫-এ ঘুম ভেঙেছে। যথারীতি সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম—শেষ অঙ্কের আগের, অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অঙ্ক শেষ হল; পুজোর ছুটির পূর্বে এই শেষ। কাল রাত্রে যে চিঠি লিখেছিলাম সেটা কপি করে স্টেটসম্যানের সম্পাদক Mr. Knightকে ডাকে পাঠালাম। স্টেট্সম্যান পড়লাম। দুপুরে Ward-এর Dramatic Literature পড়লাম, বড়ই গুরুভার বিষয়বস্তু, তবে পরীক্ষার জন্য অন্ততঃ আয়ত্তে আনতেই হবে। রাত্রে Laplace পড়লাম। আজ বাবা সতীশ রায়েদের বাড়ি গিয়েছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাইনি। ১০টা বাজতে শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ৫, শুক্রবার

৫.৩০-এ উঠেছি। সারা সকাল Laplace পড়লাম; প্রথম খণ্ডের পুনর্পঠন প্রায় শেষ হয়েছে; 'স্টেটস্ম্যান' দেখলাম। দুপুরে Pontecoulant-এর systeme du monde পড়লাম; আমার একান্ত ইচ্ছা বি. এ.-র পাঠ্যপুস্তকের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনপ্রাণ অঙ্কশাস্ত্রে যেন নিয়োগ করতে পারি। আজ রাত্রে শকুন্তলা পড়লাম। বাবা সতীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন, বাঁ হাতে একটা তীব্র ব্যথা থাকাতে আমি যেতে পারিনি। ৯.৩০-এ শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ৬, শনিবার

৫.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। Abott-এর Shakespearean Grammar পড়লাম; স্টেটস্ম্যান দেখলাম—আমার চিঠি, A. M. সই করা, প্রকাশিত হয়েছে, আমি খুবই পরিমিত ভাষা ব্যবহার করেছি। দুপুরে Ward-এর Dramatic Literature পড়লাম, অনুপুঙ্খ সব মনে রাখতে পারছি না, হয়ত অত প্রয়োজনও নেই, তবে নামগুলো দারুণ। বিকেলে Bright-এর বক্তৃতাবলী পড়লাম। বাবা সতীশ রায়েদের বাড়ী গিয়েছিলেন, আজকাল তাঁকে বড়ই পরিশ্রম করতে হয়। রাত্রে Somerville পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম। Messenger of Mathematics-এ Ellip. Function-এর বিষয়ে Smith-এর লেখাটি পড়লাম; আজই সকালে হাতে পেয়েছি।

অক্টোবর ৭, রবিবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করলাম; কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়েছে; ৩ খণ্ড Educational Times পড়লাম, সতীশ রায়ের জন্য যা দাগ দেবার প্রয়োজন ছিল তা' শেষ হল; স্টেটস্ম্যানের supplement পড়লাম। দুপুরে Laplace

এবং Hamilton-এর Quaternions-এর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়লাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে সতীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, সে আমাকে দেখে খুব খুশী হ'ল ; তাকে Educational Times-এর খণ্ডগুলি দিলাম ; সে স্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত আমার লেখার তথ্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চায়। রাত্রে Clifford-এর Dynamics পড়লাম। ৯৷৷টায় শয্যাগ্রহণ।

অক্টোবর ৮, সোমবার, দুর্গাপুজা

৫.৫০-এ ঘুম থেকে উঠেছি। সকালে শকুন্তলা পড়লাম ; দুপুরে Hamilton থেকে ৭টি লেকচার আবার পড়লাম ; Locke-এর বিষয়ে নোটটি প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল, Salmon থেকে Conics এবং Price-এর Trilinears-ও পড়া হল। Thacker থেকে Gatty-র Key to In Memoriam পেলাম, সত্যই কাজের বই, যে সব পংক্তিগুলি নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম, সেগুলি রীতিমত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। হীরালালের সঙ্গে বিকেলে দেখা হবার ফলে নির্বোধের মত বাবার সঙ্গে সতীশ রায়ের বাড়ি যাবার সুযোগ নষ্ট করলাম। রাত্রে Laplace পড়লাম। ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ৯, মঙ্গলবার

৫.৪৫-এ উঠেছি। সকালে শকুন্তলা পড়লাম, Monier William-এর অনুবাদ প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। Hamilton-এর Metaphysics পড়লাম, এই বইটি আমাকে মৃতবৎ ক্লান্ত করে ফেলেছে ; যে problemগুলি আমাকে মানসিকভাবে চিন্তা করায়, তার একটিও এই বই থেকে সমাধান করতে পারিনি। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। Emerson পড়লাম। কালিঘাটের তীর্থযাত্রী নিয়ে চলন্ত ট্রামের নিরবধি আওয়াজে কোন কাজ হল না। রাত্রে Laplace পড়লাম। ৯৷৷টায় শুতে গিয়েছি।

অক্টোবর ১০, বুধবার

৯টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। রাত্রে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিক্ষিপ্ত ঘুমের ফলে মাথা ভার। গাজীপুর থেকে বড় জ্যাঠামশাই আসায় বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম— তিনি বাঁকুড়ায় বিনোদাকে দেখতে যাবেন স্থির ক'রে সেই সুযোগে আমাদেরও দেখে যাবেন বলে এসেছেন। প্রায় সারা দিনটা তাঁর সঙ্গে অঙ্কের বিষয়ে আলোচনা ক'রে কেটে গেল। সন্ধ্যেবেলায় ব্রজ চক্রবর্তী এবং বাবা আমাকে বল্লেন, গত ১লা অক্টোবরে প্রকাশিত Indian Nation-এ লেখাটার প্রতিবাদে এক্ষণি একটা উত্তর লেখা দরকার ; ব্রজবাবু আমাকে সেদিনের কাগজের একটা কপি দিলেন। Laplace পড়লাম ; ১০টায় শয্যাগ্রহণ। বাবার সঙ্গে সতীশ রায়কে দেখলাম, তার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে।

অক্টোবর ১১, বৃহস্পতিবার

৬টায় উঠলাম। উত্তর লিখে ফেল্লাম; লিখতে এবং সংশোধন করতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগলো। বাবাকে পড়ে শোনালাম, তিনি খুব ভাল কিছু নির্দেশ দিলেন। দুপুরে লেখাটি পুনরায় সংশোধন ক'রে নিয়ে আবার ভাল ক'রে পড়লাম; স্টেটস্‌ম্যানে পাঠাবো ভাবছি। Laplace-এর বিষয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। রাত্রে Godfray-র Astronomy প'ড়ে কিছু problem ক'রে রাখলাম। ১০টা নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

অক্টোবর ১২, শুক্রবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে। Hamilton-এর একটা লেকচার পড়লাম। ৭টা নাগাদ সত্য এল; সারা সকাল কেটে গেল প্রতিবাদটি তাকে dictate করতে এবং পরে কপি তৈরী করতে; প্রায় দু' কলাম জায়গা নেবে মনে হয়। দুপুরে সে (সত্য) লেখাটি Mr. Knight-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং ১৷৷টা নাগাদ ফিরে এল; Mr. Knight-এর সঙ্গে লেখাটির বিষয়ে বহুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে—তাঁর বক্তব্য, এ ব্যাপারে নীরবতাই শ্রেয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই, Knight ছাপবেন কিনা সন্দেহ, যদি তিনি না ছাপেন তা'হলে আমি অন্য প্রকাশকের কাছে যাব। আজ বড় জ্যাঠামশাই বাঁকুড়ায় চলে গেলেন। বাবা আমার সঙ্গে পূর্ণবাবুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তিনি আমাকে Bodwich-এর Laplace পড়তে দিয়েছেন; তিনি স্বশিক্ষিত, তবে তাঁকে পণ্ডিত মানুষ বলা যায় না; Laplace-এর বিষয়ে আলোচনা হল।

অক্টোবর ১৩, শনিবার

৫.৫০-এ উঠলাম। Salmon-এর Conics পড়লাম; সকালে স্টেটসম্যান্ খুলে অবাক হ'য়ে দেখলাম 'ক্রমশঃ' বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আমার লেখার প্রথম ৪ অনু-চ্ছেদ ছাপা হয়েছে। Thomson-এর একটি প্রবন্ধ পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি; উঠে দেখলাম, যোগীন্দ্র আমার জন্য অপেক্ষা করছে; সে বাবাকে জানাতে এসেছে যে রোগিনী সুস্থ হয়েছে, তাঁর আর যাবার দরকার নেই। সতীশ রায় নাকি আজ বাড়ি যাচ্ছে, তার সঙ্গে গতকাল দেখা করলে ভাল হ'ত; যোগীন্দ্র আমার লেখাটি পড়লো। রাত্রে Mechanism of Heavens পড়লাম। ৯৷৷টায় শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ১৪, রবিবার

৫.৫০-এ ঘুম ভাঙলো। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম। হীরালালের কাছে গিয়েছিলাম। সে খুব পড়ছে, আশা করা যায় পরীক্ষায় বেশ ভাল করবে। আমার লেখাটির বিষয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে কথা হ'ল, তিনি আমার

সঙ্গে একমত হলেন, কারণ বক্তব্যটি সঠিক মনে হয়। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম ; তারপর Godfray-র Astronomy থেকে problem করলাম এবং Pontecoulant-এর systeme du monde-এর ১ম খণ্ডটি পড়লাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে একটা Astronomical problem-এর solution কপি ক'রে রাখলাম।

অক্টোবর ১৫, সোমবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। Monier William-এর শকুন্তলা পড়লাম ; Hamilton পড়ছিলাম যখন স্টেটসম্যান হাতে এল ; আজ আমার প্রতিবাদ পত্রের অবশিষ্টাংশ ছাপা হয়নি, হয়ত স্থানাভাবে। Godfray পড়লাম। ১১টায় কলকাতা রওনা হলাম, Thacker বন্ধ দেখে আশুর দোকানে গেলাম, সেটিও বন্ধ দেখে সতীশ বসুর বাড়ি গেলাম, সে-ও ছিল না। তারপর সেখান থেকে ব্যানার্জীর বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। বাড়ি ফিরে এলাম ক্লান্ত হয়ে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। সন্ধ্যেবেলা বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বাঁ কানটায় একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করছি। রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। ৯টার মধ্যে শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ১৬, মঙ্গলবার

৬।।টায় শয্যা ত্যাগ করেছি—গত রাত্রে ঘুমের অভাবে আজ তেমন তাজা লাগছে না ; কানের ব্যথাটা বাড়বার দিকে—কথা বলা বা মুখ খোলা যাচ্ছে না, সারাদিনে একবারও শক্ত খাবার খেতে পারিনি। Indian Nation-এ লেখার প্রতিবাদে আমার পত্রের শেষাংশ আজ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়েছে ; একই বিষয়ে আরও একটি চিঠি বেরিয়েছে—লেখক 'ম'—কে এই লোকটি ? দুপুরে Laplace-এর Mechanique Celeste-এর ১ম খণ্ডের ২০০ থেকে ২০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে কিছু চিন্তাভাবনা করা গেল। সন্ধ্যেবেলা অতিরিক্ত এক কপি স্টেটস্ম্যান নিয়ে এলাম। ৯।।টায় শয্যা গ্রহণ।

অক্টোবর ১৭, বুধবার

৬.২৫এ উঠলাম। ব্যথা এখনও রয়েছে, তীব্রতা একই বোধ করলাম। Gatty-র Key to Tennison's In Memoriam পড়ছি, খুবই সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে বইটি থেকে ; দুপুরে Godfray-র Astronomy পড়লাম। ২টো নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে Thacker-এ গেলাম, সেখানে কিছুই বইপত্র পাওয়া গেল না ; তারপর আশুর দোকানে গিয়ে Aryabhatta's Astronomy, জার্মান সংস্করণটি এবং আরও কিছু বইপত্র পেলাম। ৪।।টেয় বাড়ি ফিরে এলাম। সংস্কৃত Astronomy পড়লাম, বিশেষ সুবিধা হ'ল না, লেখার ধরন অত্যন্ত কঠিন, ভাব বোঝাও সহজ নয়, বেশ সময় লাগবে। বি. এ. পরীক্ষা শেষ হবার

আগে আর খাবো না। রাত্রে Somerville পড়লাম। ১টায় শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ১৮, বৃহস্পতিবার

রাত্রি ৩টা নাগাদ ভাইয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল; তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় প'রে গিয়ে দেখলাম তার উরুতে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে, প্রবল জ্বর আসার পূর্বের অবস্থামত প্রচণ্ড কাঁপুনি হচ্ছে; বাবাকে ঘুম থেকে তুলে দিলাম; সকাল ১১টা পর্যন্ত ভাইয়ের পাশে বসে রইলাম; খুব কষ্ট পাচ্ছে; ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর উঠে গিয়েছে। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে Bengal Bank-এ যেতে হ'ল Government promissory notes জমা দেবার জন্য। রাত্রে কিছুক্ষণ আর্যভট্ট পড়লাম। ১০টায় শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ১৯, শুক্রবার

৬টায় উঠেছি। পুজোর ছুটি শেষ হবার পর সংস্কৃত শিক্ষক ফিরে এসেছেন; সংস্কৃত পাঠ্য বিষয়ে একটি প্রশ্নপত্র দিয়ে সময়মত উত্তর লিখে রাখতে বল্লেন, কারণ ভাইয়ের দেখাশোনার জন্য আমি খুবই ব্যস্ত রয়েছি। এখনও সে রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়নি; অনবরত বমি হবার ফলে কোন ওষুধ ধরে রাখতে পারছে না; মাথা কামিয়ে দিয়ে ৫ সের বরফ মাথায় দিয়ে রাখতে হচ্ছে। নিশ্চিত রাত্রে ঠাণ্ডা লাগার ফলেই এই আক্রমণটি হয়েছে; সে সারা রাত্রি পড়ে আর সেই ভোর পর্যন্ত সব জানলা খুলে রেখে দেয়; তারপর সারা দিন ঘুমোয়; এই অভ্যাস চলবে না। রাত্রে Godfraya Astronomy পড়লাম। ৯।৷টায় শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ২০, শনিবার

৬টায় উঠেছি। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়া শুরু করলাম; গতকাল সারাদিনে যা অনুশীলনী তৈরী করেছিলাম সেগুলি সংশোধন করালাম, আরও কিছু প্রশ্ন নির্দিষ্ট করা হল। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। ভাই আজ অনেক ভাল আছে, জ্বর একেবারে ছেড়ে গিয়েছে, আবার আসার আশঙ্কাও নেই। বিকেলে Pontecoulant পড়লাম; পণ্ডিতমহাশয় ও শ্যামবাবুর সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাত্রে Laplace পড়লাম; আমার ঘরটায় বড় পোকামাকড় হয়েছে, আগুনের ভয় দেখিয়েও তাড়ানো গেল না। ৯।৷টায় শুতে গেলাম। আজ শ্যামবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।

অক্টোবর ২১, রবিবার

ভোর ৫.৪৫-এ ঘুম ভেঙে গেল। সকালে Salmon-এর Conics-এর ১০ম অধ্যায় শেষ হল, Conics পড়া এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে, কিন্তু পরীক্ষার হলে বসে বইয়ে পড়া বিষয়বস্তু বিবৃতি লেখা বেশ কঠিন কাজ। দুপুরে ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। Williamson-এর Differential Calculus-এর Envelopes অধ্যায়টি প'ড়ে রাখলাম। আগামী কাল থেকে কলেজ খুলে যাবে, স্বাভাবিকই আজ আর কাজে তেমন মন বসছে না। রাত্রে King John পড়লাম; ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

অক্টোবর ২২, সোমবার

৬টায় উঠেছি। যথারীতি মেঘদূতের সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম। সকালে Indian Nation পড়লাম, আমাকে গালি দিয়েছে বটে কিন্তু আমার যুক্তিগুলিকে ধূলিসাৎ করার কোন চেষ্টা করেনি। কলেজে সংস্কৃত, ইংরিজি ও Astronomyর লেকচার হল—একমাত্র শেষোক্ত বিষয়টিতেই যা' আসল কাজ হল। ৪টে নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। কলেজে সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যে বইটি দিয়েছিলাম, সেটি ফেরৎ দিল। Indian Nation-এর ব্যাপারে সম্মানজনক নীরবতা পালন করতে সকলে আমাকে উপদেশ দিচ্ছে, আমিও একমত। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। Thacker থেকে Argand-এর Imaginery Quantities কিনে নিয়ে এসেছি; এখন আর এই সব নোট পড়ার সময় নেই, জানুয়ারী পর্যন্ত সব সরিয়ে রাখলাম। রাত্রে Coriolanus পড়লাম। ৯.৫০-এ শুয়ে পড়েছি।

অক্টোবর ২৩, মঙ্গলবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। যথানিয়মে মেঘদূতের অনুশীলনী তৈরী করলাম; স্টেটসম্যান পড়লাম; Gossman-এর Schoole of Abuse পড়লাম, এমন কিছু কঠিন নয়। কলেজে ইংরিজি, Astronomy ও সংস্কৃত ক্লাস হল, শেষোক্ত ক্লাসটি করিনি। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল; সে Educational Times থেকে কপি করেনি, তবে Integral Calculus পড়ছে, নিঃসন্দেহে সৎ কর্ম। কলেজ থেকে ফিরে কেন যে এত ক্লান্ত বোধ করি তাই ভাবি। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। Monier Williams-এর শকুন্তলা পড়লাম। ৯.৫০-এ শয্যা গ্রহণ করেছি।

অক্টোবর ২৪, বুধবার

৬টায় উঠেছি। যথরীতি মেঘদূতের ভেজাল শ্লোকগুলির অনুশীলনী তৈরী করলাম। Salmon থেকে Conics পড়লাম; কলেজে ইংরিজি আর Astronomyর লেকচার শুনলাম। Rowe তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে আমাদের বেশ কিছু ভাল ছবি দেখালেন। ২টোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে আড্ডির বইয়ের দোকানে গেলাম; আমাদের প্রয়োজনীয় বইপত্র এখনও আসেনি, তবে আশা করা যায় দুই-একদিনের মধ্যেই আসবে। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। আজ Thacker's থেকে ৫ খণ্ড Quarterly Journal পেলাম; রাত্রে Coriolanus পড়লাম। একটি

গিরিন্দ্র ছেলে দ্বটি বই চেয়েছে, কাল দিয়ে দেবো। ৯.৪০-এ শ্বতে পড়লাম।

অক্টোবর ২৫, বৃহস্পতিবার

৬টায় ঘ্বম ভেঙেছে। মেঘদ্বতের পাঠ লিখলাম। Quarterly Journal of Mathematics, Vol. 74-এ Angus-এর নোট পড়লাম; কলেজে লাইব্রেরীতে গিয়েও ঐ একই বিষয়ে পড়লাম—ঐটিকে বিস্তারিত করে যে McCayর Extension of Ptolemy's Theorise (Euc. VID) সেখান থেকে পড়লাম; Astronomy ও ইংরেজির ক্লাস করলাম। ৩.৫০-এ পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছি। Godfrayর Astronomy পড়লাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম Abbot-এর Shakespearean Grammar পড়লাম। শ্বয়ে পড়েছি ৯টা নাগাদ।

অক্টোবর ২৬, শুক্রবার

৬টায় উঠলাম। যথানিয়মে মেঘদ্বতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগ্বলির উপর অনুশীলনী তৈরী করলাম। স্টেটসম্যান পড়লাম। কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত ও Astronomyর ক্লাস হ'ল—ঐ বিষয়ে instrument শেষ হবার সঙ্গে সম্প্রূর্ণ পাঠক্রম শেষ হল। ২টোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে আশ্বির বইয়ের দোকানে গেলাম—Conway-র Emerson এবং Hamilton-এর Lectures on Quaternions কিনলাম; শেষোক্ত বইটির দাম পড়লো ৪৬—টাকা বইটিকে ভাল ক'রে কাজে লাগাতে হবে। রাত্রে Hamilton-এর ভূমিকা পড়লাম—কঠিন বিষয়বস্তু, রীতিমত technical. শ্বতে গেলাম ৯টায়। সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম—তাকে জানালাম যে আমি McCay-র Theorem-এর উপর দ্বটি proof পেয়েছি।

অক্টোবর ২৭, শনিবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। Wilson-এর ৪র্থ খণ্ড থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম ও অনুবাদ করলাম। Conwayর Emerson পড়ছিলাম—অতি মাত্রায় অতীন্দ্রিয়বাদী। গাজীপ্বর থেকে জ্যাঠামশাইয়ের একটি পত্র পেলাম। কলেজে ইংরিজির ক্লাস হল; Prof. Rowe আমি ইদানিং যে সব চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেছি সেগ্বলি সংগ্রহ সম্প্রূর্ণ ক'রে তাঁকে দিতে বল্লেন। সতীশ রায় ১টার সময়ে দেখা ক'রে বললো কলেজে যেন আমি ৩টে পর্যন্ত অপেক্ষা করি, সে বড়বাজার থেকে ফিরে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। ৩.১৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন সে এল না তখন বাড়ি ফিরে এলাম। মাথাটা ভার হয়ে রয়েছে। এ মাসের Educational Times পড়লাম, তাতে আমার একটি problem বেরিয়েছে। সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম। Prof. Booth এমনি বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিবিধ আলোচনা হল। তিনি আমাকে Lame-এর Elasticite বইটি পাঠিয়ে দিতে বল্লেন; অগাধ বিদ্যাচর্চা করেছেন। ৯টায় শয্যা-গ্রহণ।

অক্টোবর ২৮, রবিবার

৫.৪৫-এ ঘুম ভেঙেছে। ৮.৩০ পর্যন্ত Godfrayর Astronomy পড়লাম। ব্রজ চক্রবর্তীর কাছে গেলাম এবং Statesman, Indian Nation-এ আমার যত লেখা বেরিয়েছে সেগুলি Prof. Rowe-এর জন্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলাম, সেগুলি মোড়কে বেঁধে তার সঙ্গে Rowe-কে ভূমিকা লিখে চিঠি দিলাম। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে চিঠি দিলাম। রামনাথবাবুকে লিখলাম, সঙ্গে Booth-এর McCayর theorem-এর proof পাঠালাম। জ্যাঠামশাইকেও চিঠি লিখলাম। দ্রুত একবার Lame-এর Elasticite-এ চোখ বুলিয়ে নিলাম, হয়ত কয়েক সপ্তাহের জন্য হাতছাড়া করতে হবে। বাবার সঙ্গে বেরিয়ে হেঁটে এলাম। রাত্রে Somerville পড়লাম। শুয়ে পড়লাম ৯টা নাগাদ।

অক্টোবর ২৯, সোমবার

৬টায় উঠেছি। যথানিয়মে মেঘদূতের প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির অনুশীলনী লিখলাম। Lame-এর বইটি মোড়কে বেঁধে Prof. Boothকে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত করলাম, সঙ্গে তাঁকে পত্র দিলাম। কলেজে গিয়ে ইংরিজি, সংস্কৃত ও অঙ্কের ক্লাস করলাম; Prof. McCann আজ আমাদের Hydrostatics-এর কিছু problem দিলেন, তার থেকে আমি একটি ক'রে দেখালাম যেটিতে McCann অবধি ধাঁধায় পড়ে গেলেন; problemটি সম্পূর্ণই Pure Mathematics-এর অন্তর্ভুক্ত। ২টোর পর সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম; সে আমাকে Differential Calculus-এর Theory of Concavity এবং Theory of Convexity ব্যাখ্যা করে দিতে অনুরোধ করলো। বাড়ি ফিরে Post Masterকে একটা খুব কড়া চিঠি লিখলাম—Lame-এর বইটি ডাকে দেবার জন্য ঠিকমত মোড়ক বাঁধা হয়নি, এই অজুহাতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। রাত্রে Gregoryর examples পড়লাম। ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

অক্টোবর ৩০, মঙ্গলবার (কালীপুজা)

৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি। আজ সংস্কৃত শিক্ষক আসেননি, কালীপুজার জন্য ছুটি আছে। সকালে Salmon-এর Geometry পড়লাম। দুপুরে Coriolanus-এর Rugby সংস্করণে সংযুক্ত টীকা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিকেলে বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Laplace-এর ২য় খণ্ড পড়ছিলাম, কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে ক্রমশঃ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। এই মৌসুম, অন্ততঃ আমার পক্ষে, বছরের মধ্যে সব চেয়ে দুরূহ সময়। হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। Friedlaenderকে আজ টাকা (২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং) পাঠালাম।

অক্টোবর ৩১, বুধবার (কালীপূজা)

৬টায় উঠেছি। নিয়মমত মেঘদূতের প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির অনুশীলনী তৈরী করলাম—সুদীর্ঘ রচনা। সকালে স্টেটস্‌ম্যান্‌ পড়লাম; Somerville-এর Mechanisms of Heavens পড়লাম। দুপুরে Hamilton-এর Lectures on Quaternions পড়লাম—কঠিন বিষয়বস্তু। প্রায়ই ভাবি এগুলি পড়া আগামী বছরের জন্য স্থগিত রাখবো, কিন্তু কিছুতেই আর লোভ সামলাতে পারি না। বাবার সংগে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে King John পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

১৮৮৩
নভেম্বার ১—নভেম্বার ৩০

নভেম্বর ১, বৃহস্পতিবার

৬-টায় ঘুম ভেঙেছে। যথারীতি মেঘদূতের অনুশীলনী তৈরী করলাম। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব পালিত হচ্ছে। কলেজ যাবার পথে দেখলাম যোগীন ভবানীপুরের দিকে আসছে। কলেজে ইংরিজি, সংস্কৃত, অঙ্কের ক্লাস করলাম, Dr. McCann problem করালেন। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল না, সে আজ অনুপস্থিত ছিল, সম্ভবতঃ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালনের জন্য। ৩.৩০-এ খুব ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Godfrayর Astronomy পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

নভেম্বর ২, শুক্রবার

৬টায় উঠেছি। যথা নিয়মে সংস্কৃত পাঠ লিখলাম। একাধিক চিঠি পেয়েছি ঃ (১) রামনাথবাবু গত P. R. S. পরীক্ষার থেকে কিছু প্রশ্নোত্তর লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন—এমন কিছু কঠিন কাজ নয়; (২) McMillan থেকে চিঠি এসেছে—Poisson পাওয়া যাবে, কিন্তু Bodwich E 24 (২৪ পাউন্ডের) এর কম পাওয়া যাবে না—কি করবো জানি না; (৩) Mr, Miller London Mathematical Societyতে আমার সদস্যপদভুক্তির জন্য লিখেছেন অবিলম্বে আমি যেন Tucker-এর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করি, তিনি আমাকে সমর্থন করবেন কথা দিয়েছেন; (৪) Friedlaender থেকে Hirsch-এর Integral Table এসেছে। কলেজে আজ ইংরিজি ও অঙ্কের ক্লাস হ'ল; Prof. Rowe সর্বসমক্ষে আমার লেখার উচ্চ প্রশংসা করলেন, বল্লেন, আমার লেখার ধরণের (স্টাইল) সঙ্গে খাঁটি ইংরেজের লেখার কোন পার্থক্য নেই। যোগীন দেখা ক'রে জানিয়ে গেল সতীশ রায় অসুস্থ; শুনে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, সে জ্বরে ভুগছে। ৪টের সময়ে বাড়ী ফিরলাম; বাবাকে বল্লাম সতীশকে দেখতে যেতে—তিনি গিয়ে দেখে কুইনিন খেতে দিয়েছেন।

নভেম্বর ৩, শনিবার

৬টায় শয্যাত্যাগ করেছি। নিয়মানুসারে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম ও অনুবাদ করলাম; Hirch-এর integral tables পড়লাম। ১০-৩০এ কলেজ পৌঁছালাম; Mr. Booth যোগ দিয়েছেন—L. Dirichlet-এর একটি theorem-এর multiple definite integ. বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল; তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন। Prof. Rowe-এর আজই ছিল শেষ দিন; অন্যান্য নিয়মিত লেকচারগুলি হ'ল না। ২টোর পর সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম। পরে

বাবাও গিয়েছিলেন ; সতীশ পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে, জ্বর নেই, তবে রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে। বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে Salmon-এর Three Dimension-এর নবসংস্করণটি পড়লাম। আজ Theatre Royal-এ Baldwin দেখতে গিয়েছিলাম—খুবই উৎকৃষ্ট ইন্দ্রজাল, আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ। ১২.১২য় শয্যাগ্রহণ।

নভেম্বর ৪, রবিবার

৬.১৫য় ঘুম ভেঙ্গেছে। রামনাথবাবু যে problemগুলি ক'রে দিতে বলেছিলেন সেগুলি করলাম এবং পরিচ্ছন্ন করে কপি করে দিলাম ; Gross-এর Algebra-র কয়েক পাতা পড়া গেল ; এতেই সারা সকাল কেটে গেল। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম ; Wilson-এর Geometry পড়লাম এবং প্রদত্ত অনুশীলনীগুলি সমাধান করলাম ; রামনাথবাবুকে চিঠি দিলাম ; Hamilton-এর Lectures on Quaternions-এর কয়েক পৃষ্ঠা পড়লাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। নুরুন্দীনের বাগানে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করা গেল। রাত্রে Todhunter-এর Trigonometry পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

নভেম্বর ৫, সোমবার

৫.৪৫-এ উঠেছি। সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী করলাম ; মেঘদূত আজ শেষ হয়ে গেল, কাল থেকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র শুরু করবো। রামনাথবাবুকে আমার Mascart-এর কপিটি পাঠালাম, সঙ্গে চিঠিও দিলাম। আজ সকালে স্টেট্‌স্‌ম্যানে Osborn-এর লেখা Burke এবং Warren Hastings-এর বিষয়ে অনন্যসাধারণ প্রবন্ধটি পড়লাম। আড্ডির দোকানের হিসাবপত্র মিটিয়ে ফেল্লাম। কলেজে ইংরিজি (Webb) এবং অঙ্ক (problems) হ'ল। যোগীন দেখা ক'রে জানালো যে সতীশ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে ; তাকে দেখতে গেলাম, জ্বরটা আবার ফিরে এসেছে, তবে এখন একটু ভাল আছে। খুবই পরিশ্রান্ত বোধ করছি, একটু জ্বরভাব হয়েছে, ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিলাম। হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। Mr. Tuckerকে পত্র দিলাম ; Rowe উচ্চ প্রশংসা ক'রে আমার যে পেপারগুলি Prof. Pedlerকে দিয়েছিলেন সেগুলি তিনি ফেরৎ দিয়েছেন। ৯-১৫-য় শুতে গিয়েছি।

নভেম্বর ৬, মঙ্গলবার

ভোর ৫-২৫-এ ঘুম ভেঙেছে। মাইল খানেক হেঁটে এলাম। আমাদের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে পড়লাম। সকালে Poinsot-এর Rotation পড়লাম। কলেজে গিয়ে লাইব্রেরী থেকে নিয়ে Gervinus on Shakespeare পড়লাম ; ইংরিজি (Webb) এবং অঙ্কের (Dr. McCann problems করালেন) ক্লাস হল। ২টোর পর সতীশ রায়কে

দেখতে গেলাম, তার জ্বর ছেড়েছে ; সে আগামীকাল থেকে কলেজ যেতে চাইছে ; মনে হয়, বাড়ি থাকলেই ভাল, বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ৪-৩০-এ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাত্রে Palgrave পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯.২০ নাগাদ।

নভেম্বর ৭, বুধবার

৫.৩০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র পড়ছিলাম, নিয়মগুলি খুবই সারবান, কিন্তু বোঝা কঠিন, বিশেষ যেখানে উদাহরণ কাজে লাগানো হয়। সকালে Williams-এর Differential Calculus পড়লাম, Maclaurin থেকে Algebra করলাম। লাইব্রেরীতে ব'সে রামনাথবাবুর জন্য Caustics এবং metacentre-এর কিছু problems করলাম, এগুলি সব আবার আগ্রা পাঠাতে হবে। ইংরিজি (Webb) ও অংকের ক্লাস করলাম এবং problems করলাম। সতীশ রায় কলেজে এসেছিল, যদিও খুবই দুর্বল রয়েছে ; জানি না কখন বাড়ি চলে গিয়েছে। রাত্রে Herschel-এর Astronomy পড়লাম। ৯॥টায় শয্যাগ্রহণ করেছি। আজ বাবার সংগে সতীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, বাবা তার জন্য এবং তার ভগ্নীর জন্য ওষুধ লিখে দিলেন।

নভেম্বর ৮, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় ঘুম ভেঙে গিয়েছে। William-এর Differential Calculus এবং Maclaurin-এর Algebra পড়লাম ; Morris-এর লেখা British Thinkersও পড়লাম। কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে কিছু বই নামালাম ; আজ session-এর শেষ দিন। ২টোর পর সতীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম এবং ৪টে পর্যন্ত তার সংগে ছিলাম ; তাকে Theory of Concavity এবং inflexional points ব্যাখ্যা করে দিলাম। ৫টায় বাড়ি ফিরেছি। কাকাবাবুর সংগে দেখা হল, তিনি আমার একটি ছবি তোলার ব্যবস্থা করতে চান। রাত্রে Macaulayর Clive পড়লাম—সর্বদাই চিত্তাকর্ষক রচনা। ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

নভেম্বর ৯, শুক্রবার (জগদ্ধাত্রী পুজা)

৬টায় উঠেছি। যথারীতি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র পড়লাম। শ্যামবাবু আমাকে Theory of Quadratics-এর উপর সর্বাধুনিক প্রশ্নগুলি দেখাবেন, Educational Times-এ করে পাঠিয়ে দেবো। রামচন্দ্রের Minima-Maxima পড়লাম, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পদ্ধতিটি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট ভাল ক'রে জানা ছিল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম। Todhunter-এর Trigonometry এবং Morris-এর British Thinkers পড়লাম। রাত্রে Ellis-এর English Poets পড়লাম। ১০টায় শুয়ে পড়েছি।

নভেম্বর ১০, শনিবার (জগদ্ধাত্রী পুজা)

৬ টায় ঘুম ভেঙেছে। যথানিয়মে Wilson থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম ও অনুবাদ করলাম। স্টেট্‌স্‌ম্যান দেখলাম। London Mathematical Society-র Secretary Mr. Tucker বিশদ নিয়মকানুন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন—যথেষ্ট কঠিন রীতিনীতি, অতিক্রম করা শক্ত হবে। Sir W. Thomson-এর Lecture on Navigation পেয়েছি, সারা দুপুর ধ'রে পড়লাম—খুব প্রয়োজনীয়, ছোটখাটো সুন্দর বই। আজ এ শহরের তিন প্রধান photographer, Bourne, Johnson ও Westfield-এর দোকানে গিয়েছিলাম, কিন্তু বড় দেরী করে ফেলেছিলাম, আগামী সপ্তাহে একদিন তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আড্ডির দোকানে গিয়েছিলাম Fleay's Manual-এর ৪র্থ খণ্ড নিয়ে এলাম। Shakespeare Manualটি রাত্রে পড়লাম। গিরীন্দ্রের সংগে দেখা হয়েছিল। ৯.৩০-এ শুয়ে পড়লাম।

নভেম্বর ১১, রবিবার

৬টায় উঠেছি। W. Thomson-এর Lecture on Navigation পড়লাম। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষা বেশ কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে—খবরটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। Herschel-এর Astronomy পড়লাম। Macmillan থেকে এক প্যাকেট বই এসেছে, তার মধ্যে Poissonএর Chaleur ইত্যাদি আছে। ১৮৫৩ সালের Cambridge Solutions পড়লাম। সতীশ রায়ের ভগ্নিপতি হীরালালবাবু এসেছিল, সারা দুপুরটা তার সংগেই কাটলো। Problem-এর সমাধান শুদ্ধ রামনাথবাবুকে চিঠি দিলাম। বাবার সংগে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম ; London Mathematical Societyর সদস্যপদের ব্যাপারে আলোচনা হ'ল। রাত্রে ১৮৪৪ সালের Cambridge Solutions পড়লাম এবং একটি Theorem-এর সংযোজিত অংশটি পেলাম। ৯.৩০-এ শুয়ে পড়েছি।

নভেম্বর ১২, সোমবার

ভোর ৫.৪০-এ ঘুম ভেঙেছে। যথানিয়মে সংস্কৃত পড়লাম, বিশেষতঃ ছন্দোবন্ধকরণ ও অন্যান্য সুক্ষ্ম বিষয়সমূহ, যেগুলি আয়ত্ত করা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয়। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। আমার সদস্যপদের জন্য কি করা উচিত জিজ্ঞাসা ক'রে Mr. Miller-কে চিঠি দিলাম, Societyর Secretary Mr, Tucker-কেও লিখলাম ; Societyর সদস্যপদ পাবার সম্ভাবনা কতদুরে তা' ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। Friedlander আর Hodgsonকে টাকা পাঠালাম, MacMillan-কে চিঠি দিলাম রাত্রে Herschel-এর Astronomy পড়লাম। বাবার সংগে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ৯টায় ঘুমোতে গেলাম।

নভেম্বর ১৩, মঙ্গলবার

৬টায় শয্যাত্যাগ করেছি। যথারীতি সংস্কৃত পড়লাম, কাব্যরীতির নিয়মগুলি মুখস্থ হয়ে গেল, আমার মস্তিষ্ক থেকে খুব সহজেই এইসব স্মৃতিবর্ধক ব্যাপারগুলি বেরিয়ে যায়। স্টেটস্ম্যান পড়লাম। দুপুরে Ellis-এর Cambridge Solutions, ১৮৪৪, থেকে ৮টি problem করলাম, বাস্তবিক প্রত্যেকটিই প্রশংসনীয়, সর্বদাই অঙ্কের কোন না কোন নীতি বা পদ্ধতির উদাহরণ পাওয়া যায়। ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বাবার সংগে অনেক কথা হল। সন্ধেবেলা কাকাবাবুর সংগে দেখা হ'তে আমার ছবি তোলার ব্যাপারে কথা হল। রাত্রে Abott-এর Shakesperean Grammar পড়লাম। ৯.৩০এ শুতে গিয়েছি।

নভেম্বর ১৪, বুধবার

ভোর ৫.৫০-এ ঘুম থেকে উঠেছি। সংস্কৃত পাঠ তৈরী করলাম, ছন্দ পড়া শেষ করেছি, মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে মনে হয়। স্টেটস্ম্যান পড়লাম। Imaginery Conversation with Southeyর অন্তর্গত Landor-এর Critique on Milton পড়লাম—মন্তব্যগুলি যথাযথ, লেখার প্রশংসনীয় শৈলী আমাকে বিস্মিত করেছে, আগে পড়িনি বলে অনুতাপ হচ্ছে, খুবই সৌন্দর্যপূর্ণ দক্ষতা-সমৃদ্ধ রচনা, কিন্তু কোথাও কোন অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই। সমগ্র রচনাটি পুনরায় যত্ন সহকারে পড়া উচিত। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাত্রে King John পড়লাম। ৯.২৫ নাগাদ শুতে গেলাম।

নভেম্বর ১৫, বৃহস্পতিবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। যথারীতি সংস্কৃত পড়লাম, বিশেষ করে ছন্দ, ঐটি এখন পুনর্গঠন প্রয়োজন। স্টেটস্ম্যান পড়া গেল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। Milton-এর Paradise Lost-এর ৮ম সর্গ সম্পূর্ণ শেষ করলাম, স্মৃতি থেকে প্রায় সবটাই আবৃত্তি করতে পারছি। কাকাবাবুর সঙ্গে Westfield Photographer-এ গিয়েছিলাম, ছবি তোলা হল, তাঁরা জানালেন negative চমৎকার এসেছে। Thacker's থেকে কাকাবাবুর জন্য Cotton's India কিনলাম এবং নিজের জন্য অন্যান্য বই নিলাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Cambridge Problem, 1893, পড়লাম। শয্যা গ্রহণ ৯.৪০ এ।

নভেম্বর ১৬, শুক্রবার

৬টায় উঠেছি। নিয়মমত সংস্কৃত অনুশীলন করলাম; স্টেটস্ম্যান পড়লাম। Messenger of Mathematics এসেছে, সমস্ত দিন ধরে অত্যন্ত যত্ন সহকারে

তার নোটগুলি, বিশেষ ক'রে Poisson-এর লেখা, পড়লাম। এই বারের ডাকে Macmillan থেকে নতুন কোন খবর নেই। বাবার সঙ্গে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম—এবার শস্যের অবস্থা অতি শোচনীয়, আরও দু'এক পশলা বৃষ্টি হলে হয়ত জমির উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতি হ'ত; আগামী বছরও যদি এই রকম শস্য উৎপাদন ব্যর্থ হয় তবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। রাত্রে Magnus Hydrostatic পড়লাম। ১০টায় শুতে গিয়েছি।

নভেম্বর ১৭, শনিবার

৬টায় উঠেছি। Wilson থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করলাম, শিক্ষক সংস্কৃতে আমার দখলের প্রশংসা করলেন এবং বল্লেন, এখন পর্যন্ত যা' লিখেছি তার তুলনায় এই লেখাটি অনেক উৎকৃষ্ট হয়েছে। Bower-এর Hamilton's Metaphysics পড়লাম; আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন এই অগভীর বিষয়টির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। দুপুরে Algebra পড়লাম, একটু মরচেধরা অবস্থায় রয়েছে, পড়া খুব একটা কার্যকরী হয়নি; বিষয়টি আগাগোড়া ভাল করে পুনর্গঠন প্রয়োজন। বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Astronomy পড়লাম। ১০টায় শুতে গিয়েছি। কালীকুমার, সতীশ বসু ও সতীশ রায়কে চিঠি লিখলাম।

নভেম্বর ১৮, রবিবার

৬.১০এ শয্যা ত্যাগ করেছি—কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। Clifford-এর Memoir on Classification on Loci পড়লাম—কঠিন বিষয়বস্তু। কিন্তু অতি চমৎকার, এক বিশেষণে বর্ণনার পক্ষে বেশী প্রশংসনীয় রচনা। Educational Times থেকে দুটি problem করলাম, যদিও বহু পূর্বেই উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু অদ্যাবধি সমাধান করা সম্ভব হয়নি। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। সত্যকে বিকেলে সতীশ রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, ভালই আছে সে। রাত্রে Lamb-এর Fluid Motion পড়লাম। ১০টায় শয্যাগ্রহণ করেছি।

নভেম্বর ১৯, সোমবার

৬.১০-এ ঘুম থেকে উঠেছি। আজ সংস্কৃত পড়িনি; তার পরিবর্তে radical axis-এর উপর Clifford-এর একটি problem, যেটি ২০ বছর আগে তিনি উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু তখন কোন সমাধান হয়নি, সেটিকে আক্রমণ করলাম।—সংখ্যাগুলি অত্যন্ত বিভ্রান্তিজনক, এক সময় মনে হচ্ছিল এটি সঠিক নয় কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাধান করতে পেরেছি, Educationl Times-এ পাঠিয়ে দেবো। Westfield আমার দুটি ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে, কোন্‌টি বেশি ভাল উঠেছে সে বিষয়ে মতভেদ চলছে। রাত্রে Milton পড়লাম। বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ৯।।টায় শুতে গেলাম।

কালীকুমারের চিঠি এসেছে।

নভেম্বর ২০, মঙ্গলবার

৬.১০-এ উঠেছি। যথারীতি সংস্কৃত কুমারসম্ভবের অনুশীলনী তৈরী করেছি এবং অলঙ্কারের ব্যাখ্যা লিখেছি। সমাধানগুলি সযত্নে কপি করে আমার ছবির সঙ্গে, যেমন Mr. Miller চেয়েছিলেন, তাঁকে Educational Times-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। শ্যামবাবুর দুটি প্রশ্নের উত্তর পাঠালাম। যে ছবিটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেটি ফেরৎ পাঠিয়ে Westfield-এর পছন্দ করা ছবিটি আরও ১১ কপি ক'রে পাঠাতে লিখলাম। Clifford-এর Loci আবার পড়লাম। এখনকার মত বইটি সরিয়ে রাখতে হবে। রাত্রে Wood-এর Algebra পড়লাম। ৯.৩০-এ শুতে গিয়েছি। আজ সতীশ বসুর চিঠি এসেছে।

নভেম্বর ২১, বুধবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে। সংস্কৃত ধাতু রূপের একটি সূচী তৈরী ক'রে মুখস্থ করে ফেললাম; Williams থেকে শকুন্তলার ১ম অঙ্ক পড়লাম; Hamilton-এর Lectures on Metaphysics পড়লাম। দুপুরবেলা Fowler-এর Locke আদ্যোপান্ত পড়ে রাখলাম, তারপর আমার নিজের করা সংক্ষেপিত রূপটিও পড়লাম এবং Godfrayর Astronomyর ৩টি অধ্যায় ও Colenso-এর Trigonometryর ২য় খণ্ড পড়া গেল। সন্ধ্যেবেলা বাবার সঙ্গে হেঁটে এলাম। রাত্রে Colensoর Trigonometry থেকে কিছু উদাহরণ করলাম। ৯॥টায় শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ প্রবল ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। সতীশ রায়ের কোন খবর নেই।

নভেম্বর ২২, বৃহস্পতিবার

৬.১০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত অনুশীলনী তৈরী ক'রে শকুন্তলার ২য় অংক এবং Williams-এর অনুবাদ পড়লাম। Jardine-এর বিশ্লেষণসহ Hamilton-এর Lectures পড়লাম। দুপুরে আমার নোট ও বিশ্লেষণ সহকারে Fowler-এর Locke এবং Godfrayর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়গুলি পড়লাম; বিকেলে আবার Colensoর Trigonometry থেকে ৪৫টি উদাহরণ করে রাখলাম। এই সব বিষয়গুলি এখন আমার আয়ত্তে এসেছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, কাশিটা বড্ড বেড়েছে, গলা প্রায় বন্ধ। ৯.১০এ শয্যাগ্রহণ।

নভেম্বর ২৩, শুক্রবার

৬.২০তে ঘুম ভেঙেছে। মাথা ভার, গলা বন্ধ, খুব খারাপভাবে ঠাণ্ডা লেগেছে; সাবধানে থাকতে হবে, গরম কাপড় জড়িয়ে আছি। শকুন্তলার ৩য় অংক এবং Williams-এর অনুবাদ পড়ে রাখলাম; স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম; Hamilton থেকে চারটি লেকচার পড়লাম। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,

বিশেষ পড়া হয়নি, শুধু Locke পড়লাম, আর Colensoর Trigonometry থেকে ৩০টি উদাহরণ করে রেখেছি। যোগীন্দ্রবাবুকে চিঠি দিলাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাত্রে King John পড়লাম। ৮.১০ নাগাদ শুতে গিয়েছি।

নভেম্বর ২৪, শনিবার

৬.১০-এ ঘুম ভেঙেছে—একই ভাবে ঠাণ্ডা লেগে রয়েছে—মাথা ভার, দুর্বল লাগছে। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্ক এবং Williams-এর অনুবাদ পড়লাম। এ মাসের Educational Times পেয়েছি,—আমার সমাধান করা Integral Calculus-এর দুটি উদাহরণ বেরিয়েছে। Wolstenholme-এর দেওয়া বেশ কয়টি প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছে যার প্রথমটি অতি চমৎকার; দুপুরে বসে কিছু Properties প্রমাণ করলাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে হেঁটে এলাম। রাত্রে Hudson-এর Shakespeare পড়লাম। ৮.২০তে শুয়ে পড়েছি।

নভেম্বর ২৫, রবিবার

৬টায় উঠেছি। সারা সকাল Hudson-এর Criticism on Coriolanus পড়লাম, বাস্তবিকই সুদক্ষ রচনা, লেখককে Shakespeare চর্চার যে যুক্তিনিষ্ঠ, দার্শনিক ভাবাপন্ন ভক্ত বলা চলে। দুপুরে Wolstenholme-এর problem-গুলির উপর কিছুটা সময় দিলাম, বেশ অগ্রসর হওয়া গেলেও সব সমাধান শেষ করা গেল না। এ ভাবে সময় কাটানো খুবই অনুচিত হচ্ছে, আপাততঃ এগুলি একেবারে সরিয়ে রাখা উচিত। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম; সতীশ রায় বা যোগীনের এখনও কোন খবর নেই—এই নীরবতা কি অশুভ লক্ষণ?

নভেম্বর ২৬, সোমবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম, শিক্ষক অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন; Salmon-এর Conics পড়লাম। ৯॥০টায় কলকাতা রওনা হলাম; আড্ডির দোকানে গিয়ে দেখি আমার জন্য Emerson আর English Citizen এসেছে; সেখান থেকে কলেজে গেলাম; বি. এ. পরীক্ষার ফি (৩০ টাকা) জমা দিলাম; কালীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হ'ল, আমি ছাড়া আর সবাই খুব পড়াশোনা করছে। তারপর সতীশ রায়ের বাড়ি গেলাম, সে এবং যোগীন আমাকে দেখে খুব খুশী হল; ১টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ছিলাম; সেখান থেকে Thackers-এ গেলাম। বাড়ি ফিরেছি ২টো নাগাদ। আজ থেকে ভাইয়ের পরীক্ষা শুরু হ'ল, অঙ্কের সব উত্তর বেশ ভাল মতই দিতে পেরেছে। রাত্রে Cotton's India পড়লাম। ৯টায় শয্যাগ্রহণ।

নভেম্বর ২৭, মঙ্গলবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে; সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়লাম, শিক্ষক বেশ কিছু প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করলেন ; তারপর Hamilton পড়লাম, অতি শুষ্ক বিষয়, তার কারণ ইংরেজদের দর্শনচিন্তা অত্যন্ত অগভীর। দুপুরে Thackers-এ গিয়েছিলাম Rolfe-এর Shakespeare অর্ডার দেবো বলে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে দেখলাম যে সম্পূর্ণ সেটটিই পাওয়া যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ কিনে ফেল্লাম ; আগামী বছরের প্রথম ভাগে সব খন্ডগুলি পড়ে ফেলতে হবে। বিকেলে Gervinus পড়লাম ; বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাত্রে Godfrayর Astronomy পড়লাম। শুয়ে পড়েছি ৯টা নাগাদ।

নভেম্বর ২৮, বুধবার

৬টায় উঠলাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া হ'ল ; শিক্ষক বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, স্মরণে রাখার এই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। Hamilton-এর Representation Faculty ইত্যাদির উপর তিনটি লেকচার পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। সারা বিকেল Margus-এর Hydrostatics পড়লাম—চমৎকার ছোট্ট বইটি, অত্যন্ত সাবলীল, 'পাস' পরীক্ষার জন্য বিশেষ কার্যকরী। Statical problems সমাধান করলাম। রাত্রে Thomson-এর Rounding Surface এবং অন্যান্য Hydrodynamic matter ইত্যাদি পড়লাম। ৯টা বাজতে শুতে গিয়েছি।

নভেম্বর ২৯, বৃহস্পতিবার

৬টায় ঘুম ভেঙ্গেছে। এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া চলছে, একটি দীর্ঘ অনুশীলনী তৈরী করলাম, শিক্ষক নানা রকম প্রশ্ন করলেন, বিষয়বস্তু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্টেট্স্‌ম্যান পড়লাম। দুপুরে আমার বিশ্লেষণসহ Myers-এর Wordsworth পড়লাম ; তারপর Godfrayর Astronomy পড়লাম—Astronomy আমাদের যেভাবে শেখানো হয়, অর্থাৎ বর্ণনামূলকভাবে—পরীক্ষায় সব কিছু স্মরণে রাখার পক্ষে এই পদ্ধতি অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত ; যথাসাধ্য চেষ্টা করছি বিনা ঝামেলায় শেষ করার জন্য। রাত্রে শকুন্তলা পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

নভেম্বর ৩০, শুক্রবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। সংস্কৃত অনুবাদ ক'রে শিক্ষককে দিয়ে সংশোধন করালাম ; তাঁর কাছে পড়ার আজই শেষ দিন ; উত্তর লিখে রাখার জন্য তিনি ১৫০টি প্রশ্ন দিয়েছেন এবং আগামী মাসটি নিয়মিত অনুশীলনীগুলি লিখে অভ্যাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। Hamilton-এর দুটি নিবন্ধ পড়লাম। বিকেলে Garnett-এর Dynamics পড়লাম এবং Tail & Steele থেকে কিছু উদাহরণ করলাম। রাত্রে Salmon থেকে Conics পড়লাম। ৯.১০-এ শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ১, শনিবার

৬টায় উঠেছি। সকালে Gervinus-এর Shakespeare পড়লাম। Lord Ripon-এর কলকাতায় আসা দেখতে কাকাবাবুর সঙ্গে হাওড়ায় গিয়েছিলাম; হাওড়া থেকে গভর্নরের বাড়ি অবধি পথের দু'ধারে উৎসাহী দেশীয় জনগণ সারি দিয়ে অপেক্ষা করছিল; বে-সরকারি ইওরোপীয়রা অনুপস্থিতি দ্বারা নিজেদের দৃষ্টি-আকর্ষক ক'রে তুলেছিলেন; গভর্নরের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম গেটের কাছে জনতা 'British-borns' বলে চিৎকার করছিল। Macmillan থেকে গ্রন্থ-তালিকা ইত্যাদি এবং কিছু বই নিয়ে এলাম; কিছু বই রামনাথবাবুকে পাঠালাম; Thomson & Stokes অর্ডার দিতে Thacker's-এও গিয়েছিলাম; তারপর সতীশ রায়কে Casey দিতে এলাম। রাত্রে Algebra করলাম। Lord Ripon-এর সম্মানে কলকাতা শহর ও শহরতলি (নেটিভ এলাকা) উজ্জ্বল আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে; তিনি সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ্য বটে। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ২, রবিবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে। সকালে Gervinus-এর Shakespeare পড়লাম; অনেকদিন আগে পড়ে রেখেছিলাম, বিষয়ের ছাপ স্মৃতিতে অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে, আবার শান দেওয়া দরকার। দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। জগবন্ধুবাবুর তরফে The Bengali-তে প্রকাশের জন্য একটি আবেদন লিখলাম। পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট 'কাদম্বরী'র বঙ্গে সংস্করণের ভূমিকাটি পড়ে শেষ করলাম। কিছুক্ষণের জন্য গোপাল দাস দেখা করতে এসেছিল—সে না কি সতীশ বসুকে এই ভবানীপুরের কোন রাস্তায় দেখেছে, কিন্তু সে আমাদের বাড়ি আসেনি, সে বোধহয় আমাকে ত্যাগ করেছে। রাত্রে statical problem করলাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

ডিসেম্বর ৩, সোমবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। নোট এবং ভূমিকা সহকারে Masson-এর Milton-এর ৮ম অধ্যায় পড়লাম। আর কয়েক সপ্তাহ পরে এই সব অপ্রীতিকর কাজের থেকে উদ্ধার পাব। দুপুরে অল্পক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। স্টেটস্ম্যান দেখলাম। Ellis এবং O'Brien-এর Cambridge Problem for 1844 পড়লাম, আমার ধারণা পরীক্ষার জন্য problemগুলি অতিরিক্ত পরিশীলিত। রাত্রে Hamilton পড়লাম। ৯৷৷০ টায় শয্যা গ্রহণ করলাম। Hamburg

Lottery-র দুটি টিকিটের জন্য টাকা (৩৬ শিলিং) পাঠিয়েছি।

ডিসেম্বর ৪, মঙ্গলবার

৬টায় ঘুম ভাঙলো ; অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া—টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, রুক্ষ এবং প্রচণ্ড বেগে বাতাস দিচ্ছে। সকালে শকুন্তলার প্রথম দুটি অঙ্ক পড়লাম—এত সুন্দর রচনাকে পরীক্ষার প্রয়োজনে ছোটখাটো কথার মার পেঁচ দিয়ে নষ্ট করতে খারাপ লাগে। Wordsworth সংস্কৃত থেকে Shakespeare-এর King John পড়লাম। আজ বিকেলে Viceroy Calcutta International Exhibition উদ্বোধন করবেন ; কাকাবাবু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছেন। রাত্রে Newcomb-এর Astronomy পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম।

ডিসেম্বর ৫, বুধবার

৬টায় উঠেছি। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও মাইল খানেক হেঁটে এলাম। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম, গত কালের অনুষ্ঠানে Viceroy প্রদত্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়নি। শকুন্তলার ৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক পড়লাম। দুপুরে Hamlet-এর কিছু অংশ পড়লাম—আমার বহুদিনের অতি প্রিয় চরিত্র—Shakespeare-এর সব নাটকের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। Besant-এর Hydrostatics পড়লাম এবং কিছু example করলাম। গিরীন্দ্রকে পড়িয়েছি আজ। রাত্রে Godfraya Astronomy পড়েছি। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ডিসেম্বর ৬, বৃহস্পতিবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে কিন্তু আগামী সোমবার পর্যন্ত Duke and Duchess of Connaught-এর সম্মানে আলোকসজ্জা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ; সেই দিনই তাঁরা কলকাতা ত্যাগ করবেন। স্টেট্‌স্‌ম্যান দেখলাম। যত্নসহকারে শকুন্তলার ৫ম অঙ্ক পড়লাম—প্রায় সব পংক্তি মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। সতীশ রায়, সতীশ বসু ও হীরালালকে চিঠি দিলাম। দুপুরে Cambridge Tripos প্রশ্নপত্র থেকে problem করলাম, এমন কিছু কঠিন নয়, তবে তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ করার পক্ষে প্রশ্নের সংখ্যা বড় বেশি। রাত্রে Newcomb-এর Astronomy পড়লাম। ৯টায় শুতে গিয়েছি। আজ আগ্রার রামনাথবাবুর চিঠি এসেছে।

ডিসেম্বর ৭, শুক্রবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। বাবার সঙ্গে ভাইয়ের গাজীপুরে যাওয়া নিয়ে কথা হ'ল, তার যাওয়াই স্থির হল। শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্ক পড়ছি, যদিও শেষ দিকে বেশ কিছু সুন্দর অংশ আছে, তবুও এই অঙ্কটিকে তুলনায় একটু নিস্তেজ বলা

যায়, আমার নিঃসন্দেহ অভিমত ৪র্থ অঙ্কটি সবচেয়ে সুন্দর। স্টেট্‌স্‌ম্যান দেখলাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। Hamlet-এর ১ম অঙ্ক আবার
ুতি অপূর্ব। Wordsworth সংস্করণ থেকে King John
ন্ধ্যাবেলা Cambridge Tripos Papers থেকে কিছু problems
2 WEDNটায় শয্যাগ্রহণ।

৮, শনিবার

৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি। শকুন্তলার ৭ম অঙ্ক শেষ করার সঙ্গে সম্পূর্ণ বইটিও শেষ হল। স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ পড়লাম। Macmillan থেকে Pierson-এর Adams Prize Essays for 1850 কিনে নিয়ে এসেছি—মোটামুটি চোখ বুলিয়ে রাখলাম, ভাল ক'রে পড়বার সময় নেই, আমার লাইব্রেরীর জন্য এটি একটি মূল্যবান সংগ্রহের উপযুক্ত বই। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল। Rugby সংস্করণের King John পড়লাম। হেমেন্দ্র মিত্র দেখা করতে এসেছিল, পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন টুকে নিয়ে গেল। Daniel Webster-এর Speeches পড়লাম। রাত্রে Hamilton থেকে Lectures on Feelings পড়লাম। ৯টায় শুতে গেলাম। সতীশ রায়ের চিঠি পেয়েছি।

ডিসেম্বর ৯, রবিবার

৬টায় উঠলাম। সকালে Hudson-এর Critique on Shakespeare থেকে King John এবং Coriolanus পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। Pierson-এর Adams Prize Essays পড়লাম, যদিও জানি আগামী পরীক্ষার জন্য কোন কাজে লাগবে না, তবুও নিজেকে সামলাতে পারলাম না। Macanlayর Clive পড়লাম—লেখার ধরন অপূর্ব, ভাষা যেন সুরেলা, অন্য কোন লেখকের এই গুণ নেই, ভাষার এই মনোহারি, মধুর গুণটি ভাবছি অনুসরণ করবো। রাত্রে Wood থেকে Algebra করলাম। ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ১০, সোমবার

৫.৩০এ শয্যা ত্যাগ করেছি। মাইলখানেক হেঁটে এলাম; সংস্কৃত-কুমারসম্ভবের ১ম সর্গ আদ্যোপান্ত আবার পড়লাম—পূর্বেকার মতই সহজ লাগলো। Fowler-এর Inductive Logic পড়লাম, যদিও অনেকদিন আগে পড়েছিলাম, তবু দেখলাম ভুলে যাইনি; তবে পরীক্ষার জন্য আবার ভাল ক'রে পড়া দরকার। দুপুরে ঘুমিয়ে নিয়েছি। Wordsworth সংস্করণ থেকে King John পড়লাম; বইটি সুপাঠ্য এবং প্রয়োজনীয়। হাজারীবাগ থেকে যদুবাবু বেশ বড় একটি দল নিয়ে এসেছিলেন; জানি না কেন, তিনি আশা করেন আমি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবো—আমার মনে হয় তা' একান্তই অসম্ভব।

সতীশ রায়কে চিঠি দিলাম। রাত্রে Hydrostatics পড়লাম। ৯৷৷০টায় শয্যা গ্রহণ।

ডিসেম্বর ১১, মঙ্গলবার

৬টায় উঠেছি। সকালে মল্লিনাথের টীকা সহকারে কুমারসম্ভবের ২য় সর্গ পড়লাম—বিশেষত অলঙ্কারগুলি—কিছু কিছু অংশ বেশ দুর্বোধ্য লাগছে। স্টেটস্‌ম্যান দেখলাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। Hamilton-এর Metaphysics থেকে দুটি লেকচার পড়লাম। Todhunter-এর Trigonometry থেকে কিছু example করলাম—আগের মত যেন সুবিধা করতে পারছি না। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ভাই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গাজীপুর গিয়েছে। বি. এ. পরীক্ষার রসিদ পেয়েছি, আমার ৫৩নং। রাত্রে Besant-এর Hydrostatics পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টা নাগাদ।

ডিসেম্বর ১২, বুধবার

৬টায় ঘুম থেকে উঠলাম। যথারীতি টীকাসহকারে কুমারসম্ভবের ৩য় সর্গ পড়লাম, বর্ণনাগুলি জীবন্ত এবং প্রশংসনীয়ভাবে প্রকৃতি অনুসারী; এক মহান চিন্তাবিদের সৃজনশীলতার আকস্মিক বিস্ফোরণ। স্টেট্‌স্‌ম্যান দেখলাম। দুপুরে Todhunter-এর Algebra থেকে Theory of Convergence and Divergence পড়লাম, যথেষ্টই সহজ লাগলেও বইয়ের সব বিষয়বস্তু স্মরণে রাখা কঠিন। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাত্রে Myer-এর Wordsworth পড়লাম; ৯.২০তে শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ১৩, বৃহস্পতিবার

ভোর ৪টের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ৪.৩৫ থেকে ৫.২৫ পর্যন্ত ২ মাইল হেঁটে এলাম; ঠাণ্ডা লেগেছে মনে হচ্ছে। স্টেট্‌স্‌ম্যান আর ইংলিশম্যান, দুটি পত্রিকাই পড়লাম। Hamilton-এর Metaphysics থেকে দুটি লেকচার আর Fowler-এর Inductive Logic-এর কয়েক পাতা পড়লাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। তারপর কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গ পড়লাম—‘রতিবিলাপ’ অংশটি এই ধরণের রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, আমি অন্ততঃ এর থেকে শ্রেয়তর কিছু পড়িনি। কাকাবাবুর বাগান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এলাম—প্রায় ৬ মাইল রাস্তা। রাত্রে Besant-এর Hydrostatics পড়লাম। ১০টায় শুতে গিয়েছি।

ডিসেম্বর ১৪, শুক্রবার

৬টায় উঠলাম। খারাপভাবে ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু জ্বর ভাব রয়েছে। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। ১০ গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিয়েছি—মনে হয় এতেই ঠিক হয়ে যাবে। সকালে integral of Profalifford দেখলাম [এইখানে একটি

ফর্মুলা দেওয়া আছে—অনুবাদক] বুঝতে পারছি না কি করে সমাধান করবো ; কেউ কেউ বলছে এটি নাকি ভুল—আমার বিশ্বাস হয় না—বেশ কিছুটা সময় গেল এর উপর, কিন্তু কোন ফল হল না ; পরীক্ষা শেষ হলে আবার চেষ্টা করবো। রাত্রে Godfrayর Astronomy পড়লাম। ৮৷৷০টায় শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ১৫, শনিবার

৬টায় উঠেছি। স্টেটস্‌ম্যান্‌ পড়লাম—সোমবারের বদলে রবিবার পত্রিকা দেবে—এই নিয়ম ভালই হল। সংস্কৃত অনুশীলনী লিখলাম—এখন পর্যন্ত বেশ রপ্ত রয়েছে। হীরালালের কাছ থেকে Logic-এর নোট নিয়েছিলাম, তাকে চিঠি দিলাম। Messenger of Mathematics হাতে এসেছে। Thacker'sএ গিয়ে Robert-এর Thermodynamics কিনলাম। তারপর সতীশ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম—ভালই আছে, আমাকে দেখে খুব খুশী হল ; আমি যে problems দিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম সেটি পেয়েছে কিন্তু সমাধান করতে পারে নি। বিকেলে Roberts পড়লাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Trigonometry পড়লাম। ৯টা নাগাদ শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ১৬, রবিবার

৬.৫-এ ঘুম ভেঙেছে। Wilson-এর Trigonometry পড়লাম ; স্টেটস্‌-ম্যান দেখলাম --Justice Cunningham-এর ব্যাপারে অতি রূঢ় কিন্তু ন্যায্য মন্তব্য করেছে। গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। এ মাসের এবং জানুয়ারী মাসের The Theosophist বেরিয়েছে, ভাইয়ের একটা সংযোজন বেরিয়েছে, তাকে চিঠি দিলাম। Besant-এর Hydrodynamics পড়লাম এবং Cambridge papers থেকে কিছু problems করলাম ; Wordsworth সংস্করণ থেকে Shakespeare পড়লাম। ময়দানে হাঁটতে গিয়েছিলাম ; হেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হল ; তার জন্য Dynamics এবং Shakespeare ব্যাখ্যা করলাম। রাত্রে Coriolanus পড়লাম। শুতে গিয়েছি তখন ৯.২০।

ডিসেম্বর ১৭, সোমবার

সকাল ৬টায় উঠলাম। Monier Williams-এর অনুবাদ সহকারে দ্রুত শকুন্তলার প্রথমার্ধ পড়ে নিলাম। Fowler এবং manuscript notes নিয়ে Inductive Logic-এর প্রথম ভাগ পড়লাম—আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য নতুন কোন তথ্য সঞ্চয় না ক'রে যা' ইতিমধ্যে সঞ্চিত হয়েছে তাই কার্যকরী করা। Thacker's-এ একজনকে পাঠিয়ে Lander-এর Imaginary Conversation, ৫ খণ্ড, নতুন সংস্করণ আনিয়েছি,—বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, পরীক্ষা হয়ে গেলে আদ্যোপান্ত ভাল করে পড়তে হবে। দুপুরে Wordsworth এবং রাত্রে Algebra পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি। F. A. পরীক্ষা শুরু হয়েছে,

ইংরিজি প্রশ্নপত্র দেখলাম।

ডিসেম্বর ১৮, মঙ্গলবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। এক মাইল হেঁটে এলাম। শকুন্তলার দ্বিতীয়ার্ধ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ রচনাটি পড়া সমাপ্ত হল; প্রথমবার পড়ার সময় মাত্র দুটি স্থানে অর্থ তেমন সুস্পষ্ট হয়নি, কিন্তু বোধগম্য হওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়; যদি এই রকম ক'রে তৈরী পড়া নিয়ে সেনেট হাউসে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরীক্ষায় বসতে পারি তবে হয়ত ভালই নম্বর পাব। আমার নিজের করা নোট নিয়ে Fowler-এর Inductive Logic পড়া শেষ করলাম, বিষয়টি মোটামুটি ভালই তৈরী হয়েছে; স্বহস্ত-লিখিত নোট থেকে Wordsworth-এর Natural Religion পড়লাম; Magnus এর Hydrostatics-ও তৈরী করলাম। রাত্রে Trigonometry করলাম। ৯টা শয্যা গ্রহণ। বাবার সঙ্গে গিরীন্দ্র ও সত্যর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম—অঙ্কের প্রশ্নপত্র খুবই সহজ হয়েছে —দু'জনেই ভাল পরীক্ষা দিয়েছে।

ডিসেম্বর ১৯, বুধবার

৬টায় ঘুম ভাঙলো। আবার শকুন্তলার ৭টি অংক তন্ন তন্ন ক'রে পড়লাম—কোন জায়গায় বিশেষ আটকাচ্ছে না—অত্যন্ত কঠিন অংশগুলিও মধ্যাহ্নের আলোর মত পরিষ্কার লাগছে। আমার নিজের করা নোট সহযোগে Fowler-এর Logic আবার ঝালিয়ে নিলাম—Mill-কেও উল্লেখ করেছি। দুপুরে আমার বিশ্লেষণ শুদ্ধ Fowler-এর Locke পড়ে রাখলাম—বিষয়বস্তু ভালই স্মরণে রয়েছে, Magnus-এর Hydrostatics-ও পড়া হল। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম; সংস্কৃত প্রশ্নপত্র বেশ ভাল হয়েছে—কিন্তু সত্যর তেমন ভাল হয়নি। রাত্রে Algebra করলাম। ৯.১০এ শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ২০, বৃহস্পতিবার

৫॥০টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। এক মাইল হেঁটে এলাম। সকালে কুমারসম্ভবের প্রথম চারটি সর্গ পড়লাম—৪র্থ সর্গ বিশেষভাবে সুন্দর—আমূলে সত্যও বটে। Killick-এর Handbook সহযোগে Mill-এর Inductive Logic পড়লাম—পূর্বোক্ত বইটি বিশেষ কাজের। দুপুরে আমার তৈরী নোটগুলির সংগ্রহ নিয়ে গদ্যের পাঠাংশটি পুনর্গঠন করা গেল—এই পদ্ধতিতে মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটি ঝালিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। Besant-এর Hydrostatics পড়লাম, এবং Cambridge Tripos থেকে problem করলাম; লাহোরের Prof. J. C. Lewisকে একটি চিঠি লিখলাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। সত্য আর গিরীন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; আজ Entrance পরীক্ষা শেষ হল। রাত্রে Trignometry পড়লাম, ৯॥০তে শয্যাগ্রহণ।

ডিসেম্বর ২১, শুক্রবার

৬.৫-এ উঠেছি। এক মাইল হেঁটে এলাম। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয়ার্ধ পড়ে বইটি শেষ করলাম—এখন যে কোন পরীক্ষকের জন্য প্রস্তুত আছি। Killick-এর Handbook নিয়ে Mill-এর Logic পড়লাম। স্টেটসম্যান দেখলাম—Mr. Belletকে আক্রমণ করা হয়েছে, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অভিযোগগুলি যথেষ্ট ন্যায্য। দুপুরে Myer-এর Wordsworth থেকে কবির ভাষা, কাব্য-রীতি এবং তাঁর Natural Religion পড়লাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Trigonometry করলাম। ১০টায় শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ২২, শনিবার

৬.১০এ ঘুম ভেঙেছে। Todhunter-এর Trigonometry করলাম। সত্য দেখা করতে এসেছিল, তার পরীক্ষা বেশ ভালই হয়েছে; বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পরীক্ষক—ভালই প্রশ্ন হয়েছে; সত্যর ধারণা সে প্রথম দশজনের মধ্যে থাকবে না, তবে হয়ত কুড়িজনের নীচে নামতে হবে না—২৫ টাকা স্কলারশিপ পাবার আশা করছে। Berlin থেকে চিঠি ও বই এসেছে—Duhamel's Analysis এবং Wright's Comment on Newton. দুপুরে Wordsworth-এর Newton পড়লাম এবং Addison ঝালিয়ে রাখলাম। হীরালাল এসেছিল, তাকে Pendulum-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হল। রাত্রে Trigonometry পড়লাম। ৯টা নাগাদ শুতে গেলাম।

ডিসেম্বর ২৩, রবিবার

৬.১০-এ উঠলাম। স্টেটসম্যান দেখলাম—Mail-এর সংক্ষিপ্তাংশে তেমন কোন কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ নেই। সকালে Todhunter-এর Trigonometry পড়লাম। দুপুরে Gough-এর বিশ্লেষণ সহযোগে Fowler-এর Inductive Logic পড়লাম; Shakespeare-এর Coriolanus পড়লাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Godfrayর Astronomy পড়লাম। হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শরীরে বেশ অস্বস্তি রয়েছে—যেন একটু জ্বরভাব। ৯।।টায় শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ২৪, সোমবার

৬.২৫-এ ঘুম ভাঙলো। শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য—জ্বরটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পড়াশোনা করতে পারলাম না, এটা সেটা করে সময় কেটে গেল। সন্ধ্যেবেলা হীরালাল দেখা করতে এসেছিল; Besant-এর Hydrostatics পড়া হল; ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ডিসেম্বর ২৫, মঙ্গলবার

৬.৩০-এ উঠেছি। আগের মতই শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য—একটা ঘুষঘুষে, নাছোড় জ্বর এবং তার সঙ্গে মাথাভার ও যন্ত্রণা। স্টেটসম্যান্‌ দেখলাম। পড়াশোনার কঠিন কাজ করতে পারলাম না, পারলেও বোধহয় করা উচিত নয়। শরীরের অবস্থার বেশি অবনতি হলে হয়ত পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত হতে হবে। Hudson-এর Shakespeare থেকে King John পড়লাম। ৮৷৷০টায় শুয়ে পড়েছি। হীরালাল দেখা ক'রে গেল। ১০ গ্রেন কুইনিন খেলাম।

ডিসেম্বর ২৬, বুধবার

৬৷৷০ টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। শরীরে বিশেষ অস্বস্তি, এখনও জ্বরত্যাগ হয়নি। সতীশ রায় ও সতীশ বসুকে একটা problem দিয়ে চিঠি দিলাম। Loomis-এর Astronomy পড়লাম, তবে খুব একটা চাপ দিয়ে নয়। ১০ গ্রেন কুইনিন খেলাম। হীরালাল এসেছিল। ৯টায় শয্যাগ্রহণ।

ডিসেম্বর ২৭, বৃহস্পতিবার

৬.২৫-এ উঠেছি। অনেকটা সুস্থ লাগছে, জ্বরটাও ছেড়েছে—কিন্তু মাথা এখনও ভার এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য দুশ্চিন্তায় আছি। পরীক্ষার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ক'রে Todhunter-এর Trigonometry শেষ করলাম; Fowler-এর Logic-ও শেষ হল। বাবার সঙ্গে আজ হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। Coriolanus পড়লাম বটে কিন্তু চাপ দিয়ে কাজ করতে পারলাম না—বড় ক্লান্ত লাগছিল। ৯টায় শুয়ে পড়েছি। হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ডিসেম্বর ২৮, শুক্রবার

৬.১০-এ উঠলাম। শরীর ভালই আছে। স্টেটসম্যান্‌ পড়লাম। সারাদিন ধরে B. A. পরীক্ষার জন্য তৈরী নিজের নোট ও বিশ্লেষণ সহযোগে ইংরিজি গদ্যের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করলাম—দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম—কারণ অবশ্য ইদানীং কালের অসুস্থতা। Shaw-র English Literature পড়লাম। হীরালাল এসেছিল। বাবার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম। ৯টায় শুয়ে পড়লাম। সতীশ বসুর চিঠি এসেছে।

ডিসেম্বর ২৯, শনিবার

৬টায় ঘুম ভেঙেছে। সকালে Godfrayর Astronomy, Loomis, ইত্যাদি পড়লাম। Educational Times পেলাম, আমার একটি problem প্রকাশিত হয়েছে। বার্লিন থেকে Herschel-এর ফরাসী অনুবাদ পাঠিয়েছে, দুপুরে Hydrostatics পড়লাম। এক কপি Thomson's Vortex Rings

Adam's Prize Essays, 1882, হাতে পেলাম ; দঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বইটি সরিয়ে রেখেছি, আপাতত পড়ার কোন সময় নেই। কটক থেকে মধুবাবুর ভাই গোপাল-বাবু এসেছেন। বাবার সঙ্গে বেরিয়ে হেঁটে এলাম। রাত্রে Ward-এর English Poetry পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়েছি।

ডিসেম্বর ৩০, রবিবার

ভোর ৫টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। সকাল ৭টা অবধি Hydrostatics আর Dynamics ঝালানো গেল। তারপর সারাদিন ধরে B. A· পরীক্ষায় ইংরিজি পাঠ্যক্রম শেষ করলাম—কাল থেকে পরীক্ষা শুরু। অতি পরিশ্রান্ত—পরীক্ষা শেষ করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছি। ৯.১৫য় শয্যা গ্রহণ করলাম ; সতীশ রায়ের চিঠি এসেছে।

ডিসেম্বর ৩১, সোমবার

৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি। Hudson-এর Shakespeare থেকে King-John-এ চোখ বোলালাম। ৮টায় স্নান ক'রে প্রাতরাশ সারলাম। ৯.১৫য় সেনেট হাউসে পৌঁছেছি—১০টা থেকে B. A. পরীক্ষা শুরু হল ; দুটি ইংরিজি প্রশ্ন-পত্র ছিল। আমার সাধ্য অনুযায়ী উত্তর লিখেছি, দুটি পত্রেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মনে হয় ৭০% নম্বর পেতে পারি। বেরোবার সময়ে হলের গেটে যোগীন্দ্র ও সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাত্রে কিছু পড়তে পারিনি। কাল Mixed Mathematics পরীক্ষা আছে—এই পত্রটি আমার তেমন ভাল প্রস্তুত নেই—জানি না কাল কি হবে।

জানুয়ারী ১, মঙ্গলবার

সকাল ৬.১০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠেছি। বেসান্তের উদস্থিতিবিদ্যা, মিন্‌চিন্‌সের গতিবিদ্যা এবং গড্রেরে জ্যোতির্বিদ্যার সমস্তখানি খুব দ্রুত পড়লাম। সকাল সাড়ে নয়টায় গেলাম সেনেট হাউসে। মিশ্র গণিতের দুটি পত্রের আজ পরীক্ষা ছিল। দুটি পত্রেরই প্রত্যেকটি প্রশ্নের আমি উত্তর দিয়েছি। সকালের প্রশ্নপত্র ছিল খুবই সহজ, আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল, তুলনায় বিকেলের প্রশ্নপত্র ছিল দীর্ঘ। আমি প্রশ্নপত্র দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম, যদিও গণিতশাস্ত্রের অনেক কিছুই আমি জানি না, অবশ্য এই পরীক্ষার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, আজকের পরীক্ষায় আমি কম করে নব্বই শতাংশ নম্বর পাব। অনেক ছাত্র অভিযোগ করছিল যে, দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ছিল খুবই ধীরগতির, সতীশ রায়ের সঙ্গে সেনেট হাউসে দেখা হল। রাত্রে কিছুই পড়লাম না। ৯টার সময় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ২, বুধবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। সংস্কৃত মেঘদূত এবং ব্যাকরণ পড়লাম। সাড়ে নয়টায় সেনেট হাউসে গেলাম। আজ সংস্কৃতের দুটি পত্রের পরীক্ষা ছিল। সকালের প্রশ্নপত্র করেছেন নীলমণিবাবু। পুরো ছয় পাতার প্রশ্ন, খুবই দীর্ঘ; কিন্তু মনোযোগ সহকারে, খুব দ্রুত লিখে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর করেছি। বিকেলের প্রশ্নপত্র ছিল সাধারণ মাপের এবং যুক্তিসংগত। খুঁটিনাটি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মনে হয়, দুটি পত্রেই কম করে শতকরা সত্তর নম্বর পাব। বি. কোর্সের ছাত্ররা যেমন বলছিল, এই প্রশ্ন ছিল তাদের কাছে অতীব সহজ, তারা যদি আগামীকালও এই ধরনের প্রশ্ন পায়, তাহলে আমি নিশ্চিত আমি প্রথম হতে পারব না। আগামীকাল ইতিহাসের দুটি পত্রের পরীক্ষা হবে। আমি ইতিহাস নিইনি, তাই আমার ছুটি। রাত আটটায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ৩, বৃহস্পতিবার

সকাল ৬টায় ঘুম ভেঙেছে। পড়ছিলাম হ্যামিলটনের দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতামালা, কিন্তু আজ আমাদের কোন পরীক্ষা আছে কি না এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না, তাই অন্যান্য দিনের মতই সেনেট হাউসে গেলাম। ত্রৈলোক্যবাবু জানালেন, আজ আমার ছুটি। ১১টার সময় বাড়ি ফিরে এলাম। খুব ক্লান্ত এবং মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। গোপালবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হল না। আবার হ্যামিলটন্ পড়তে শুরু করলাম, কিন্তু অত মোটা বই দুবার পড়া অসম্ভব, তাই সেটাকে রেখে বিশুদ্ধ গণিত পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু দর্শন-

শাস্ত্রের মত এই বইটিও ভাল লাগল না। অগত্যা গেলাম হীরালালের সঙ্গে কথা বলতে। আজ তার ইতিহাসের দুটি পত্রের পরীক্ষা ছিল। প্রশ্ন হয়েছিল খুবই শক্ত। অথচ বি. কোর্সের ছাত্রদের প্রশ্ন হয়েছিল অত্যন্ত সহজ। এমন হলে আমরা, এ.কোর্সের ছাত্ররা, শেষ হয়ে যাব। রাতে কিছুই পড়া গেল না। সাড়ে আটটায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ৪, শুক্রবার

উঠেছি সকাল ৬টায়। জার্ডিনের অ্যানালাইসিস্ ও ডাগের আরোহ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় তর্কবিদ্যার (Inductive logic) বিশ্লেষণ পড়লাম। সাড়ে ৯টায় সেনেট হাউস। হ্যামিলটনের মেটাফিজিক্স এবং Inductive logic এই দুটি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। হ্যামিলটনের প্রশ্নপত্র ছিল অতীব সহজ—অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। কিন্তু লজিকের প্রশ্নপত্র ছিল তুলনায় দীর্ঘ। যা হোক দুটি বিষয়েরই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর করেছি। বিশেষ করে লজিকের উত্তর হয়েছে খুবই সন্তোষজনক। মনে হয়, শতকরা সত্তর নম্বর আজকের পরীক্ষায় পাব। গেটে যোগীন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সতীশবাবুও আমাদের দেখেছেন। গুরুদাসবাবুর দোকান হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতে বীজগণিতের কয়েকটি পাতা ছাড়া আর কিছু পড়া হল না। ৮.৪৫-এ শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ৫, শনিবার

ভোর ৪টেয় উঠলাম। সকাল ৮টা পর্যন্ত বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও অ্যানালিটিক্যাল কনিক্স্ আবার (Revise) পড়লাম। আমার ভয় হচ্ছে, এগুলি প্রশ্নমালায় ছিল না। দেওয়া উচিত ছিল। ৯.৪০-এ সেনেট হাউস। আজ দুটি পত্রের পরীক্ষা। প্রথম পত্র বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি, অসাধারণ প্রশ্ন হয়েছে। এটি নিশ্চিত কোন পেশাদারী গণিতশাস্ত্রবিদের দেশ থেকে নয়। আমি সমস্ত উত্তর করেছি, কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের (Theory of numbers) একটু-খানি ছাড়া। দ্বিতীয়পত্রের কনিক্সের প্রশ্ন যেমনটি আমি চাইছিলাম ঠিক তেমনি হয়েছে। যেহেতু সল্‌মন্ আমার খুব ভাল করে পড়া ছিল, তাই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি বিশদভাবে। আমি আজকের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ৯৫ শতাংশ নম্বর পাব। সতীশ রায়ের কাছে গেলাম। তারপর ফিরলাম বাড়িতে। হীরালালের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, আমি পারব না, কিন্তু তুমি প্রথম স্থান পাবে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। মধুবাবু এসেছেন কটক থেকে। আমাদের সঙ্গে দেখা হল। রাত সাড়ে আটটায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ৬, সোমবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। গতকালের Statesman পড়লাম এবং ল্যান্ডরের কাল্পনিক কথোপকথন (Imaginary Conversations)—এটি একটি

চমৎকার লেখকের লেখা অতি সুন্দর বই। বইটির বিষয়বৈচিত্র্য এবং কার্যকারিতা (Vigour) আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। দুপুরে কাকা আমাকে এবং গিরীন্দ্রকে একটি প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গেলেন। ঘণ্টা দুয়েক ধরে প্রতি ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বহু ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রের প্রদর্শনী। একদিন অথবা দুদিন ধরে দেখলেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না। তিনটের সময় বাড়ি ফিরলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। এডুকেশন্যাল টাইমস্-এর অফিস থেকে আসা রসিদ পেলাম। গোপালবাবু আমাকে আগামীকাল কলেজ লাইব্রেরীতে নিয়ে যাবার কথা বলছিলেন। যোগীনবাবু বিকেলে দেখা করতে এলেন এবং হ্যামিলটনের নোট নিয়ে গেলেন আমার কাছে থেকে। শ্যামলাল দত্তও দেখা করতে এলেন। রাতে সলমনের কনিক্স পড়লাম। শুলাম রাত ৯টায়।

জানুয়ারী ৮, মঙ্গলবার

৬টায় ঘুম ভাঙল। কনওয়েজের 'এমারসন' এবং সকালের 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এবং গোপালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে গেলাম। প্রথমে আড্ডিদের দোকানে গিয়ে হিসেবপত্র মিটিয়ে দিয়ে তারপর গেলাম লাইব্রেরী। যেসব বই নিয়েছিলাম সব ফেরত দিলাম এবং নতুন ক'টি বই নিলাম আমার নিজের, সতীশবাবু ও গোপালবাবুর জন্য। এমারসনের 'মেন অফ দি টাইমস্' কিছু নোট করলাম। তারপর সতীশবাবুর কাছে, তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সেখান থেকে সতীশ রায়ের কাছে, তিনি যাইহোক বাড়িতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ২.৩০ মিঃ পর্যন্ত কথা বললাম। তারপর থ্যাকারস-এর দোকানে। ক'টি বই কিনলাম, তার মধ্যে Ireland-এর লেখা এমারসনের জীবনী। ঘরে ফিরলাম খুবই ক্লান্তি নিয়ে। রাতে Ireland-এর সেই বই পড়লাম। বইটি সত্যিই দক্ষ কারিগরের উপযুক্ত (Very workman like book)। ৯টায় শুয়ে পড়া। সতীশবাবুকে চিঠি লিখলাম।

জানুয়ারী ৯, বুধবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। সকালের স্টেটস্‌ম্যান এবং কনওয়েজের 'এমারসন্' পড়লাম। দুপুরে পড়লাম পটারসের অপ্‌টিকস্। তারপর পেলাম কাকার চিঠি, মা আর কাকীমাকে প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে লিখেছেন। যেহেতু গত দুদিন আমার খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে, তাই প্রথম রাজী হইনি, কিন্তু পরে, ইচ্ছা না থাকলেও তাঁদের প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গেলাম। ৩.৪৫-এ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। বিকেলে গেলাম বেড়াতে। রাতে Gauss-এর Theoria motus পড়ে ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ১০, বৃহস্পতিবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। কন্‌ওয়েজের 'এমারসন্' পড়লাম—পুরানো পাঠ আবার পড়লাম—খুব শক্ত—কিন্তু আন্তরিক—এই ব্যাপারে লেখক খুবই

উৎসাহী। তারপর স্টেটস্‌ম্যান্‌ পড়লাম। হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সির বিরুদ্ধে তথ্য উদ্‌ঘাটনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক এবং নিশ্চিতভাবে সত্য। দুপুরে হুজ্‌লিট পড়লাম। তারপর কাকার সঙ্গে গেলাম সেনেট হাউসে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তি দেখতে। লর্ড রিপন মূর্তির আবরণ উম্মোচন করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনলাম এবং সেই সঙ্গে মনিয়ার উইলিয়মসের। ৬টায় বাড়িতে ফেরা। খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু তাহলেও রাত ৮টায় কাকাবাবুর সঙ্গে আবার গেলাম মেডিকেল কলেজে ফাদার লাফন্টসের বক্তৃতা শুনতে। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত ভুল পা রেখে পড়ে গেলাম, বাঁ গোড়ালিটা একেবারে মচকে গেল —কোনক্রমে বাড়ি ফিরে এসে দশটায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ১১, শুক্রবার

সাড়ে ছটায় উঠলাম। জ্বর-জ্বর ভাব। গোড়ালি ফুলে আছে। বিছানায় বন্দী হয়ে থাকলাম। খুব অস্বস্তি লাগছে। ফোলা জায়গায় আয়োডিন লাগালাম। আগামী রবিবার গাজীপুর থেকে ভাই আসার কথা।

জানুয়ারী ১২, শনিবার

আজ উঠেছি সাড়ে ছ'টায়। যন্ত্রণা গতকালের মতই, গোড়ালি বেশ ফুলেছে। কাকাবাবুর চিঠি পেলাম, অন্য আর একটা পেলাম মিঃ টুকারের কাছ থেকে। গত ১৩ই ডিসেম্বর লন্ডন ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির মিটিঙে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে ভোটের জন্য। আমার দরখাস্তে সই করেছেন মিঃ গ্লেসার, মিঃ কেম্প এবং মিঃ টুকার। ফলাফল আগামী মাসের এই সময়ে জানা যাবে। আমার মনে হয়, আমি নিশ্চিত সুযোগ পাব। কৃষ্ণনগরের রামনাথবাবু এবং প্রসন্নবাবুকে চিঠি লিখলাম।

জানুয়ারী ১৩, রবিবার

উঠলাম ৬.৪৫ মিনিটে। জ্বর নেই, কিন্তু যন্ত্রণা ও ফোলা ঠিক আগের মতই কষ্টকর। ভাই গাজীপুর থেকে এসেছে। তাকে দেখে মনে হল চেঞ্জের ফলে তার শরীর সামান্যই সেরেছে। কাকাবাবু এদের সঙ্গে আসেননি, এ মাসের শেষ নাগাদ তাঁর এখানে আসার কথা। একটুখানি 'এমারসন' পড়লাম। সন্ধ্যায় ইংরাজী সিটিজেন সিরিজের একটি খণ্ড পড়লাম। পঞ্চাননবাবু এসেছিলেন। তিনি বললেন সংস্কৃতে ৮০ শতাংশ নম্বর পেতে পারি। রাত সাড়ে নয়টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ১৪, সোমবার

উঠেছি সকাল সাড়ে ছয়টায়। গতকালের স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। এমারসন এবং কনওয়েজের জীবনী পড়লাম। দুঃখের বিষয় আমার অসুস্থতা আমাকে

শুরু থেকে এ মারসনের বক্তৃতাবলী পড়ায় বাধার সৃষ্টি করেছে, অসুস্থতার কারণে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, যাইহোক আমার সামনে এখনও পুরো একটি মাস সময় আছে। ডিসেম্বর'৮৩-র এডুকেশন্যাল টাইমস্ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর করলাম। রাতে ভারবি পড়ে ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

আমাদের দেশবাসীরা টাউন হলে ইলবার্ট বিলের জন্য যে সভা করেছিল, সে সভায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি, এর জন্য আন্তরিক দুঃখ হচ্ছে। সন্দেহ নেই সেখানে খুব ভাল বক্তৃতা হয়েছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, যদি একই ফল আমাদের ভুগতে হয়, যেমন হয়েছে বিরোধপূর্ণ অ্যাঙ্‌লো-ইন্ডিয়ানদের বেলায়?

জানুয়ারী ১৫, মঙ্গলবার

সকালে ৬.১৫-তে উঠেছি। তারপর 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম। পণ্ডিতমশায় এসেছিলেন, ঠিক হয়েছে, সংস্কৃতে প্রেমচাঁদ পরীক্ষার জন্য ভারবি থেকে প্রস্তুতি শুরু করব এবং এক্ষেত্রে এককালীন আমার মাত্র একটি কোর্স নেওয়াই উচিত। আমি আগামীকাল থেকে অবশ্যই শুরু করব। সতীশবাবু এখানে সকালে ১১.৩০ মিনিটের সময় খুব অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিলেন এবং প্রায় বিকেল চারটে অবধি ছিলেন। অনেক কথা হল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন পরের বৃহস্পতিবার আমাকে লিখবেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবেন না। খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি এই দিনগুলি কাটাবেন। রাতে বীজ-গণিত করলাম। শুয়ে পড়লাম ৯টায়। আমি বলেছিলাম আমি সংস্কৃতের দ্বিতীয় পত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে চল্লিশ পাব। আমি তাই পেয়েছি এবং সেই বিষয়ে প্রথম হয়েছি। আমার যা আশা ছিল তাই হয়েছে।

জানুয়ারী ১৬, বুধবার

সকাল ৬.১০-এ উঠেছি। ভারবি পড়লাম। ১৫টি শ্লোক। যদি ঠিক এই-ভাবে পড়ে যেতে পারি ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত, আমি কোর্স শেষ করে ফেলতে পারব। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। বোনকে পড়ালাম। দুপুরে জিলেট থেকে ক্যালকুলাসের পরিবর্তন সম্পর্কিত সূত্রাবলী (Calculus of Variations) যখন করছিলাম, তখন আমাকে আনন্দিত ও অবাক করে ঘরে ঢুকল কালীকুমার। সে ছিল বিকেল ৩টে ৩০ পর্যন্ত। আমার ক'খানি বই সে নিল। ফেব্রুয়ারী ২৮শে সে এম. এ. পরীক্ষায় বসবে। আমি তার শুভকামনা করি। রাতে কার্লাইলের ফ্রেড্রিক (প্রথম খণ্ড) পড়লাম। শুলাম রাত ৯টায়।

জানুয়ারী ১৮, শুক্রবার

ঘুম ভাঙল সকল ৬. ১০-এ। ভারবি থেকে পরবর্তী ১৫টি শ্লোক পড়লাম, যেমন পড়ি। কিন্তু কালিদাসের মত অমন গীতিমধুর নয়। তারপর স্টেটসম্যান।

বোনকেও পড়ালাম। গাজীপুর থেকে কাকাবাবুর সোমবার আসার কথা। দুপুরে ক্যালকুলাসের পরিবর্তন সূত্র পড়লাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। রাতে এমারসন পড়ে ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ১৯, শনিবার

সকাল ৬টায় উঠে, ভারবি থেকে রোজ যেমন পড়ি তেমনি ১৫টি শ্লোক পড়লাম। এবার দ্বিতীয় সর্গ শুরু হল। আমি খুব ধীরে অথবা দ্রুত পড়ি না, অতি সাবধানী অথবা অমনোযোগীও নই; পড়ি ধীরে কিন্তু ঠিক ঠিক। স্টেটসম্যান পড়লাম। পরের বৃহস্পতিবার কেশববাবুকে নিয়ে একটি সভা হবে। ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজে ৫৪তম পূর্তি উৎসব। আমার কাছে প্রতাপবাবুর বক্তৃতা শোনার এটি আর একটি সুযোগ। দুপুরে ভারবির প্রথম সর্গের সমস্তখানি আবার পড়লাম। বাবার সঙ্গে ঘুরলাম। রাতে ক্যালকুলাসের পরিবর্তন সূত্র এবং এমারসন পড়ে ৯টায় শুতে গেলাম।

জানুয়ারী ২০, রবিবার

সকাল সাড়ে ছ'টায় উঠেছি। কনওয়েজের 'এমারসন' পড়লাম সকালে। তারপর স্টেটস্ম্যান। সেই তথাকথিত ইলবার্ট বিল আগামী শুক্রবার কাউন্সিলে আনা হবে, কোন সন্দেহ নেই সেই প্রস্তাব পাসও হয়ে যাবে। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ! আমার মাতৃভূমি, স্বদেশ! অত্যাচারী শাসকের দ্বারা পদদলিত, জঘন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক। তারা যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনরীতি শুরু করেছে, তা অত্যন্ত অন্যায় রীতি। দুপুরে কার্লসের ক্যালকুলাসের পরিবর্তন (Variation) সূত্র পড়লাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে সবুজ মাঠে ঘোরা। রাতে এমারসন্ এবং ল্যান্ডার পড়ে শুলাম ৯টায়।

জানুয়ারী ২১, সোমবার

ঘুম ভেঙেছে সকাল ৬টায়। ভারবির দ্বিতীয় সর্গের ১০টি শ্লোক পড়লাম। আমাকে একদিন অন্তর অন্তর ১০টি এবং ২০টি শ্লোক পড়তে হবে, তা নাহলে ভাইকে পড়াতে পণ্ডিত মশায়ের অসুবিধে হবে। গাজীপুর থেকে জ্যাঠামশাই এসেছেন, সঙ্গে সতীশ। এক সপ্তাহ তাঁদের এখানে থাকার কথা। মোটকথা প্রদর্শনী দেখবেন। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটছে তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাকে প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে দেখার জন্য খুবই আগ্রহী, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তা হবে না। বি. এ. কোর্সের ছাত্রদের সঙ্গে খুব সম্ভব পারব না। রাতে ল্যান্ডর এবং কার্লাইল পড়লাম। শুয়ে পড়লাম ৯টার সময়। আমার জ্যাঠামশাই এখন ছোটকাকাবাবুর বাড়িতে আছেন।

জানুয়ারী ২২, মঙ্গলবার

সকাল ৫.৪৫-এ উঠলাম। প্রায় মাইলখানেক বেড়ালাম। গোপালবাবুর সঙ্গে কথা হল। আমি বুঝতে পারি না, কেন প্রত্যেকে আমাকে পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে দেখতে চান। ভারবি থেকে পরবর্তী ২০টি শ্লোক পড়লাম। আজকের পড়াটা একটু কঠিন অন্য দিনের তুলনায়। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। বোনকে পড়ালাম না। সে এখন বেশীর ভাগ সময় সতীশ অথবা কাকাবাবুর কাছে থাকছে। এবং তাঁদের কাছেই পড়ছে। যতক্ষণ বড়কাকাবাবু এখানে থাকেন ততক্ষণ এমন চলবে। মনিয়র উইলিয়মের ভারত-বিদ্যা পড়লাম দুপুরে। বিকেলে বাবার সঙ্গে ঘোরা, রাতে কার্লাইল এবং এমারসন পড়ে ১০টার সময় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ২৩, বুধবার

ঘুম ভাঙল ছটায়। গোপালবাবুর সঙ্গে ঘুরে এসে ভারবির পরবর্তী ১০টি শ্লোক পড়লাম। দ্বিতীয় সর্গ শেষ হল। গৃহশিক্ষক বলছেন, আমার পড়ার খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। স্টেটসম্যান পড়লাম। আগামী বুধবার কলকাতার শেরিফ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি সভা ডেকেছেন। আমি বুঝতে পারি না, তাঁকে নিয়ে এত অযথা হৈচৈ করার কারণ কি? সারাদিন ক্লিফোর্ডের বই (Clifford's Papers) পড়লাম। বাবার সঙ্গে ঘুরে এসে রাতে এমারসন পড়ে, ৯টায় বিছানায় গেলাম।

জানুয়ারী ২৪, বৃহস্পতিবার

ঘুম ভেঙেছে সকাল ৬টায়। গোপালবাবুর সঙ্গে ঘুরে এসে, রোজকার মত ভারবির ৩য় সর্গের প্রথম ২০টি শ্লোক পড়লাম। অবাক হচ্ছি মাঘ-এর (Magha) ভারবির অনুকরণ করা দেখে। তাঁর রীতি, পরিকল্পনা, এমনকি কখনো কখনো ভাষাও! এরপর স্টেটসম্যান এবং থিওজফিস্ট পড়লাম। দুপুরে থ্যাকারের দোকান থেকে কোলরিজ কিনে, সেখান থেকে টাউন হলে গেলাম। সেখানে প্রায় ৫০০০ লোকের দম-বন্ধ করা ভিড়। প্রতাপবাবুর দক্ষ বক্তৃতা, অদ্ভুতভাবে অনুষ্ঠান পরিবেশকে সুমিষ্ট করে তুলেছিল। সাড়ে ছয়টায় ফিরলাম খুব ক্লান্ত হয়ে। তার সঙ্গে খুব মাথার যন্ত্রণা। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ২৫, শুক্রবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। ভারবির পরবর্তী দশটি শ্লোক পড়লাম। তারপর স্টেটস্‌ম্যান। হামবুর্গের লটারীর টিকিট পেলাম। এ মাসের এডুকেশন্যাল টাইমস পেলাম। আমার করা অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের প্রশ্নের সমাধান এতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমি দুটি প্রশ্নের উত্তর করেছি। দুপুরে বড়কাকা-বাবুকে নিয়ে সতীশ রায়ের কাছে গেলাম, কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তখন

তাঁর কাকা কেষ্টবাবুর কাছে গেলাম। সতীশ সেখানেও ছিল না। সেখান থেকে কলেজ, তারপর লাইব্রেরীতে। এফ. এ.-র ফল বেরিয়েছে। সত্য পাস করেছে। এটা আগেই আশা করেছিলাম। বিকেলে চারটেয় বাড়ি ফিরলাম খুব ক্লান্ত হয়ে। রাতে এমারসন পড়ে শুয়ে পড়লাম ৯টার সময়।

জানুয়ারী ২৬, শনিবার

সকাল ৬টায় উঠে গোপালবাবুর সঙ্গে ঘুরেছি। রোজকার মত সংস্কৃত ভারবি থেকে ১৭টি শ্লোক পড়লাম। তারপর স্টেটসম্যান। আজকের সকালে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোয়নি। আমি মিঃ বেলেটের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী, ভণ্ডামি এবং খেয়ালখুশি পছন্দ করি না। দুপুরে এমারসন পড়লাম। আমি শুনলাম নীলমণিবাবুর সংস্কৃত পত্রে আমি পঞ্চাশে ত্রিশ পেয়েছি। নিশ্চিতভাবে এটি আমার প্রথম স্থান অধিকারের ইঙ্গিত নয়। সে রকম সম্ভাবনা আমার খুব কমই। জ্যাঠামশাই এবং ভাই সতীশ রাতের মেলে গাজীপুর ফিরে গেলেন। রাতে মনিয়র উইলিয়মের নতুন বইটি পড়লাম,—দি রিলিজিয়ান্স অফ ইণ্ডিয়া। ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ২৭, রবিবার

সকাল ৬.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। গোপালবাবুর সঙ্গে ঘুরে এসে ভারবির ৩য় সর্গ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করলাম। তারপর স্টেটসম্যান পড়া। দুপুরে এডুকেশন্যাল টাইমস থেকে কিছু প্রশ্ন লিখে নিলাম, আবার বেশ কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আমার হাতে এল। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে বেড়ালাম। বাবার ইচ্ছা, আগামীকাল তিনি নীলমণিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আমার মনে হয় নীলমণিবাবু আমার পরীক্ষার ফলাফল বলে দিতে পারবেন। ভাইয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সামগ্রিকভাবে খুবই হতাশজনক। এটি হল তার প্রখর আত্মবিশ্বাসের ফল। রাতে ক্লিফোর্ড পড়ে সাড়ে ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ২৮, সোমবার

সকাল ৬.১০-এ ঘুম ভাঙল। ভারবির ১০টি শ্লোক পড়ে ৩য় সর্গ শেষ করলাম। দুপুরে উইলিয়ামসন্স এর ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস পড়লাম। বিকেল চারটেয় সিণ্ডিকেটের সভা। সেখানে নীলমণি ছিলেন। বাবার সঙ্গে নীলমণিবাবুর বাড়ি গেলাম, কিন্তু তিনি ছিলেন না, একজন অন্য লোককে রেখে গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় নীলমণিবাবুর একটি চিঠি আনল। আমি বি. এ-তে প্রথম স্থান পেয়েছি। এবং আমার নম্বরের সঙ্গে যে দ্বিতীয় হয়েছে তার প্রভূত পার্থক্য। আমি কাকাবাবুকে সুখবর দিয়ে এলাম। বাবা পণ্ডিতমশায় ও রাসবিহারীবাবুর কাছে গেলেন। ভীষণ উত্তেজনা, রাতে অল্প

ঘুম হল। আমি এম. এ-কোর্স পড়ার সম্মান অর্জন করেছি।

জানুয়ারী ২৯, মঙ্গলবার

ঘুম ভেঙেছে সকাল ৬.১৫ মিঃ। এবং এই কোর্স (বি. এ.) অত্যন্ত কঠিন হলেও, আমি যে খুব সফলভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছি, এই কথা জানিয়ে বাবা গাজীপুরে কাকাবাবুকে এবং কৃষ্ণনগরে প্রসন্নবাবুকে টেলিগ্রাম্ করলেন। আমার প্রাক্তন গৃহশিক্ষক ক্ষেত্রবাবু এবং সাউথ সুবার্বন স্কুলের (যেখান থেকে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলাম) কর্মসচিব আনন্দবাবুর কাছে গেলাম। আশামত ভাল ফল হওয়ায় সকলেই আনন্দিত। কলেজে গেলাম, সেখানেও এই খবর জানাজানি হয়ে গেছে। দেখা করলাম সতীশ রায়ের সঙ্গে, বন্ধুর সাফল্যে তিনি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। রাতে ডাইনামিকস্ পড়লাম। এডুকেশন্যাল টাইমসের মিঃ মিটারকে প্রশ্নোত্তর করে পাঠালাম। রাত ১০টায় শুয়েছি।

জানুয়ারী ৩০, বুধবার

বিছানা ছেড়েছি সকাল ৬টায়। সংস্কৃত ভারবির ৪র্থ সর্গের ১৭টি শ্লোক পড়লাম। আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল। গেজেট বেরিয়ে গেছে। সতীশবাবু দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। তাঁকে দেখেও যেমন খুব আনন্দ হল, তেমনি তালিকার শীর্ষে আমার নাম দেখেও আনন্দ পেলাম। সতীশ মুখার্জী, শশীবাবু, হেম মিত্রের সঙ্গে দেখা হল। কলেজে গেলাম। মিঃ পার্সিভ্যাল-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি অভিনন্দন জানালেন। তিনি ঠিক এই মন্তব্যই করলেন যে, পরীক্ষার ফল I. A'র তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। বুথ সাহেব চিৎকার করে সম্ভাষণ জানালেন। তিনি আনন্দে একেবারে ফেটে পড়লেন। এবং একঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমাকে এম. এ তে গণিত শেখাবেন বললেন। আমার পরীক্ষার নম্বর দেখে বললেন, খুবই ভাল নম্বর পেয়েছি, শতকরা ৮০ ভাগ। সব বিষয়েই ভাল নম্বর হয়েছে। সংস্কৃতে পেয়েছি ৭০%, এটাই হল সবচেয়ে কম, যা পাঁচটি বিষয়ে পেয়েছি তার থেকে। দর্শনশাস্ত্রে পেয়েছি 'অভাবিত সাফল্য', তিনি বললেন। এবং সেই কারণেই "দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমার চেয়ে অনেক দূরে আছে।"

জানুয়ারী ৩১, বৃহস্পতিবার

উঠেছি সকাল ৬.১০-এ। রোজকার মত সংস্কৃত ভারবি পড়লাম। ৪র্থ সর্গ শেষ হল। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। তারপর কলেজ। মিঃ রো অভিনন্দন জানালেন। ইলিয়ট-এর সঙ্গে দেখা হল। তিনি নিজের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ এবং রহস্য করছিলেন খুব। তিনি বললেন, তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে একজন এ-কোর্সের ছাত্র প্রথম স্থান পাবে। তিনি আমাকে Physics পড়াবেন বলে

প্রতিজ্ঞা করলেন। দেখা করলাম সতীশ বসুর সঙ্গে, তিনি খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ। তিনি আমার এবং তাঁর নিজের সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা। রামনাথ-বাবুর সঙ্গে দেখা সন্ধ্যেবেলায়। আমার "অত্যাশ্চর্য" ও "অভূতপূর্ব" সাফল্যে তিনিও খুব আনন্দিত। রাত সাড়ে নয়টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ১, শুক্রবার (শ্রীপঞ্চমী)

সকাল ৫.৩০-এ উঠলাম। বোনকে সঙ্গে করে ট্রেনে চেপে কৃষ্ণনগর গেলাম প্রসন্নবাবুর কাছে। আমাদের দেখে তিনি খুব খুশি। তিনি একটু দেরিতেই টেলিগ্রাম পেয়েছেন। খুব শহর ঘোরা হল। একটুখানি ভারবি পড়লাম এবং তাঁর ছেলে জ্যোতিকে পড়ালাম।

ফেবরুয়ারী ২, শনিবার

উঠলাম সকাল সাড়ে ছয়টায়। একটুখানি ঘোরাঘুরি করলাম। ভারবি পাঠ করে জ্যোতিকে পড়ালাম। উমেশবাবুর সংগে দেখা করতে গেলাম। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। বিকেলে প্রসন্ন কাকার সংগে কৃষ্ণনগর শহরের প্রধান রাস্তা ও বিভিন্ন স্থানে গাড়ি করে ঘুরে এলাম। রাজার প্রাসাদ দেখলাম। রাতে ভারবি পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ৩, রবিবার

সকাল ৬.৩০-এ উঠলাম। সকালে ভারবি পড়েছি। ৪র্থ সর্গের শেষদিকটা পুনরায় পাঠ করলাম। জ্যোতিকে পড়ালাম। সাড়ে বারোটায় কৃষ্ণনগর থেকে রওনা হয়ে বাড়ি পেঁাছালাম ৬.৩০-এ। খুব ক্লান্ত। পার্টিকল ডাইনামিকসের একটুখানি পড়লাম। রাত ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ৪, সোমবার

ঘুম ভেঙেছে ৬.১০-এ। সংস্কৃত ভারবি পড়লাম প্রতিদিনের মত। একাদশ সর্গ শুরু হল। পার্টিকল্ ডাইনামিকস্ পড়ে, তারপর কলেজ গেলাম। দেখা করলাম মিসেস বুথ এবং এলিয়টের সংগে। সতীশবাবুর সংগেও দেখা করলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে গেলাম তাঁর বাড়ি। তাঁর মা আমার প্রতি স্নেহশীলা খুবই। আমার সফলতায় তিনিও খুব আনন্দিত। সতীশবাবু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরীক্ষা দিয়ে চাকরি করার। তাঁকে একটু সাহায্য করার কেউ নেই। বোধহয় সেই কারণেই তিনি পারবেন। সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কাছে গণিত শেখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রামনাথবাবুর জন্য রাতে ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন করলাম। ১০.১৫ মিনিটে বিছানায়। গিরীন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

ফেবরুয়ারী ৫, মঙ্গলবার

সোয়া ছ'টায় ঘুম থেকে উঠেছি। সংস্কৃত পড়লাম, রোজ যেমন পড়ি। এ

ছাড়া পড়লাম পারটিক্যাল ডাইনামিকস্। তারপর কলেজ। মিঃ এলিয়টের সঙ্গে দেখা করলাম। কোন থিয়োরী পড়ার আগে, আমার প্রথমে বৈদ্যুতিক মেশিন চালনা করা শেখা দরকার। বুথের কাছে ডাইনামিকস্ পড়লাম। রো (Rowe) সাহেবের সঙ্গে কথা হল। তিনি ইংরাজীতে আমাকে পঞ্চাশের মধ্যে ৩৭ দিয়েছেন। রাতে সংস্কৃত ও ডাইনামিকস্ পড়লাম। ৯.৪৫-এ শোয়া।

ফেবরুয়ারী ৬, বুধবার

ছটায় উঠলাম। সংস্কৃত ভারবি পড়লাম, যেমন প্রতিদিন পড়ি। কলেজে গেলাম না, কিন্তু সারাদিন ডাইনামিকস্ এবং ডেসচ্যানেল থেকে ইলেকট্রিসিটি (তড়িৎ বিদ্যা) পড়লাম। নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য এই প্রস্তুতি। বিকেলে বাবার সঙ্গে ঘুরলাম। রাতে পড়লাম এমারসন এবং এডুকেশন্যাল টাইমস। সাড়ে ৯টায় বিছানায়।

ফেবরুয়ারী ৭, বৃহস্পতিবার

সকাল ৬.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। সকালে অভ্যাসমত ভারবি পড়ি এবং স্টেটস্‌ম্যান। তারপর কলেজে গিয়ে বুথসাহেবের কাছে ডাইনামিকস্ এবং পরীক্ষাগারে গিয়ে তড়িৎশক্তি বিষয়ক পরীক্ষা করলাম। পরীক্ষাগারের সহায়ক রাজকৃষ্ণবাবু খুব সহৃদয় ব্যবহার করলেন, যেন তিনি আমার পিতৃদেবের কোন পুরানো বন্ধু। রাতে ডাইনামিকস্ এবং ডেসচ্যানেল পড়ে ৯.১৫-তে শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ৮, শুক্রবার

সকাল ৬.০৫-এ উঠলাম। সকালে অভ্যাসমত সংস্কৃত ভারবি এবং স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। তারপর ডাইনামিকস্ এবং কিছু প্রশ্নোত্তর করলাম। কলেজে গেলাম। বুথের কাছে ডাইনামিকস্ এবং ল্যাবরেটরিতে মেশিন নিয়ে কাজ করলাম। সন্ধ্যাতেও ডাইনামিকস্। রামবাবু এখানে এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হল। আজ দুপুরে তাঁর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তিনি বললেন যে তিনি এ বছরে ছাত্রবৃত্তি পাবেন না। ভাল শিখতে পারেননি। আগামী কাল মিঃ ন্যাসের কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন বললেন। সাড়ে নয়টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ৯, শনিবার

৫.৫৫ মিনিটে ঘুম ভাঙল। সকালে সংস্কৃত ভারবি পড়লাম। ইংল্যান্ড থেকে মিঃ টুকার, কেম্প এবং জেন্‌কিনস্ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, আমি লন্ডন ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছি। এই বাড়তি সম্মানলাভে আমার প্রকৃত আনন্দ হল। রামবাবু এসে সব শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ ন্যাসের কাছে। কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সুতরাং কলেজে গেলাম। ল্যাবরেটরিতে কাজ করলাম। মিঃ রো এবং ওয়েবকে

লণ্ডনের চিঠি দেখালাম। মনে হল, এইসব দেখে শুনে তাঁরা ঈর্ষান্বিত, অভিনন্দন জানালেন বটে, তা নেহাৎই সৌজন্যমূলক। গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য আমি হরিশ্চন্দ্র প্রাইজ পেয়েছি, যদিও ডাইনামিকস্ ও অ্যাস্ট্রোনমিতেও আমি প্রথম হয়েছি। কিন্তু হারশেল মেডেল পেলাম না, কেননা একই বিষয়ে দুটি প্রাইজ কোন একজন পায় না। কালীকৃষ্ণ সংস্কৃতের জন্য মেডেল পেল। সতীশ রায়কে আমার সদস্যপদ লাভের কথা জানালাম। রাতে ডাইনামিকস্ পড়ে ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ১০, রবিবার

৬টায় ঘুম ভাঙল। ডাইনামিকস্ পড়লাম। রামনাথবাবু এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে গেলাম ন্যাসের কাছে। কিন্তু তিনি আমাদের দেখে প্রসন্ন হলেন না। খুব খারাপ লাগল। বাড়িতে ফিরে এলাম। রামনাথবাবু আজ সন্ধ্যায় আগ্রা যাবেন। স্বর্গীয় চন্দ্র গাঙ্গুলীর শ্রাদ্ধে খেলাম। স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। রাতে তড়িৎশক্তি পড়ে একবার এমারসন-এ চোখ বোলালাম। ৯.৩০-এ ঘুমালাম।

ফেবরুয়ারী ১১, সোমবার

৫.৪৫-এ উঠেছি। ৭টা পর্যন্ত এমার্সনের বিষয়ে আমার বক্তৃতার শুরুটা লিখলাম। স্টেটস্‌ম্যান পড়ে ৯টায় কলেজে। ১০-১১টা সিটি কলেজে আইন বিষয়ে বক্তৃতা হবে। লাইব্রেরীতে কামিংস-এর ইলেকট্রিসিটি পড়লাম। পরের ঘণ্টায় মিঃ এলিয়টের কাছে এবং তার পরের ঘণ্টায় বুথের কাছে ডাইনামিকস্ পড়লাম। বিকেল ৩টেয় খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। বিকেলে ডাইনামিকস্ এবং রাতে এমার্সনের রচনা পড়লাম। এখন কয়েকদিনের জন্য সংস্কৃত পড়া বন্ধ রেখেছি। ৯.৩০-এ ঘুমাতে গেলাম।

ফেবরুয়ারী ১২, মঙ্গলবার

সকাল ৬.১০-এ উঠেছি। এমার্সনের উপর কিছু লিখলাম। তারপর ডাইনামিকস্ পাঠ। কলেজে ইলিয়টের বক্তৃতা ইলেকট্রিসিটি এবং বুথের ডাইনামিকস্ বিষয়ে। মিঃ এলিয়ট খুব সাধারণ বিষয়ের উপর অযথা সময় নষ্ট করছেন। অথচ শক্ত অংশ এখনও ধরাই হল না। রাতে ডায়ানমিকস্ এবং সিল্‌ভানাসের থম্পসনের ইলেকট্রিসিটি পড়ে ১০টায় শুয়ে পড়লাম। স্টেট্‌সম্যান এবং মিরর পত্রিকায় আমার গণিতিক সদস্যপদ লাভের খবর প্রকাশিত হয়েছে।

ফেবরুয়ারী ১৩, বুধবার

সকাল ৫.৫৫ তে উঠেছি। এমাসর্নের বিষয়ে আমার প্রস্তাবিত বক্তৃতার কিছুটা লিখলাম। কনওয়েজের প্রবন্ধ বেরিয়েছে পাক্ষিক রিভিউ পত্রিকায়, পড়লাম। স্টেটস্‌ম্যান দেখলাম। কলেজে না গিয়ে, সারাদিন Particle Dynamics পড়ে

কিছু প্রশ্নোত্তর করলাম। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে বেড়ানো। তারপর, উইলিয়ামসন্স-এর ক্যালকুলাস এবং কামিংসের ইলেকট্রিসিটি পড়ে, শুয়ে পড়লাম ৯.৪০-এ।

ফেবরুয়ারী ১৪, বৃহস্পতিবার

উঠেছি সকাল ৬টায়। এমারসনের বিষয়ে যা লিখেছিলাম তা সংশোধন করে আয়ারল্যান্ডের বই এবং স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। সিটি কলেজে আইন সম্পর্কে বক্তৃতা আছে। ইলিয়টের কাছে কামিংস পড়লাম। তিনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন যে তিনি আমাকে ম্যাকসওয়েল পড়াতে পারবেন না। কেননা তিনি নিজেই বিশদভাবে পড়েননি। এই স্বীকারোক্তি সত্যিসত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বুথের কাছে ডাইনামিকস্ পড়লাম। এই অহঙ্কারী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এতদিন আমাকে হিংসে করে এসেছে, যেহেতু আমি লন্ডন ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। রাতে ম্যাকসওয়েল পড়লাম। এখন বইয়ের প্রস্তাবনাটুকু পড়ছি, পরের মাস থেকে আন্তরিকভাবে পড়ব। ৯.১০-এ শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ১৫, শুক্রবার

সকাল ৬.০৫-এ উঠেছি। এমারসন বিষয়ে ক'লাইন শিখলাম। আমি শুধু সহজ সাবলীলভাবে লেখার ক্ষমতাই হারাইনি, এমনকি বিষয়ও কঠিনতম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেটা আমি প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে পারছি! স্টেটস্‌ম্যান পড়লাম। স্যান্ডম্যান্সের ডাইনামিকস্ পড়লাম। কলেজে ডাইনামিকস্ বিষয়ে বুথের এবং ইলেকট্রিসিটি বিষয়ে এলিয়টের বক্তৃতা ছিল, ল্যাবরেটরীতে Holy's mach.-এর বিষয়ে কাজ করলাম। রাতে Particle Dynamics প'ড়ে শুলাম ৯টায়।

ফেবরুয়ারী ১৬, শনিবার

৬.১০-এ উঠলাম। সারাদিন ধরে Particle Dynamics পড়লাম এবং প্রশ্নোত্তর করলাম। প্রত্যেকটি বিষয় বিশ্লেষণাত্মক ও জ্যামিতিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়েছি। আয়ারল্যান্ডের এমারসন পড়লাম। আমার বক্তৃতার জন্য আমি খুব বেশি সময় করতে পারছি না, কিন্তু যেভাবেই হোক আমাকে তা করতেই হবে। স্টেটস্‌ম্যান ও কার্লসের calculus of variations পড়লাম। ৯টার সময় শুয়ে পড়া।

ফেবরুয়ারী ১৭, রবিবার

৫.৪৫-এ ঘুম থেকে উঠলাম। আজও সারাদিন Particle Dynamics পড়লাম ও অঙ্ক করলাম। অবশ্য সেইসঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রিসিটিও। এটা সত্যিসত্যিই খুব শক্ত বই, to be got hold of by bits and scraps. আয়ারল্যান্ডের এমারসন এবং কনওয়েজের প্রবন্ধ ও নরম্যানের অ্যানালিসিস

পড়লাম। আমি এই সব বিষয়ে সম্যক বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার এই বিষয়ে চিন্তাভাবনার কিছুই লিখে রাখার সময় পাচ্ছি না। রাতে ল্যাপলাস পড়ে ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ১৮, সোমবার

৬.১০-এ উঠেছি। ভারবি পড়লাম, যেমন পড়ে থাকি। এক সপ্তাহ বিরতির পর আবার আমি সংস্কৃত পড়া শুরু করেছি। ডাইনামিকস্ এবং স্টেটসম্যান পড়লাম। কলেজে ইলিয়টের ইলেকট্রিসিটি এবং বুথের ডাইনামিকস্-এর ক্লাস ছিল। অনেক অঙ্ক করলাম। সতীশবাবুর সঙ্গে লাইব্রেরীতে দেখা করলাম। তিনি আগামী রবিবার আমাদের বাড়ি আসবে বললেন। সন্দেহ আছে তিনি তাঁর কথা রাখতে পারবেন কিনা। অবশ্য সতীশ রায়ও আমার কাছে কনিকস্ ও ক্যালকুলাস শিখতে চায়। আমি তা অবশ্য করব। খুব শিগগির আমার বক্তৃতা শেষ হবে। রাতে ম্যাকস্ওয়েল পড়লাম। ৯.২০ মিনিটে শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ১৯, মঙ্গলবার

৬.১৫ মিনিটে শুয়ে পড়লাম। স্টেটস্ম্যান ও ডাইনামিকস্ পড়লাম। সকাল আটটায় তাড়াতাড়ি করে কলেজে গেলাম। সিটি কলেজে আইন বিষয়ে বক্তৃতা আছে। আছে ইলেকট্রিসিটি বিষয়ে ইলিয়ট এবং বুথের ডাইনামিকস্-এর বক্তৃতা। আমার মনে হয়, আমার অনুমানই ঠিক, বুথ আর বেশি পরিশ্রম করতে চান না। দেড়টার পর লাইব্রেরীতে সতীশ রায়কে কনিকস্ পড়ালাম। আমি যত তার সঙ্গে মিশছি, ততই তার সদ্ব্যবহার ও বন্ধুত্বের মূল্য বুঝতে পারছি। রাতে Deschanel পড়লাম। আগামীকাল থেকে আবার এমারসন পড়া শুরু করব। ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ২০, বুধবার

সকাল ৬টায় উঠলাম। স্টেটসম্যান শেষ করে সংস্কৃত ভারবির ১২শ সর্গ পড়লাম। সারা দুপুর ধরে পড়লাম এমারসন এবং বক্তৃতার অংশবিশেষ শিখলাম। যতদূর শেখা হয়েছে সন্ধ্যায় বাবাকে তা পড়ে শোনালাম। বাবা অনুমোদনও করলেন। রাতে ডাইনামিকস্ পড়ে শুয়ে পড়লাম।

ফেবরুয়ারী ২১, বৃহস্পতিবার

সকাল ৬.১০-এ উঠেছি। ভারবির দ্বাদশ সর্গ শেষ করলাম। তারপর স্টেটস্ম্যান। সারা দুপুর ধরে এমারসনের বিষয়ে লিখে আমার রচনাটি শেষ করলাম। শুধু সেই Perbration-এর অংশটুকু বাকি থাকল, যেটি আরও সময় নেবে। সন্ধ্যায় বাবাকে পড়ে শোনালাম, বাবা সমস্তটুকুই অনুমোদন করলেন। শুধু বললেন লেখাটি খুবই Methodical এবং যেন একটি গণিতবিষয়ক

প্রবন্ধ। রাতে কনওয়েজের প্রবন্ধ পড়ে ১০টায় শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারী ২২, শুক্রবার

৬.১০-এ ঘুম ভাঙল। স্টেটসম্যান শেষ করে, রোজকার মত ভারবি পড়লাম। এবার ১৩শ সর্গ। আমার রচনাটির পুনর্বিচার করলাম এবং সমাপ্তি অংশটুকুও লেখা হয়ে গেল। লেখার ধরনটা যেন খুব শক্ত হয়ে গেল, এটা কার্লাইল পড়ার অনিবার্য প্রভাব। দুপুরে Differential Calculus এবং বিকেলে Dynamics পড়লাম। এড়ুকেশন্যাল টাইমসের মিঃ মিলারকে অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের একটি প্রশ্নের সমাধানের জন্য লিখলাম। রাত দশটায় শুয়ে পড়া। সতীশ বসুকে চিঠি লিখলাম।

ফেব্রুয়ারী ২৩, শনিবার

৬.১৫-তে উঠেছি। খুব সাংঘাতিক ঠাণ্ডা লেগেছে। স্টেটসম্যান পড়ে, তারপর ভারবির ১৩শ সর্গ পড়লাম। দুপুরে ডাইনামিকস্ পড়লাম এবং অঙ্ক করলাম। গোপালবাবুর কাছে Differential Calculus ব্যাখ্যা করলাম। Watsten holme থেকে অঙ্ক কষলাম। রাতে আমার রচনাটি পড়লাম। ৯.১০-এ শুয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারী ২৪, রবিবার

সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি। স্টেটসম্যান পড়লাম। বুথের 'ডাইনামিক্যাল প্রবলেম'-এর অঙ্ক এবং ইলিয়টের ইলেকট্রিসিটি পড়লাম। গতকালের 'বেঙ্গলি' আমার সদস্যপদলাভের জন্য প্রশংসা করেছে, ইউরোপের অধ্যাপকরা ছাড়া আর সকলেই এই খবরে আনন্দিত। এ-মাসের এডুকেশন্যাল টাইমস পেলাম। সেখানে আমার একটি প্রশ্ন আছে। সতীশ বসু আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। আমার অনুমান এতটুকু ভুল হয়নি। রাতে টাউনসেন্ডের জ্যামিতি এবং এমারসন পড়ে ১০.৪৫-এ শুয়ে পড়লাম।

জানুয়ারী ১, শুক্রবার

৬.১০ এ ঘুম থেকে উঠেছি। সকালে 'স্টেটসম্যান' পড়লাম। Boole-এর Differential Equation থেকে কিছু উদাহরণ করলাম। দুপুরে Forsythe-এর Differential Equation পড়ছিলাম; সত্যই অসাধারণ লেখা এবং Sylvester-এর মন্তব্যের উপযুক্ত—'আমার মতে ইংরিজি ভাষায় অদ্যাপি বর্তমান অঙ্কশাস্ত্রের বইগুলির মধ্যে এইটি এক কথায় অনন্য'। বিকেলে এবং সন্ধ্যেবেলা ডিসপেনসারির গত বছরের হিসাবপত্র তৈরী করলাম। শুতে গেলাম রাত্রি ৯টায়। প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হবার পর ডায়রী রাখার অভ্যাস পুনরারম্ভ করছি; অসচেতনভাবে এই সদভ্যাসটি ছেড়ে দিয়েছিলাম ব'লে আন্তরিক অনুশোচনা হচ্ছিল; আর কোনরকম বিরতি না দিয়ে এই সু-অভ্যাসটি বজায় রাখার যেন শক্তি পাই।

জানুয়ারী ২, শনিবার

৬.১০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। সকালে 'স্টেটসম্যান' এবং Boole-এর Differential Equation পড়লাম। দুপুরে Fourier-এর Heat পড়ছিলাম। বার্মা অধিকৃত হয়েছে। এই লজ্জাজনক অপকর্মকে যথেষ্ট নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অপরাধের জন্য লর্ড ডাফরিনের ফাঁসি হওয়া উচিত; আবার একটি দেশকে দাসত্বের অবস্থায় নামিয়ে আনা হল। যদি কেউ এই দখলের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি জানবার দাবি জানায় তবে তাকে এই বিষয়ে আমার লিখিত প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করবো; সেখানে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছি যে এই পদক্ষেপ শুধু সাংঘাতিক ভুল নয়, এটি একটি অপরাধ। রাত্রে Forsythe পড়লাম। ৯.৪৫-এ শয্যা গ্রহণ করলাম।

জানুয়ারী ৩, রবিবার

৬টায় উঠেছি। যথারীতি কিছুক্ষণ ব্যায়াম করলাম; সকালে 'স্টেটসম্যান' ও Boole-এর Differential Equation পড়লাম। দুপুরে Messenger of Mathematics, vol. II পড়লাম; আমার মনে হয় Prof. Cayleyর Memoir on Singular Solutions বেশ সরল করে লেখা, কিন্তু ঐ বিষয়-বস্তুর সর্বাপেক্ষা দার্শনিক ব্যাখ্যা; একই বিষয় Forsythe থেকেও পড়লাম; Mansion-এর Tract on hyperbolic function থেকেও কিছুটা পড়লাম; এই বিষয়টিকে একটু ঝালিয়ে নিতে হবে, যাতে এর মধ্য থেকে কিছু সার গ্রহণ করতে পারি। রাত্রে রঘুবংশের ১৬শ সর্গ ও Fourier-এর Heat পড়লাম। ১০টায় শুয়ে পড়েছি।

জানুয়ারী ৪, সোমবার

৬.৩০-এ উঠেছি। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে রঘুবংশের ১৬শ সর্গের ১-১৫ পংক্তি পর্যন্ত পড়া হল ; আমাদের দেশীয় প্রজ্ঞার এই অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারলে ভালই লাগে। Fourier-এর Heat পড়লাম। কলকাতায় গিয়ে Senate House-এ পেঁছে ৬২০/- টাকার চেক হাতে পেলাম। আমার ঈশান স্কলারশিপ ১৫ মাস যাবৎ দেবার কথায় Syndicate আপত্তি জানিয়েছে। একমাত্র এক রকমভাবেই এদের চরিত্রায়ন করা যায়—এরা এমনিই নির্বোধ যে কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করে না। এরপর কলেজে গেলাম ; সেখান থেকে সতীশ রায়ের কাছে ; তাকে Conics-এর একটি theorem করতে দিলাম। নতুন অধ্যাপক Prof. Little মোটামুটি পড়াচ্ছেন, তবে দারুণ প্রশংসনীয় কিছু নয়। নতুন Calender আর আমীর আলির ১৮৮৪ সালে প্রদত্ত Tagore Lecture-এর এক কপি পেলাম। রাত্রে Forsythe পড়লাম। শুতে গিয়েছি ১০.৩০ নাগাদ। বাবা বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। রাসবিহারীবাবুর কাছে গিয়েছিলাম শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা করতে।

জানুয়ারী ৫, মঙ্গলবার

৬.৩০-এ ঘুম ভেঙেছে। 'স্টেটসম্যান' এবং Watson & Burburyর Treatise on Electricity বইটি পড়লাম—খুবই কাজের বই। চেক ভাঙিয়ে Macmillanকে ৪৳ পাউন্ড পাঠালাম, তারা এখনও আমাকে Edinburgh Transactions পাঠায়নি, কি করছে কে জানে?—Sir W. Thomson-এর Memoir on Vortex Motion পড়ার আমার অনেকদিনের আগ্রহ। Miller-কে M. A.-র প্রশ্নপত্রের উত্তর করে পাঠালাম, আর Metcalfe & Sons (Printers of Cambridge)-কে আমার Memoir on Ellip Function ২৫০ কপি পাঠাতে লিখে দিলাম—এই প্রবন্ধটি Quarterly Journal of Mathematics-এর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। Williamson-এর Integral Calculus এবং Forsythe-এর Differential Equations পড়লাম। রাসবিহারীবাবুর কাছে আবার গিয়েছিলাম শিক্ষানবিশি করার ব্যাপারে। শুতে গেলাম তখন রাত্রি ১১টা। বাবা আজ একটু ভাল। মথুরা থেকে শীতলবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।

জানুয়ারী ৬, বুধবার

৬.১৫ মিঃ-তে ঘুম থেকে উঠেছি। যথারীতি ব্যায়াম ক'রে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে রঘুবংশের ১৬শ সর্গের ১৬-৩০ শ্লোক অবধি পড়লাম। রাসবিহারীবাবুর কাছে গিয়েছিলাম ; তাঁর চিঠি নিয়ে আমাকে শিক্ষানবিশ করার অনুমতি চেয়ে জজেদের কাছে আবেদন করলাম ; বিচিত্র ব্যাপার যে তাঁদের মতে আমাদের

দরখাস্ত লেখার ধরণ নাকি প্রাচ্যদেশীয় (oriental) ; আমার তো মনে হয় তাঁদের লেখার ধরণ তার থেকেও কিছু বেশী—জাঁকাল থেকে কিম্ভূত পর্যন্ত। দুপুরে কলকাতায় গিয়ে প্রথমে কলেজে গেলাম, তারপর Senate House-এ, সেখান থেকে ত্রৈলোক্যের কাছে, শেষে Thackers-এর দোকানে—Storyর Equity Jurisprudence, Leuis-এর Trusts, Pollock-এর Contract কিনলাম এবং White & Tudor অর্ডার দিলাম ; এগুলি সবই অবশ্য প্রাইজের টাকায়। রাত্রে Pollock-এর Contract পড়লাম। ১০টার সময় শুতে গেলাম।

জানুয়ারী ৭, বৃহস্পতিবার

৬.১০-এ উঠেছি। Forsythe-এর Differential Equations পড়লাম ; confocal conics-এর System-এর oblique trajectory বিষয়ে কিছু নতুন বিষয়বস্তু বার করলাম ; Prof Forsythe এবং Cremonaকে এটি পাঠিয়ে দেবো। Nature এবং Proceedings of London Mathematical Society হাতে এল ; দুটিই পড়ে ফেললাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। বিকেলে Boole-এর Differential Equations এবং Blaekstone, আর রাত্রে Fourier-এর Heat পড়লাম। ৯টায় শয্যাগ্রহণ।

জানুয়ারী ৮, শুক্রবার

৬.৩০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে যথানিয়মে সংস্কৃত পড়লাম—রঘুবংশের ১৬শ সর্গ থেকে ৩১-৪৫ শ্লোক অবধি। সকালে 'স্টেটস্-ম্যান' ও Boole পড়লাম, দুপুরে Forsythe, বিকেলে প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। সতীশের প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে কথা হল। নোটবুকে আমার অনুসন্ধানটি লিখে রাখলাম : (এইখানে অঙ্কটি লেখা আছে— geometry of the hyperbola দিয়ে geometrical interpretation দিয়েছেন)। এটি হয়ত Quarterly Journal-এ পাঠাতে পারি। ৯টায় শুতে গেলাম। কিছুদিন ধরে বাড়িতে আমার বিবাহের আয়োজন চলছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে ১৬ই বিবাহের দিন স্থির হয়েছে।

জানুয়ারী ৯, শনিবার

৬.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। সকালে 'স্টেটস্ম্যান' এবং Fourier-এর Theory of Heat পড়লাম ; দুপুরে Watson & Burburyর Electricity and Magnetism পড়লাম। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Messenger Vol VI আর Prof. Cayleyর Singular Solution-এর উদাহরণগুলি পড়লাম। শুতে গিয়েছি ৯টা ১০ মিনিটে। বিকেলে একবার সতীশ রায় এসেছিল।

জানুয়ারী ১০, রবিবার

৬.১০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। সকালে 'স্টেটসম্যান' ও Forsyth-এর Differential Equation পড়লাম। দুপুরে রোমের Prof. Luigi Cremona-কে পাঠাবার জন্য আমার communication প্রস্তুত করলাম; কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে তিনি ইংরিজি জানেন কিনা। যদি না জানেন তা' হলে তাঁর Annuali-তে আমার সংযোজন কি ক'রে প্রকাশ করবেন? সতীশের সঙ্গে Dynamics নিয়ে কথা হল; এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে কিছু কাজ করা হল; সে বিকেলে চলে গেল। কৃষ্ণনগর থেকে গোপাল এসেছিল। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে Fourier-এর Heat পড়লাম। শুতে গেলাম ৯.৪০ মিঃ-য়ে।

জানুয়ারী ১১, সোমবার

৬টায় উঠেছি আজ। বাবার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল; আর্থিক অবস্থার কি করে কিছুটা উন্নতি করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হল। গতকালের 'স্টেটস্‌ম্যান' ও নববিভাকর পড়লাম। দুপুরে Forsytheকে একটি লম্বা চিঠি লিখলাম তাঁর Differential Equation-এর উপর অসাধারণ বইটির মধ্যে দুটি জায়গায় ছাপার ভুল নির্দেশ করে; সে ছাড়াও Quarterly Journal of Mathematics-এ communicate করার জন্য আমার Theorem on trajectory তাঁকে পাঠালাম। দেখা যাক্‌, কি করেন তিনি। রাত্রে Boole-এর Differential Equation এবং Watson & Burburyর Electricity পড়লাম। ৯.৩৫-এ শুতে গিয়েছি।

জানুয়ারী ১২, মঙ্গলবার

৬টায় উঠেছি। বাবার সঙ্গে পারিবারিক খরচাপত্র কমাবার ব্যাপারে আলোচনা হল। সকালে যথারীতি পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে রঘুর ১৬শ সর্গের ৬১-৭৫ শ্লোক পড়া হল; ১৬শ সর্গ কাল শেষ হয়ে যাবে। 'স্টেটস্‌ম্যান' এবং Boole-এর Equations পড়লাম। মাদ্রাজের হনুমন্ত রাওয়ের কাছে অনুরোধ করে তাঁর লেখা First Lessons in Geometry বইটির এক কপি আনিয়েছি; পড়ে দেখলাম, বইটি Euclid-এর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করার জন্য খুবই কাজে লাগবে। দুপুরে Forsythe-এর Differential পড়লাম। বিকেলে সতীশ এসেছিল। দেবেন্দ্র (ঘোষ) বাবুর সঙ্গে কলকাতায় মল্লিক ব্রাদার্সে গিয়েছিলাম একটি গরম স্যুট কিনতে। মার শরীর অসুস্থ, জ্বরভাব রয়েছে—বিবাহের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিত। এম এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সতীশের সঙ্গে Dynamics করা গেল। ১০.৩০-এ শুতে গেলাম।

জানুয়ারী ১৩, বুধবার

ভোর ৪.৫০-এ উঠেছি। যথানিয়মে সংস্কৃত পড়লাম। বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসাবে প্রথা অনুযায়ী আজ আমার গাত্রহরিদ্রা পালিত হল। অনেক অতিথিসজ্জন আপ্যায়িত হলেন। পড়াশোনা বিশেষ হ'ল না; যতদিন না এই বিয়ের ব্যাপার শেষ হচ্ছে, অর্থাৎ এখন থেকে আগামী দু' সপ্তাহ, পড়াশোনা হবেও না।

জানুয়ারী ১৪, বৃহস্পতিবার

সকাল ৬টায় উঠেছি। সতীশ কলেজে গেল। আমার হলুদ ছোঁয়ানোর অনুষ্ঠান হল। শীতলবাবুর বাড়িতে খেলাম। মা অসুস্থ।

জানুয়ারী ১৫, শুক্রবার

৬.৪০-এ উঠেছি। কিছুটা Forythe পড়লাম। আবার গাত্রহরিদ্রা, ইত্যাদি। আজ কাকার বাড়িতে খাওয়া ছিল। সতীশ বসু, হীরালাল, হনুমন্ত রাও, জ্যাঠামহাশয় ও Thackers & Co.কে চিঠি দিলাম। কাল আমার বিবাহ। কত তাড়াতাড়ি চলমান দিনগুলি শেষ হয়ে যায়। সকালে আনন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

জানুয়ারী ১৬, শনিবার

সকাল ৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। আজ আমার বিবাহের দিন। বাবার সঙ্গে আভ্যুদায়িক অনুষ্ঠান করলাম। ১২.৩০-এ কৃষ্ণনগর যাত্রা করলাম; সঙ্গে সব সুদ্ধ ৬০ জন বরযাত্রী ছিলেন। রাসবিহারীবাবু সময়ে ট্রেন ধরতে না পারায় যেতে পারলেন না। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ি পৌঁছানো গেল; মধ্যরাত্রি পার হয়ে বিবাহ হল; শুভদৃষ্টির সময়ে এক পলক দেখার মধ্যেই তার সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করলো; সারা রাত্রি বাসর জাগা হল; সবাই ভেবেছিল আমি খুব লাজুক, মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবো না, কিন্তু তারা একান্তই হতাশ হল; আমি পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক ব্যবহার করলাম, মহিলারা মনে হল বেশ খুশিই হয়েছেন।

জানুয়ারী ১৭, রবিবার

দিনের শুরুতেই উঠে পড়লাম; কমলবাবুর সঙ্গে প্রসন্নবাবুর বাড়ি গেলাম এবং সেখানে কিছু খেয়ে নিলাম। শ্বশুরবাড়িতে কুশণ্ডিকা হল—বিবাহের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে এটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— আমি ভবিষ্যৎ-জীবনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি ভাবে জীবন কাটাবো সে বিষয়ে কতগুলি গাম্ভীর্যপূর্ণ অঙ্গীকার গ্রহণ করাই এই অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য। শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধু ভূষণবাবুর সঙ্গে

আলোচনা হচ্ছিল ; আমি তাঁর নিকট আমার স্ত্রীর জন্মসন, তারিখ ও সময় জানতে চাইলাম ; তার সঠিক বয়স কত জানতে আগ্রহ হচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে খেয়ে বাকি দিন এবং রাত্রি প্রসন্নবাবুর বাড়িতে কাটালাম ; আজ কালরাত্রি, স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে রাত্রিবাস করার নিয়ম নেই।

জানুয়ারী ১৮, সোমবার

রাত্রে গভীর ঘুমের পর সকাল ৬টায় উঠলাম ; শ্বশুরবাড়ি গেলাম ; সেখানে আরও কিছু স্ত্রী-আচার পালিত হল ; পিত্রালয় ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে যাবার সময় আমার স্ত্রী কাঁদছিল ; ১.৩০ নাগাদ সবাই নিরাপদে বাড়ি পেঁছালাম। বরণ, কড়িখেলা, ইত্যাদি, আরও কিছু আচার অনুষ্ঠান হল ; উপস্থিত সকলেই আমার স্ত্রীর অসামান্য সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন। কিছু চেষ্টার পর ১৮৭১-'৭২ সালের একটি পঞ্জিকা যোগাড় করলাম, ভূষণবাবুর দেওয়া তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, আমার স্ত্রীর জন্ম হয়েছিল ২৫শে মার্চ, ১৮৭২, সোমবার, দোলপূর্ণিমার দিন, ১৩ই চৈত্র, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, ১৭৯৩ শকাব্দ, সম্বৎ ১৯২৮। আজ ফুলশয্যার রাত্রি। সারা রাত তার সঙ্গে কথা বললাম ; খুব ভাল করে তার মুখ দেখেছি এবং আত্মবিশ্বাস সহকারে বলতে পারি কখনও এত সুন্দর মানুষ দেখিনি ; সে বড় নম্র এবং কোমল, ইতিমধ্যেই আমাকে ভালবেসে ফেলেছে, বোধহয় আমি যেমন তাকে আবেগপূর্ণভাবে ভালবেসেছি সেই রকমই। সব সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করতে হবে তাকে সুশিক্ষিত করে তুলতে।

জানুয়ারী ১৯, মঙ্গলবার

৬টায় উঠেছি। সকালে 'স্টেটস্ম্যান' পড়লাম ; Educational Times-এর প্রকাশক ইংল্যান্ড থেকে অবশেষে আমার সমাধানগুলির কপি পাঠিয়েছেন, সেগুলিও দেখলাম। দুপুরে সামান্য সময় ঘুমিয়েছিলাম ; বিকেলে বিশেষ কিছু পড়িনি ; আসলে যতদিন না এই সব গোলমাল শেষ হচ্ছে ততদিন পড়াশোনা হবেও না। রাত্রে খরচার হিসাবপত্র দেখলাম ; শুতে গিয়েছি ১০টার সময়ে। স্ত্রীর সঙ্গে ১১টা পর্যন্ত কথা হল, আবার ৩টে থেকে ভোর ৬টা অবধি। সে খুবই কোমল, হয়ত বা একটু বেশী লাজুক ; সে বললে, আমাকে নাকি অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে—শাড়ি-গহনা কেনার জন্য নয়, সৎকাজে ব্যয় করার জন্য ; সে আমাকে আরও অনুরোধ করলো, আমি যেন কখনও তার ও আমার ভগ্নির মধ্যে ব্যবহারে কোন তফাৎ না করি, সে চায় না আমার বোনের থেকে তার উপর আমি বেশী মনোযোগ দিই। কি সুন্দর তার ওষ্ঠাধর ! সে এখনও একটু রোগা, কিন্তু আমরা যত্ন করলে ঠিক হয়ে যাবে। নিজের পরিবারকে ছেড়ে আসতে তার বড় মনোকষ্ট হয়েছে ; কিন্তু দেখে অবাক হই যে সে আমাদের সঙ্গে কত আনন্দে থাকে ; আমাকে যে সত্যই ভালবেসেছে এ তারই এক প্রমাণ।

জানুয়ারী ২০, বুধবার

৬টায় শয্যাত্যাগ করেছি। যথারীতি পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়লাম —আজ রঘুর ১৭শ সর্গের প্রথম ২০টি শ্লোক দিয়ে শুরু করা হ'ল। রাসবিহারীবাবু এবং আমার মধ্যে শিক্ষানবিশি করার চুক্তি হ'ল; তারপর আমরা হাইকোর্টে গিয়ে চুক্তিপত্রে দস্তখত করলাম; এখন থেকে আমি Bar-এর যাবতীয় বিষয়ে জানতে পারবো এবং আপ্রাণ চেষ্টা করবো যাতে সেখানে সফল হ'তে পারি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে খুব ক্লান্ত লাগছিল। ৯টার মধ্যে শুতে গিয়েছি। স্ত্রীর শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। দু'জনেই ভোর ৪টে পর্যন্ত ঘুমিয়েছি; ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ৬টা পর্যন্ত কথাবার্তা হ'ল; তাকে আমার এবং বোনের ফোটোগ্রাফ দেখালাম; সেগুলি সে নিজের কাছে রাখতে চাইল; বড়ই লাজুক, আমি তার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছে লজ্জা পায়; আমাকে বলছিল যে মেনু নাকি তার সামনে অশালীন রসিকতা করে; আমি মেনুকে সাবধান ক'রে দেবো; আমার অত্যন্ত প্রিয় পত্নীর প্রতি সম্মানের অভাব আমি বরদাস্ত করবো না।

জানুয়ারী ২১, বৃহস্পতিবার

৬টায় শয্যাত্যাগ করেছি। সকালে 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম। কলেজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের বিবাহ উপলক্ষ্যে পরের রবিবার আমাদের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। Griffith-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার পুস্তিকার এক কপি দিলাম; বিপিন গুপ্ত এবং Percival-এর সঙ্গেও দেখা করলাম, তাঁরা দু'জনেই আমার পুস্তিকাটির জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। কুমুদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল—এই ব্যক্তিই সম্ভবতঃ প্রেমচাঁদের জন্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। ৩টে নাগাদ বাড়ি ফিরলাম এবং একটু ঘুমিয়ে নিলাম। শরীরটা তেমন ভাল নেই, পিঠে একটা ব্যথা হয়েছে, ৫ গ্রেন কুইনিন ও একটু ব্রোমাইড খেয়ে নিলাম। ৮টার সময় শয্যা গ্রহণ। স্ত্রীর শরীরও ভাল নেই, পা কামড়ানো নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ১০টা পর্যন্ত আমরা কথা বললাম; ৪টে অবধি দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর ঘুম ভাঙ্গতে আবার ৬টা পর্যন্ত গল্প করলাম। যখন সে পিত্রালয়ে যাবে তখন কি করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা যায় তার একটা উপায় বার করার কথা ভাবছিলাম আমরা। আমি তাকে যে অত্যন্ত নিবিড় ও আবেগপূর্ণভাবে ভালবাসি একথা জানাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই; তাকে কয়েকদিন ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হবে। আমি খুব কম লোককেই ভালবাসতে পারি, কিন্তু একবার বাসলে অত্যন্ত আন্তরিক এবং আবেগপূর্ণভাবেই ভালবাসি।

জানুয়ারী ২২, শুক্রবার

৬.১০-এ উঠেছি। 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম; এ মাসের Educational Times-এ আমার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম। আজ বৌভাত অনুষ্ঠিত

হল, তবে ভোজে অংশ গ্রহণের জন্য শুধু মহিলারাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন; তাই অন্য একদিন পুরুষদের নিমন্ত্রণ করা সুবিধাজনক মনে হ'ল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শুতে গেলাম। স্ত্রীকে কৃষ্ণনগর পাঠাবার দিন যতই নিকট-বর্তী হচ্ছে ততই মনটা অস্থির হচ্ছে। তবে জেনে খুশী হলাম যে বাবা আমাকেও তার সঙ্গে পাঠাবেন স্থির করেছেন; তবু আরও কয়েকদিন তার সঙ্গে থাকার সুযোগ পাওয়া যাবে; স্বাভাবিকই এই ব্যবস্থায় সে-ও খুব খুশী।

জানুয়ারী ২৩, শনিবার

৬.৩০-এ উঠেছি। সকালে 'স্টেটস্‌ম্যান' এবং Educational Times পড়লাম। আমার অঙ্কসংক্রান্ত পুস্তিকাগুলি সাজিয়ে নিয়ে বন্ধুবান্ধবকে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। রাত্রে ৯.৩০-এ, শুতে গিয়েছি। স্ত্রী আমাকে খুবই ভালবাসে মনে হচ্ছে, যদি ভুল না ক'রে থাকি তাহ'লে আমিও যেমন তাকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে আন্তরিক ভালবাসি, নিশ্চিত সেও আমাকে সেই ভাবেই ভালবাসে। সে বলছিল, তার হাতের লেখা নাকি তেমন ভাল নয়, সেই জন্য অন্যদের দেখাতে লজ্জা পায়, অবশ্য একমাত্র আমাকে ছাড়া। তাই যদি হয় তবে সে ফিরে এলে পরে উন্নতির জন্য তাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে হবে।

জানুয়ারী ২৪, রবিবার

৬.২০-তে উঠেছি। 'স্টেটস্‌ম্যান' আর Nature পড়লাম সকালে। আজও আমার বৌভাত উদ্‌যাপিত হল, শুধু পুরুষরাই আজ নিমন্ত্রিত হল, সাতশ' জনেরও অধিক অতিথিকে বাছাই করা সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভারে আপ্যায়ন করা হল। রাসবিহারীবাবু আমার স্ত্রীকে 'ব্রেসলেট' উপহার দিয়েছেন, অনেকে নগদ টাকা দিয়েছেন, নববিবাহিতা বধূকে কিছু উপহার দেওয়াই লৌকিকতার নিয়ম। সারাদিন বড় পরিশ্রম গিয়েছে। ৯টায় শুয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়িতে আজই শেষ রাত্রি; তার বাবা-মাকে কাল দেখতে পাবে বলে স্ত্রী খুবই আনন্দিত, আবার এ কথাও বলছে যে যতদিন না তাকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনছি বেশ কয়েকদিন একলা থাকতে হবে ব'লে তার মনটা খারাপও হচ্ছে। যতই কোমল এবং লাজুক হোক না কেন, আমি নির্ভুলভাবে তার মধ্যে প্রেমের লক্ষণসমূহ দেখতে পাচ্ছি।

জানুয়ারী ২৫, সোমবার

৬.৩০-এ শয্যাত্যাগ করেছি। সকাল থেকে কৃষ্ণনগর যাবার আয়োজন চলছে। ভাই বাবার সঙ্গে অশোভনভাবে ঝগড়া করলো, মতান্তরের কারণ, সে বৌভাতে পাওয়া টাকা থেকে ৫০ টাকা গোপনে নিয়েছে। ঠিক শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে ব্যাপারটি ঘটলো, আমার পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক পরিস্থিতি। ২.২০ মিনিটের ট্রেনে যাত্রা করে, হাঁসখালিতে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণনগর পৌঁছালাম;

ভালই হয়েছে আমি সঙ্গে এসেছি, পরে দেখলাম আমার স্ত্রীকে কমলবাবু বা বাবার বন্ধু মহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পাঠালে তার খুব কষ্ট হত ; বাস্তবিকই খুব কম মানুষ মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যথাযথভাবে যাতায়াত করতে জানে। কৃষ্ণনগরে পৌঁছানোমাত্র বাবাকে চিঠি দিলাম। বড় শ্যালিকা আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, দেবদূতোপম ব্যবহার করেন। দু'জনে ৯.৩০-এ শুয়ে পড়েছি। ক্লান্তিকর যাত্রার ফলে রাত্রে গভীর ঘুম হল।

জানুয়ারী ২৬, মঙ্গলবার

৬.৩০-এ ঘুম ভেঙ্গেছে। প্রসন্ন কাকার বাড়ি গিয়ে চা খেলাম। তিনি বললেন, আমার লেখা চিঠি আসছে কালকের আগে পৌঁছাবে না ; তাই নিরাপদে পৌঁছনোর খবর দিয়ে বাবাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম। বিকেলে স্থানীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ; অবসর গ্রহণের পর তিনি অতি চমৎকার একটি বাগানবাড়ি ক'রে সেখানে থাকেন, এত নিরিবিলি, পড়াশোনার উপযুক্ত একটি জায়গায় থাকেন ব'লে আমার তো বেশ ঈর্ষাই হচ্ছিল। কিন্তু পরে জেনে বিশেষ দুঃখিত হলাম যে তিনি পড়াশোনা করা ছেড়ে দিয়েছেন। ৯.৩০ নাগাদ শুতে গেলাম ; অধিকাংশ রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায় কাটলো। সে কথা দিয়েছে যে আমি কলকাতা ফিরে যাবার পর আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে।

জানুয়ারী ২৭, বুধবার

৬টায় উঠেছি। শরীরটা গোলমাল করছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত ভারি খাওয়াদাওয়া চলছে, ফলে আমার মেজাজ-শরীরের উপরও প্রভাব পড়ছে, যত তাড়াতাড়ি এর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। বিকেলে স্ত্রীকে দিয়ে আমার বোনকে একটা চিঠি লেখালাম ; তার হস্তাক্ষর বিশেষ ভাল নয়, অনেকটা শিশুসুলভ ; এবার বাড়ি নিয়ে যাবার পর হাতের লেখা ভাল করার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে। তারপর একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ৯টা নাগাদ শুতে গেলাম ; প্রথমে ১১টা পর্যন্ত এবং পরে ভোর ৪.৩০ থেকে ৬টা অবধি দু'জনে গল্প করলাম। সকালে বাবাকে চিঠি লিখেছি।

জানুয়ারী ২৮, বৃহস্পতিবার

৬টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। শ্বশুরবাড়িতে থাকার আজই শেষদিন। বিকেল-বেলা কৃষ্ণনগর কলেজ দেখতে গেলাম ; কলেজের বাড়িটি অতি চমৎকার ; লাইব্রেরীতে William Masters এবং অম্বিকাচরণ ঘোষের নামফলক দেখলাম ; শেষোক্তজন কলেজে অসাধারণ উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৮৫০ সালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কলেজের অধ্যাপকেরা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং কলেজ লাইব্রেরীটি ঘুরে দেখালেন, বাস্তবিকই খুব

ভাল সংগ্রহ। সেখান থেকে বেরিয়ে পোস্ট অফিস হয়ে যোগেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। রাত্রে শ্বশুর মহাশয়ের প্রতিবেশী মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি খাওয়াদাওয়া হ'ল। ১০টায় শুতে গেলাম। রাত্রির অধিকাংশ স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে কাটলো; অল্পদিনের জন্য হলেও আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে দুজনেই অত্যন্ত কাতর হলাম; নিঃসন্দেহে সে আমাকে আমারই মত গভীর, আবেগপূর্ণ, আন্তরিক ভালবাসে; যদিও পুরুষের মত নারী খোলাখুলিভাবে ভালবাসা প্রকাশ করবে, এতটা আশা করা যায় না। ৬.৩০-এ আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করলাম।

জানুয়ারী ২৯, শুক্রবার

৬.৩০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। কলকাতা ফিরে যাবার আয়োজন শেষ হল। যখন চ'লে আসছি বড় শ্যালিকা কেঁদে ফেললেন, স্ত্রী-ও বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়েছিল, শাশুড়ী ঠাকরুন সেখানে ছিলেন না। বগুলায় যথাসময়ে পৌঁছানো গেল, কিন্তু সেখানে সোয়া ঘণ্টার উপর ট্রেন লেট থাকার ফলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হ'ল। ২.৩০ নাগাদ বাড়ি পৌঁছালাম অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ চিত্তে। মনে হচ্ছে হৃদয়টি তার কাছে রেখে এসেছি, শুধু শরীরটাই এখানে রয়েছে। আসার সময়ে যেমন কথা দিয়ে এসেছিলাম সেই মত পৌঁছানো মাত্র স্ত্রী এবং শালীকে লম্বা দুটি পত্র লিখলাম। সন্ধ্যেবেলা শুনে খুব আঘাত পেলাম যে আমাদের কম্পাউন্ডার গিরি মারা গিয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত যকৃতের রোগে সে ভুগছিল; তার হঠাৎ মৃত্যুতে বাস্তবিক দুঃখিত হলাম। সন্ধ্যা ৭টায় শুয়ে পড়লাম; সারা রাত্রি প্রায় ঘুম হ'ল না—আমার স্ত্রীর চিন্তা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারলাম না, বিশেষ নিঃসঙ্গ বোধ না ক'রে তাকে দৃষ্টির বাইরে রাখা আর সম্ভব নয়; এ মহা মর্মযন্ত্রণা।

জানুয়ারী ৩০, শনিবার

৬.৪০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি; শেষরাত্রে কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম। 'স্টেটস্-ম্যান' দেখলাম। Mr. Little-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তিনি খুব ভাল ক'রে একটি চিঠি দিয়েছিলেন—দেখে খুব খুশী হলেন; আমার সমাধানগুলির ভূয়সী প্রশংসা করলেন; তাঁর সঙ্গে Cambridge-এ পড়াশোনার ব্যবস্থা ও ছাত্র-অধ্যাপকদের বিষয়ে আলোচনা হ'ল। ৯টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম। দিনের অধিকাংশ সময় কাটলো আমার বিবাহের খরচপত্রের হিসাব ক'রে; মনে হয় কুল খরচ দুই হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা কৃষ্ণকমলের Tagore Lecture-এর কিছুটা পড়লাম; মনটা এতই বিচলিত হয়ে রয়েছে যে কোন কাজই করতে পারছি না। ইদানীংকালে মানসিক অবস্থার এত পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—এত নিঃসঙ্গ আগে কখনও বোধ করিনি; একেই বলে প্রেম। সেই সব মানুষের জন্য আমার বিশেষ করুণা হয় যাদের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই

শুধু বুদ্ধিগত, হৃদয়বোধ ব'লে কিছু নেই, তাদের মেধাপ্রধান যন্ত্রবিশেষ বলা ছাড়া আর উপায় কি!

জানুয়ারী ৩১, রবিবার

৬.১৫ তে উঠেছি। আমার Mathematical Pamphlet-এর এক কপি পাঠিয়ে Vice-Chancellor Ilbert-কে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলাম, আমাকে University-র Fellow করার কথা আলোচনা করবো। স্ত্রীর কাছ থেকে একটা চিঠি আশা করেছিলাম, কিন্তু পাইনি; হয়ত আমার চিঠি দেরীতে পৌঁছেছে। বাবাকে প্রসন্নকাকা জানিয়েছেন যে যখন আমরা চাইব তখনই তাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই; বাবা চান সে ফাল্গুন মাসে এখানে ফিরে আসে—তার মানে এখন থেকে একমাস পরে; খুব খুশী হয়েছি এই ব্যবস্থায়, তাকে ছেড়ে থাকতে বড় কষ্ট হয়। রাত্রে Forsythe-এর Differential Calculus পড়লাম। শুয়ে পড়েছি ৯টা নাগাদ।

ফেবরুয়ারী ১, সোমবার

৬.১৫-তে শয্যা ত্যাগ করেছি। ব্যায়াম করলাম। পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে যথানিয়মে সংস্কৃত পড়লাম—রঘুর ১৭শ সর্গের ৪১ শ্লোক থেকে শুরু হল—অতি শীতল উপদেশাবলীতে পূর্ণ। ডিসপেন্সারীর হিসাবপত্র দেখলাম। বিধুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি ; আমার শ্যালিকা শরতের কাছ থেকেও চিঠি এসেছে ; কিন্তু স্ত্রীর নীরবতায় বিস্মিত হয়েছি ; দু'জনকেই শুক্রবার চিঠি দিয়েছিলাম ; হয়ত সে এখনও লজ্জা পায়, সুবিধামত সময় না পেলে চিঠি লিখতে পারে না ; তবু তার নীরবতা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তাকে এবং শালীকে চিঠি দিয়েছি ; দিদিমাও যোগমায়াকে পত্র দিয়েছেন ; আশা করি কাল তার চিঠি এলে মনটা ভাল হয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মহেন্দ্র রায়কে চিঠি দিলাম। রাত্রে Wright-এর Invariants পড়লাম। ৯.১৫য় শুতে যেতে ইচ্ছা ছিল না ; মনটা আমার প্রিয়তমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। বিধু এবং ইন্দুভূষণকে পত্র দিয়েছি।

ফেবরুয়ারী ২, মঙ্গলবার

ভোর ৬টায় ঘুম ভেঙ্গেছে। রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ; তিনি বললেন, অন্ততঃ এই বছরটা তাঁর সঙ্গে রোজ দেখা করার প্রয়োজন নেই ; আমার সব পরীক্ষা শেষ হলে তিনি আমাকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাবেন। Ilbert-এর কাছ থেকে আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে পত্র এসেছে। স্ত্রীর কাছ থেকে প্রথম পত্র পেয়ে খুব খুশী হয়েছি, তার নীরবতা ভঙ্গ হওয়াতে অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি ; তাকে দীর্ঘ পত্র দিলাম। রাত্রে Wright-এর Invariants এবং Forsythe-এর Differential Equations পড়লাম। ৯.৩০-এ শয্যাগ্রহণ।

ফেবরুয়ারী ৩, বুধবার

৬.১০-এ উঠেছি। সকালে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে যথারীতি সংস্কৃত প'ড়ে রঘুবংশের ১৭শ সর্গ শেষ করলাম ; আর দুটি মাত্র সর্গ পড়লেই মহাকবি কালিদাসের এই শ্রেষ্ঠ অবদানটি শেষ করা যাবে, আর সেই সঙ্গে এই সুপ্রসিদ্ধ কবির সম্পূর্ণ সাহিত্যকীর্তি পড়া আমার সমাপ্ত হবে। আজ স্ত্রীর কাছ থেকে অতি স্নিগ্ধ পত্র পেলাম, ইচ্ছে হয় রোজই যেন সে আমাকে এমনি চিঠি লেখে, তা'হলেই আমি ভাল থাকবো ; অবাক হয়ে যাই যে, তার জন্যই আমার যত ব্যাকুলতা, তার আগে তো অন্য কোনও মানুষের জন্য এমন বিচলিত বোধ করিনি ; সত্য বলতে কি আমি কম লোককেই ভালবাসতে পারি, কিন্তু একবার বাসলে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসি—আজকের ডাকে আসা Nature আর Asiatic Societyর মাসিক বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়লাম। রাত্রে Watson & Burbury পড়লাম। শুতে গিয়েছি তখন ৯টা।

ফেবরুয়ারী ৪, বৃহস্পতিবার

৬.১৫য় ঘুম ভেঙেছে। Forsythe পড়লাম। ক্লাস সেরে, তৈরী হয়ে বেলা ১০টা নাগাদ Ilbert-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন। তাঁর সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হল—অঙ্কশাস্ত্র, Political Economy, ব্যবহারজীবীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, চাকুরীর সুবিধা-অসুবিধা, ইত্যাদি। শেষকালে আমাকে University Fellow করার অনুরোধ জানালাম; তিনি বললেন, আমার বড়ই অল্প বয়স, এখনও অধ্যয়নরত, আমাকে শোভনভাবে Fellow করার অনেক বাধা আছে; তা' সত্ত্বেও চাপ দেওয়াতে তিনি বললেন, আমার কথা তাঁর নিশ্চয় স্মরণে থাকবে এবং অবশ্যই আমার অনুরোধ রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। মনে হচ্ছে যতদিন না আমার সব পরীক্ষা শেষ হচ্ছে ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে; যখন চলে আসছি তখন তিনি তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন; সব মিলিয়ে যথেষ্ট সহৃদয় ও অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেছেন। Prof. Macdonell যে Problem পাঠিয়েছিলেন তার সমাধান করে পাঠালাম। রাত্রে আজ রঘুর ১৮শ সর্গ পড়লাম। ৯টায় শুয়ে পড়লাম। আজ স্ত্রীর কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি; আশা করছি কাল পাব।

ফেবরুয়ারী ৫, শুক্রবার

৬.১০-এ উঠেছি। আজ সকালে পণ্ডিতমহাশয় আসতে পারেননি, তাঁর ঠাণ্ডা লেগে সর্দিকাশি হয়েছে; নিজেই সংস্কৃত পড়লাম, রঘুর ১৮শ সর্গের ১-৩০ শ্লোক পর্যন্ত। Watson & Burburyর Electricity পড়লাম; অধিকাংশ জায়গাই বেশ ভাল বুঝতে পারি, কিন্তু সর্বদা আয়ত্তে রাখতে গেলে প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন, যদিও আমি Clark, Maxwell থেকে ফর্মুলাগুলি দেখে রেখেছি। স্ত্রীর কোন পত্র পাইনি; মনটা ব্যস্ত হয়ে আছে—সে অসুস্থ হয়নি তো?—দার্শনিকরা Metaphysics নিয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা কি ব্যাখ্যা করতে পারেন একজনের আর একজনের জন্য কেন এমন তীব্র অনুভূতি জাগে; দু'দিন পর পর তার সংবাদ না এলে কেন আমার এমন শূন্যতাবোধ হয়?—রাত্রে Salmon-এর Conics এবং Wright-এর Invariants পড়লাম। ৯টায় শুতে গিয়েছি। স্ত্রীকে চিঠি লিখলাম এবং তার সঙ্গে আমার নাম-ঠিকানা লেখা দুটি খাম ভরে দিলাম, যাতে সে ঐ খামে সহজে পত্র দিতে পারে।

ফেবরুয়ারী ৬, শনিবার

৬.১০-এ শয্যা ত্যাগ করেছি। যথারীতি ব্যায়াম সারলাম। 'স্টেটস্‌ম্যান' দেখলাম। স্ত্রীর পত্র এসেছে—সুস্থই আছে সে; ঠিক সময়েই পত্র লিখেছিল, কিন্তু ডাকে দিতে কোন কারণে দেরী হয়েছিল, তাই সুসংবাদ বাহকটির পেঁছাতে

বিলম্ব হয়েছে ; যথাশীঘ্র তা'কে দেখতে চাই ; সে লিখেছে যে তার খাম শেষ হয়ে গিয়েছে ; আমি তাকে দীর্ঘ পত্র দিলাম, আর সেই সঙ্গে ১০খানা emboss করা এবং আমার নামঠিকানা লেখা খাম পাঠিয়ে দিলাম। Hindu Family Annuity Fund-এর সদস্যপদ নিতে মনস্থ করেছি যা'তে আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে। এখন থেকে যদি আমি প্রত্যেক মাসে ৮/১০ টাকা ক'রে জমা দিয়ে যাই, তবে আমার মৃত্যুর পর তার জীবদ্দশায় সে মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে পাবে ; ব্যবস্থাটি ভালই মনে হয়, যথাশীঘ্র এই Fund-এ যোগ দেবো। রাত্রে Boole-এর Equations পড়লাম। শুতে গিয়েছি তখন ৮.৪৫।

ফেবরুয়ারী ৭, রবিবার

৬.১০-এ ঘুম ভেঙেছে। ব্যায়াম করলাম। রঘুবংশ এবং 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়লাম। সকাল এবং দুপুরের অধিকাংশ আমার বিবাহের হিসাবপত্র মেলাতে কেটে গেল, এখনও সব শেষ হয়নি। বিকেলে বাবার সঙ্গে রাসবিহারীবাবুর কাছে গিয়েছিলাম,—তাঁর মতে একমাত্র যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই ব্যবহারজীবী হওয়া উচিত, দিনকাল এতই খারাপ যাচ্ছে যে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিদেরও সাফল্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে। তারপর বাবার সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে গেলাম। রাত্রে Forsythe প'ড়ে ১০টার সময়ে শুতে গিয়েছি। আজ স্ত্রীর পত্র এসেছে। দীর্ঘ ও মনোরম পত্র ; উত্তর দিলাম তাকে ; নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি যে সে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে, তার নম্র, নিরীহ ভাবটি আমার ভারি ভাল লাগে ; তার মধ্যে কোন ঔদ্ধত্য নেই, অন্ততঃ আমি তো দেখিনি।

—

মার্চ ১০, বুধবার

কৃষ্ণনগর থেকে আজ স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি।

—

মে ৫, বুধবার

Asiatic Society of Bengal-এর সদস্যপদলাভ।

মে ৭, শুক্রবার

ত্রৈলোক্যকে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য ৩২ টাকা।

মে ১২, বুধবার

জ্বর হয়েছে আমার।

মে ১৫, শনিবার

আমার স্ত্রী তার পিতার সঙ্গে আজ কৃষ্ণনগর চলে গেল।

মে ১৮, মঙ্গলবার

বিবাহের পর আমার ভগ্নি আজ প্রথমবার কাঁচরাপাড়া গেল।

—

Appendix—1
Names of persons

A

A. M. Bose (12.5.1883)
Ananda Mohon Bose, a Brahmo reformist and a great nationalist leader. founder of the Students' Association (1875) with the object of creating among the students 'a genuine, sober and rational interest in public affairs'. Surendra Nath Banerjee and Ananda Mohon combined to make it a great success. He was a founder member of Indian Association (1876) and later became Congress President.

Ashu Biswas (24.5.1883, 30.1.1884)
Ashutosh Biswas, Teacher, thereafter Second Master, South Suburban School, when ATM* was a student there : in June, 1877, joined Alipur Bar, became Public Prosecutor in 1902, was assassinated by revolutionaries

Amrita (4.6.1883)
A friend of Satis Basu, casually mentioned in the text.

Abdul Karim (18.8.1883)
B.A. (1886), Presidency College; later Divisional Inspector of Schools, Muslim League leader, Muslim Educationist.

Ananda Babu (29.1.1884, 1886)
Anandaprasad Banerjee, Secretary South Suburban School, 1874-1890.

B

Bidhu (4.1.1883, 1886)
Bidhubhusan Mukherjee, classmate of ATM in South Suburban School; B.A. (1884)—Presidency College.

Booth (31.1.1883)
See Presidency College Professors' List

Baroda Pandit (4.4.1883)
Baroda Kanta Bhattacharya,-Vidyaratna, Head Pandit (April, 1877 to March, 1879) South Suburban School.

Bepin Behari Gupta (4.7.1883, 21.1.'86)
See Presidency College Professors' List.

Brojo Chakravarty (9.7.1883, 14.7.'83)
Seems to be a neighbour, from the text.

Bellet (21.9.1883, 1884)
Registrar, Calcutta Universty, 1883; see Presidency College Professors' list.

Brajamadhav Bose (14.7.1883)
Seems to be a neighbour, from the text.

*ATM—Asutosh Mookerjee

Binoda (10.10.1883)
Binodbasini Devi, daughter of ATM's eldest uncle, Durga Prasad Mookerjee.
Brother (5.1./21.5.1883, 1884, 1886)
Hemanta, ATM's only brother, student of Mental and Moral Philosaphy in Presidency College B.A. (1887)—1st class 5th; also in Sanskrit—2nd class. Born on 16.12.1866, died on 1.11.1887; Hemanta Kumar Prize in Mental and Moral Philosophy awarded by Dr. Gangaprasad in his son's memory.
Barnes Peacock, Sir (29.7.1883)
Last Chief Justice of Supreme Court at Calcutta and first Chief Justice of Calcutta High Court (1.7.1862—26.4.1870). Later Privy Counsellor, England.
B. A. result—1883 :
1st Mahendra Nath Roy, Presidency College,
2nd Nityagopal Basu, Metropolitan Institution,
3rd Matadin Sukul, Muir College.
The Bengalee (24.2.1884)
newspaper—editor Surendra Nath Banerjee.
Burma (2.1.'86)
Annexation of Upper Burma by the British in the Third Burmese War, 1885.
Bhusan babu (17.1.'86)
ATM's father-in-law's friend.

C

C. C. Ghosh (28.2.1883)
Dr. C. C. Ghosh, medical doctor in the neighbourhood.
Chandra Nath Basu (28.3.1883)
Renowned essayist and the writer of 'Sakuntala Tattwa'.
Challis (12.4.1883)
Reputed Scientist, died in England.
Cunningham, Mr. Justice, (16.12.1883)
Henry Stewart, Barrister, Calcutta High Court, 16.11.1877—26.7.1888.
Calcutta International Exhibition (4.12.1883)
inaugurated by the Viceroy of India on the above date.
Chandra Ganguly (10.2.'84)
father-in-law of ATM's youngest-uncle Radhika Prasad, owner of the Dispensary at Bhowanipur run jointly with Dr. Gangaprasad when he settled there to practice.

D

Durga Shankar Sarkar (7.2.1883)
ATM felt sad at the news of his death; no other reference in the text.
Dwijadas Dutta (30.6.1883)
Spoke on 'Sankaracharya' on the above date, attended by ATM

Dufferin, Lord (2.1.'86)
Contemporary Viceroy of India; reference in the text is to the annexation of Upper Burma (1886) in the Third Burmese War (1885) under his tenure; King Thibaw was forced to surrender his sovereignty and independence to the British; Burma remained a part of the British Empire in India upto 1935. Also, Indian National Congress (1885) was founded in the Viceregal tenure of Lord Dufferin.
Debendra Ghosh (12.1.'86)
Debendra Chandra Ghosh, intimate friend and neighbour of Dr. Gangaprasad, stayed together in Hindu Hostel as students; prominent lawyer and Government Pleader at Alipore, Father of Justice Charu Chunder Ghosh.
Didima (1.2.'86)
Swarnamoiyee Devi, mother of ATM's mother Jagattarini.

E

Eshan Scholarship (4.1.'86)
Awarded by Eshan Chandra Bose to C.U. Rs.12,000/- in Government Securities. 'Eshan scholarship to be awarded to the first scholar, being a Hindu, native of India, on the BA list in order of merit, in continuation of this studies in Presidency College with a view to the attainment of M.A, to be paid to him upon or in case of attaining that degree, but not otherwise.
Eliot (10.4.'83)
See Presidency College Professors' list.

F

Fanindra (21.5.'83)
ATM's youngest uncle Radhikaprasad's youngest son.
Forsyth (11.1.'86)
Andrew Russel, eminent mathematician, Cambridge University.
Father in law (16.1.86)
Pandit Ramnarayan Bhattacharya of Kantalpota, Krishnagore.

G

Gopal Babu (2.1./18.3.1883, '86)
Madhubabu's brother from Cuttack.
Girish De (2.2.'83)
Passed L.M.S. (1889), a neighbour of ATM.
Gilchrist (6.2.1883)
See Presidency College Professors' list.
Girinbabu (7.2.'83)
He seems to be an acquaintance in the text.

Garth (7.5.'83)
Sir Richard, Chief Justice Calcutta High Court 26.6.1875–24.3.1886; presided over the Bench trying Contempt case against Surendra Nath Banerjee.
Gurudasbabu's shop (1.7.'83, '84)
Gurudas Chattopadhya's book shop, owner of the famous publishing house:. Gurudas Chattopadhyay and Sons; publishers and sales agent of Dr. Gangaprasad's medical and other books.
Girindra (14.5.'83, '84)
Eldest son of Radhika Prasad, ATM's youngest uncle.
Gough (1883)
See Presidency College Professors' list.
Glaisher (12.1.'84)
Member, London Mathematical Society.
W. Griffith (21.1.'86)
See Presidency College Professors' list.
Girishbabu (29.1.'86)
Compounder, Bhowanipur Dispensary.

H

Hiralal (4.1.'83, '84, '86)
An intimate friend and classmate of ATM; B.A. (1884), Presidency College.
Hiralal Babu (15.2.'83)
Satis Ray's Brother-in-law.
Hemendra (19.4.'83, '84)
Hemendra Nath Mitter, ATM's neighbour, and Class-friend both in school and college—Entrance, South Suburban School (1879), B.A (1884) Presidency College, later Advocate, Alipore Court.
Hanumanta Rau (12.1.'86)
Professor in Madras; author of First Lessons in Geometry.

I

Ilbert Bill (14.1.'84)
In February, 1883, C.P. Ilbert, Law Member of the Viceroy's Council, moved a Bill intended to remove race disqualification from Indian judges, rejecting the idea that they were incapable of trying Europeans. The object of the Bill was 'effectual and impartial administration of justice' removing the provisions of the Black Act of 1836-'38. The agitation against Ilbert Bill has been described as 'White Mutiny'. The Amended Bill was passed on 25.1.'84.
Ilbert (31.1.'86)
Hon'ble C. P. Vice-chancellor, Calcutta University—5.2.'86—1.1.'86, Law Member, Viceroy's Council.

Indubhusan (1.2.'86)
Somebody known in Krishnanagar (?).

J

Jnan Mukerjee (24.2.'83)
Jnanendra Chandra, B.A. (1885)—Physics & Chemistry. 2nd Class 2nd; M.A. (1885)—Natural and Physical Science, 2nd Class 1st, Presidency College; a class friend of Satis Ray.
Jogindra (28.2.'83, '84)
Jogindra Nath Banerjee, Satis Ray's maternal uncle.
Jagobondhubabu (8.4.'83)
A friend of the family, and/or, a neighbour.
Janakiram Bhatta (14.4.'83)
Jankinath Bhattacharya of General Assembly's Institution (?): B.A. (1886) English 1st class 1st, City College, Sanskrit 1st class 1st, Mental and Moral Science 2nd class 2nd.
Jogin Das (12.8.'83)
Jogindra Nath Das B.A. (1886), Presidency College.
Jadubabu from Hazaribagh (10.12.'83)
Jadunath Mukherjee B.A. (1861), B.L (1861), classfriend of Dr. Gangaprasad, stayed together in Hindu Hostel.
Jyotish Chandra Mitter (1.9.'83)
B.A. (1889)—Physics and Chemistry, 1st class 2nd, Prisidency College.
Dr. Jolly's lecture (1883)
Dr. Julias Jolly's Tagore Law Lectures on 'Outline of A History of Hindu Law of Partition, Inheritance and Adoption.'
Jnanendra Chandra Basu (27.1.'84)
One of the friends of Gangaprasad (?).
Jyoti (1.2.'84)
Son of Prasanna Kumar Biswas of Krishnagar.
Jenkins (8.2.'84)
See booklist with names of authors;—of London Mathematical Society.

K

Kisori (16.1.'83)
Somebody who visited ATM sometimes.
Kalikumar (22.1.'83, '84)
Kalikumar Ray—B.A. (1884), M.A. (1885) Physical Science, 1st class 2nd, Presidency College.
Kshetra (16.2.'83)
Kshetra Mohan Banerjee, B.A. (1884), M.A. (1885)—Physical Science, 1st class 2nd, Presidency College.
Kusum (20.2.'83)

Came from Diamond Harbour to visit ATM.

Kaliprasanna Nag (11.6.'83)

Undetermined. Visited ATM on the above date.

Kamini (2.7.'83)

Kamini Kumar Chanda, B.A. (1884) M.A. (1886) English, 2nd class 1st, B.L. (1888). Reputed lawyer and nationalist leader.

Kalicharan Banerjee (22.12.'83)

M.A. (1866)—Examiner—Psychology F.A, Philosophy Mental & Moral Science. Embraced Christianity, first Bengalee Registrar, C.U.

R. Knight (21.9.'83, '84)

Editor, The Statesman.

Kemp (1884)

Member, London Mathematical Society.

Keshub Babu (1884)

Keshub Chandra Sen, Brahmo leader, thinker, reformer and founder of Bharatvarshiyo Brahmo Samaj; joined Brahmo movement in 1857 under Devendra Nath Tagore's leadership; had difference of opinion with him, left the Samaj & founded Brahmo Samaj of India (11.11.1866); formed Indian Reform Association (1870) and supported Native Marriage Act of 1872, also female education; his Samaj split for the second time on Coochbehar Marriage Incident when Shivnath Shashtri and others separated and formed Sadharan Brahmo Samaj.

Kristobabu (25.1.'84)

Satis Ray's uncle.

Kshetrababu (29.1.'84)

Teacher and Superintendent, South Suburban School 1877-'88. Head Master. 1878-1881.

Kamalbabu (17.1.'86)

Kamal Chandra Banerjee—neighbour and friend of Dr. Gangaprasad.

Kumudini (1886)

Kumudini Kanto Banerjee, classmate of ATM in Presidency College B.A. (1884) 1st division, M.A. (1885) Natural & Physical Science, 1st class 1st.

L

Lakshmi N. Barman (9.2.'83)

Student in Presidency College—1883.

Lalmohon Ghosh (6.4.'83)

Nationalist leader and great orator ; one of the founders of Indian Association (1876). When an All India Memorial on the Civil Service question was addressed to the House of Commons, he was chosen to represent the Indian Association in England (1879-'80). He was sent to England for the second time where he stood for election to the Parliament as a Liberal Candidate.

Lalit Chandra Mitter (4.8.'83)

B.A. (1888) Free Church Institution.
Prof. J. C. Lewis (20.12.'83)
—of Lahore.
Fr. Láfont's Lecture (1883, 1884)
Rev. Fr. Lafont, S. J., C. I. E., M. I. E. E. Fellow of the University.
Law result/B.L. (1883) (7.2.'83)
1st—Nikunja Behari Ray—Metropolitan Institution,
2nd & 4th—from Dacca: 5th & 6th—Jogindra chandra Ghosh & Gobindo Chandra Das—Presidency College.
Prof. Little (4.1.'86)
See Presidency College Professors' list.
Prof. Luigi Gemona of Rome (10.1.'86)
ATM wrote a letter to him which he replied in Italian.

M

Manick Dutta (10.1.'83)
Stood first in F.A. (1883); Rudra—2nd (Manmathanath Rudra?)
Justice **Mitter's** speech (17.9.'83)
See Sir Romesh Chandra Mitter.
Miller (2.11.'83, '84, '86)
Editor, Educational Times.
Mahendra Nath Roy (27.1.'83, '86)
B.A. Maths (1883)—1st Class 1st, M.A. Maths (1884)—1st Cl. 1st, Later Vakil.
Mahendra Nath Bose (13.5.'83)
He presided over the prize distribution ceremony of South Suburban School in place of Justice Romesh Chandra Mitter on the above date.
Madhusudan Das (1883, 1884)
Madhubabu—Madhusudan Das (1848—1934)—a great leader of Orissa; close friend of Gangaprasad and tutor of Asutosh.
Monier Williams (10.1.'84)
Renowned Indologist in the 19th century; author of several books on Indology, but most famous for his translation of Kalidas's 'Sakuntala'.
Mahendra Mukherjee (25.1.'86)
A neighbour and friend of ATM's father-in-law.
Prof. Macdonell (4.2.'86)
See Presidency College Professors' list.
Menu (20.1.'86)
Manik, of Ganguli family of Lansdown Road, Bhowanipur; son of ATM's mother's youngest sister.

N

Narain Sen (24.2.'83)

B.A. (1884)—1st division, 6th; M.A. (1885) Physical Science, 2nd Class.
Nishikanta Chattopadhyay (16.3.'83)
returned from Europe after ten years; first Indian Ph. D. in Europe.
Nash (1883)
See Presidency College Professors' list.
Nandalal Bagchi (19.7.'83)
B.A. (1884) Presidency College.
N. N. Ghosh (1.10.'83)
Wrote against ATM's letter in Indian Nation. Its editor, later Principal, Metropolitan Institution.
Nooruddin's gardens (4.11.'83)
Close to their house, this was an orchard where ATM used to stroll with his father.
Nabinbabu (13.1.'83)
Mesmerizer;
Nilmonibabu (1884)
See Presidency College Professors' list.
'Nababibhakar' (11.1.'86)
A nationalist newspaper in Bengali; Girija Bhusan Mukherjee was the first editor of 'Nababibhakar'. He attended the first session of Indian National Congress held in Bombay (December, 1885) under the presidency of W.C. Bonnerjea, along with Narendra Nath Sen, editor of Indian Mirror.

P

Prasanna Biswas (10.1.'83)
—of Brahmo Samaj.
Pandit Mahasay (12.1.'83, '84)
Pandit Panchanan Paladhi—2nd Pandit, L.M.S. Institution, 'a very sound and veteran teacher, the like of whom is very rare', with him ATM studied all the famous works in Sanskrit literature from 1877-1890.
Preonath (4.3.'83)
Kedarbabu's son.
Panchananbabu's house (18.3.'83, 13.1.'84)
Panchanan Paladhi's house.
Pedlar (25.7.'83)
See Presidency College Professors' list.
Percival (25.7.'83, '84, '86)
Same as above.
Purnababu (12.10.'83)
Purna Chandra Dutta, Translator, Calcutta High Court. [ref. episode about Laplace in 'Asutosher Chhatra Jibon', p.60] ATM got Laplace's Mechanique Celeste translated by Bowditch from him.

Prasanna (24.1.'83)
Prasanna Kumar Karforma. B.A. (1884), M.A. (1885) Natural and Physical Science—1st class, Presidency College.
Pramatha Sen (24.7.'83)
B.A. (1885), Presidency College.
Pratapbabu (19.1.'84)
Pratap Chandra Majumder, famous Brahmo Samaj leader and thinker.
Prasannababu (12.1.'84)
Prasanna Kumar Bose (1841-1929), a leading lawyer of Krishnanagar, intimate friend of Gangaprasad; stayed together in the same house at Malanga Lane, Bowbazar, when both were students; Basu practiced Law and lived in Bhowanipur where Gangaprasad also settled down at his request.

R

Rambabu (2.1.'83, '84)
Ramnath Chattopadhyay, Professor of Maths. in Agra; B.A. (1880), M.A. (1881—Maths. 3rd class), obtained permission for Ph.D., but finally unsuccessful.
Rajkristo Pandit (30.1.'83, '84)
Laboratory Assistant, Presidency College.
Justice Sir Ramesh Chandra Mitter (5.5.'83)
Famous lawyer, one of the Judges in Surendra Nath Banerjee Contempt Trial; Judge, Calcutta High Court, 30.3.1874-1.1.1890; see 4/5., 5.83.
Rashbehari babu (3.10.'83, '84)
Sir Rashbehari Ghosh (1845-1921), an eminent lawyer, philathrophist; ATM's senior in legal profession; also a family friend from the time of Dr. Gangaprasad.
Lord Ripon (1.12.'83, '84)
With the formation of Liberal Ministry of Gladstone (1880) and Lord Ripon's appointment as Viceroy of India, Lord Lytton's period of repression ended. He repealed the Press Act, introduced the Act of Self Government, Factory Act, Tenancy Bill and appointed Hunter Commission for educational reforms. Ilbert Bill controversy and contempt of Court case of Surendra Nath Banerjee took place in 1883 when Ripon was Viceroy of India.
Reynolds (10.3.'83)
Hon'ble H. J., B.A. CS., Vice Chancellor, Calcutta University—2.2.'83-Feb.1886.
Rienzi, (1883)
Cola di (1313-1354), a Roman patriot of humble birth who aroused the people to oppose the oppressive rulers; proclaimed Tribune and exercise supreme power for seven months as true friend of the poor; later overpowered by enemies, imprisoned in Avignon for three years, finally killed in a popular

uprising.

Rowe (1884)

See Presidency College Professors' list.

Raja's palace (2.2.'84)

Palace of the Maharajas of Krishnanagar.

S

Satis Basu (1.1.'83, '84, '86)

classfriend of ATM in Presidency College, B.A. (1884), stood second.

Satish Ray (2.1.'83, '84, '86)

Belonged to an old aristocratic family of Bengal, descendant of Maharaja Nandakumar. Contemporary of ATM in Presidency College; later Professor, Calcutta University; married to ATM's sister Hemlata in 1886; author of 'Land Revenue Administration in India' and Permanent Settlement in India', Deputy Executive Officer with Subhas C. Bose in Calcutta Corporation.

Shitalbabu (4.1.'83, '84, '86)

Shital Chandra Mukherjee, a neighbour and longtime friend of Dr. Gangaprasad. He joined Brahmo Samaj despite his orthodox Hindu background.

Satya (4.1.'83, '84, '86)

F.A. (1884) Presidency College. Shitalbabu's son.

Sarat (28.6.'83)

Brother of Satya.

Surya Kumar (24.1.'83)

Surya Kumar Karforma, B.A. (1887)—General Assembly's Institution, Maths. 1st class 1st; M.A. (1888) 1st class 1st.

Syama Charan (29.1.'83)

Batchmate of ATM who decided not to pursue honours course.

Sureshbabu (25.2.'83, 8.8.'83)

Suresh Chandra Ganguli, ATM's cousin Binoda's husband, Durgaprasad's son-in-law,—from Lucknow.

Sasi Sarkar (8.3.'83)

B.A. (1885) Pass Course, classmate of Satis Roy.

Sarada (9.3.'83)

Sarada Prasad De, B.A. (1884) Presidency College.

Surendra Nath Banerjee

Famous nationalist leader; I.C.S., but discharged from Civil Service on flimsy ground; autobiographical work—'A Nation in Making'; founder of Indian Association (1876), later merged into Indian National Congress (1885); led Civil Service Examination (age limit) agitation, Ilbert Bill movement, etc., on 2.4.'83 he criticised Justice Norris of C.H.C. saying he was unfit to be a judge: he was tried & sentenced to 2 months imprisonment; nick-name 'Surrendernot'. Foremost opponent to the partition of Bengal, later Minister

Local-self Government.
Satis Chandra Mukherjee (21.5.'83)
Close friend and classmate of ATM from South Suburban schooldays; B.A. (1884)—Div. I, 10th; M.A. (1885) English, 2nd class 6th; B.L. (1890); practised for sometime as advocate, later gave up.—of famous Dawn Society.
Syamlal Dutta (26.7.'83, 7.1.'84)
B.A. (1887) Presidency College.
S. S. School (21.8.'83)
South Suburban School—Students' meeting.
'Samaj' (26.9.'83)
A contemporary vernacular newspaper critical of ATM's writings.
Shamsul Huda (31.3.'83)
B.A. (1884), M.A. (1889), B.L. (1896) : later Nawab Syed Samsul Huda, KCIE; Judge, Calcutta High Court—8.6.1917–3.1.1921.
Syamal Dutta (7.1.'84)
Fellow student of ATM's brother Hemanta in Presidency College.
Sister (17.1.'84)
Hemlata (12.5.1874—7.1.1903)—only sister of ATM, married to Satis Ray in 1886, died at the age of 29.
Satis (21.1.'84)
ATM's cousin, eldest uncle Durgaprasad's son.
Sister-in-law (25.1.'86)
Sarat Kumari, eldest sister of ATM's wife, Jogomaya, married to Kaliprasanna Mukherjee of Duttapara, Santipur.

T

Troilokya (3.1.'84, '83)
Rai Troilokya Nath Banerjee Bahadur, Asst. Registrar, Calcutta University—1885-1900; officiated as Registrar for sometime in 1898).
Tucker (2.11.'83, '84)
Secretary, London Mathematics Society.

U

Uncle at Ghazipore (28.1.'83, '84, '86)
Durga Prasad Mookerjee (1832-1905), District Engineer, ATM's eldest uncle.
Umeshbabu (2.1.'84)
Umesh Chandra Dutta, a distinguished scholar and teacher, B.A. (1867).
Uncle (15.1.'86)
Radhika Prasad Mookerjee (1839-1894), a famous Engineer ATM's youngest uncle; Member of the Senate, Calcutta University (1881).
Umbika Charan Ghose (28.1.'86)
A brilliant scholar and student in Krishnanagar College; died at the age of 20 (1850).

W

Wife (January, 1886)
Jogamaya Devi (1872-1958), second daughter of Pandit Ramnarayan Bhattacharya of Krishnanagar, married to ATM in January, 1886.
William Masters (28.1.'86)
Professor (?) of Krishnanagar College.

Y

Yaquinuddin Ahmed (3.3.'83)
B.A. (1884), Presidency College.

Appendix—2

Presidency College Professors' List

(in alphabetical order)

Booth, William —(M.A. Dub)—Maths & Science — 1876-'83, 1883-'84, Temporary Principal, 1898.
Bandyopadhyay, Rajkrishna—Sanskrit — 1863-1865.
Bellett, G. —(M.A.)—English, — 1875-1876, temporary Principal, 1881, 1883. Registrar, Calcutta University, 1882-'83.
Elliot, John —(M.A.)—Natural Science & Physies — 1876-1885. temporary Principal—1882, '83, '84, officiating Registrar, Calcutta University, 1879.
Fisher, J. H. —(B.A. Oxon)—Mathematics — 1883.
Gupta, Bipin Behari—(M.A.)—Mathematics — 1883-1901.
Gough, A. E.—(M.A. Oxon)—English and Philosophy — 1878-'86.
Gilchrist—Professor in Presidency College.
Hoernle, A. Rudolph F.—(Ph. D)—Philosophy — 1881-'83, 1889-'96.
McCann, Hugh William—(M.A. Cantab, D.Sc.)—Maths — 1879-'84.
Martin, J. A.—(B.A.-Cantab)—Maths. — 1879, 1883.
Nash, A. M.—(M.A. Oxon)—Maths. — 1875-'83, 1890-'95. Registrar, 1890-91.
Pedler, Sir Alexander—F.C.S. F.R.S. (1889)—Chemistry — 1873-'93, temporary Principal, 1883, 1887, 1889, 1896 Registrar, Calcutta University, 1896. Vice-Chancellor, C.U. 1904-05.
Percival, Hugh Melville—(M.A, London)—English — 1880-1911.
Rowe, F. J.—(M.A,)—English — 1879-'80, 1883-'89, temporary Principal—1889, 1897, 1898.
Webb, W. T.—(M.A,)—English — 1877-1891.

Appendix—3

Books mentioned in the diary of 1883

A

Acton's Rep. Org. (27.1).
Acton, William–The functions & disorders of the reproductive organs in childhood, youth, adult life & advanced life, 1862 (Vol. IV AC 616, 6/A3)
Airy's Astronomy (10.3)- Popular Astronomy, 1881 (IV AC 520.4/A.)
Airy (19.2) Sir George Biddell Airy–Gravitation, 1834 (IV-AC 521.4/A)
Adams–(20.2)–John Couch Adams.
Abbatt, Richard–A treatise on the calculus of variations. 1841 (IV-AC 517.4/A)
Abbott (22.5), Edwin–A Shakespearian grammar, 1879 (II AC 822.3/5147)
Arnold (see Wordsworth)
Austin (25.7) Jurisprudence
Abel (16.8)–Niels Henrik (II AC Cat / 259)
Argand (22.10), Jean Robert,–Imaginary Quantities, 1881 (IV AC 512.24 /A)
Angus' (25.10)–note in Q.J.M.
Adams Prize Essay (8.12)–Cat.IV. p 260.
Addison (22.12), Joseph–Various books (Cat.II. p 491–2)
Arya Bhatta (17.10) Astronomy (Sanskrit Book)
Also, Arya Bhatta–The elements of plane geometry in 48 propositions, 1878 (IV AC 513A) in his Library.

B

Bopp (author) (1.1)
Bowditch, Nathaniel (1.1). tr. Laplace Pierre Simon–Mecanique celeste–1829-39. Vol. IV A.C. 521.1/L2.
Besant (12.1)– Besant, William Henry, (1) Elementary Hydrostatics, 1880 (vol IV A.C. 532.2/B1 & B2)-2 Books (16.12) (2) a treatise on Hydromechanics, 1877 C A.C 532.I BK, II, BK II)
Boswell's Life of Johnson (14.1)–Boswell, James-The life of Samuel Johnson, 1880, Another e.d. 1882. (Vol II. A.C. 928.2/J1 & J1 [1]).
Bacon's (2.2) Francis Bacon-Essays. 1878 (Vol. II. AC 824.3/B4/B4) Advancement of Learning.
Brunnow (7.2)–Francen's Brunno, Brinkley's astronomy, 1874 (Vol.IV AC 520/B4)
Bayma (26.2)–Joseph Bayma—The elements of molecular mechanics, 1866 (Vol IV AC 541.22/B)
Billet (9.3)–Felix Billet—Traite d'optique Physique-1858-59 (Vol IV. AC 535.2/B4)
Briot (13.3)–Charles Auguste Albert Briot–Theorie des functions Abeliennes, 1879 (Vol. IV AC 517.36/1) ed.

Balfour (30.3)–Sir Isaac Baytley.
Sachs. Julias Var. History of Botany (1530-1860) 1906 (Vol. IV AC 581.09/S)
Lord Beaconsfield (14.5)— Benjamin Disraeli (II AC-823/8-series)
Brewster's Life of Weston (31.5)
Bowen's Hamilton (15.7) (30.5)- The Metaphysics of Sir William Hamilton, collected, arranged and abridged by Francis Bowen, 1881 (AC 110/H2)
Burnside (15.7) William Snow- The Theory of Equations, 3rd ed. 1892 (IV AC 512.82/B2 also another 4th ed. 1899-1901.....B2 (1)}
Sir Barnes Peacock (29.7)
Brimley's Essays (15.8)
Bertrand (6.9), Joseph Louis Francois-Traite de Calcul differential et de Calcul integral, 1864-70 (IV AC 517/B1)
Bruno (22.9) F. Faude—Theorie des Formes Binaires, 1876 (IV AC 512.88/B)
Boole (29.12), George (?)—5 Books in Cat. IV. p 270 (No specific book mentioned)
Bright's Speeches (6.10)--John, Speeches of John Bright, on the American question, 1865 (III AC 973, 7/B); ii) Speeches on questions of public.policy, 1869 (III AC 942.08/B3)

C

Carlyle's Essays–
Carlyle, Thomas–i) English essays Criticism (II AC 824.8/C8-C9) ii) English Literature, Lives–(II AC. 928 : 2/C1-C5) iii) Works. Library ed. 1831-82. 31V. (II AC. 824.8/C1)
Charles Geometric Super (23.1)
Charles Taylor–Geometrical Conics, 1863 (II AC. 516.2/T1) Also An introduction to the ancient & modern geometry of Conics..., 1881. . (516.2/T2)
Clifford's Fragm. (31.1) William Mingdon Clifford— Mathematical fragments, 1881, (IV. AC 612. 87/C) (7.10) Elements of Dynamics, 1878 (IV AC 531.3/C)
Carmaichael (14.3) Robert. A treatise on the calculus of operations, 1855 (IV AC 517.7/C)
Chesy's Sakuntala (22.3)
Carr (1.4), George Shoobridge, A synopsis of elementary results in pure mathematics (IV AC 510. 83/C1)
Chauvenet (21.6)'s Astronomy
Challis (12.4)-James (IV AC. Cat. p 279)
Casey (3.2) John—several books
(IV AC. Cat. p.278);
Cook (25.5) W—Solutions of the Cambridge problems, 1831 (IV AC 510.76/C7)
Cheyne (25.5) C.H.H—An elementary treatise on the planetary theory, 1870 (IV AC 521.5/C)

Carll (20.8) Lewis Buffett. A treatise on the calculus of variations, 1881 (IV AC 517.4/C)
Cayley (4.4) See 1886 Notes
Cambridge Math, Journal (IV AC. 531)
Courtenay (8.7) (Courtney ?. See Cat. II. p. 524)
Coleridge (14.4) Samuel Taylor, Lectures and notes on Shakespeare & other English poets, 1883 (IIAC 822.3/5163), (also other books)
Casey's (28.4) Sequel–A Sequel to the first six books of the elements of Euclid, 2nd Ed. 1882 (IV AC 513/C2, also 6th ed. 1892-C/C2 (1))
Cauchy (16.8)–Augustin Louis (IV AC. Cat. 278, Several books)
Conway's Emerson (26.10)
Clifford's Memoir (18.11), William Kindgon—Lectures and Essays, 1879 (IV AC 601/C) also other ed. & books.
Colenso (21.11), John William–Plane Trigonometry, 1874, 1873 (IV AC 514.5/C2)
Cotton (26.11), Sir Henry John Stedman, India & Home Memories. 1911 (III AC. 923.542/C2)

D

David Masson's Essays (13.8)–Various books (II AC. Cat. 584)—The political works of Milton (.12)-(II AC 821.4/M8)
Devens (10.5), Richard Miller, Our first century, 1880 (III, AC 973/D)
De Morgan (8.2). Augustus De Morgan. The Differential & integral Calculus, 1842 (IV IIC 517 D/2)
Donkin (11.1)–Donkin Arther Edward. ed. Donkin William Fishburn-Accoustics theoretical, 1860 (Vol. IV A.C. 534/D3).
Deschanel (11.1)–Deschanel's Natural Philosophy pt.3. Everith, Joseph David, Electricity-1901 (Vol. IV. AC. 537.2/E)
Dyer (18.2)–J.M.Dyer, Exercises in analytical geometry, 1881 (IV. AC 516.9/D)
Dowden (2.7)–Edward, Shakespeare—a critical study of his mind & art (II AC 822.3/S172), Also anr. ed. No. S/172(1). 1879
De Quencey, (8.8), Thomas
Dyce (22.9), Alexander. The works of 1843-46. I IV (II AC 822.3/B1)
Dirichlet's about a multiple definite intig. (3.11)
Duhamel (22.12), M.—Cours d' analyse del'ecole polytechnique, 1841 C IV AC 517/D5)

E

Englishman Dt. 21.7.83 Report of Surendranath's Meeting-(Cal. Students). 9.1.83 (Letter of "John Nebes")
Educational Times
Ellis (9.11), George, Specimens of early English Poets, 1845 (II AC 821.08/E2)

F

Fowler's Life of Locke (3.1) (John Henry Fowler)

Frost's Curve Tracing (12.1)

Frost, Percival—An elementary treatise on curve tracing, 1872 (Vol. IV. AC. 513. 1/f)

Fowler's (Inductive Logic) (16.3) Thomas—The elements of Inductive Logic 1876, AC. 161 F(1)

Furness (22.3)–Caroline Ellen. An introduction to the study of variable stars, 1915 (IV. AC 523.844/F)

Furness (1.4) Horace Howard, ed. Shakespeare William. A new variorum ed. 1871-19-V (II AC 822.3/S12) also, 1898. 2V (II Ac 822.3/S22)

Fourier (17.6)–See 1886 list for ref.

Frunivall's introduction to Leopold Shaks. (12.7) F.J.Furnivall, Shakespear old. spelling (II AC 822.3/S25)

Fleay (15.8)–Frederick Gard-Shakespeare Manual, 1878 (II AC 822.3/S176)

Fowler's (Locke) (21.11), Thomas,-Locke, 1880, in Nat. Lib. (156F 1075/397)

Finks (15.8)–An analysis of Sir William Hamilton's lectures on Metaphysics with dissertations and copious notes by W. Carey Fink, 1880 (AC 110.4/H2)

G

Godfray's Astronomy (1.1)— Godfray. Hugh. A treatise on Astronomy, 1880. A.C. 520/G1 (Vol. IV)

Goodrich,Chauncey Allen,Select British eloquence, 1880, Cat. Vol.II. 825.08/G

Geikie (Jany. 11) James Geikie. The great ice age and its relation to the antiquity of man, 1877.Vol. IV AC. 551.792/G

Geikie, Sir Archibald—Several books on Geology (IV Cat. p 300)

Goethe (20.6), Johann Wulfgang-Faust—Various ed. (IIAC Cat. P548)

Gregory's Examples (24.1)–Duncan Farguharson Gregory. Examples of the processes of the differential & integral calculus, 1846. (IV. AC 517.9/G)

Gross's Kinetics (1.2), E. J. Gross—An elementary treatise on Kinematics & Kinetics, 1876 (IV AC 531.1/G)

Garnett (2.2)–William Garnett. Elementary Mechanics (IV AC 531/G1)

Gauss (1.5)–See 1884 list

Gibbon (17.5) Edward—The history of the decline and fall of the Roman Empire, Several editions (III AC 937/G-series)

Griffith's Ramayan (29.7)

Gatti (8.10), Alfred—A key to Tennyson's In Memoriam, 1882 (II AC 821.8/T42A)

Gervinus (6.11) Shakespeare (27.11) George Gottfried, Shakespear Commentaries, 1877 (II AC 822.3/S 180) anr. edition. 1903, 180/I)

Gosson (23.10)–School of Muse (Arber's English Reprints.) see U/Arber (Edward). various books Cat. II. P. 495)

H

Hamilton (7.10), Sir William Rowan. Elements of Quaternions, (Vol. IV. P. 305) (Several books of different years on the subject)

Hudson's Shakespeare (20.1)–Henry Norman Hudson. Shakespeare's life. art and characters. 1872, another ed. 1880. (Vol II. AC822.3/S1918)

Herschel (26.2)–Sir John Fredrich William, Outlines of astronomy, 1878 (IV. AC 520/H2)

Hymers (25.5), John. H, The elements of the theory of astronomy, 1840 (IV AC 521/H) A treatise on differential equations, 1858 (IV AC 517/H5)

Hutton (11.9), Richard Holt, ed. Walter Bagehot-Literary studies, 1879. 2V. (II AC 820.4/B2)

Hirsin (2.11), Meyer,-Integral tables, 1823 (IV AC. 517.39/H1)

Hamilton (15.1). Sir William, Lectures on metaphysics and logic, ed. by Rev. H. L. Mansel & John Veitch, 1874-77 (AC 160/H)

Hardy (28.7) Arthur Sherburni, Elements of Quaternions, 1881 (IV AC 512.893/ H4)

J

Jellett (16.2)–John H. Jellett. An elementary treatise on the Calculus of variations, 1850 (IV AC 517.4/J) (26/2) A treatise on the theory of frictions, 1872 (AC 531.4/J)

Jacobi (13.4), Karl Gustav Jakobi (IV AC 510.8/J)

Jamin (29.5), Jules Celestin—Cours de L'Ecole polytechnique–1878-83 (IV AC 530/J1)

Jenkin's Electricity (29.6)– Library copy.

Jeffrey's Essay on Wordsworth (27.8)

Jardine's (   )–An analysis of Sir Wm. Hamilton's Lectures on metaphysics, with notes expository and critical, By Rev. Robert Jardine, 1877 (AC 110.4/H1)

K

Killick (15.4)–The student's handbook, synoptical and explanatory of Mr. J.S. Mill's System of Logic by Rev. A. H. Killick. 1880 (AC 160/M3)

L

Lloyd's Essays (22.1) Lloyd, William Walkiss—Critical essays on the plays of Shakespeare, 1875 (Vol.II AC 822.3/S 205 also 824.08/L1)

Lagendre (22.2)–Andrien Marie Legendre. Exercises de calcul integral sur divers orders........1816-17–(Vol.IV AC 517/L5)

Laplace (2.1) Pierce Simon, Elementary illustrations of the celestial mechanics of Laplace, 1821 (IVAC 521.1/L1) Mecanique celeste 1829-39 (..................../L2) A treatise of celestial mechanics, 1822-27 (....../L3)

LaGrange (6.4) Joseph Louis (IV-Cat. p.318) various books.

Lloyd (13.4) Humphrey– Elementary treatise on the wave theory of Light,

1873 (IVAC 535.13/L)

Lamb (10.5), Sir Horace–A treatise on the mathematical theory of motion of fluids. 1879 (IV AC 532.5/L2) also other books on hydrodynamics (AC 532.5/L series)

Lytton's Rienzi (17.5)–Sir Edward Robert Bulwel—Lytton chronicles and characters, 1868 (II AC 821.8/L4) 2 Volms.

Lame (29.6) Gabriel—5 books (IV AC Cat p 318)

Leopold Shakespeare (12.7) (27.10) on Elastricate (AC 531.3/L1)

Lewis Life of Goethe (21.7)

Lamb (6.9) Sir Horace, A treatise on the mathematical theory of motion of fluids, 1879 (IV AC 532.5/L)

Landor (14.11)'s critique on Millon, in Imaginary Conversations (Walter Savage Landor—Imaginary Conversations. 1883, 5V. (II AC 828.7/L2)—Also othereditions.

Loomis (26.12), Elias, i) An introduction to practical astronomy, 1875 (IV AC 552/L), also—A treatise on astronomy, 1879 (IV AC 520/L4).

Lobb's Areop. (2.2)—A modern version of Milton's Areopagitica, 1872 (AC 323.445/M7)

M

Max Muller

Messenger of Mathematics (12.1)–8 Volumes Messenger of Mathematics edited by Whiteworth, Taylor etc, (see Auddy Co's Bill Dt. 19.5.80 আশুতোষের ছাত্রজীবন-p. 87)

Miller (12.1)–Miller's Hydrostatics—Miller, William Hallowes. The elements of hydrostatics, 1850 (Vol. IV. AC. 532.1/M)

Minchin (15.1)—George Minchin—i) A treatise on statics. 1810. ii) Uniplanar Kinematics of solids & fluids 1882 (Vol. IV 531.1/M & 2/M)

Muir's Determin., Thomas Muir—A treatise on the theory of determinants with graduated sets of exercises for use in Colleges & Schools, 1882. (Vol. IV AC 512.83/M2)

Markby's Elements of Law (11.2)

Morison's life of Macaulay (11.2)—Englishmen of Letters series (II AC 928.2/T8)]

Macdonald (19.2) K.S. Mac Donald [..........] A collection of problems in dynamics. 1867 (IV AC 531.9/M.)

Markby (7.3)–Jurisprudence– Elements of Law.

Moigno (15.3)–Francois Napoleon Marie. Lacons de calcul differentiet et de calcul integral, 1840 (IV AC 517/M5) ; Lecos mecanique analytique. 1868 (IV AC 531.017/M2) Memoirs of the Astro Society (17.3) (IV AC 510.8/M2)

Mill's Logic (23.3)–John Stuart–A system of logic ratiocinative and inductive being a connected view of the principals of evidence and the methods of

scientific investigation.1879 (AC 160/M4)
Maxwell (24.3)-James Clerk- Matter and Motion. 1920 (IV AC 530.1/M1) also other books.
Milton (1.4)-John. Paradise Lost—Various copies & ed. (Vol.II AC 821.4/M series)
Myer's Wordsworth (8.5)
Milton (21.5)-Edition by David Masson (Vol.II AC 821.4/M8)-3 Vols. also other ed.
Macaulay (26.5) Thomas Babington–various books.
Mathieu (29.5) Emile Leonard–cours de physique mathematique, 1873 (IV AC 530.15/M2)
Monier William's translation of Sakuntala (6.6)
MacCullagh (16.6) James–The collected works of James MacCullagh, 1880 (IV AC 535/M)
Main (16.4), Philip Thomas—An Introduction to plane astronomy, 1881 (IV AC 522/M), also Main, Robert–Practical and spherical astronomy, 1863 (IV AC 522.7/M)
Mackay (28.7)-John Sturgeon (Author Mathematician) (IV AC 510.6 E2 & E7).
Mascartc (5.11)-Elcuthere Elie Nicolas (IV Cat. p. 327-2) Sevies.
Mansel's Phil. (9.8) Philosophy of the conditioned—Prelegomena Logica (M. A. Text book)
Mascart's elect. (2.8). Eleuthere Elie Nicolas, Traite D'electricite statiqwe, 1876 (AC 537.21/M3) (Also 537/M1)
Maciaurin (7.11), Colin—3 Books, Cat. IV. P. 325.
Morris (8.11), William—English Literature, Lives (IIAC 328/M 13M17)
Magnus (16.11), Sir Philip, one book in Cat. IV p.326.
Monge (11.3), Gaspard, i) Comte de peluse. Application de L'analyse, 1850 (IV. AC. 516/M1) ii) Comte de peluse Geometric descriptive 5th ed. 1827 (IV AC. 515/M2)

N

Newton (7.3)–name of book not mentioned.
Newcomb (4.12) Simon–Popular Astronomy, 1890 (IV AC 520/N).

O

Osborn's atricle (5.11)
O'Brien (3.12)–Edward Joseph Harrington, several books. Cat. II P 594)

P

Palgrave (6.11)–several books (cat. 597)
Peirson (8.12) R.–Cat. IV p. 340. one book.

Pope, Alexander–English literature: Lives-Vol. II. 928.2/P6-P8.
Proctor's Handbook of stars (24.1) Richard Anthony Proctor—Essay on astronomy, 1872-V l. IV AC 520. 4/P, Also, Half-hours with the stars 1889 (AC 523. 89/P2)
Poisson (16.2), Simon Denis Poisson—4 Books in A.C. See Cat. Vol IV p343. A treatise of mechanics, 1842 (AC 531.017/P2) Chaleur (15.3)–Theoric Mathematique de la chateur, 1835 (IV AC 536/P2) Also Nouveulle theorie d L'action capillaire, 1831 (IV. 532.6/P) (referred in the diary d/22.9. 83)
Parkinson (19 .3). S–An elementary treatise on Mechanics, 1881 (IV AC 531/P2)
Pratt (14.6) John Henry–A treatise on attraction, 1865, also 4th ed. 1871 (IV AC 525.1/P2 & P2 (1)). Mathematical principles of mechanical philosophy, 1836, also 2nd ed. of 1845 (IV AC 530.15/P2 P2(1)
Pontecoulant (12.7)–Philippe Gustave Le Ilouleet comte de. Theorie analytic du systeme dununde, 1846 (IV AC 521.1/P3, also 2nd. 1856......P3(1))
Poncelet (28.4) Jean Victor, Applications d'analyse et de the geometric, 1862-1864 (IV AC 516.57/P)
Poinsot (31.8) Louis—Outlines of new theory of a rotatory motion, 1834 (IV AC 531.1/P)
Price (8.10) C.I.C—A treatise of trilinear quarterly Journal of pure and applied mathematics 1857-1921 (IV AC 510. 5)

Q

Quarterly Journal of Pure and applied mathematics, 1857–1921(IV AC 510.5/Q)

R

Roberts, Ralph A–A collection of examples & problems on Conics. 1882-Vol IV. AC 516.2/R2
Richardson (16.2), David Lester Richardson–Literary recreation, 1852 (Vol. II AC 828.8/R3)
Rayleigh (3.4), John William Strutt.—The theory of sound 1877-78 (Vol IV. AC 534/R2)
Routh (12.5), Edward John—The elementary part of a treatise on the dynamics of a system of rigid bodies, 1891, (IV AC 531.3 R/3) also other books....
Rienzi (16.5)–Cola di
Rankine (28.3), William John Macquo—A Manuel of applied mechanics, 1858 (IV AC 620 1/R)
Ramchandra's Maxima & Minima (9.11)
Rolfe (27.11), William James—William Shakespeare, The works, 1880. 70. 13V (II 822.3/S15)
Roberts (15.12), H.A—A treatise on elementary dynamics, 1900 (IV AC 531.3/R1) (Walter Meakin—A first dynamics, 1909. 531.3/J)

S

Sweet. A.S Primer (2.1)—"Anglo Saxon" primer

Salmon (12.1),—George—A treatise on Conic section. 1879 (Vol. IV. AC 516./ 52) Also, A treatise on the analytic geometry of three dimension. several ed. (512/S1 516/ST(1) ST (II)

Sayee's—Science of Language (introduction to the Science of language) [Sayee, Archibald Henry ed.-1880 (AC 410/S1) Masporo, Sir Gasloncamilla Chareles. See History Vol. III. P. 564]

Somerville's Mechanism of the heavens (24.1) Mary (Fairfax) Somerville-1831 (Vol. IV. AC 521. 1/S)

Steele (18.3)-See Tait (Jt. author)

Smith (5.4), Charles-Geometrical Conics, 1894, (IV AC 516/53), Also other books & editions.

Shakespeare (2.7)-See under Hudson, Dowden

Sinnett's Esoteric Buddhism (30.7),1883 (AC 294.3/S)

Stokes (23.3), George Gabriel (IV Cat. P. 360)

Series (14.9)-Differential Calculus (IV AC 517.21)

Shaw (28.12), Thomas Budd—comp. Choice, specimens of English literature, 1864 (II AC 820.8/S)

Sinnett (13.2), Alfred Percy, The occult World, 1881 (Nat. Lib. No. 160/S11)

T

Tait (18.3), Peter Guthrie—A treatise on dynamics of a particle, 1871 (Jt author with Steele) (VolIV AC. 531.36/T), Also 1878 ed. (AC 531.36/T1)

Mr. W. Thomson's Papers (20.1)-Thomson, Sir William—Reprint of papers on electrostatics & magnetism, 1872 (Vol. IV AC 537.1/T3). Also. Treatise on natural philosophy (1879 (IV AC 530/T2)

Taylor (28.5), Charles—Several books on conics, see IV Cat. P. 362

Todhunter (14.6), Isaac—Various books (IV Cat. 365)

Turner (16.8)-IV AC Cat. (P.366)

Thomson (10.11), Sir William—Navigation, 1876 (IV AC 623. 804/T) Thomson (29.12)—A treatise on the motion of vortex rings, 1883 (IV AC 532.595/T)

U

Ulrici (14.8)-Shakespeare's Dramatic Art by Hermann Ulrici (II AC 822.3/ S242)

V

Veitch (28.8, 4.9), John Hamilton. 1882 (AC 921.2/H2)

W

Wordsworth's Ode (ed. by Mathew Arnold, 1879. 821.7/W5 Vol II)

Walton's Collections (14.1) Walton, William–A collection of problems in illustration of the principles of theoretical hydrostatics & hydro dynamics, 1847 (also, other books) (IV AC 532.9/W) (also other books)
Williamson (23.2), Benjamin Williamson–An elementary treatise on the differential Calculus..... 1880, (IV AC. 517.2/W2) & (2·517/3N) (integral calculus)
Watt (19.3), Henry—(papers collected by Thomas Graham)
Whitworth (20.3), William Allen--Trilinear coordinates and other methods of modern analytical geometry of two dimensions, 1866 (IV. AC'516/W)
Wilson (8.4)–(Refers to his Sakuntala)
Wolstenholme (10.4)–See 1884 Notes for full name etc.
Webster (14.5), Daniel—The great speeches & orations, 1879 (II AC 815.2/ W1)·
Willam's Sakuntala (7.6)—Ward's Dramatic Lit (18.7)
Woodhouse (17.8), Robert—A treatise on isoperimetrical problems, and the calculus of variation, 1810 (IV AC 517/W5)
Wrigley (4.9), Alfred—2 Books (IV 510.76/W4 & 76/P)
Ward (27.9), Sir Adolphus William–Cambridge History of English literature 1907.16 (14V.) (II AC 320.9/C1)
Wood (20.11), James—The elements of Algebra 1861 (IV AC 512/W5)
Wordsworth's edition of Shakespear's King John (4.12)
Webster (8.12), Daniel–The great speeches of orations, 1879 (II AC 815.2/ W1)
Wilson (16.12), S. R. comp. Wilson, J—Graduated exercises in plane trigonometry, 1879. (IV AC 514.5/W2)
Wright (22.12)–John Martin Frederick—A commentary on Newton's principial, 1833 (IV AC 531.3/W6)
Ward (29.12), Thomas Humphry–The English poets 1880-1918. 5 Vol. (II 821.08/W1)
Walton (12.1), William–A collection of problems in illustration of the principles of theoritical hydrostatics & hydrodynamics, 1847. (IV AC 532.9/W)

Z

Zollner (15.9), Johann Carl Friderich—Principien einer electrodynamichen theorie der materie, 1876 (IV AC 537.6/Z)

Books mentioned in 1884 Diary

Besant's Hydrostatics (1.1)
Minchin's Kinematics (1.1)
Godfrey's Astronomy (1.1)
Hamilton's Lectures on Metaphysics (3.1)
Jardine's Analysis & Gough's Analysis of productive Logic (4.1)

Thomson's Vortex Rings. (6.1)
Conway's Emerson (6.1)
Landor's Imaginary conversations & Walter Savage, (7.1) (Vol. II AC 828.9/6. L4)
Salmon's conics (7.1)
Men of the times (8.1)
Ireland's Life of Emerson (8.1)
Potters' Optics (16.1), Richard—An elementary treatise on mechanics, 1855 (vol IV AC 531/P5)
Gauss Theoria Motus... (9.1) Karl Fredrich, Theory of the Motion of the heavenly bodies etc. 1857 (IV AC 521.3/G)
Razlitt (9.1) (Many books)
English Citizen Series (13.1) (English annual for 1834-38 5 vols...(II AC 820.5/E)
Jellets' Calculus (17.1)
Carlyles' Frederick. Vol. 1 (17.1)
Carll's Calculus of Variations (20.1) Lewis Buffet. A treatise on the calculus of variations, 1881 (IV AC 517.4/C)
Monier William's Indian Wisdom (22.1)
Clifford's Papers (23.1)
Coleridge (24.1)
Monier William's The Religion of India (26.1)
Williamson's Differential calculus (28.1)
Deschanel's Electricity (6.2)
Cumming's Electricity (11.2)
Sylvan Thompson's Electricity (12.2)
Maxwell (14.2)
Sardeman's ... Dynamics (15.2)
Hormans Analysis (17.2)
Conway (17.2)
Wolstenholme (23.2)
Townsend' Geometry (24.2)
Fortnightly review (13.2)

Books mentioned in 1886 Diary

Boole's Dif. Equations (1.1), George—A treatise on Differential equations, 1865 (Also of 1877 ed.)
(IV AC. 517. 38/B2, 2(1) (II))
Forsyths' Dif. Equ. (LI), Andrew Russel—A treatise on Dif. eq. 1885, also 1882 ed (IV AC 517.38/F3, I II, III)

Fouriers' Heat (2.1), Joseph—Analytical theory of heat, 1878 (IV AC 536/F)
Messenger of Math, Vol. 2 (3.1)
Mansion's Tracts (3.1), Paul—Theories des equations aux derivces particlle du premier orde, 1873 (IV AC 517.383/M)
Amir Ali's Tagore lectures for 1884 (4.1)
Edinburgh Transactions (5.1)
Sir W. Thomson's (J. J) Memoir on Vortex Motion (5.1)—wanted to read. (A treatise on the motion of Vortex rings, 1883, (IV AC 532.595/T).
Williamson's Int. calculus (5.1)
Story's Equ. Jurispr (6.1)
Lewis's Trusts (6.1)
Pollock's contract (6.1)
White & Tudor (6.1) (names of books not mentioned).
Blackstone (6.1)
Hanumanta's First Lessons in Geometry (12.1)
Wrights' Invariants (1.2), William James, 1879 (IV AC. 512.88/W)
Salmon's Conics (5.2)
Cayley (3.1), Arthur—An elementary treatise on elliptic functions, 1876 (IV AC 517.36 C1)
Watson & Burbury's Treatise on Electricity (5.1)
Burbury, Samuel Haksley, Jt. auts. Watson, Henry William, The mathematical theory of electricity & magnetism, 1889 (IV AC 537.1/W3).
Sylvester (1.1), James Joseph (IV AC. Cat. P. 361)
Quarterly Journal Math (5.1)–The quarterly journal of pure & applied mathematics 1857-1921 (IV AC 510.5/Q)
Cremona (7.1), Luigi—author of various books (IV AC. Cat. P. 284). (Professor at Rome)
Maxwell, 5.2
Clerk (5.2) Latimer–Two books on electricity (IV AC 621.382/C &37/C)
Cumming's Electricity (11.2), Linneus,—An introduction to the theory of electricity with numerous examples, 1879 (IV AC 537.C2)
Thompson, (12.2) Silvanus Phillips–Electricity and Magnetism, 1891. (IV AC 537/G2). Also, several other books.
Sandeman (15.2). Archibald—A treatise on the motion of a single particle & etc.... (1850) (IV AC 531.3/S1)
Ireland (17.2), Alexander–Ralph Waldo Emerson—his life etc (Vol II AC 928.1/E2)
Wolstenholme, (23.2) Joseph–First principles of the differential & integral calculus & their applications, 1874 (IV AC 517/W4)...(Also, another book)
Townsend (24.2), Richard—Chapters on modern geometry of the point, line & circle, 1863 (IV. AC. 513.1/T4) (Also, Edgar Jerome Townsend...The foundations of geometry, 1902..AC 513/H9).

পরিশিষ্ট ৪

আশুতোষ ঃ শৈশব ও স্কুল-জীবন

অতুলচন্দ্র ঘটক রচিত "আশুতোষের ছাত্রজীবন" বইখানিতে গ্রন্থকারের নিবেদনে আছে ঃ "ইংরাজী ১৯০৮ সনে এই পুস্তক রচিত হয়, তখন ও পুনরায় ১৯২১ সনে ইহা প্রকাশের উদ্যম হয়, কিন্তু দূরদর্শী মহামতি স্যর আশুতোষ নানাকারণে তাহাতে অনভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং ইহার প্রকাশ স্থগিত হইয়া যায়।"

বইখানি প্রকাশের বিলম্বের কারণ তাঁর ভূমিকায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিশদভাবে লেখেন ঃ স্যার আশুতোষ এই পুস্তক প্রকাশে অনভিমত প্রকাশ করেন। তিনি নিজ-জীবনের জয়ডঙ্কা ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং মহাকর্মীর এই নিষেধবাণীতে গ্রন্থকার তাঁর বহুযত্নে লিখিত পুস্তকখানি প্রকাশ চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া পড়েন। পুস্তকখানি আশুতোষ স্বয়ং লইয়া গিয়া সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে আদত পুস্তকখানির এখনও উদ্ধার হয় নাই, সেই সঙ্গে আমার পূর্বলিখিত ভূমিকাটিও অন্তর্হিত হইয়াছে। পুস্তকের একখানি খস্‌ড়া গ্রন্থকারের নিকট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।"

এইভাবে সেই পুস্তকের প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ সালে,—আশুতোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। সে বইখানির বহুলপ্রচার ও সমাদর হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই ছয়টি সংস্করণও নিঃশেষিত হয়। কিন্তু তারপর বইটির অবলুপ্তি ঘটে। দীর্ঘকাল পরে,—১৯৮৬ সালে অতুলচন্দ্রের "আশুতোষের ছাত্রজীবন" অবলম্বনে রচিত, ও পরিবর্ধিত আকারে বইখানির পুনঃপ্রকাশ হয়েছে।

সম্প্রতি আশুতোষের পুরানো কাগজপত্র ও বইখাতার মধ্যে একটি মোটা খাতা পাওয়া গেছে। এই নব-আবিষ্কৃত বিশাল কলেবর খাতাটি এককালে ভাল মলাট দিয়েই বাঁধানো ছিল, বোঝা যায়। এখন দুদিকই মলাটহীন। শক্ত করে বাঁধানো হলেও প্রথম কয়েকটি পাতা খুলে রয়েছে। রুলটানা ভাল কাগজ দিয়ে তৈরি খাতা,—প্রতি পাতার মাথায় পাতার নম্বর মোটা হরফে ছাপা। শেষ পৃষ্ঠার নম্বর ৭৪১। কিন্তু প্রথম থেকে মাত্র ৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা হয়েছিল,—কালো কালিতে, ইংরেজিতে। সংক্ষিপ্তভাবে "নোট" করে রাখা প্রণালীতে লেখা। আশুতোষের নিজের হাতে লেখা বলেই মনে হয়। খাতাখানির বিপুল আকার, সযত্নে বাঁধানো, পাতার ছাপানো নম্বর প্রভৃতি দেখে অনুমান হওয়া স্বাভাবিক যে, আশুতোষের জীবনের যথাসম্ভব ধারাবিবরণীর "নোট" লিপিবদ্ধ করে যাওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, এতে "I. Early Life" ও "II. School Life" পর্যন্ত লেখা হয়ে অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

এই অসমাপ্ত রচনার প্রথম পৃষ্ঠার লেখার মাথার উপর এক কোণে নোট করা ঃ "Began to note at Benaras Cann, Jagatgunj, Sir Ramesh ch. Mitters' house. Began on 18th Oct, 1906. 30th Oct—"I & II"—পাশে এক দুর্বোধ্য intial।

অতএব, ১৯০৬ সালের এই রচনা অতুলচন্দ্র ঘটকের রচনার দু'বছর আগে। অতুলচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত "নিবেদনে" উল্লেখ করেছেন, "এই পুস্তকবর্ণিত সমুদয় ঘটনা, ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রভৃতি সমস্তই আমি স্বর্গীয় মহাপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

তাই, তাঁর বইখানিতে বর্ণিত আশুতোষের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনা এই নব-আবিষ্কৃত খাতার 'নোট'এও হুবহু পাওয়া গেলেও, —এতে আরও অনেক, এখনও-না-জানা, নতুন তথ্যও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই রচনা আশুতোষের বাল্যজীবনের ঘটনাবলির বিবরণ, কিন্তু, তাঁর নাম আগাগোড়া উহ্য রাখা, পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের নামের উল্লেখ অবশ্য বহুবারই দেখা যায়।

সেই নব-আবিষ্কৃত ইংরেজি লেখাটির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হোল। এতে আশুতোষের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শৈশবজীবন ॥

আশুতোষের জন্ম ১৮৬৪ সালে ২৮শে জুন ভোরবেলায়, কলকাতার বৌবাজারে মলঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে। তাঁর বাবা গঙ্গাপ্রসাদ সেখানে থাকতেন। ইনি তখন মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৬৬ সালের জুন মাসে তাঁর সেখানে ভর্তি হওয়া। তার আগে তিনি জানুয়ারী ১৮৬১ সালে বি. এ. পাশ করে ছ'মাস আইনও পড়েন।

১৮৬৪ সালের জুন মাস ও ১৮৬৬ সালের জুন মাসের মধ্যে আশুতোষ কখনো সেই মলঙ্গা লেনের বাসায় কখনো বা কলকাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর দাদামশাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর দাদামশাই হরিলাল চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের এক কৃতী ছাত্র, সে সময়ের কলকাতার নর্মাল স্কুলের* পণ্ডিত। তাঁর দাদামশাই যখন চুঁচুড়াতে পণ্ডিত হয়ে যান সে দুবছরও আশুতোষ সেখানে তাঁর কাছে কাটান। ১৮৬৫ সালে তাঁর ছোটকাকা রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অ্যাসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার দক্ষিণ বিহারে শেখপুরায় গিরিয়াতে যান, আশুতোষও তাঁর মায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে থাকেন। সে সময়ে তিনি ছিলেন কৃশ ও রুগ্ন শিশু। আর তাঁর মাও ছিলেন রুগ্না।

১৮৬৬ সালের জুন মাসে আশুতোষের বাবা এম. বি. পাশ করেন। সরকারী পদে যোগ দেবেন না এই ছিল তাঁর দৃঢ় সংকল্প। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করা ছিল অভিপ্রায়। এবং তাই সেই বছরই ভবানীপুরে এসে বাসা নিলেন। এই তরুণ ডাক্তারের ভবানীপুরে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ, তাঁর বন্ধু বাবু প্রসন্নকুমার বসু (যিনি পরে কৃষ্ণনগরের প্রধান আইন ব্যবসায়ী হন) সে সময়ে ভবানীপুরে বসবাস করতেন আর সদর দেওয়ানী আদালতে পরবর্তীকালে হাইকোর্টে ওকালতি করছিলেন। আরও এক কারণ, রাধিকাপ্রসাদের শ্বশুরমশাই চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলীও সেখানকার বাসিন্দা, এবং ভবানীপুরে তাঁর নিজের একটি নামজাদা ডাক্তারখানা ছিল। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও সেই ডাক্তারখানার কাছে একটা বাড়িভাড়া নেন। ডাক্তারখানাটি জগুবাবুর বাজারের উত্তরে কামডাঙ্গা গলির** মুখে বাঁদিকে রসা রোডের ওপর একটা বাড়িতে ছিল। গঙ্গাপ্রসাদের বাসাবাড়িটি তারই পাশে রসা রোডের পুবদিকে (এখনকার ১১০ নম্বরের দক্ষিণে) ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ছিল।

১৮৬৬ সালের অক্টোবরের এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন—কলকাতার ওপর দিয়ে যায়। তাতে প্রভূত ক্ষতিও হয়। এমন কি গঙ্গা থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর জাহাজগুলিও ছিটকে এসে আটকে থাকে। সেই ঝড়ের ঘটনাই হচ্ছে আশুতোষের শৈশবের প্রথম স্মৃতি। তাঁদের শোবার ঘরের ছাদ

* **নর্মাল স্কুল :** এটি মূলত ছিল শিক্ষক শিক্ষণ স্কুল। দেশ ২৭শে জুলাই, ১৯৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

**এখন সম্ভবত অন্নদা ব্যানার্জী লেন।

থেকে বৃষ্টির জল অঝোরধারায় ঘরের মধ্যে পড়তে থাকল। সেই দুতলা বাড়িও কাঁপতে থাকে। তাঁর বাবা তাঁকে কোলে করে উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরের একতলা বাড়িতে নিয়ে যান। সকালবেলায় ঝড় একটু কমলে তিনি পরম আশ্চর্য হয়ে দেখেন, বাড়ির সদর দরজার সামনে এক প্রকাণ্ড ঘোড়ার মৃতদেহ পড়ে। এ ছাড়া সে সময়কার অন্য কোন বিশেষ ঘটনা তাঁর মনে নেই।

এ সময়ে তাঁর প্রিয় খেলা ছিল চন্দ্রবাবুর ডিসপেনসারিতে লাল-কালো-সবুজ প্রভৃতি রং মিশিয়ে শিশিতে ভরা। তাঁর স্বাস্থ্য তখনও রুগ্ন ছিল।

১৮৬৭ সালে তিনি জলে ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্য বেঁচে যান। একদিন ডিসপেনসারির পেছনে পুবদিকের পুকুরে শিশিগুলিতে জল ভরতে নিয়ে গেছেন। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলেন। সে সময়ে ডিসপেনসারির এক চাকর দেখতে পেয়ে তাঁকে বাঁচায়। সে সময়ে তাঁকে লোকে খুব দুরন্ত ও সবসময়ে কোন দুষ্টুমির তালে থাকেন বলেই জানত। এরই এক উদাহরণ এক দিন তাঁর বাবাকে কামানোর সময়ে রমানাথ নাপিতের কাছে একটা নতুন লাল মরক্কো স্ট্র্যাপ ছিল, সেটি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দিয়েছিলেন, আশুতোষ সেটি লুকিয়ে নিয়ে সরে পড়েন। তাঁর ছুরি দিয়ে সেটি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তাঁর বাবাকে তখন একটা নতুন স্ট্র্যাপ কিনে নাপিতকে দিতে হল।

১৮৬৭ সালের ডিসেম্বরে আশুতোষের ছোটভাই হেমন্তকুমারের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে শিশু। আর সবারই আদরের। ছোট ভাইয়ের প্রতি আশুতোষের খুব ঈর্ষা হতে থাকে। একদিন তাঁর বাবা তখন খুব অসুস্থ, মা তাঁর দেখাশোনা করছেন, আশুতোষ পায়খানা করে তাঁর শিশু ছোটভাইটিকে সেই মলের ওপর রেখে দিলেন, যাতে সে তাই মাখামাখি করে। আর সে করেও তাই। এর সারাক্ষণই আশুতোষ বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন। তাঁর মাকে আসতে দেখে তখনই পালিয়ে যান।

১৮৬৮ সাল নাগাদ তাঁদের পরিবার সেই বাড়ি থেকে পদ্মপুকুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির উল্টোদিকে একটা বাড়িতে উঠে যান। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এরপর আশুতোষের বাবার তৈরি এখনকার বাড়িতে (৭৭ নম্বরে) তাঁরা বাস করতে চলে এলেন।

১৮৬৮ সাল নাগাদ তিনি তাঁর বাবা-মার কাছে প্রথম পড়তে শুরু করেন এবং সেই সময় থেকে প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিতে থাকেন। কোন কিছু একবার মাত্র তাঁকে দেখিয়ে বা শিখিয়ে দিলে, আর কখনও দ্বিতীয়বার দিতে হত না। সেটা তাঁর হয় আয়ত্ত বা মুখস্থ হয়ে যেত।

১৮৬৯ সালে ঠিক পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার পর ও বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগ শেষ হলে তিনি চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্কুলটি সেসময়ে নীলমণি মিত্রের পুরানো বাড়ির পূজার দালানে বসত। প্রথমদিনই স্কুল থেকে ফিরে এসে তিনি আর কোনমতেই স্কুলে যেতে চান না। বলেন, ওটা তো স্কুল নয়, যাত্রার আসর। একই হলে সবগুলি ক্লাস বসে। ছেলেরা যাত্রাদলের মতো সবসময়ে কেবল চিৎকার করতে থাকে। তিনি একবার পূজার সময়ে মধু মুখার্জীর বাড়িতে একটা যাত্রা শুনতে যান। সেখানে শুধু হট্টগোলই হয় দেখে এসেছেন। পরদিন বহু কষ্ট করে তাঁকে স্কুলে যেতে রাজী করানো যায়, কিন্তু তাঁর এই আচরণের ফলে তাঁর বাবা স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করেন, স্কুলটিকে এখনকার জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে রাজী করান। সেখানে তিনটে চালাঘরে ক্লাসগুলি বসতে থাকে।

সেই থেকে আশুতোষ ভোর পাঁচটার আগে, বাড়ির আর কেউ ওঠবার আগেই, খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস আয়ত্ত করেন। তাঁর বাবাও নিজে খুব ভোরে উঠতেন এবং ছেলেরও সেই স্বভাব

করালেন। সাধারণত ছেলের পরই তিনি উঠতেন। আশুতোষের বিছানার কাছেই তাঁর বই প্রদীপ ও দেশলাই থাকত। তিনি নিজে আলো জ্বালিয়ে পড়তে শুরু করতেন। একটি ছোট নিচু চৌকি হত তাঁর পড়বার টেবিল। প্রতিদিন সকালে তাঁর সব বইয়ের শুরু থেকে তাঁর পড়া পুরনো অংশ আবার পড়ে ঝালিয়ে নিতেন। তাঁর বাবাই এটা করতে নির্দেশ দেন। এবং তিনিও নিয়মিত তাই করতেন। ধারাপাত ও হাতের লেখা সম্পর্কেও তাঁর খুব আগ্রহ দেখা যেত। এই সময়ে ঐ স্কুলেরই এক শিক্ষক সারদাবাবু তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে এসে দেখতেন, আশুতোষ তাঁর সব পড়া পড়ে তৈরি হয়ে রয়েছেন, আর তাঁর খুড়তুতো ভাই রাধিকাবাবুর ছেলে তৈরী নেই। তাঁর বাবাও কিন্তু শিক্ষক আসার আগে ভোরবেলা আশুতোষকে কিছুক্ষণ পড়াতেন।

১৮৭০ সালে প্রায় সেই সময়ে একদিন তাঁর কাকা রাধিকাবাবু ২৪ পরগণায় বদলী হয়ে পুরী থেকে চলে এসে পৌঁছলেন মাঝরাতে। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বন্দুকধারী লোক। পুরী থেকে আসার যাত্রাপথ সেকালে বিপদসঙ্কুল ছিল। আশুতোষের প্রথম বন্দুক দেখা সেই রাত্রে।

একবার পুজার ছুটিতে সারদাবাবু তাঁর দেশে যান। তার বদলে দিয়ে যান ভূতনাথ ওরফে বামাচরণকে। তিনি কেবলই 'Factly, I tell you' বলতেন, তাই তাঁর নামকরণও হয়ে যায় Factly। সারদাবাবু দেশে কলেরায় মারা যাওয়ায় বামাচরণ তাঁর গৃহশিক্ষক হয়ে গেলেন।

ডিসেম্বর ১৮৭১ পর্যন্ত আড়াই বছর আশুতোষ সেই স্কুলে পড়েন এবং সবচেয়ে নিচু ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসের শেষ অবধি সেখানে ছিলেন,—অর্থাৎ ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক প্রমোশন পেয়ে আড়াই বছরে সাত ক্লাস উঠে গিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি তাঁর ক্লাসে কেবলমাত্র 'ফার্স্ট বয়'ই থাকতেন না, ক্লাসের সব পাঠ্য বইই তিন-চার মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলতেন। সেই কারণে তাঁর শিক্ষকরা সেশনের শেষ অবধি অপেক্ষা করে সময় নষ্ট না করিয়ে পরবর্তী উপরক্লাসে তাঁকে তুলিয়ে দেওয়াবার জন্য তাঁর বাবাকে বলতেন।

স্কুলের ছাত্রকালেই তাঁর বাবা তাঁকে রঙীন মানচিত্র আঁকতে শেখান। তাঁর বাবা নিজেই ম্যাপ আঁকায় দক্ষ ছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় ড্রয়িং কাগজে এশিয়া ভারতবর্ষ হেমিস্ফিয়ার-এর যেসব ম্যাপ আঁকতেন, সেগুলি ছাত্রদের আঁকা মানচিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণরূপে রোলার জড়িয়ে তুলে রাখা হত।

ঐ স্কুলে থাকতেই আশুতোষ পাটিগণিতের সবখানি এবং সারদাপ্রসাদ সরকারের পাটিগণিতের দুরূহ প্রবলেম শেষ করেন। সেই সময়ে তিনি ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলায় করা ইউক্লিডের কিছু অংশও পড়েন। তাঁর এসময়কার স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে কেউই পরবর্তী জীবনে খ্যাতিমান হন নি।

এই পর্যায়ে তিনি প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্টবুক অফ রীডিং মাত্র পড়তে শেখেন। যা কিছু তিনি করতেন পূর্ণাঙ্গ রূপেই করতেন। ১৮৭১-এর ডিসেম্বরে তাঁর বাবা তাঁকে ঐ স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন, কেননা সেখানে ফার্স্ট ক্লাসে এমনি কতকগুলি বিষয় পড়ানো হত, যেসব কেবলমাত্র এম. ভি. স্কুল এগজামিনেশনের জন্যেই পাঠ্য এবং সেসব আশুতোষেব পরে কোন কাজেই আসবে না ও তাঁর শুধু পশুশ্রমই করা হবে। বরং বাড়িতে পড়লে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি স্কুলের চেয়ে অনেক কিছু বেশি শিখতে পারবেন,—এই সব বিবেচনা করে বাড়িতে থেকে তাঁর পড়াশুনা করার ব্যবস্থা হল। এই সময়ে স্বাস্থ্যহীন না হলেও তাঁর শরীর দুর্বল ছিল।

তাঁর ছোটভাই সবারই আদরের হওয়ায় আশুতোষ তাঁর ছোটভাইকে ঈর্ষা করতেন। একদিন তাঁর বাবা খুব অসুস্থ, আশুতোষ একটা লোহার রড উনুনে গরম করে তাঁর ভাইকে ধরতে বলেন।

সেও তাই ধরতেই তাঁর হাত পুড়ে যায়, চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। তাঁর বাবা জানতে পেরে খুব রেগে যান এবং আশুতোষকে তিরস্কার করবার জন্য নেমে আসেন। আশুতোষ তাই দেখে পালিয়ে বাড়ির সামনে আস্তাবলে তাঁর গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। প্রথমে গাড়ির ভেতর মাঝখানে গদি ঢাকা দিয়ে, তারপর সীটের ওপর দুতিন ঘণ্টা অবধি। বেলা একটা দুটো বেজে যায়, অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাড়ির সবাই তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। অবশেষে তিনিও সেখান থেকে বার হয়ে ছুটে গিয়ে মার কাছে পালান।

এই সময়ে তাঁর দিদিমার তাঁর নিজেদের বাড়িতে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয়।

॥ জানুয়ারী ১৮৭২—ডিসেম্বর ১৮৭৫ ॥

আশুতোষকে তাঁর পিতা ও গৃহশিক্ষকদের কাছে বাড়িতে পড়ান। তার প্রধান কারণ—

১। সে সময়ে ভবানীপুরে এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশন ছাড়া অন্য কোন ভাল ইংরেজি স্কুল ছিল না, আর এল. এম. এস'এ হত খ্রীষ্টধর্ম শেখানো। চক্রবেড়েতে মহেশবাবুর স্কুলও তখন উঠে গিয়েছিল। নিরঞ্জন নামে এক ক্রীশ্চান ভদ্র যুবক একটা স্কুল করেছিলেন। সেটা প্রথমে পদ্মপুকুর রোডে উদয় মিত্রের (এখন যোগেশ মিত্রের) বাড়িতে বসত। এখন রসা রোড ও চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের সংযোগস্থলে বসছে বটে, কিন্তু নিরঞ্জন সম্প্রতি মারা গেলে বাবু আশুতোষ বিশ্বাস এম. এ (পরে ২৪ পরগণার জুনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার হন) সেখানকার হেডমাস্টার হয়ে দায়িত্বভার নিলেও স্কুলটির মৃতপ্রায় অবস্থা। সেই স্কুলটি পরে ১৮৭১ সাল নাগাদ ভবানীপুরের ভদ্র ব্যক্তিদের উদ্যোগে নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলরাম বসুর ঘাট-এর কাছে গোবিন্দ ঘোষাল লেনের এক বাড়িতে নিরঞ্জনের স্কুলের শিক্ষকদের নিয়েই শুরু হয়।

২। স্কুলে মন্দ ছাত্রদের সঙ্গে মিশে আশুতোষেরও মন্দ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

৩। আরও কারণ, তাঁর বাবা মনে করতেন. বাড়িতে পড়াশুনা করলে তাঁর মননশক্তিসমূহ আরও তাড়াতাড়ি বাড়বে এবং ঐ সময়ের মধ্যে স্কুলে যা শিখবে তার চেয়ে অনেক বেশি বিষয়ে ও আরও সম্পূর্ণভাবে শেখবার সুযোগ-সুবিধাও হবে, কেননা স্কুলে সাধারণ মান-এর ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেধা ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে পড়া এগোতে থাকে।

রাত্রিতে তাঁর বাবা সাধারণত তাঁর অবসর সময়ে পড়াতেন, সে সময়ে কয়েকমাসের জন্যে তাঁর গৃহশিক্ষক হন তাঁদের পারিবারিক পুরোহিত নর ভট্টাচার্যের ভাইপো রামধন ভট্টাচার্য বি.এ.। কিন্তু তিনি বি. এ. পাশ করে N.W.F.এ মুনসেফ হয়ে চলে যান ও পরে সাবজজও হন। এরপর গৃহশিক্ষক হলেন বাবু শ্যামাচরণ বসু। তিনি তখন আই-এ পরীক্ষা পাশ করেছেন ও অঙ্ক খুব ভাল জানতেন। তাঁর প্রধান দোষ ছিল পড়াতে আসতেন অতি অনিয়মিত ভাবে। আশুতোষের পড়ানোর শুরু থেকেই দুটি বিষয়ে—ইংরাজী ও অঙ্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সেগুলি সম্পর্কে আশুতোষেরও বিশেষ ঝোঁক ছিল।

বাড়িতে তিনি প্যারীচরণের ফার্স্ট বুক অফ রীডিং আবার একবার পড়েন এবং সেকেণ্ড বুক, থার্ড বুক অব রীডিং, সিম্পল লেসন্‌স ও রুডিমেণ্টস্ অব্ নলেজও শেষ করেন। প্রতিদিন ভোরে আগের মতো তিনি নিয়মিত পুরোনো পড়া আবার পড়ে ঝালিয়ে নিতেন। তাঁর বাবা রোজ সকালে তাঁর নিজের কাজ শুরু করার আগে ও আশুতোষের পুরোনো পড়া ঝালানো হলে

সেদিনের করণীয় পড়া দিতেন। আশুতোষ সকালে ও দুপুরে সেই পড়াগুলো তৈরী করতেন। তাঁর বাবা আবার দুপুরে বিশ্রামের পর ২টো-৩টের সময়ে সেই সব পড়া ধরতেন। এস. সি. বসু শুধু সকালে তাঁকে পড়াতে আসতেন।

বাল্যকাল থেকে কোন ছেলেপিলের সঙ্গে কখনও তাঁকে মিশতে দেওয়া হত না। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শুধু তাঁর নিজের ও খুড়তুতো ভাইরা। কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে তাঁকে কখনও একা বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হত না, বাড়িতেও কোন ছেলেপিলেদের আসতে দেওয়া হত না।

১৮৭৩ সাল অবধি তিনি উপরে উল্লেখ করা ইংরেজী বইগুলি পড়েন। তাঁর বাবা ফার্স্ট ও সেকেণ্ড নম্বর পোয়েট্রির কবিতাগুলিও তাঁকে মুখস্থ করান। তিনি এমন কি পাটিগণিতের কিউব রুট পর্যন্ত শেষ করেন।

রামকুমার চক্রবর্তী পণ্ডিতমশাই আগে হিন্দু স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন ও এক সময়ে হিন্দু হোস্টেলে বাস করতেন। সেখানে সে সময়ে গঙ্গাপ্রসাদও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবস্থায় থাকতেন। সেই পণ্ডিতমহাশয় ১৮৬৭ সালে ভবানীপুর L.M.S. কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং ১৮৭০-৭১ সালে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতে এসে বসবাস করতে থাকেন ও ১৮৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ১লা বৈশাখ ১২৮৫ তে (এপ্রিল ১৮৭৩) ৭৭নং রসা রোড নর্থ-এ তাঁর নিজের করা নতুন বাড়িতে চলে এলেন।

এই সময় থেকে শ্যামাচরণ বসু দুপুরে পড়াতে আসতে থাকেন। কিন্তু তিনি নিয়মিত আসতেন না বলে তাঁকে আর রাখা হয় না। ছেলেদের পড়ানোর জন্য কালীঘাটের বাবু অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জিকে ১৮৭৩ সালে নিয়োগ করা হয়, তিনি F.A. পাশ, অঙ্কশাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। পণ্ডিতমশাইই তাঁকে নিয়ে আসেন, কেননা এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশনেরই তিনি ছিলেন ছাত্র। অবিনাশবাবু ছিলেন পরিশ্রমী, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, নিয়মানুবর্তী এবং আন্তরিক কর্মানুরাগী। সেই নতুন শিক্ষকের কাছে আশুতোষ বেলা ১১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত পড়তে থাকেন, মাঝে শুধু দুপুরে আধঘণ্টার ছুটি। তাঁর বাবাও কিন্তু সেই সময়ে আগের মতোই সকালে ঘণ্টাখানেক পড়াতেন ও পড়া নিতেন। এই সময় তাঁর পাঠ্য ছিল—অঙ্ক তার প্রশ্নাবলী সমেত, অল্প বীজগণিত, ইংরেজি বই নেলসনের রীডার, পোয়েট্রী থ্রী, বিলাতী সংস্করণ ইংরাজী কবিতা থেকে বাছাই করা অংশবিশেষ এবং Bell-এর Pleasures of Hope. এই বইয়ের ৩০০ লাইন আশুতোষ একটানা মুখস্থ বলতে পারতেন। বাংলা থেকে ইংরেজী ও ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ করানো হত। পণ্ডিতমশাইয়ের মাধ্যমে এল. এম. এস. কলেজের প্রফেসর বাবু গঙ্গাধর ব্যান্যার্জী এম.-এ. মাঝে মাঝে তাঁর অনুবাদ ও পুনরনুবাদগুলি দেখে সংশোধন করে দিতেন। আশুতোষ কখনই চারটের পর বা রাত্রিতে খুব দরকার না হলে পড়াশোনা করতেন না।

এই সময় থেকে আশুতোষের বাবা তাঁকে প্রতিদিন রসা রোডের দক্ষিণদিকে প্রাতর্ভ্রমণে নিয়ে যেতেন। বেড়ানোর সময়ে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

একদিন সকালে তাঁর বাবা Bernard Smith-এর অঙ্ক বই থেকে কয়েকটা অঙ্ক কষতে দেন। একটি ছাড়া তিনি তার সব কটি অঙ্কই করতে পারেন। টেবিলের ওপর Bernard Smith-এর সমাধান পুস্তকটি রাখা ছিল। তিনি তাই থেকে হুবহু কপি করে সেই অঙ্কটি কষে রাখলেন। তারপর তাঁর বাবা এসে তাঁর অঙ্কের ফলগুলি দেখতে চাইলে তিনি চুপচাপ তাঁকে সেইটি দেখান। তার বাবা তাঁর ফাঁকিবাজি ধরে ফেলেন। তিনি নিজেই অঙ্কটি কষেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে

আশুতোষ হ্যাঁ বলায় তাঁকে অঙ্কটির সমাধানধারা ব্যাখ্যা করতে বললেন। আশুতোষ তখন ঠিকভাবে করতে অসমর্থ হয়ে ঐ সমাধান পুস্তক থেকে কপি করেছেন স্বীকার করেন। তাঁর এই মিথ্যা কথার জন্য তাঁর বাবা অত্যন্ত রেগে যান। বেত দিয়ে তাঁকে কুড়ি ত্রিশ ঘা খুব জোরে মারেন। আশুতোষের কাকা রাধিকাবাবু ও তাঁর মা তাঁকে বাঁচাতে এসে বেতের কয়েক ঘা তাঁরাও খেলেন। এই আঘাতের ফলে আশুতোষকে সাত দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল ও তাঁর সারাজীবনের শিক্ষালাভও হয়।

তাঁর কাকা রাধিকাবাবু প্রায় এই সময়ে তাঁদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

১৮৭৪ সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে আশুতোষের বুক ধড়ফড়ানি রোগ হয়। ডাক্তার চার্লসকে ডেকে দেখানো হয়। তিনি বিশ্রাম নেবার নির্দেশ দিলে আশুতোষের পড়াশুনা করা বন্ধ রাখা হয়। শুধু পুরানো পাঠই মাঝে মাঝে করা চলে। তাঁর মন ভোলানোর জন্য ডাক্তারখানার কাজ করতে দেওয়া হত। তিনি কম্‌পাউণ্ডারদের সাহায্যে ব্রিটিশ ঔষধ তৈরী পদ্ধতির বই থেকে আরক ঔষধ তৈরী করা শিখতে থাকেন। কিন্তু রোগ তাঁর সারে না। ডাক্তার চার্লস তখন তাঁর বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন।

আশুতোষের ভগিনী হেমলতার জন্ম ১৮৭৪ সালের মে মাসে। সেই বছরই অক্টোবর মাসে তিনি তাঁর মা ও সেই ভগিনীর সঙ্গে মথুরায় শীতলবাবুর কাছে চলে যান।

এই সময়ের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—

১। বই থেকে শেখা বিদ্যা কাজে লাগানোর কি ভাবে চেষ্টা করেন আশুতোষ। ডক্টর ডিক্‌শনারী অফ ইউনিভার্সাল ইনফর্মেশন বই থেকে আশুতোষ পড়েছিলেন যে বোতলে খুব ভালভাবে ছিপি এঁটে দুধ রাখলে সে দুধ নষ্ট হয় না। সেই পদ্ধতি পরীক্ষা করার তিনি চেষ্টা করেন। ট্রেনে যেতে তাঁর বোনের জন্যে একটা বোতলে দুধ ভরে নিয়ে চলেন, ভাল করে ছিপি এঁটে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখে আশ্চর্য হন, দুধটা ছানা কেটে গেছে। তাঁর বইপড়া বিদ্যা তাঁকে বিফল করল।

২। তাঁর ডাক্তারখানার জ্ঞান থেকে তিনি জেনেছিলেন, পাতলা পায়খানার রোগের ঔষধ PULV. CRETA এবং তাতে পেট এঁটে যায়। তিনি ভাবলেন, পেটখারাপ অবস্থায় এর এমন কাজ হলে সাধারণ অবস্থায় খেলে নিশ্চয় এর আরও জোর ফল পাওয়া যায়। এই ভেবে ট্রেনে যাতে তাঁকে পায়খানায় যেতে না হয়, সেই ঔষধ বেশিমাত্রায় খেয়ে নিলেন। দু'রাত্রি ভালভাবে তিনি কাটালেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে তাঁর এমনই জোর বেগ দেখা দিল যে তাঁরা কানপুরে থেকে যেতে বাধ্য হন।

প্রায় এই সময়েরই আর একটি ঘটনা থেকে দেখা যায়, তাঁর সেই প্রায় দশবছর বয়সেই তিনি কিরকম একগুঁয়ে ছিলেন। একদিন তাঁর বাবা ও কাকার ব্যারাকপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর বাবা সেখানে গেলেন না, কিন্তু তাঁর কাকা তাঁর দুই ছেলে গিরীন ও ফণিকে নিয়ে চলে গেলেন, আশুতোষকে নিয়ে যান নি। তিনি খুব রেগে গেলেন আর ঠিক করলেন তিনি যাবেনই। কাউকে কিছু না বলে, দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ একটা গাড়ী ভাড়া করে শেয়ালদা চলে গেলেন, টিকিট কেটে লোকাল ট্রেন ধরে রওনা হলেন। কিন্তু তখনই তাঁর মনে হল, ব্যারাকপুরে তাঁর কাকা তাঁকে দেখে ফেলতে পারেন, তাই তাঁদের আগেই বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ইছাপুরে নেমে পড়লেন এবং পরের ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরে এলেন। বাড়ি পৌঁছলেন সন্ধ্যে

সাতটায়। ইতিমধ্যে বাড়ির সকলে তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কি করেছিলেন সেকথা জানাতেই বকুনি খেলেন।

১৮৭৪ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত আশুতোষ মথুরায় ছিলেন। সেখানে তিনি নিয়মিত বেড়িয়ে এসে স্নান সেরে নিতেন। সাধারণ খাওয়াদাওয়া ছাড়াও তিন সের দুধ ও আধ ছটাক মাখন প্রতিদিন খেতেন। ওষুধপত্র খেতেন না। সেখানে পড়াশুনোও করতেন না। শীতলবাবুর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই বৃন্দাবনে শেঠেদের মন্দিরে ও গোকুলে যেতেন। যমুনার তীরে বিশ্রামঘাট ছিল তাঁরও অতি প্রিয় বিশ্রামস্থল। প্রতিদিন সেখানে যেতেন।

গাড়ি দুর্ঘটনা ঃ একদিন তিনি এক মতলব আঁটলেন, গাড়ির পিছনে সহিসরা যেখানে দাঁড়ায় সেইখানে উঠে দাঁড়াবেন। সেদিন শীতলবাবুর গাড়ি যখন তৈরী হচ্ছে, তখন তিনি সেই গাড়ীর পিছনে উঠে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আস্তাবল থেকে গাড়ী বেরিয়ে যখন শীতলবাবুর বাড়ীর দিকে ছুটে যাচ্ছে, চলন্ত গাড়ীর পিছন থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন। এর জন্য তাঁকে শীতলবাবুর কাছে বকুনিও খেতে হয়।

বৃন্দাবন থেকে ২৪ মাইল দূরে দিগ্-এ তিনি বেড়াতে যান। সেখানকার রাজাদের চমৎকার রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ তিনি দেখে আসেন। সেখানে তিনি গাছে ফলন্ত কমলালেবু দেখতে পান। এবং জীবনে প্রথম উটের গাড়ী দেখে তাতে চড়েন।

কলকাতা ফেরবার সময়ে তাঁরা গাড়ী করে মথুরা থেকে আগ্রায় আসেন এবং তাঁদের সহযাত্রী অভিভাবক কমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ীর মাথায় নেওয়া ফলের মহাভোজে বসেছেন দেখে তিনিও গাড়ীর মাথায় উঠে তাঁদের সঙ্গে সেই ভোজে যোগ দিলেন। আগ্রায় তাঁরা তিন-চারদিন থেকে তাজমহল সেকেন্দ্রা আগ্রাদুর্গ দেখেন। বালক আশুতোষ সেখানে কটা কাঁচের সুন্দর মার্বেল সংগ্রহ করেন, কিন্তু লখনৌ স্টেশনে রাত্রে ট্রেন বদল করার সময়ে সেগুলো হারিয়ে যাওয়ায় খুবই দুঃখ পান।

কাশীতে এসে তাঁরা ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের বাড়িতে থাকেন। বেনারস সম্বন্ধে তাঁর সেই সময়কার স্মৃতি যা আছে তা হল—কুইনস্ কলেজের বিশাল বাড়ি আর তার পিছন দিকের অশোক স্তম্ভ। সেই কাশীতেই তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রথম দেখেন ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। বিদ্যাসাগর মশাই আশুতোষের বাবাকে চিনতেন। বিদ্যাসাগরের আমন্ত্রণে তিনি ফেরার পথে কারমাটারে তাঁর বাড়িতে একদিন কাটিয়েও আসেন।

১৮৭৫ সালে ৪ঠা-৫ই জানুয়ারী আশুতোষ ভবানীপুরে ফিরে এলেন। এই চেঞ্জের ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে তিনি এমনই মোটা হয়ে গিয়েছিলেন যে বাড়ির লোকেও তাকে দেখে চিনতে পারে নি। বাড়ি ফেরার পর তাঁর বাবার ডাক্তারখানার তিনি তদারকি করতে থাকেন।

একদিন কাকার সঙ্গে থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং-এর দোকানে তিনি গেছেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার তাঁর দেখা। বিদ্যাসাগর তাঁকে একখানি 'রবিনসন ক্রুশো' বই উপহার দিয়ে বলেন, 'বইখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।'

আশুতোষ বইখানি সযত্নে মন দিয়ে ভালভাবে শুধু পড়েন নি, সেই মহাপুরুষের দেওয়া উপহারখানি অতিযত্নে এখনও সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর বাবার কাছে তিনি রবিনসন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেলস্, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, ইংলিশ পোয়েট্রি পড়েন। সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে পাঠ্যগুলি আবার অভ্যাসও করতেন। এতে তাঁর লেখাপড়ায় প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। তখনও তাঁর গৃহশিক্ষক অবিনাশবাবুই ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
॥ স্কুল-জীবন ॥

১৮৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে আশুতোষ সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হন। সেসময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ. ছিলেন হেড্‌মাস্টার এবং বাবু আশুতোষ বিশ্বাস, এম. এ. সেকেণ্ড মাস্টার। ১৮৭৭ সালের জুন মাসে বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত সরকারী স্কুলের হেড্‌মাস্টারের পদ থেকে অবসর নেবার পর এখানে সহকারী হেড্‌মাস্টার পদে যোগদান করেন। তিনি ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে ইংরাজী গ্রামার ও একসারসাইজ পড়াতেন। ১৮৭৭ সালে পণ্ডিত শিবনাথ চলে গেলে বাবু যশোদানন্দন সরকার, এম. এ. হেড্‌মাস্টার নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৮ সালে তিনিও চলে গেলে বাবু ক্ষেত্রনাথ হেড্‌মাস্টার হলেন। বাবু আশুতোষ বিশ্বাস স্কুল ছেড়ে দিলে বাবু মতিলাল চ্যাটার্জি, এম. এ. সেকেণ্ড মাস্টার নিযুক্ত হলেন। বাবু বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন তখন হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন। এই সবের জন্যে সাউথ সুবার্বন স্কুলের শিক্ষকতার মান তখন খুব উন্নত ছিল, যদিও সেসময় এল. এম. এস. ইন্সটিটিউশন-এর শিক্ষকতার যথেষ্ট সুনাম চলেছে। তার কারণ, সেখানে তখন রেভারেন্ড জে. পি. অ্যাশটান প্রিন্সিপ্যাল; রেভারেন্ড ডবলিউ জনসন ইংরাজির অধ্যাপক এবং তাঁরা দুইজন সেখানকার এনট্রান্স ক্লাসেও পড়াতেন। তাছাড়া, বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. ইংরাজি, বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় গ্রামার ও কম্‌পোজিশন; বাবু বাবুরাম চট্টোপাধ্যায় এম. এ. অঙ্কের অধ্যাপক; বাবু কৈলাসচন্দ্র মান্না, বি. এ. অঙ্ক ও ইতিহাস; রামকুমার চক্রবর্তী ও বাবু পঞ্চানন পালধি সংস্কৃতের পণ্ডিত,—এঁরা সবাই পড়াতেন, আর তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তখনকার দিনের বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্। এসব সত্ত্বেও স্থানীয় উচ্চবিত্ত পরিবাররা সাউথ সুবার্বন স্কুলকে নিজেদের স্কুল ভেবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কারণ, এখানে খৃষ্টধর্মের বা বাইবেলের শিক্ষা দেওয়া হত না। এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশন হোল দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে, সেখানে বেতনও অপেক্ষাকৃত কম।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় আশুতোষকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সেসময়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ন্যূনতম বয়সসীমা ছিল ১৬ বছর, সেইজন্য তাঁকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বাঙলা হিসাবমতে সেটা ছিল ৪র্থ শ্রেণী।

আশুতোষ ক্লাসে বরাবরই প্রথম হতেন। তাঁর বাবাও তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রতিদিন ক্লাসে প্রথম থাকলে এক টাকা, ও দ্বিতীয় থাকলে আট আনা, পারিতোষিক দিতেন। দেখা যেতে লাগল, আশুতোষ সারা বছর বরাবরই এক টাকাই পারিতোষিক পেতেন, মাত্র দু-তিনবার পেয়েছেন আট আনা। একদিন অনুপস্থিতির পর স্কুলে গিয়ে সকলের শেষে বসেন। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আর কেউ না দিতে পারায়, আশুতোষ সঠিক উত্তর দিয়ে আবার প্রথম স্থানে উঠে আসেন।

সেই সময় অবিনাশবাবু সকালে তাঁকে পড়াতে আসতেন। তাঁর বাবাও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে বার হতেন, এবং বেড়াতে বেড়াতে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার সময় আশুতোষ কখনও-সখনও পড়তে বসতেন। তাঁর বাবাও তাঁকে পড়াতেন সকালে, অথবা তাঁর অবসর সময়ে। এই সময় তিনি পণ্ডিতমশায়ের কাছে নিয়মিত সংস্কৃত পড়া শুরু করেন। ভূগোল

ও রঙীন মানচিত্র আঁকা শিখতে থাকলেন। বাল্যকালে আঁকা সেইসব মানচিত্রের কয়েকটি এখনও স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখা আছে।

বীজগণিতের Quadratic Equations (দ্বিঘাত সমীকরণ) চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়ই তিনি শেখেন, ২৫টা থেকে ৪০টা অঙ্ক প্রতিদিন কষতেন। এ সময় ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, এবং Todhunter ও Potts এর বই-এর সব এক্‌সারসাইজ ও এক্‌স্ট্রাগুলির উত্তর বার করে ভাল করে কপি করে রাখতেন। সেই কপিগুলি এখনও সযত্নে রাখা আছে।

এসময় তিনি ইতিহাস পড়াও শুরু করলেন, এবং Poetical Reader-এর তৃতীয় ভাগ থেকে কবিতা মুখস্থ করতেন। Lethbridge's Selections পড়েছিলেন। পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও এই সময় Arabian Nights (Foster's ed)-এর নির্বাচিত গল্প-সংগ্রহও পড়েন।

আশুতোষ সব সময়ই তাঁর ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। গঙ্গাপ্রসাদ নিয়মিত তাঁর পড়াশুনার উপর লক্ষ্য রাখতেন; পড়া ধরতেন, পাঠ দিতেন ও বাড়ির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়, বাড়ি ঢুকে' দেখে যেতেন আশুতোষ কি ও কেমন ভাবে পড়াশুনা করছেন।

১৮৭৭ সাল। আশুতোষ তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলেন। Goldsmith-এর Vicar of Wakefield, Deserted Village ও Poetical Reader (III) এই সময়ে পড়েছিলেন। যা কিছু তিনি পড়তেন, পড়তেন ভালভাবে ও একাগ্রচিত্তে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। তাঁর যেমন ছিল পড়ার ও শিখবার গভীর আগ্রহ, তেমনি দেখা যেত তাঁর পাঠ আয়ত্ত করারও ক্ষমতা। সেই সময় থেকে এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশনের এর সুবিদ্বান ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়, পঞ্চানন পালধির কাছে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেন। পঞ্চানন পালধির মত শিক্ষক সেকালে ক্বচিৎ দেখা যেত। তাঁর কাছেই আশুতোষ ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি পাঠ করেন। উনিশ বছর ধরে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত এক ঘণ্টা করে সংস্কৃত চর্চা করে গেছেন। এই সময় তাঁর পাঠ্য বইয়ের বাইরে তিনি পড়েছিলেন, Macaulay's Clive ও Hastings;—তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিও তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। Milton-এর Paradise Lost-এর সম্পূর্ণ প্রথম ভাগ, Euclid-এর জ্যামিতির দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগও তাঁর এই সময়ের পড়া। এছাড়াও বাঙলা থেকে ইংরাজি এবং ইংরাজি থেকে অনুবাদও করতেন। Marshman's History'র তিনখণ্ড বাঙলায় অনুবাদ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, নীতিবোধ প্রভৃতি বইগুলিও তিনি বাঙলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ফেলেন। বাঙলা অনুবাদগুলি পণ্ডিতমশায় সংশোধন করে দিতেন। মধুসূদন দাস, এম. এ. (খৃষ্টধর্মাবলম্বী)—পরবর্তীকালে কটকের প্রধান উকিল, সংশোধন করে দিতেন ইংরাজি অনুবাদ। মধুসূদন ছিলেন ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত; এবং Model Questions বইখানির প্রণেতা। ইংরাজিতে তিনি ছিলেন সুবক্তাও এবং সেই সময়ে মিশনে চাকরি নিয়ে এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশনের একটি শাখায় শিক্ষকতা করতেন। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের তিনি বন্ধু ছিলেন এবং স্নেহবশেই আশুতোষকে বিনা পারিশ্রমিকে এভাবে সাহায্য করতেন। অবশ্য, প্রতিদানে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদও কিছু না নিয়ে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসা করতেন। গঙ্গাধরবাবুও কখন-সখন অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন। আর, সবার উপরে তাঁর বাবার দৃষ্টি সব সময়ে তো ছিলই।

১৮৭৮ সাল। আশুতোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলেন। এই ক্লাসে পাঠ করেন, Sketch Book, Poetical Selections, Goldsmith's Traveller.

এ ছাড়া তাঁর বাবার কাছে তিনি পড়েন ঃ

১। Freeman's Old English History.

২। Norman Conquest, 5th vol.

৩। Historical Essays.

এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি শেষ করেন,—Lennie, Hieley, (?) Bain, Angus, M'cmordie, Abbot's How to parse, Rowe's Hints, Rowe's Companion Reader. প্রকৃতপক্ষে তিনি সেকালে প্রচলিত প্রায় সব গ্রামার ও কম্‌পোজিশনের বইগুলি পাঠ করেন।

Physical Geography,—প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ের প্রতি আশুতোষের বিশেষ আগ্রহ থাকায় তিনি পড়লেন, Blanford's Elementary, enlarged ed, Geikies Larger ed, Anstead's Physical Geography.

ইতিহাস, Lethbridge's India (Larger ed.) তাঁর পাঠ্যপুস্তক ছিল—সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি; Pope's Analytical History of India এবং Lethbrdge-এর সংক্ষিপ্ত England History পাঠ্য থাকলেও, তিনি পড়েন, Edith Thompson's History of England—যে বই (দু বছর পরে) ১৮৮০ থেকে তাঁর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত ছিল এবং Ross's English History, Marshman's History of India, তিন খণ্ড, ইতিমধ্যে সেগুলি অনুবাদ করার সময় পড়া হয়ে গিয়েছিল।

তিনি কখনও মানের বই, নোটবই, কিংবা সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কিছু পড়তেন না। সেই জাতীয় বইগুলি তিনি ঘৃণা করতেন।

ইতিহাস ও ভূগোলের বই তিনি কখনও আগাগোড়া মুখস্থ করতেন না। বিষযবস্তু পাঠ করে মনে রাখতেন এবং নিজের ভাষায় তা' প্রকাশ করতে পারতেন। অবশ্য এর মধ্যে বই-এর ভাষাও আপনা থেকেই কিছু কিছু এসে যেত।

বীজগণিতের Binomial Theorem শেষ করে থাকায় বীজগণিতও সম্পূর্ণ করলেন। Euclid-এর Book VI পুনরায় পড়ে Potts প্রভৃতি থেকে প্রশ্নোত্তরমালা শেষ করলেন।

ব্যাকরণ কৌমুদী-চার খণ্ডও পড়া শেষ হল।

সেসময় রাত নয়টা পর্যন্ত তাঁর পড়াশুনা চলত। প্রাতর্ভ্রমণ হয়ে গেল বন্ধ। বিকেলে বাবার, অথবা পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে বেড়ানো শুরু হল।

গৃহশিক্ষক অবিনাশবাবু এইসময় অ্যাকাউন্‌টেণ্টশিপ্ পাশ করে চাকরি নিয়ে মুলতানে চলে যান। তারপর থেকে আর কোন গৃহশিক্ষক আশুতোষের জন্য নিযুক্ত হননি। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই এনট্রান্স কোর্সের সমস্ত বিষয়ের বইগুলি তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন।

এই সময়েই তিনি বাবার কাছে Burke's Impeachment of Warren Hastings বইখানিও পড়েন।

১৮৭৯ সাল। আশুতোষ এনট্রান্স ক্লাসে উঠলেন। আগের মতই পড়াশুনা চলতে থাকে। স্কুলের টিফিনে আধঘণ্টা সময়, হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবু তাঁর নির্বাচিত কয়েকজন ছাত্রকে গ্রামার পড়াবেন বললেন। আশুতোষ তখনই প্রস্তুত; ও এতে তাঁর লাভও হয়। তিনি কখনও ইতিহাস বা ভূগোল হুবহু মুখস্থ করতেন না, সব রকমের নোটবই, সংক্ষিপ্তসার, মানের বই ঘৃণা করতেন; এই হুবহু মুখস্থ করার স্বভাব না থাকায় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান লাভ করলেন না, এনট্রান্স

পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ হোল।

আশুতোষের অল্পবয়সকালে—১৮৭৫ সাল থেকেই, গঙ্গপ্রসাদ ছেলের বক্তৃতাদানের ক্ষমতার দিকে নজর দিতে থাকেন। কারণ, আশুতোষ ছিলেন খুব মুখচোরা, কথাবার্তা বড় একটা বলতেন না। তাঁর বাবার সব সময় দুশ্চিন্তা হোত, আশুতোষ এমন থাকলে কি করে ভাল উকিল ও সুবক্তা হবেন। তিনি বাল্যকালে লোকেদের সঙ্গে সহজে কথাবার্তা বলতে বা বিতর্ক করতে পারেন না। গঙ্গপ্রসাদ সেই কারণে আশুতোষের শিক্ষার এই দিকেও বিশেষ নজর দেন। কাঠের একটা স্ট্যান্ড, (টুল ধরনের) তৈরি করানো হোল। তার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর পঠিত বিষয়গুলি আবৃত্তি করতেন, বক্তৃতাদানের ভঙ্গিতে, যাতে তাঁর বক্তৃতাশক্তির উন্মেষ হয়। এই সময় তিনি Bell's Elocution ও Public Speaker নামে আর একটা বই পড়েন। সেই সব বই থেকে দীর্ঘ অংশগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া হোত এবং আশুতোষ সেগুলি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতেন। উচ্চারণ শুদ্ধি ও স্বরভঙ্গি নির্ভুল শেখা ও তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি চেম্বার্স-এর অভিধান সবসময় ব্যবহার করতেন। সেই অভিধানটি এখনও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে।

এই কারণেই তাঁর উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গি ক্রটিহীন হয়। বাঙালীদের মধ্যে এ বিষয়ে গর্ব করার মত ব্যক্তি কমই দেখা যায়।

সাত বছর বয়স থেকেই আশুতোষের আদর্শ ছিল, তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার হন। তাঁর বাবারও বাসনা ছিল, তিনি যেন কখনও ডাক্তারি পেশা না নেন্ এবং হাইকোর্টের উকিল হয়ে পরে জজ হতে পারেন। আশুতোষেরও সেই একই অভিলাষ; তাঁর জীবনের আদর্শের লক্ষ্য। তার বাবা সব সময় তাঁর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন থাকতেন ও ছেলের মনেও তা জাগিয়ে রাখতেন। জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র ছিলেন সেকালের বাঙালীদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও বিরাট ব্যক্তি। গঙ্গাপ্রসাদের তিনি বন্ধুও ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ প্রায়ই দ্বারকানাথের বাড়িতে যেতেন, তিনিও মাঝে মাঝে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতে আসতেন। এর ফলে আশুতোষের মধ্যে সব সময় উচ্চকাঙ্ক্ষাও সজাগ থাকত। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের প্রতিভা দেখে তাঁকে বলতেন, দ্বারকানাথের চেয়েও তিনি ভবিষ্যতে আরও খ্যাতিমান ও বিচক্ষণ বিচারপতি হবেন। কেন না, আশুতোষের বুদ্ধিমত্তা ও অধিগত বিদ্যাবত্তা হবে আরও উচ্চস্তরের। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বারকানাথের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল অবশ্যই অতি উচ্চমানের, উচ্চস্তরের দৃষ্টবাদীও তিনি ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল না, কর্মক্ষেত্রও শুধু মাত্র দৃষ্টবাদ ও আইনজগতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আশুতোষের বাবার উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে আদর্শ ও সুগভীর ভিত্তিতে শিক্ষাদান। তিনি বলতেন, যা কিছু শেখ, তা অবশ্যই ভাল করে শেখা চাই। তাঁর ধারণা ছিল, কোন মানুষই ভালভাবে সংস্কৃত না শিখলে এবং ইংরাজি না জানলে, তাকে শিক্ষিত বলে মনে করা যায় না। এই জন্যে তাঁর ছেলেকে ভাল ভাবে সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখাবার অশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের ইচ্ছা ছিল, আশুতোষকে উর্দুও শেখান। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি।

আশুতোষের স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ. বি. এল. (উকিল) এবং সতীশচন্দ্র মুখার্জী এম. এ. বি. এল. (ডন্ সোসাইটির) উল্লেখযোগ্য।

খেলাধুলা ও ব্যায়ামচর্চা ঃ ১৮৭৩-৭৪ সালে. নতুন বাড়িতে আসার পর, আশুতোষ পটু সাঁতারু হয়ে ওঠেন। এক নাগাড়ে, না থেমে, বেলতলা রোডের কাছে, রসা রোড (সাউথ)-এর ওপর বলরাম বসুর বড় পুষ্করিণীর এপার ওপার করতে পারতেন। অনেক সময় তিনি গঙ্গার

টালির নালাতেও সাঁতার কাটতেন। ১৮৭৯-৮০ সালে কলেজে যাওয়া শুরু হলে তাঁকে এই সাঁতার কাটার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হয়।

মুগুর ও ডাম্‌বেল নিয়ে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা এই সময় থেকেই শুরু। পরেও তিনি এ অভ্যাস রাখলেও তার নিয়মিত অনুশীলন করা হয়ে উঠত না।

১৮৭৭ সালে বিকেলে ময়দানে রাধিকাবাবুর ঘোড়া নিয়ে তাতে তিনি চড়তে শেখেন। কিন্তু ১৮৭৮ সালে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় ঘোড়ায় চাপা বন্ধ করতে হয়। তিনি জীবনে কখনও তাস বা দাবা খেলতেন না। সে-সব খেলা খেলতে মোটেই জানতেন না।

সঙ্গীতে তাঁর কোন অভিরুচি ছিল না, অথবা বলা যায়, তিনি সেসব কখনও অভ্যাস করেন নি। সব সময় বই নিয়েই থাকতেন। সময়মত ব্যায়ামচর্চা ও নিয়মিত বেড়ানোই ছিল তাঁর বিনোদন।

বাঙলা সাহিত্যচর্চা ঃ আশুতোষের জননী কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিয়মিত পাঠ করতেন। মায়ের কাছ থেকে এই অভ্যাসটি লাভ করে তিনিও এই দুটি মহাকাব্য প্রায়শই পড়তেন। এমন কি, কাব্যদুটির অনেক অংশ পুনরাবৃত্তি করতেও পারতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাঙলা গ্রন্থগুলিও তিনি পড়তেন। এ ছাড়াও তিনি সে সময়কার সর্বাপেক্ষা প্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি কখনও বাঙলা উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন না, এবং অন্তত সেসময় পর্যন্ত কোন বাঙলা বা ইংরাজি নভেল পড়েন নি। পরবর্তীকালেও কচিৎই বাঙলা উপন্যাস পড়তেন।

—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট ৫

আশুতোষের জীবনীপঞ্জী

১৮৬৪ আশুতোষ কলিকাতা বৌবাজারের ১০/১ (বর্তমানে ২৯ নং) মলঙ্গা লেনস্থিত নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন, ২৯শে জুন ভোর চারটার সময়।
পিতামহ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার জিরাট গ্রামে বসবাস করিতে আসেন।
পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার মগরার নিকটে দিক্‌শুই গ্রামে।
পিতা—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
মাতা—জগত্তারিণী দেবী।

১৮৬২ ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৭নং রসা রোড, নর্থ (বর্তমান আশুতোষ মুখার্জী রোডস্থিত) বাসভবন ক্রয় করিয়া এপ্রিল মাসে বসবাস করিতে আসেন।

১৮৬৯ কলিকাতা ভবানীপুরস্থিত চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৮৭৪ কঠিন পীড়া—বায়ু পরিবর্তনের জন্য আশুতোষ মথুরা যান। মোগলসরাই রেলস্টেশনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

১৮৭৫ কলকাতায় থ্যাকার স্পিঙ্ক্ কোম্পানীর বই-এর দোকানে পুনরায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আশুতোষকে স্বস্বাক্ষরিত 'Life and Adventure of Robinson Crusoe' উপহার-দান।

১৮৭৬ ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে যোগদান করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই সময় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
উড়িষ্যার বিখ্যাত নেতা মধুসূদন দাস তাঁহার গৃহশিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৭৯ কৃতী ছাত্রদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২০ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৮০ প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৮১ গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও কলাবিদ্যার প্রথম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। 'অন্ এ জিয়োমেট্রীকাল থিয়োরেম্' শীর্ষক অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁহার গবেষণাপত্রটি কেমব্রিজের 'মেসেঞ্জার অব ম্যাথেমেটিকস্'-এ প্রকাশিত হয়।

১৮৮১-৯৪ ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পত্রিকায় তাঁহার মৌলিক গবেষণার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হ'ন।

১৮৮৩ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের প্রতিবাদে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং জনসভায় ও ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দান।
'মেসেঞ্জার অফ ম্যাথামেটিকস্' পত্রিকায় মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন।
সিটি কলেজে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যোগদান করেন।
লণ্ডন ম্যাথেমেটীক সোসাইটির সভ্য হন।

১৮৮৪-৮৬ পরপর তিন বৎসর টেগোর ল' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৮৮৫ এম. এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ২১ বৎসর বয়সে রয়্যাল এস্ট্রনমিকাল সোসাইটি এবং এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন।

১৮৮৬ পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম একাধিক বিষয়ে এম. এ পাশ করেন।
কৃষ্ণনগর নিবাসী পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন।
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। মৌয়াট পদক পান। এডিনবরা রয়েল সোসাইটির ফেলো ও এসিয়াটিক সোসাইটির এবং বেডফোর্ডের এসোসিয়েশন ফর দি ইম্প্রুভমেন্ট অব্ জিওমেট্রিক্যাল টিচিং-এর সভ্য হন।

১৮৮৭ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ অঙ্ক শাস্ত্রের সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। দুই বৎসরাধিক কাল ধরে ৩০টির উপর গবেষণামূলক বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় অঙ্ক শাস্ত্রের পরীক্ষক হন। লণ্ডন ফিজিকাল সোসাইটির সভ্য হন।

১৮৮৮ সিটি কলেজ থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক উপাধি লাভ করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলদের তালিকাভুক্ত হন। স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছে শিক্ষানবিশী ও ৩১শে আগস্ট হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ।
এডিনবরা এবং প্যারিসের ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির সভ্য হন।

১৮৮৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ১৬ই জানুয়ারী ও সিণ্ডিকেটের সভ্য হন ৩০শে মার্চ। পিতার মৃত্যু।

১৮৯০ পালামোর ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি এবং ফ্রান্সের ফিজিকাল সোসাইটির সদস্য হন।

১৮৯১ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পর্যন্ত পরীক্ষার এবং পাঠ্য বিষয় হিসাবে বাংলার প্রচলন করার প্রস্তাব করেন। আশুতোষের এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।
সিণ্ডিকেট উহা নাকচ করিয়া দেন।

১৮৯২ 'জিওমেট্রি অব্ কনিকস্' শীর্ষক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩ রয়্যাল আইরিশ একাডেমীর সদস্য তালিকাভুক্ত হন।
অনার্স ইন্ ল' পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৪ ডক্টর অব্ ল' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা পৌরসভার সদস্য হন (১৮৯৮-১৯০৪)

১৮৯৭ ট্যাগোর ল' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'ল অব্ পারপিটুইটিস্' গ্রন্থ লেখেন।

১৮৯৯ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯০০ আমেরিকান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির সভ্য হন।

১৯০১ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় নির্বাচিত হন।

১৯০২ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে বাংলার সদস্য হন।

১৯০৩ বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা পৌরসভা হইতে নির্বাচিত হন। পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করে ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন।

১৯০৪ জুন মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হন [১৯০৪—১৯২৩]।

১৯০৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। একাদিক্রমে চারবার ১৯০৬—১৪ ঐ পদাবৃত ছিলেন।
ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি অ্যাক্ট, ১৯০৪, অনুসারে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থার সভাপতি হন।

১৯০৭ বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন [১৯০৬—০৯]।

১৯০৮ ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি, এস-সি [সম্মানসূচক] উপাধি দান।

১৯০৯ ভারতীয় যাদুঘরের বোর্ড আব্ ট্রাস্টিজ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সংস্কৃত পরীক্ষা সংস্থার সভাপতি হন।
'কম্প্যানিয়ন অব্ দ্য স্টার অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯১০ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি) কাউন্সিলের সভাপতি হন (১৯১০-২৪)। নবদ্বীপের বিদগ্ধ পণ্ডিত সভার সভাপতি হন। 'সরস্বতী' উপাধি লাভ। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি। বঙ্গীয় ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধসভার সভাপতি। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি.এ. পর্যন্ত মাতৃভাষাকে অবশ্যপাঠ্য ও পরীক্ষার বিষয় নির্ধারণ করেন।

১৯১১ 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯১২ ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্ত্তৃক শাস্ত্র বাচস্পতি উপাধি দান।

১৯১৩ বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তন ও মৌলিক রচনার সুযোগ দান।

১৯১৪ ২৭শে মার্চ কলেজ অব্ সায়েন্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।
উপাচার্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ।
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
মাতার মৃত্যু।
সিংহল হইতে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি লাভ।

১৯১৫ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও সভাপতিরূপে ভাষণ দান।
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিরূপে ভাষণ।

১৯১৬ বাঁকিপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য সভা এবং রংপুরের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ। 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯১৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সভাপতি হন। ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা। স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শাখায় পঠনপাঠন ও গবেষণার সূত্রপাত।

১৯১৭-১৯ স্যাডলার কমিশনের সভ্য। কমিশনের রিপোর্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯১৯ হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেন।

১৯২০ ছয় মাসের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হন। ১৯ বছরের জজিয়তিকালে বহু ঐতিহাসিক রায় দান।
'ভারতমার্তণ্ড' উপাধি লাভ করেন।

১৯২১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চমবার উপাচার্যপদে নিযুক্ত হন।
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন [১৯২১-২৩]।
সাহিত্য বা বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ের নামে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদানের ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রাপক।

১৯২২ সরকার কর্ত্তৃক সাহায্যদানের শর্ত গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তাঁহার নেতৃত্বে সেনেটের সদস্যগণ বাতিল করিয়া দেন।

১৯২৩ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন এবং উপাচার্য পদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শর্ত থাকায় তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন।
জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার মৃত্যু।

১৯২৪ ১লা জানুয়ারী বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ।
পাটনায় "Historical Research in Bihar and Orissa" বিষয়ে ভাষণ দান।
জ্যেষ্ঠা কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা লেক্চারশিপ' প্রবর্তন। পুনরায় আইনজীবিকা গ্রহণ করেন এবং পাটনায় গুরুত্বপূর্ণ ডুমরাঁও মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করেন। সেখানে ২৫শে মে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন!